শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণঃ

—তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

# সূচীপত্র

| | | পাতা |
|---|---|---|
| ১। | সাংখ্য দর্শন ... ... | ১—১৫ |
| ২। | জপ্জি ... ... | ১৬—১২৩ |
| ৩। | পাণিনীয় শিক্ষা ... ... | ১২৪—১৩৫ |
| ৪। | বেদান্তদর্শন ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় সমাপ্ত ... | ১৩৬—৩৩৪ |

# সাঙ্খ্যদর্শন।

## প্রথম অধ্যায়।

অথ সাঙ্খ্যশাসনম্।

ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিরর্থ পুরুষানাম্।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১।

অর্থ = রূপ।

পুরুষ = উত্তম পুরুষ।

অর্থানন্তর, তিন প্রকার দুঃখের (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩।৪ শ্লোকে ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা আছে) অন্তকে অতিক্রম করিয়াছে এমন যে নিবৃত্তি তাহাই পুরুষার্থ এবং প্রয়োজন, আমি কে ইহা অবগত হওয়াই সাঙ্খের তাৎপর্য্য অর্থাৎ সোঽহং ব্রহ্মাস্মি।
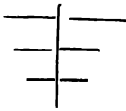
আধ্যাত্মিক
আধিভৌতিক
আধিদৈবিক

এই তিন দাগ তিন প্রকার দুঃখ তাহার মধ্যে দিয়া তিন প্রকার দুঃখ কাটিয়া গিয়াছে যে দাগ তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা ক্রিয়া করিয়া অল্পক্ষণ ক্রিয়ার পর অবস্থা ভোগ করার নাম অল্প নিবৃত্তি আর অধিকক্ষণ থাকার নাম অধিক নিবৃত্তি আর সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে থাকার নাম অত্যন্ত নিবৃত্তি।

ন দৃষ্টা দৃষ্টাত্তৎ সিদ্ধি নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ। ২।

এই চক্ষে দেখা যায় না যে ব্রহ্ম (উত্তম পুরুষ) ও তাঁহাকে না দেখিলে কিছুরি অর্থাৎ কোন বিষয়েরি সিদ্ধি হয় না, আর তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় কোন ইচ্ছা থাকে না ইচ্ছা রহিত হওয়ার নাম সিদ্ধি, ইচ্ছা না থাকিলে দেখে কে। কোন বিষয়ের নিবৃত্তি আপাততঃ হইলেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—যেমন একটী সন্দেশ খাইতে ইচ্ছা হইল, যিনি সন্ন্যাসী তিনি বর্ত্তমান ইচ্ছা নিবৃত্তি করিলেন; কিন্তু কখন না কখন সন্দেশ খাইব এই ইচ্ছাটী ভিতর ভিতর রহিল (গীতা ৮ অধ্যায় ১৬ শ্লোক) কিন্তু যিনি উত্তম পুরুষকে পাইয়া নিবৃত্তি হইয়াছেন তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এ উভয়ের

কোনটীরও পুনরাবৃত্তি থাকে না। আত্মার ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা স্থির হয়েন, এই স্থিরত্ব পদের নাম অজর ও অমর পদ, ইহাই ব্রহ্ম ও উত্তম পুরুষ ছন্দোগ্যোপনিষদে ইহা লেখা আছে। (গীতা ৮ অধ্যায় ২১ শ্লোক)।

প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতিকারবত্তৎপ্রতিকার চেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্॥ ৩॥

ক্ষুধার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রত্যহই যে চেষ্টা করা যায় তাহারি নাম কি পুরুষার্থ, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম? গীতা ৪ অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ॥ ৪॥

সকল বস্তুর ভবিষ্যৎ ইচ্ছার ত্যাগ সন্ন্যাসীরা করিতে পারেন না ও করাও অসম্ভব, যদ্যপি উপরে উপরে ত্যাগ করেন তথাপি ভিতরে ভিতরে পারেন না আর ভিতরে ভিতরে ত্যাগ হওয়া সন্ন্যাসীদের অসম্ভব ইহা যোগীরা জানেন, কুশলৈঃ:—

ক শব্দে যোনি, উ শব্দে যোনি, শ শব্দে মস্তক, ল শব্দে স্তনদ্বয়, ঐ শব্দে মুখ, বিসর্গ শব্দে নাসাক্ষি, অর্থাৎ প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীরা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারায় দেখিতেছেন যে সন্ন্যাসীরা বর্ত্তমান ইচ্ছা আর ত্যাগীরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয় ইচ্ছার ত্যাগ করিতে পারেন, প্রমাণ গীতা ১৮ অধ্যায়ের ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ শ্লোকে।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ॥ ৫॥

ব্রহ্মেতে থাকার নাম মোক্ষ যাহা উর্দ্ধেতে আকর্ষণ করিয়া হয় অর্থাৎ প্রাণাযামে সকলের উৎকর্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরাবুদ্ধি, পরাপ্রকৃতি ইহা সকল ক্রিয়া দ্বারা যোগীদিগের অনুভব হয়; ইহা বেদে এবং শ্রুতিতে কথিত আছে:—

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি॥
ইতি কঠোপনিষদ্ শ্রুতি। গীতা ৮ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ॥ ৬॥

প্রাণায়াম করিয়া কূটস্থেতে থাকা আর ক্রিয়ার পর অবস্থা উভয়ই সমান। গীতা ৫ অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক।

ন স্বভাবতোবদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ॥ ৭॥

স্বভাব=মিথ্যা আমি আমার বলিয়া যে মিথ্যা আসক্তি স্বভাব দ্বারা বদ্ধ ও আত্মাতে না থাকে অর্থাৎ প্রাণায়াম যে না করে তাহাকে মোক্ষ ব্রহ্মে থাকিবার সাধনার যে উপদেশ তাহা দেওয়া বিধি নহে। ১৮ অধ্যায় ৬৭ শ্লোক।

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদ-[illegible]ক্ষণমপ্রামাণ্যম্ ॥ ৮ ॥

স্বভাবেতে মন রহিয়াছে অথচ ক্রিয়া করিতেছে এমন যে ক্রিয়ার লক্ষণ সে অপ্রামাণ্য অর্থাৎ যোগীরা এমন রকম ক্রিয়া করাকে ক্রিয়া করা বলিয়া গণনা করেন না। গীতা ৫ অধ্যায় ১১ শ্লোক।

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

যে ক্রিয়া করিতে পারিবে না তাহাকে উপদেশ না দেওয়া বিধি আর তাহাকে উপদেশ দিলেও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। ৪ অধ্যায় ৩৪।

শুক্ল পটবদ্বীজবচ্চেৎ ॥ ১০ ॥

শুক্লবর্ণ বস্ত্রকে রং দিয়া কাল করিলেও ভিতরে সাদা রহিল আর বীজ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহার বৃক্ষ ও ফল অসাদা হয় ( কাল বীজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে সাদা গাছ ও ফল না থাকিলে কখনই গাছ ফল সাদা হইত না ) সেই প্রকার আত্মা অন্য দিকে থাকিয়াও আত্মাতে থাকিতে পারে। গীতা ১৮ অধ্যায় ৬১ শ্লোক ৮ অধ্যায় ৪ শ্লোকের নিম্ন অর্দ্ধভাগ ৭ অ ২৫ শ্লোক ৬ অ ৩১ শ্লোক।

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ ॥ ১১ ॥

শক্তি দ্বারায় যাহা উদ্ভব হইযাছে ( ক্রিয়ার পর অবস্থা ) তাহা পুনর্ব্বার আত্মাতে উদ্ভব করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আপনাপনি না হইলে বল পূর্ব্বক করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই, তন্নিমিত্ত আত্মায় থাকিয়া ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ( ক্রিয়ার পর অবস্থায় ) থাকিতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে আত্মা আপনাপনি যখন পরমাত্মাতে লীন হইল তখনি ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ৬ অধ্যায় ৫।৭ শ্লোক।

ন কালযোগতোব্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥ ১২ ॥

কালস্বরূপ যে আত্মা যাহা নিত্যই সংসারে সকল বস্তুতে সম্বন্ধ রাখে ( সকল বস্তুই মুহুর্মুহু ক্ষণে ক্ষণে জন্মাইতেছে ও নাশ হইতেছে ) ও সর্ব্বত্রেতে ব্যাপিয়া রহিয়াছে সেও আত্মায় না থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারে না অর্থাৎ ক্রিয়ার সময় অন্য দিক হইতে আত্মাকে আত্মাতে না রাখিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না। গীতা ৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

নদেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

কোন দেশেতে যোগ থাকিলে অর্থাৎ কোন স্থানে লক্ষ্য থাকিলে উপদেশ পাইবার যোগ্য নহে, অন্যে লক্ষ্য থাকিলে দুই হইল লক্ষ্য ও লক্ষিত বস্তু। যখন আপনি থাকে না ও ব্রহ্মেতে লক্ষ্য থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন উপদেশ হইতে পারে। গীতা ২ অধ্যায় ৫৯ শ্লোক।

নাবস্থাতোদেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ ॥ ১৪ ॥

অবস্থা=কোন দিকে মন আট্‌কাইয়া থাকা ইহা দেহের ধর্ম্ম হইতেছে এই প্রকার অবস্থা বিশিষ্ট লোক উপদেশ পাইতে পারে না অর্থাৎ অন্য দিকে মন থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইতে পারে না, যখন আপনাতে আপনি থাকিয়া বিদেহ তখন উপদেশ পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ১৪ অ ২৬ শ্লোক ও ১৯ শ্লোক ও ২০। ২৬ শ্লোক।

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষইতি ॥ ১৫ ॥

এই পুরুষের ইচ্ছা নাই। সঙ্গ=ইচ্ছা, ইচ্ছা না হইলে কেহ কাহারো সঙ্গ করে না। পুরুষ=ক্রিয়ার পর অবস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইচ্ছা থাকে না এইই পুরুষ ইহা ক্রিয়া না করিলে হইবার উপায় নাই। গীতা ১৭ অ ৩ শ্লোক।

ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ ॥ ১৬॥

ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মেতে সেই নিঃসঙ্গ পুরুষের অতিপ্রসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম হইতেছে স্বধর্ম্ম নহে সদা আত্মাতে থাকার নাম স্বধর্ম্ম সদা আত্মাতে থাকিলেই সেই পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা ১৮ অ ৪৫।৪৬।৪৭।৪৮। শ্লোক ৪৯।

তত্রহেবাদী বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥১৭॥

অন্য দিকে মন দিলে বিচিত্রভোগ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা থাকে না, এ অবস্থা সকলেরি আছে কেবল মায়াতে রোধ করিয়াছে প্রমাণ—গীতা ১৮ অ ৬১ শ্লোক, ১৬ অ ২৩ শ্লোক।

প্রকৃতিনিবন্ধনাচেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্ ॥১৮॥

প্রকৃতিকে নিঃশেষ প্রকারে বন্ধন করিলে অর্থাৎ বল পূর্ব্বক সকল বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনিলেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবে তাহা হয় না কারণ সে পরতন্ত্র আপনাপনি হয় অর্থাৎ আত্মার সহিত যোগ রহিয়াছে। ৬ অ ৩৫ শ্লোক ৩৬।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদেযোগস্তদ্ যোগাদৃতে ॥১৯॥

নিত্য=সর্ব্বদাই যাঁহার স্থিতি। শুদ্ধ=নির্ম্মল।

বুদ্ধ=নিজ বোধরূপ। মুক্ত=ইচ্ছা রহিত।

স্বভাব=তিন গুণের অতীত হইয়া আপনাতে আট্‌কাইয়া থাকা, আত্মাতে ক্রিয়া না করিলে যোগ হয় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আর সেই অবস্থায় অন্য তত্ত্বেতে মনের যোগ আপনাপনি ছাড়িয়া যায়। গীতা ৮ অধ্যায় ৮।৯।১৪।১৫।২১ শ্লোক।

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ ॥ ২০ ॥

অবিদ্যা=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে না জানা।

অবস্তু=পঞ্চতত্ত্ব, মায়া।

বস্তু=ব্রহ্ম।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে না জানা তাহাতে থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না, পঞ্চতত্ত্ব ও মায়াতেও হয় না, কারণ ব্রহ্ম অবদ্ধ অযোগ অর্থাৎ তাহাতে যোগ করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই, যখন হয় আপনাপনি বলের দ্বারা নহে। গীতা ৭ অ ১৫ শ্লোক।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥ ২১ ॥

বস্তু=ব্রহ্ম।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন সকলি বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইল তখন কোন ইচ্ছা থাকিল না। যখন নিজে থাকে না তখন ইচ্ছাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অন্ত নাই তন্নিমিত্ত ইচ্ছা ও সিদ্ধিরও অন্ত নাই, সেই একই অদ্বিতীয় স্থির উত্তম পুরুষ সম্মুখেতেই আছেন ইহা ছন্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—স দেব সৌমেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি। গীতা ৮ অ ২১। ৬ অ ২১।২২ শ্লোক ১৮।

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥২২॥

বিজাতীয়=পঞ্চতত্ত্বে থাকা অনাত্মা, স্বজাতীয়=আত্মা এই দ্বৈতের উৎপত্তি তিনেই এক হইল না। গীতা ৯ অ ৫ শ্লোক ৮।

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেন্ন তাবদপদার্থাপ্রতীতেঃ ॥২৩॥

যাবৎ উভয় রূপ স্বজাতীয় বিজাতীয়ের বিরুদ্ধ ভাব অর্থাৎ বিরোধ থাকে, তাবৎ অপদার্থে অপ্রতীতি। অপদার্থ ষডগুণ রহিত ব্রহ্ম ষডগুণবিশিষ্ট পদার্থে সকলেরি মন রহিয়াছে আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অপদার্থ তাহা যখন হয় তখন প্রতীতি করিবার কোন উপায় নাই এই নিমিত্ত অপ্রতীতি পদার্থ ষড়গুণবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। গীতা ১৬ অ ১৪।২০।

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ ॥ ২৪ ॥

বৈশেষিক কানাতাদির ন্যায়. ষট্ পদার্থবাদী নহি অর্থাৎ ষট্ পদার্থের অতীত অলৌকিক ক্রিয়ার পর অবস্থা যে স্বধর্ম্ম তাহার উপদেশ যাহাতে প্রাপ্ত হয় তাহাই বলিতেছি। ৫ অ ৫।৬।

অনিয়মেপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোহন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥ ২৫ ॥

ষট্ পদার্থেতে কেবল সাংসারিক নিয়ম এ নিয়ম অলৌকিকেতে ( অর্থাৎ অনিয়মে ) নাই অনিয়মের কথা যাহা আমি বলিতেছি তাহা অনিয়ম হইয়াও অযৌক্তিক নহে, যেমন সাংসারিক পদার্থেতে মন আটকাইয়া থাকিয়া সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে সেই প্রকার

অলৌকিকেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন আট্‌কাইয়া থাকিয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া সমুদয় অলৌকিক কর্ম্ম করেন। যেমন বালক ও পাগল কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিয়া হাঁসা, কাঁদা, দেখা, উন্মত্তবৎ কথা বলা ইত্যাদি সাংসারিক পদার্থে জ্ঞান রহিত হইয়া অর্থাৎ ইহারা যেমন সাপকে সাপ বলিয়া জ্ঞান করে না একটী কাল কাটী ও সাপ দুইই উহাদের সমান অর্থাৎ ঐ দুইকে লইতে যেমন ভয় করে না সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভাল মন্দের কিছুই জ্ঞান থাকে না, কারণ সমুদয় ব্রহ্ম অতএব সমস্তই যোগ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা বাল উন্মত্তের ন্যায় বলিলেও বলা যায় কিন্তু সে কিছু আশ্চর্য্য ও বিচিত্রাবস্থা। গীতা ২ অ ৪। ৪ অ ২২ /৫ অ ১৮। ১৯। ৬ অ ২৯।৩০।৩১।৩২ শ্লোক।

## নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য ॥ ২৬ ॥

বিষয়=ইচ্ছা।

উপরাগ=ইচ্ছাগ্রস্ত, গ্রস্ত অর্থে গিলিয়া ফেলা, ইচ্ছার সূক্ষ্মাবস্থা বিষয় এবং উপরাগের আরম্ভ লক্ষ্য হয় না আর এই ইচ্ছাই কারণ এই কারণ না থাকে যে অবস্থাতে সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ৫ অ ২৩। ৮ অ ১৬ শ্লোক।

## নহি বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি ॥ ২৭ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বাহ্য এবং অভ্যন্তরের দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকে না যেমত রঞ্জ্য এবং উপরঞ্জক অর্থাৎ প্রদীপ এবং প্রদীপের আলো দ্বারায় আট্‌কাইয়া থাকিয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাহি যেমন রং এবং রঙ্গের আভা, স্ব-প্রকাশ। ৬ অ ৮।১০।১১। ১২।১৪।১৫।১৮।২০।২৫।২৮।

## দেশ ব্যবধানাৎ স্রুঘ্নপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥ ২৮ ॥

অলৌকিক (ক্রিয়ার পর অবস্থা) এবং লৌকিক অবস্থাতে অনেক দেশের ব্যবধান লৌকিক (পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার) যেমত পাটনা এবং সাতনা ইহার মধ্যে নানা দেশ ব্যবধান। গীতা ৩ অ ৪। ২ অ ৫৯।৫১।৪৫।৪৪ শ্লোক ৯ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫ অ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০ শ্লোক।

## দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥ ২৯ ॥

দ্বয়ো=ক্রিয়ার পর অবস্থা ও পঞ্চতত্ত্বে মন থাকা এই দুই, এই দুয়ের একদেশ প্রাপ্ত হইলে উপরাগ হেতু অবস্থিতি হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মন যদি কোন একদেশ লক্ষ্য করে, তাহা হইলে উপরাগ হেতু মনের বিশেষরূপে অবস্থিতি হয় না, আর পঞ্চতত্ত্বের কোন এক তত্ত্বের একদেশ লাভেতে মন থাকিলে বিশেষরূপ অবস্থিতি হয় না কারণ মন চঞ্চল এক বস্তুতে অনন্ত স্থিতি হয় না। ৮ অ ২১। ১৩ অ ৫।

অদৃষ্টবশাচ্চেন্ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা লক্ষ্য হয় না আর পঞ্চতত্ত্বেতে যে উপরাগ তাহাও লক্ষ্য হয় না, যদি বল লক্ষ্য যাহা না হয় তাহাই তাহা তাহাও নহে, কেন কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এককালে অযোগ অর্থাৎ সেখানে ( উপকার্য্য ও উপকারক ভাব ) এবং আমি ও আমার নাই। ১৩ অ ৩১।২০।

পুত্র কর্ম্মাদিবচ্চেন্নাস্তিহি তত্র একাত্মাযোগগর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে ॥ ৩১ ॥

ঋতুকালে গর্ভাধানাদি সংস্কার ভবিষ্যতের উপকার হইবে বলিয়া, যদি বল ক্রিয়ার পর অবস্থাও তদ্রূপ, তাহা নহে কারণ ঋতুকালের গর্ভাধানাদি ক্রিয়াতে আত্মার স্থিরত্ব নাই অর্থাৎ আত্মার সন্তান হইবে কিনা সন্দেহ, ক্রিয়ার পর অবস্থা এরূপ নহে, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাপনি আটকাইয়া থাকে। ৯ অ ২। ১২ অ ৩৪। ১৪ অ ২৭। ১৩ অ ৫ শ্লোক।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্ ॥ ৩২ ॥

স্থিরকার্য্য=ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে ক্ষণিকত্ব হেতু অসিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নেশা তাহাতে অহরহ থাকিলে সিদ্ধি আর ক্ষণিক অসিদ্ধি। গীতা ৮ অ ২১ শ্লোক।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৩ ॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা একবার হইতেছে আবার অন্যদিকে মন যাইতেছে এপ্রকার অবস্থার নাম প্রত্যভিজ্ঞা এরূপ বাধা যখন আছে তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা সিদ্ধি হয় নাই। ৬ অ ৩১। ৯ অ ২২ শ্লোক। ১৫—৬ শ্লোক ৯ অ ১৪ শ্লোক।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতি=গল্প। ন্যায়=তর্ক।

গল্প ও তর্ক ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশেষরূপে রোধ করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় ভোর হইয়া থাকে তখন গল্প ও তর্কে ইচ্ছা থাকে না। গীতা ৯ অ ৯ ও ৩৪ শ্লোক। ১০ অ ৫ শ্লোক। ৮ অ ১৪। ৮ অ ২৮।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্টান্ত=অর্থাৎ এক বস্তুর মত আর এক বস্তু। ক্রিয়ার পর অবস্থার দৃষ্টান্ত নাই দৃষ্টান্ত থাকিলেই অসিদ্ধি, যখন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা আছে তখন দুই, সিদ্ধিতে দুয়েরি অভাব অর্থাৎ আমি কিছু নহি ও আমার কিছুই নহে জলে জল মিশাইল ভেদ রহিল না অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন সিদ্ধি। ৭ অ ২৫। ৮ অ ১৬। ১২অ ৭ শ্লোক। ১৪ অ ১৪।২৩।

### যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়, যাহাকে যুগপৎ জায়মান বলে তখন কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়া, কারণ অর্থাৎ কোন নিমিত্তের ভাব এ দুইই থাকে না। ১৪ অ ১৯।

### পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্ব=ক্রিয়া, অপায়=নাশ। এখানে ক্রিয়ার শেষ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার শেষ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে উত্তরে যোগ থাকে না অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া থাকে না। ১৪ অ ২০ শ্লোক।

### পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ কারণত্বাদিতি ॥ ৩৮ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইবার কারণ ক্রিয়া করা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ১৮ অ ৬৬। ৬২।

### পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাব=তিন গুণের অতীত। নিযম=ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ক্রিয়া করিতে করিতে যখন একেবারে আট্‌কাইযা যায় তখন আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির আবশ্যক নাই। ১৪৪ বার প্রাণায়ামে ধারণা, ১৭২৮ বার প্রাণায়ামে ধ্যান, ২০৭৩৬ বার প্রাণায়ামেতে সমাধি। ১৮ অ ৪০।

### ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ ॥ ৪০ ॥

বাহ্য বস্তুতে বিশ্বাসে বিজ্ঞান মাত্রেই ( ক্রিয়ার পর অবস্থা ) মাত্রেই হয় না, ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবামাত্রই বাহ্য বস্তুর বিশ্বাস থাকে না। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

### তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যম্ ॥ ৪১ ॥

তদভাবে=ক্রিয়ার পর অবস্থা ভাবে পঞ্চভূতে আইসায় এবং পঞ্চভূতে স্থির না থাকায় ভূতের অভাবে। এই দুয়ে না থাকায় কিছুতেই থাকা হইল না, এই দুয়ে না থাকিলেই শূন্য, এই শূন্য সর্ব্বত্রে তাহার প্রমাণ ছন্দোগ্যোপনিষদে আছে—অসদেব সৌম্যেদমাসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্ তস্মাদসত সজ্জায়েতেতি। প্রথমে এক অদ্বিতীয ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না ব্রহ্ম হইতে সৎ অর্থাৎ এই শরীর ওঁকার রূপ আর কূটস্থ স্বরূপ। ৫ অ ২০ শ্লোক। ৪ অ ২১। ২ অ ২০। ৮ অ ৯। ৮ অ ২১।

তৈত্তিরিয়োপনিষদে লেখা আছে—

অসদ্বা ইদমগ্রাসীত্ততো বৈসদ জায়তেতি।

### শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ৪২ ॥

শূন্য তত্ত্বেতে চিন্তা করিলে বিনাশ শূন্যের বস্তুত্ব ধর্ম্ম হেতু। ৮ অ ১২। ৯ অ ৪।৫।

অপবাদ ম[illegible] ॥৪৩॥

মূর্খদিগের এইটী অপবাদমাত্র এখানে এই শূন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ইহা ছন্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—

তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে ত্যক্তোঽনন্তরম্। ৯ অ ১১। ১০ অ ৪২।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥ ৪৪ ॥

উভয় পক্ষই সমান কল্যাণকর উভয়েতে অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ, সৎ এই শরীর এই শরীর হইতে যে বাহিরের শূন্য দেখা যায় ইহা আর ক্রিয়ার পর অবস্থা এই উভয়ের সমান কারণ এ উভয়েতেই পরব্রহ্ম আছেন। ১৩ অ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥ ৪৫ ॥

এই উভয়েতেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ এ দুয়েতেই উত্তম পুরুষ নাই। ক্রিয়া না করিলে উত্তম পুরুষ দেখা যায় না, আর যখন ব্রহ্মেতে তখন এক হইয়া গিয়াছে তখন দেখে কে ও কাহাকে। ৬ অ ২১ শ্লোক, ১৪ অ ১৭ শ্লোক, ১৬ অ ২৩ শ্লোক।

ন গতিবিশেষাৎ ॥ ৪৬ ॥

কোন কামনা প্রযুক্ত গতি অগতির গতি না থাকায় অপুরুষার্থ। গতি পঞ্চ প্রকার—

১। যজ্ঞেন দেবত্বগতিঃ=ক্রিয়ার দ্বারা কূটস্থেতে যাওয়া।

২। তপসা বিরাট লোক গতিঃ=কূটস্থেতে সর্ব্বদা থাকিয়া বিরাটমূর্ত্তি দর্শন।

৩। কাম্য কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ সত্বলোক গতি=ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে গতি।

৪। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতেঃ পর বিষ্ণুলোক গতি=ইচ্ছারহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্বাতীত স্থিতিতে গতি।

৫। জ্ঞানাৎ কৈবল্য গতির্মোক্ষনির্ব্বাণমিতি প্রয়োজনত্ব=জ্ঞানেতে অর্থাৎ নিজ বোধরূপ আমি কিছুই নহি আমার কিছুই নহে মোক্ষপদ নির্ব্বাণ এই প্রয়োজনত্ব গতি। ১৬ অ ৪। ৫।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৭ ॥

যে ক্রিয়া করে না তাহার আপন রূপের নিবৃত্তি যে ক্রিয়ার অবস্থা তাহা সম্ভবে না। স্বরূপানিবৃত্তির্গতিঃ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ নিবৃত্তি জ্ঞান লাভ। শূন্য ব্রহ্ম। . অ ১০। ১১। ৫।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদি সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৪৮ ॥

ঘটাদি মূর্ত্তির সমান ধর্ম্মত্ব সাধু সিদ্ধান্ত নহে কারণ ঘটাদি এ সকল পঞ্চতত্ত্বের, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনের মধ্যে যে সকল মূর্ত্তি সে পরব্যোমের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ। ১৪ অ ৩।৪। ১৩ অ ৩১।৩২।৩৩।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৪৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যেখানে অভয় পদ, অজর ও অমর পদ ইনিই ব্রহ্ম ইনিই উত্তম পুরুষ। তদভয়মজরমমরং তদ্‌ব্রহ্মেতি হো বাচ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি মোক্ষগতি শ্রুতিঃ। উপাধি যোগাৎ অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি, যদৃচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি ইহা সকল সেই পরব্যোম ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ শিবের যে শিব কূটস্থেতে গমন করিয়া আত্মার দ্বারায় পরব্যোমেতে থাকেন, এই থাকার নাম মুক্তি কিন্তু সে ব্যোম ঘট্টাদির ন্যায় স্থূল মূর্ত্তির আকাশবৎ নহে। ১৩ অ, ১৩ হইতে ১৮ শ্লোক।

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥ ৫০ ॥

উত্তম পুরুষের মূর্ত্তি এই সকল মূর্ত্তির ন্যায় নহে, তন্নিমিত্ত নির্গুণ গুণবিশিষ্ট স্থূল মূর্ত্তির ন্যায় হইলে শ্রুতির বিরোধ হইত সেই রূপত্বতে নির্ব্বাণ অর্থাৎ স্থির হইলেই নির্গুণ হয়, তাহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে তাহা এই উত্তমঃ পুরুষো নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নির্লিঙ্গশ্চোক্তঃ। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন মিবাননমিতি। নিরঞ্জনম্ নির্লিঙ্গমিতি। অষ্টম অ ২২। ৮ হইতে ১১ শ্লোক।

তদ্‌যোগোঽপি বিবেকান্ন সমানত্বম্ ॥ ৫১ ॥

উত্তম পুরুষে যোগ হইলেও বিবেক (অর্থাৎ দ্বন্দ্বরহিত এক হওয়া) হেতু সমানত্ব থাকে না অর্থাৎ যেখানে দুই বস্তু নাই সেখানে কে কাহার সমান হইবে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ শিব স্থির হইয়া উত্তম পুরুষ হয়েন ইহার প্রমাণ স্মৃতি ও গীতাতে লেখা আছে। গীতা ১৫ অ ১৬ শ্লোক ও ১৮। তন্নিমিত্ত উত্তম পুরুষ পরব্রহ্মরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্লিঙ্গ এই নিমিত্ত আত্মা ও পরমাত্মার সমানত্ব ও অসমানত্ব নাই দুই হইলেতো সমান ও অসমান।

বিপর্য্যয়াদ্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

বিবেকের বিপর্য্যয় অর্থাৎ এক না হওয়া, এক না হইলেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও উত্তম পুরুষ দুইই বদ্ধ। ৭ অ ১৫।

নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥ ৫৩ ॥

নিঃশেষরূপে সংযম রূপ যে কারণ যাহা সূর্য্যবৎ হইতেছে অর্থাৎ সদা আত্মাতে থাকা ইহার দ্বারায় অবিবেক স্বরূপ অন্ধকারকে নাশ করে। ৫ অ ১৬।

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানেঽহানম্ ॥ ৫৪ ॥

বিবেক প্রধান হইলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইলে অন্তদিকে যোগের হানিতে কোন হানি হয় না। গীতা ৯ অ ১৩ শ্লোক।

বাঙ্মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥ ৫৫ ॥

তত্ত্বের দ্বারায় চিত্ত স্থির না হইলে সকলি কথার কথা বাক্যমাত্র। ৪ অ ৯। ১৬ অ ৭।

যুক্তিতোঽপি ন বোধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥ ৫৬ ॥

অপরোক্ষ=ন পরোক্ষ, পরঃ শব্দে শ্রেষ্ঠ পরোক্ষ নাই অপরোক্ষ। পরোক্ষ= দিব্যচক্ষু কূটস্থ।

দিব্যচক্ষু না থাকায় ক্রিয়ার পর অবস্থা যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলে দিঙ্মূঢ়ের ন্যায় বুঝিতে পারে না। দিঙ্মূঢ় ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখাইয়া দিলে যেমন তাহার দিক্ ভ্রম দূর হয় সেই প্রকার দিব্যচক্ষু দ্বারায় না দেখিলে যুক্তি দ্বারায় বুঝাইলে কথনই বুঝিতে পারে না। ১২ অ ২। ৪। ১৫ অ ১০।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধোধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ ॥ ৫৭ ॥

চক্ষে না দেখিলে অনুমান দ্বারায়ও বোধ করা যায়, যেমন ধূম দেখিলেই জানা যায় যে সেখানে নিশ্চয় অগ্নি আছে। ১৫ অ ২ হইতে ৫।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥ ৫৮ ॥

স্থূল দেহ পঞ্চতত্ত্বের স্থূলের স্থূল বিষয়ে অনুমান হয় সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুমান সম্ভবে না পঞ্চতন্মাত্র এই—

| বাহিরের—ক্ষিতি | অপ | তেজ | মরুত | ব্যোম |
|---|---|---|---|---|
| গুণ গন্ধ | রস | রূপ | স্পর্শ | শব্দ |
| ভিতরের—মূলাধার | সাধিষ্ঠান | মণিপুর | অনাহত | বিশুদ্ধাক্ষ |

গীতা ১৩অ ১৩ হইতে ১৮।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাস্তৈশ্চাহঙ্কারস্য ॥ ৫৯ ॥

অহঙ্কার থাকায় বাহ্যশ্রোত্রাদি দ্বারায় মনেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত অনুমান হয়। ১৮ অ ৪৬।

তেনান্তঃকরণস্য ॥ ৬০ ॥

অন্তঃকরণে যে মহত্তত্ত্ব আছে সেইখানে অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। ১৮ অ ১৬। ১৩ অ ৬।

ততঃ প্রকৃতেঃ ॥ ৬১ ॥

তাহার পর প্রকৃতেতে অব্যক্ত অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। গীতা ৯ অ ১৩।৬।৪।

সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥ ৬২ ॥

ত্রিগুণের পর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মার দ্বারায় সেই পুরুষের অনুমান হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুমান করা যায় কিন্তু তাহার সুক্ষ্ম কারণ যে ব্রহ্ম তাহা অনুমান করা যায় না। ৮ অ ২২ । ২১।

মূলং মূলাভাবাদমূলং মূলানাম্ ॥ ৬৩ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার যখন মূলাভাব তখন সকল ভাবেরি মূলাভাব যখন একটী কোন বিষয়েতেও আট্‌কাইয়া নহ তখন কিছুতেই আট্‌কাইয়া নহ কিন্তু অনুমান দ্বারায় বোধ হয় যে কোন বিষয়ে আট্‌কাইয়া থাকে কিন্তু সে কোন বিষয় নহে ও সকল বিষয়ের বিষয় অর্থাৎ মহৎ ব্রহ্মযোনি ইহাই মূল হইতেছে, ঐ ব্রহ্মেতে যখন থাকিতে না পারিলে এবং অন্য দিকে মন করিলে সে অমূল, ব্রহ্ম ব্যতীত সকলি অমূল। ১৪অ ৪।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞাভেদমাত্রম্ ॥ ৬৪ ॥

ক্রিয়াতে যে সকল ক্রমে ক্রমে দেখা যায় অর্থাৎ নক্ষত্র, কূটস্থ রূপাদি, জ্যোতি ইত্যাদি ইহা পরম্পর দেখিতে দেখিতে শেষে ক্রিয়ার পর অবস্থা এই অবস্থা হইতে ক্রিযার পর অবস্থার পর অবস্থা ক্রমে পুনর্ব্বার এই ত্রিগুণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অবস্থা সকলি এক কেবল সংজ্ঞাভেদ মাত্র। যিনি সকল মূলের মূল, মূলাভাবে সকলি অমূল, সকল সুখের পূর্ব্ব একই তিনিই সৎ কূটস্থ অন্ন, অপ তেজরূপে, কূটস্থের মধ্যে অণুস্বরূপ যে সূক্ষ্ম নক্ষত্র তিনিই অন্ন, এই অণুর একাংশে তিন লোক, কূটস্থের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার মেঘবর্ণ গগন সদৃশ তিনিই অপ, কূটস্থের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতি তিনিই তেজ, ও অব্যক্ত ব্রহ্ম এই তিনের মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম আছেন যাহাতে ক্রিযার পর অবস্থায় যোগীরা থাকেন ইহা ত্রিগুণাতীত হইলে হয় সেই ত্রিগুণাতীতের যে শক্তি যাহাকে পরাপ্রকৃতি কহে তিনিই পরব্রহ্ম সেই শক্তির উপাসনা করা উচিত তাহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে তাহা এই, "তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণে নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্ম যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ॥ এই কূটস্থই গায়ত্রী আর কূটস্থের পর যিনি তিনি পুরুষ স্বযম্ভু। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরাজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ যেখানে চন্দ্র সূর্য্য তারা ও বিদ্যুতের দীপ্তি নাই যাঁহার তেজেতে সকলের তেজ আবৃত যেখানে চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধে অধতে ব্রহ্মই ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বজ্ঞ যাঁহার মহিমা অপার, এই পরব্রহ্মেতে একমাত্র আত্মাই যখন স্থির তখন বিজ্ঞান পদ যাঁহাকে ধীর সকলেরা আনন্দরূপ অমৃত বোধ করেন, সেই পুরুষের শক্তি দ্বারায় গায়ত্রীস্থ হইয়া নাদের উৎপত্তি, নাদ হইতে বিন্দু, আর বিন্দু হইতে ওঁকার। এই শরীর ইহা হইতে স্বরবর্ণ ও হলবর্ণ, এই গায়ত্রী হইতে সরস্বতী ( নেশা ) হইলেন, তাহার পর পরব্যোমের ৮৪ ভাগের ১০ ভাগের অধঃস্থ ৭৪ ভাগ পরমব্যোম তাহা আবৃত সেখানে ব্রহ্ম পুরুষ সদাশিব সেখান হইতে ঋচঃ পূর্ব্বদিক, যজু দক্ষিণ দিক ইহা হইতে সামান্য

বাক্যরূপ আর পশ্চিম পৃষ্ঠে সাম এই তিন মিলিয়া অথর্ব্ব বেদ উত্তর দিকে এই কলাবিদ্যা মায়া ওঁকার ক্রিয়া কিন্তু সেই পরব্যোমের আশ্রয়েতে ১৭রিভাগ হইয়া চারি বেদ হইয়াছে, পঞ্চ ব্রহ্ম ব্রহ্ম পুরুষাবৃত দশ ভাগে, পরমব্যোমের পরমপুরুষ চুযাত্তর ভাগের অধতে আছেন তাঁহার চব্বিশ ভাগের অধতে যে পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ সদাশিব তিনি ঋক্, যজু ও সামেতে প্রবেশ করেন। আর এই তিন মিলিয়া এক হইলেন এই এক হওয়াকে মহাবিষ্ণু বলে তদ্‌পরে পরব্যোমের যে ভাগ পরমাত্মার তাহার নাম রুদ্র বিষ্ণুর নাম কাল হরতীতি হরি, কলয়তীতি কাল এইরূপ পরমাত্মার অধোতে পঞ্চাশ ভাগ কালেতে আবৃত,.কাল তাঁহার (পরমাত্মার) অধোভাগে জন্মিয়াছেন বলিযা কালের নাম অধোক্ষজ, সেই কূটস্থ আত্মানন্দ, সচ্চিদানন্দ, ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা পুরুষ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ ইত্যাদি। পরমাত্মারি রূপ মধ্যমাংশে অর্থাৎ হৃদযে রজোগুণ এইরূপ পরম্পরা সংজ্ঞা ভেদমাত্র কিন্তু মূল প্রকৃতি সে অব্যক্ত যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে (ক্রিয়ার পর অবস্থা) গীতা ১৩ অ ৩৩।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ॥ ৬৫ ॥

ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা শক্তি ও মূলপ্রকৃতি এ দুই সমান প্রকৃতরূপে অর্থাৎ জিতাত্মা হইলে কেবল নামভেদ মাত্র। গীতা ৬ অ ৭।৮।৯।২৯।১৮ অ ৬১।৬২।৫৫।৫৬।৪৯।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৬৬ ॥

তিন প্রকার অধিকারী এবং ইহার কোন নিয়ম নাই। স্থূল, মধ্য ও সূক্ষ্ম, এই তিন প্রকার প্রকৃতি হইতে তিন প্রকার বুদ্ধি হয় এবং ইহার কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ অল্প ক্রিয়া করিয়াও অধিক রূপাদি দেখিতে পায় ইত্যাদি। স্থূলবুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে হত হইলেই মূলশক্তি হয এই মূলশক্তিতে যাইবার নিমিত্ত উপদেশ। আর মধ্যবুদ্ধি গায়ত্রী ওঁকার ক্রিয়া হইতেও মূলশক্তিতে যায়। আর সূক্ষ্মবুদ্ধি অব্যক্ত প্রকৃতি তাহা কেবল ফলের অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। ১২অ ২। ১১ অ ৫৪। ৯ অ ২৪।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥ ৬৭ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি সকলের ও সকল কষ্টের আদি তিনি মন অর্থাৎ ব্রহ্ম। ইহা শ্রুতে লেখা আছে, সকল ভূতের কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহা হইতে এই ভূত সকল নির্গত কিন্তু তিনি কোন স্থান হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ নির্গত হয়েন নাই, সত্ত্ব রজো ও তমোগুণের দ্বারায় তাঁহার অনুভব হইতেছে অষ্টরূপ প্রকৃতিতে (পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) তিনি এই অখিল জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহারি নাম অব্যক্ত তিনি এক হইয়াও জীবরূপে সকল জীবের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ নামে নাম ভেদে আছেন যেমন সমুদ্র ও ঢেউ, সেই অব্যক্ত মহত্তত্ত্বই মন যাহা লিঙ্গপুরাণের ৭১ অধ্যায়ে লেখা আছে। সেই মনই বুদ্ধি অর্থাৎ পরাবুদ্ধি ঈশ্বর, সূক্ষ্মহেতু তাঁহাকে কেহ বলিতে পারে না তাঁহাতে স্থির থাকার নাম

প্রজ্ঞা, যেখানে থাকিলে সমস্তই জানা যায় তন্নিমিত্ত এই ব্রহ্মকে সম্বিত বলে এই সম্বিদা তন্ত্রের উদ্দেশ্য ইহা হইলেই ভগবানের সন্নিধিস্থিত ও দ্বন্দ্ব রহিত হয়। ১০অ ২২। ৪ অ ২৪।

চরমোঽহঙ্কারঃ ॥ ৬৮ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি ভিন্ন কিছুই নহি অর্থাৎ সোঽহং ব্রহ্ম এ প্রকার অনুভব হয়, অব্যক্ত আত্মাই আমি এইটী মনে হয় ও আমিই সেই অব্যক্ত আত্মা আর এই অব্যক্তেরি সমস্ত কার্য্য। ৯অ ২৪।

তৎকার্য্যত্বমন্যেষাম্ ॥ ৬৯ ॥

সেই সোঽহং ব্রহ্মের কার্য্যেতে ভাব অন্যের, যেমত শব্দ মন দশেন্দ্রিয় যাহা মণ্ডুকোপনিষদে লেখা আছে।

দিব্যোহমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।

অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরঃ পরতঃ পরঃ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানিচ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীতি।

ক্রিয়ার পর অবস্থা যে পরব্রহ্ম তিনি পুরুষ স্বরূপ বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে আছেন কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই কারণ প্রাণবায়ু সেখানে স্থির হইয়াছে, প্রাণেরি জন্ম, জন্ম হইলেই মন, তিনি অপ্রাণ অমন শুভ্র অর্থাৎ নির্ম্মল তাহার নাশ নাই সকলের পর তাঁহা হইতেই এই প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সকল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী এই বিশ্বসংসারকে প্রথমতঃ যে প্রাণ জন্মাইয়াছেন তিনি এই বিশ্বসংসারকে ধারণ করিয়া আছেন সেই প্রাণের ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় সমুদয় ব্রহ্মময়। ৪ অ ২৭।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেহপ্যণুবৎ ॥ ৭০ ॥

আদ্যহেতুতা হইতে অর্থাৎ যখন সোঽহং ব্রহ্ম হইল তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না, তাহা হইলেই এই আদি হইল, এই আদি হইতে পরম্পরা অণু দ্বারা এই সমস্ত যাহা কিছু বোধ হইতেছে অর্থাৎ একটী ব্রহ্ম অণু হইতে শূন্যের অণু আর একটী শূন্যের অণুতে মিলিয়া দ্ব্যণু এবং ত্রিশরেণু ইত্যাদি হইতে হইতে এই স্থূল জগৎ। ৮অ ৯।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানে অন্যতরযোগঃ ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আর উত্তর ভাবই এ বিশ্বমায়া এই দুয়ের মধ্যে একের হানি হইলে অন্যেতে যোগ হইবে, ক্রিয়ার পর অবস্থার হানি হইলে এই সকল হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ব্রহ্ম তিন গুণে থাকিয়া ক্রমশঃ স্থূল, গুরু, কঠিন, স্থির, দ্রব, স্নিগ্ধ, মন্দ, মৃদু, পিচ্ছল, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শীত, খর, বিষাদ, অমৃদু, লঘু, সূক্ষ্ম, অগুরু, অসূক্ষ্ম, শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ, এ সকল বিকারেতে জন্মিতেছে, শব্দ অব্যক্ত হইতে নির্গত হইতেছে, আকাশ হইতে প্রাণ আর এই প্রাণ হইতেই ভূত সকল। লিঙ্গপুরাণে ইহা কথিত আছে এই ভূত সমস্ত তামস সকল ভূতকে বিসর্গ করিলে শব্দমাত্র সৃজন হয় ( ওঁকার ধ্বনি ) অর্থাৎ যখন বায়ু স্থির হয় তখন ওঁকার ধ্বনি শুনা যায় আকাশে ( শূন্যে ) শব্দ হইতে স্পর্শ অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্থির হইযা বায়ু সেই আকাশে স্পর্শ করিয়া মিলিয়া যায়, বায়ু বলবান্ হইলে বায়ুর স্পর্শ গুণ হয় অর্থাৎ বলের সহিত ক্রিয়া করিলে শীঘ্র শীঘ্র নেশা হয় আর এই বায়ুর দ্বারায় সমস্ত রূপ হয় অর্থাৎ ক্রিয়াতে যে সমুদায় দর্শন হয়, এবং জীব সকল উহা হইতে জন্মাইতেছে, বায়ু দ্বারায় জ্যোতি হয় তাহার রূপই গুণ, ঐ বায়ু স্পর্শ করিবামাত্র রূপ অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে যখন স্থির হইয়া যায় তখন রূপ সকল দর্শন হয়, জ্যোতি দেখিলেই জল অর্থাৎ মহৎ জ্যোতি দর্শনে রস (অমৃত) তখন সমস্তই রসাত্মক হয় তখন জ্যোতি দেখিয়া জল হইতে গন্ধমাত্র অর্থাৎ পৃথিবী, তখন অনেক দূরের গন্ধ অনুভব হয়, এই পঞ্চতন্মাত্র বিকার প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার দ্বারায় সাত্বিকেরা সত্ব গুণের উদ্ভব করিয়া বিকারকেও ব্রহ্মেতে রাখিয়া যুগপৎপ্রবর্ত্ত হয়েন তাহার পর ৫ বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মন একাদশ ইন্দ্রিয় ইনি গুণের দ্বারায় লোভী হইয়াছেন, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই সকল শব্দাদিতে যুক্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারায় কথা বার্ত্তা কহে, পদ, গুহ্য, উপস্থ, হস্ত, বাক্, এ সকলের গতি বাক্য এবং কর্ম্ম শূন্য, শূন্যেতে বায়ু মিলিয়া থাকে এই নিমিত্ত যোগীরা সর্ব্বদা বায়ুতে মিলিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া করা আবশ্যক, পরম তেজকে দেখিয়া স্নেহের দ্বারায় ঐ পরব্রহ্ম মূর্ত্তি দর্শন করেন আর মনের দ্বারায় চন্দ্র কালের দ্বারায় দিক সকল, স্থিতি দ্বারায় বল ( শক্তি ) আর ক্রিয়ার দ্বারায় সূর্য্য এই সমস্ত দেবতা দেখিয়া দেখিতে পান যে দশ গুণ জলের অণুতে একটী মৃত্তিকার অণু মিলিযা এইরূপ তেজ, বায়ু ও আকাশ আর ব্রহ্মের দশগুণ ঐ শূন্যেতে আবৃত থাকে—

| | | |
|---|---|---|
| পৃথিবীর দশটী অণু একটী জলের অণুতে | ... | ১০ |
| জলের দশটী অণু একটী তেজের অণুতে | ... | ১০০ |
| তেজের দশটী অণু একটী বায়ুর অণুতে | ... | ১০০০ |
| বায়ুর দশটী অণু একটী আকাশেতে | ... | ১০০০০ |
| আকাশের দশটী অণু একটী ব্রহ্মের অণুতে | ... | ১০০০০০ |

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এক লক্ষ ব্রহ্মের অণু একটী মৃত্তিকার অণুতে সেই ব্রহ্মের অণুতে প্রবেশ করিতে পারিলে মৃত্তিকার গুণ বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ তুমি যখন মহতত্ত্ব ব্রহ্মেতে থাকিবে তখন সকলের মধ্যে থাকিবে ও সমস্ত জানিতে পারিবে তন্নিমিত্ত গুহ্যদ্বারে মৃত্তিকা এই মৃত্তিকাতে দশগুণ জল আছে। লিঙ্গমূলে ভগবান কৃষ্ণ, নাভিতে রুদ্র, যিনি

উগ্র বায়ুর সহিত স্থিত আছেন, হৃদয়ে ভয়ানক আকাশ, এই হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মহেশ্বর আছেন ইনিই ক্ষেত্রজ্ঞ; কণ্ঠে আকাশ, শব্দমাত্র স্পর্শ হওয়াতে উচ্চারণ হইতেছে তখন বায়ু স্পর্শ শব্দাত্মক সদাশিব, তাহার পর শব্দ ও স্পর্শের গুণেতে রূপ সকল দেখা যাইতেছে অর্থাৎ তিন গুণেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আর চতুর্গুণেতে জল অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসেতে, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচেতে পৃথিবী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ স্থূল ভূতের গুণ—

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মূলাধারে<br>গুহ্যদ্বারে | পৃথিবী<br>বিষ্ঠা | গন্ধ ··· | নাকে বায়ু দ্বারা অনুভব হয় | |
| স্বাধিষ্ঠানে<br>লিঙ্গমূলে | জল<br>মূত্র | রস ··· | জিহ্বায় | ঐ |
| মণিপুরে<br>নাভিতে | তেজ<br>গরম | রূপ | চক্ষুতে | ঐ |
| অনাহতে<br>হৃদয়ে | মরুত<br>বায়ু | স্পর্শ | ত্বচায় | ঐ |
| বিশুদ্ধাখ্যে<br>কণ্ঠে | আকাশ<br>শূন্য | শব্দ ·· | কর্ণে | ঐ |

মূলাধারে আধার বায়ু (ব্রহ্মস্বরূপ) আছেন তন্নিমিত্ত লোক এবং অলোক সকলি জানা যায়, তোমার শরীর রূপ সামিয়ানার থাম্বা মূলাধারে যতক্ষণ পোঁতা আছে ততক্ষণ তোমার নিমিত্ত সকলি এই নিমিত্ত সর্ব্বদা থাম্বা ধরিয়া থাক অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া কর। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন তিন গুণের সহিত ও তিন গুণের রহিত হয়েন সেই অব্যক্ত প্রকৃতি সরস্বতী আদ্যা গায়ত্রী যিনি সকলের মহতী হেতু ব্রহ্ম পারম্পর্য্য হেতু নিমিত্ত যিনি অণু, দ্ব্যণু, ত্রিশরেণু দ্বারায় সৃষ্টি ও নাশ করিতেছেন কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। ১৫ অ ৬। ৮ অ ৭। ১৬। ৭ অ ১৫।

## পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্ ।। ৭২ ।।

যখন ছেদ দেখা যায় তখন কি প্রকারে সকলের উপাদান হইতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আছি তখন এক প্রকার অবস্থা আর ঐ অবস্থা ছাড়িয়া গেলে আর এক অবস্থা এই ছেদ, ছেদ হইলে শূন্য, শূন্য কোন বস্তু নহে অবস্তু হইতে কি প্রকারে বস্তু সমস্ত হইবে। ১৮অ ৪১। ৫৬।

নাবস্তুতোবস্তুসিদ্ধিঃ ॥ ৭৩ ॥

যে কি অবস্তু তাহা দ্বারা কি প্রকারে বস্তু সিদ্ধি হইতে পারে, অসৎ হইতে সৎ কি প্রকারে হয়, অসৎ কোন বস্তু নয় বলাতেই কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে তাহাই অদ্বিতীয় ও অব্যক্ত। ১০অ ৩৯। ১১অ ৮।

অবাধাদদুষ্টকরণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্ ॥ ৭৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইতে কোন বাধা না থাকা হেতু ও অদুষ্টকরণ জন্য সে অবস্তু নহে। ১০অ ১২।

ভাবে তদেযাগেন তৎসিদ্ধিরভাবে ভদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনগুণ রহিত হইয়া অচলরূপে স্থির থাকিলে তৎ কিনা ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম সিদ্ধি হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন হইল ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না, সেখানে ভাব না থাকিলে ব্রহ্মের অভাবে অন্য বস্তুতে থাকিলে তাহা হইলে সেই ব্রহ্মেতে কি প্রকারে হইতে পারে অর্থাৎ হয় না। ১০ অ ৮ হইতে ১১। ৪অ ৪১।

ন কর্ম্মোপাদানাযোগাৎ ॥ ৭৬ ॥

ফলাকাঙ্খার সহিত যে কর্ম্ম আর কর্ম্মের ফলেতে আবদ্ধ যে ব্যক্তি সে অযোগ বশতঃ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে না। কর্ম্ম পঞ্চ প্রকার—ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন ও গমন ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল থাকে না। ১৩অ ১০। ১১। ১২। ৭অ ১৫।

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৭৭ ॥

পরম্পরা শুনিয়াও যগুপি কর্ম্ম করে তাহাতেও ফল প্রযুক্ত ভোগ করিতে হয় তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে সিদ্ধি ( অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ) তাহা হয় না, সাধনা হেতু পুনরাবৃত্তির যোগ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভোগ ইহা অপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষের সাধন হইতে পারে না, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ ইহাই পুরুষার্থ। ১৭ অ ৫।৬। ১৬ অ ২৩। ১০। ২২।

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রুতি=অর্থাৎ বিনা কথায় শুনিয়া যাহা জানা যায়।

প্রাপ্ত=অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা ইচ্ছা রহিত হইয়া থাকা। তাহা হইলেই বিবেকের পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ মোক্ষ হয় এই শ্রুতি। ৮ অ ২১।

দুঃখাদ্দুঃখং জলসেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥ ৭৯ ॥

যগুপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া বিষয় উপসেবন কর অর্থাৎ একটী সিধা দিয়া অক্ষয় স্বর্গ ইচ্ছা কর তাহা হইলে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, ব্রহ্মেতে না থাকিয়া ঐকান্তিক সুখ না

হওয়ায় ক্ষণেক ক্ষণেক ক্ষণিক সুখ ভোগান্তে (যাহা কল্পিতমাত্র) দুঃখের অনুভব মরণান্ত পর্য্যন্ত, জল ছেঁচার ন্যায় ছেঁক ছেঁক করিয়া দুঃখেতে আবৃত হইয়া পরম পদ হইতে মূর্খ হইয়া জড়বৎ থাকে। ৯ অ ২০। ২১। ২২। ২৮।

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥ ৮০ ॥

ফলাকাঙ্খার সহিত ও ফলাকাঙ্খা রহিত কর্ম্মে সাধন বিষয়ে কোন বিশেষ নাই কারণ উভয়েতেই ফল হইতেছে, ফলাকাঙ্খার সহিত কর্ম্মেতে বিষয় সিদ্ধি আর ফলাকাঙ্খা রহিত কর্ম্মেতে বিবেক সিদ্ধি এই উভয় কার্য্যেতেই সিদ্ধি বিষয়ে সমান তবে লৌকিক ও অলৌকিক এই ভেদ। ৯ অ ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্ ॥ ৮১ ॥

নিজ মুক্তির, বন্ধ ধ্বংস হওয়ার নাম মুক্তি, বন্ধন তাহার ধ্বংস মাত্রেই সেই পরম পদ (ব্রহ্ম) পাওয়া যায় ও তাহাতে লীন হয় তখন নিজেই নাই ভোগ করে কে? ফলাকাঙ্খা সহিত যে কর্ম্ম তাহা ভোগ করিতে হইলে ভোগ করার কর্ত্তা আমি পৃথক্ রহিলাম তখনি বন্ধ এই নিমিত্ত দুই সমান নহে। ৯ অ ২৪।

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ ॥ ৮২ ॥

আত্মা পরমাত্মাতে লীন হওয়ায় (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) ইহা হইলেই বন্ধের ধ্বংস হইল তখন সকল বিষয়েরই সিদ্ধি হইল কারণ তখন কোন প্রয়োজন থাকে না এইরূপ নিজ মুক্ত স্বতঃসিদ্ধি আত্মার বন্ধের ধ্বংস বিনা প্রয়োজন আর কিছুই নাই, অতএব বন্ধ ধ্বংসই মুক্তি, বিবেক কি আপ্ত অর্থাৎ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদিগের উপদেশ যাহা অব্যক্ত ব্রহ্মপদ, নিজবোধরূপ তাঁহারি অনুমান বা প্রত্যক্ষ, বিবেক অনুমান নহে প্রত্যক্ষ তাহা বলিতেছেন। ১২ অ ২। ১৪ অ ২৬। ২৭।

যৎসম্বদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্ ॥ ৮৩ ॥

যৎ=ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই প্রাণ বায়ু ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যখন এক হয় তখন সম্যক্ প্রকারে বদ্ধ অর্থাৎ আটকাইয়া থাকে আর তদাকারই সৎ ব্রহ্ম এই একাকারই সকল শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ইহারি নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। ইহা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংকারের অতীত পরাবুদ্ধি ব্রহ্ম যাহার শেষ নাই আর এই বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। ১৪ অ ২৩। ১৯।

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ ॥ ৮৪ ॥

ধারণা ধ্যান ও সমাধিতে যিনি অচল হইয়া থাকেন তাঁহার নাম যোগী, সেই সকল যোগীদের অভ্যন্তর প্রত্যক্ষ জন্ম দোষ নাই কিন্তু বাহ্য প্রত্যক্ষতে দোষ আছে তাহাকে অসম্বদ্ধ কহে অর্থাৎ ভাল ও মন্দ, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমন্ধ অর্থাৎ

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সকল এক হওয়াতে এবং আপনিও এই সকলের মধ্যে থাকাতে দোষ বলে কে ও কাহাকেই বা বলে তন্নিমিত্ত নির্দ্দোষ কানাত কহিয়াছেন—আত্মা আত্মমনসো সংযোগ বিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া সম্যক্ প্রকারে যোগ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে অচল থাকিয়া আত্মাতে বিশেষরূপে আট্‌কাইয়া থাকার নাম প্রত্যক্ষ পাতঞ্জলে যোগশ্চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ। ১৩ অ ৩৫। ১৪ অ ১। ২০।

## লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বা ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মেতে মন লীন হওয়ার নাম লাভ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আর এই অবস্থায় অতিশয় সম্বন্ধ রাখায় অর্থাৎ সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে আট্‌কাইয়া থাকা ইহাই প্রত্যক্ষ। ১৪ অ ২৭। ২৬।

## ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৮৬ ॥

ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে ক্রিযার পর অবস্থায় স্থিরভাবে আছেন অর্থাৎ হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থির, সেই স্থিরত্ব ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি হওয়ায় অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় নির্গুণ ব্রহ্ম তদ্রূপ স্বয়ং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অচল স্থিতিত্ব লাভে অন্য কোন বস্তুর সিদ্ধির ইচ্ছা থাকিল না কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নাই বস্তু থাকিলেত তাহার ইচ্ছা আর ইচ্ছা করে কে? কারণ তখন আমি নাই, এই নিমিত্ত অসিদ্ধে ঈশ্বর, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা রহিত তখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ। ১৪ অ ৩। ৪। ১৯। ১৮ অ ৬১। ৬২।

## মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন সিদ্ধিঃ ॥ ৮৭ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার সমুদয় বিষয়ের অনুভব হইতেছে তন্নিমিত্ত মুক্ত নহে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমুদয় বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে তন্নিমিত্ত বদ্ধও নহে, যখন বদ্ধ ও মুক্ত দুইই নহে তখন অন্যতর ভাবাপন্ন সে বিচিত্র দশা তজ্জন্য সিদ্ধি নহে কারণ কোন বস্তু প্রাপ্তির নাম সিদ্ধি, একজনের কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার নাম সিদ্ধি তবেই দুই হইলেই সিদ্ধি আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাওয়ায় সিদ্ধি নহে। ১৪ অ ২৬। ২৭। ১২ অ ১১।

## উভয়থাপ্যসৎকারত্বম্ ॥ ৮৮ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্য সকল জ্ঞান সত্ত্বেও সে মুক্তাবস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া অন্যতর বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক আবদ্ধ থাকায় বদ্ধ এই মুক্ত ও বদ্ধরূপে থাকাতেও অসৎকারত্ব, কারণ সৎব্রহ্ম এক, তিনি দুই হইয়া অসৎ ও সৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই হওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থা অসৎ কর্ম্ম হইল কারণ সৎ যাহা তাহা এক। ১৮ অ ৫৭। ৫৪। ৫৩। ৫১। ১৫ অ ৫।

যুক্তাত্মনঃ প্রশংসোপাসা সিদ্ধস্য বা॥ ৮৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে আত্মা ক্রিয়ার উপাসনা দ্বারায় প্রকৃষ্টরূপে নিশ্চয় সিদ্ধি হইয়াছে সে অসৎকার নহে। ৬ অ ২৮। ২৯। ৩০।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠিতত্বং মণিবৎ॥ ৯০॥

সেই ব্রহ্মের নিকটে গমন করিয়া সুখের সহিত ব্রহ্ম সংস্পর্শ হওয়াতে বুদ্ধির স্থিরত্ব হয় মণির ন্যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম একটী জবাফুল আর মন একখানি স্বচ্ছ সাদা হীরক, জবাফুলের আভা হীরাতে লাগায় হীরাখানি রক্তবর্ণ হইল কিন্তু হীরাখানি প্রকৃত লাল নহে সেই প্রকার স্বচ্ছ হীরার ন্যায় মন রক্তবর্ণ ব্রহ্মের আভা প্রাপ্ত হইয়া রক্তবৎ হইল, কিন্তু প্রকৃতরূপে মন ব্রহ্ম হইল না ব্রহ্মের আভায় আভাবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবৎ হইল, যদি জবাফুলকে পৃথক করা যায় তাহা হইলে হীরক যেমন সাদা তেমনিই রহিল সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যখন মন লীন হয় তখন তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে করিতে তদ্বৎ হইয়া যায় কিন্তু যখন ঐ মন ব্রহ্ম হইতে অন্য দিকে যায় তখন যেমন মন তেমনিই থাকে অর্থাৎ চঞ্চল বিষয়াবৃত। ১৮ অ ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

বিশেষকার্য্যমিতি জীবানাম্॥ ৯১॥

সকল কার্য্যেরি শেষ আছে কেবল ক্রিয়ারি শেষ নাই (অনন্ত) এই নিমিত্ত জীব সকলের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ১০ অ ১৫। ১৬। ১৮ অ ৪৮।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদযথার্থোপদেশঃ॥ ৯২॥

সিদ্ধরূপ বোদ্ধৃত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি ঈশ্বর তাহাতেই থাকার পর যে স্থিতি হইয়াছিল তাহার বোধ এবং সেই স্থিতিতে থাকা এই যথার্থ উপদেশ অর্থাৎ যে দেশ অব্যক্ত। ১৮ অ ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৭ অ ১৮। ৬ অ ৬ হইতে ১৫। ৫ অ ২৬। ২৭। ২৮।

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবৎ॥ ৯৩॥

ঈশ্বর বুদ্ধি স্থির করতঃ এক অচল ব্রহ্ম হইয়াছেন যাহা সকল কর্ম্মের অন্ত হইতেছে এবং ক্রিয়া দ্বারায় সেই মহৎ ব্রহ্ম একীভূত হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্মময় উজ্জ্বলীভূত হইয়া সিদ্ধরূপ বোধ হয় লোহার ন্যায়, স্পর্শমণির স্পর্শের দ্বারায় লৌহ যেমন ময়লা সকল ত্যাগ করিয়া উজ্জলিত সুবর্ণের ন্যায় হয় তদ্রূপ। ৫ অ ৬। ৭। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধ্যজ্ঞানমনুমানম্॥ ৯৪॥

প্রতিবন্ধ=আপনাতে আপনি বন্ধ দেখিয়া প্রতি শব্দে বিপরীত, আর ক্রিয়ার অবস্থায় তখন কিছু দেখা যায় তাহার নাম প্রতিবন্ধ্য ইহাকে জানার নাম অনুমান, অনু

শব্দে পশ্চাৎ আর মান শব্দে স্থান কোন বিষয়ের পশ্চাৎ কিছুক্ষণ থাকা। ৯ অ ১৫। ২২। ৪ অ ৪১। ৪২। ২১। অ ৫ হইতে ৩২।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ৯৫ ॥

যাঁহার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি যে উপদেশ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম দেখাইয়া দেন শব্দ সকলের দ্বারায় তাহারি নাম শব্দ (ওঁকারধ্বনি) মনস্থির পূর্ব্বক ক্রিয়া গ্রহণ করিলে সেই সময় ওঁকারধ্বনি শুনা যায় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুমান দ্বারায় যে সকল শব্দ বোধ হয় তাহারও নাম শব্দ। ৮ অ ২০। ২১। ৯। ৭ অ ৭। ৬ অ ২০। ২১। ৮ অ ১৩। ৬ অ ৪৫। ৪৭।

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশাৎ ॥ ৯৬ ॥

উভয়েরি সিদ্ধি অর্থাৎ উপরোক্ত দুই শব্দেরি প্রমাণ অনুমান দ্বারায় সেই উপদেশ জন্য হইতেছে। ৭ অ ৬। ৭।

সামান্যতোদৃষ্টাচ্চোভয়সিদ্ধিঃ ॥ ৯৭ ॥

উপরোক্ত উভয় প্রকার সিদ্ধিই সমান অদৃষ্টহেতু। ৬ অ ২১। ২২।

চিদবসানোভোগঃ ॥ ৯৮ ॥

চিৎ = কূটস্থ, অবসান = লোপ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থেরও লোপ হয় আর এই অবস্থা ভোগ করার নাম ভোগ। ৬ অ ২২।

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ ॥ ৯৯ ॥

অকর্ত্তা হইয়াও অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও যখন সেই অবস্থা হইতে বিষয়েতে আবৃত অথচ আবৃত নহে অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যের ফলের উপভোগ (ক্রিয়ার এবং অন্যান্য কর্ম্মের) করিতেছে অন্ন ভোজন করিয়া শক্তি অনুভব করার ন্যায়। ক্রিয়ার পর নেশা ছাডিয়া গেলে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নেশার অবস্থা অনুভব করায় যে সুখ উৎপত্তি হয় তাহারি নাম উপভোগ, যেমত অন্ন ভোজনের পর যে শক্তি অনুভব হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব অবস্থান্তর হইলে হয় অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অকর্ত্তা হইয়াও ফলের উপভোগ করিতেছে ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদে লেখা আছে, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ (১) বৈশ্বনব, (২) তেজ, (৩) সুষুপ্তি, (৪) অব্যক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২০।

অবিবেকাদ্বাতৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ ॥ ১০০ ॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা না হইল তখন বিকল্পে অন্য বস্তুর প্রাপ্তির কর্ত্তা সেই ব্রহ্ম কলেতে আটকাইয়া। ৬ অ ৩১।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে। ১০১।

ক্রিয়ার পর অবস্থাই তত্ত্ব সেখানে উপরের লিখিত উভয় আনন্দ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে আনন্দ ও বদ্ধ থাকিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধির যে আনন্দ এ উভয়ই সেখানে নাই। ৬ অ ৩২।

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদদর্শনোপাদানাদিন্দ্রিয়স্য ॥ ১০২ ॥

অবিষয় ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ যাহা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত, আর বিষয় ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম, বিষয় ও অবিষয় হইয়াও সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ( অনন্ত ) আর আপনিও তদ্রূপ হইয়াছে যখন আপনি নাই তখন ইন্দ্রিয় সংযোগে কি প্রকারে দর্শন সম্ভবে। ৬ অ ২১। ২২।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

অত্যন্ত সূক্ষ্ম হেতু তাঁহার উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধি=লাভ, স্থূল বস্তুবই লাভ হইয়া থাকে, আর গুণাতীত ব্রহ্ম গুণের অণুর অণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্নিমিত্ত বিশেষরূপে জানা যায় না কারণ সে অণুর অন্ত নাই তন্নিমিত্ত অনন্ত ব্রহ্ম। ১৩ অ ১৬।

কার্য্যদর্শনাত্তদুপলব্ধিঃ ॥ ১০৪ ॥

কার্য্য=কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পৃথিবীর মধ্যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল প্রাণায়াম তাহাই গুরুবাক্যের দ্বারায় দর্শিত হইয়া উপলাভ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর, ক্রিয়ার পর অবস্থা বোধ হওয়া। আব ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁহার মহিমাব আভামাত্র প্রকাশ হওয়ায় তাঁহার মহিমা যে সর্ব্বশক্তিমানত্ব ইত্যাদি তাহা অনুভব হয় তাহাই উপলব্ধি। ৬ অ ২১।

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যৈকতরসিদ্ধেনাপলাপঃ ॥ ১০৫ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা অর্থাৎ মনের স্থিতি ব্রহ্মেতে হইলেই মন ব্রহ্ম তখন সকলি ব্রহ্ম ইহা সত্যরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় মিথ্যা নহে। ৬ অ ১৫।

নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ ॥ ১০৬ ॥

ব্রহ্মেতে থাকা সৎ আর ব্রহ্মে না থাকা অসৎ যিনি ব্রহ্মেতে না থাকেন তাঁহার এই উপলব্ধি উৎপত্তি হয় না মনুষ্যের শৃঙ্গের মত অসৎ ভাবের নিমিত্ত। অসৎ যে সে হয় না থাকা মনুষ্যের শৃঙ্গের ন্যায়। ৬ অ ১।

উপাদাননিয়মাৎ ॥ ১০৭ ॥

কার্য্য পঞ্চভূতের কারণ হইতেছে, যাহার যে বীজ সেই প্রকার যোনি নিয়মমত সৃজন হয়, নর জাতিতে শৃঙ্গ নাই তন্নিমিত্ত শৃঙ্গের যে উপাদানের ভাব তাহা হয় না তদ্রূপ অচৈতন্য থাকিয়া চৈতন্য, অর্থাৎ ক্রিয়া না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা ( চৈতন্য ) উৎপন্ন হয় না। ৬ অ ৪৫।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বত্র=সকল স্থানে, সর্ব্বদা=সকল সময়ে।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সব অসম্ভব।

সকল কার্য্যে অব্যভিচাররূপে সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা অসম্ভব, কারণ কখন কখন কচিৎ কোন কোন ভাবের সন্দর্শন সম্ভব যেমত সকল নরের শৃঙ্গ নাই কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের শৃঙ্গ যাহা ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় হরিণীর গর্ব্ভে মহর্ষির রেতঃদ্বারা যাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ১০ অ ৩।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ ১০৯ ॥

শক্তের যে শক্য করণ তদ্ভাব হয় আর অশক্যের শক্য হয় না, যেমন পুরুষের ও স্ত্রীর শৃঙ্গ না থাকায় সন্তানের শৃঙ্গ হয় না, আর ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্ম, হরিণীর শৃঙ্গ ছিল এই নিমিত্ত মহর্ষির ঔরসজাত হইয়াও শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছিলেন তদ্রূপ শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম যেখান হইতে সমস্ত রূপ হইয়াছে যাহা পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে কিন্তু সকলের মধ্যেতেই ব্রহ্ম আছেন তন্নিমিত্ত শক্য অর্থাৎ সব ব্রহ্মই ব্রহ্ম অন্য কোন বস্তু থাকিয়াও নাই। ৪ অ ২৩।

ন ভাবিভাবযোগাশ্চেন্নাভিব্যক্তি নিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১১০ ॥

ভাব অর্থাৎ ক্রিযার পর অবস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে ভাবিযোগ তাহা নাই, নাভিব্যক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে প্রকাশ নাই, নিবন্ধনৌ অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বন্ধন, যেখানে বিশেষরূপে প্রকাশ নাই সেখানে কি প্রকারে বন্ধন হইতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই অব্যক্ত ইহারি যখন কিছু বলিবার উপায় নাই তখন তাহার পরের বিষয় নিবন্ধন করা অর্থাৎ বিশেষ করিয়া বলা তাহা কোন মতে হইতে পারে না দৃষ্টান্ত অব্যবহার কি প্রকারে ব্যবহার হইবে অর্থাৎ যে স্থান অব্যবহার অর্থাৎ যাহা কিছুতেই স্থির করিবার উপায় নাই তাহার ব্যবহার কি প্রকারে হইতে পারে, যে স্থানে কোন লক্ষ্য নাই তাহার বিষয় কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। ৪ অ ২৪। ৬ অ ২১। ১৫অ ১৫।১৯।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১১১ ॥

কারণের লয়ের নাম নাশ, সকলের কারণ ব্রহ্ম তাহাতে লয় হইয়া যাওয়ার নাম নাশ। ১২অ ১৩ হইতে ১৯।

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ১১২ ॥

বীজঅঙ্কুরবৎ যদি কারণ লয় হইল তবে অঙ্কুরেরও বীজেতে লয়। কারণ পারম্পর্য্য অন্বেষণে দেখা যাইতেছে যে বীজ হইতে অঙ্কুর আর অঙ্কুর হইতে বীজ। ৪ অ ২।

উৎপত্তিবদ্বাহদোষঃ ॥ ১১৩ ॥

উৎপত্তির ন্যায় হইলেও দোষ নাই কারণ মন ব্রহ্মেতে লয় হইতেছে সেই প্রকার বীজও অঙ্কুরেতে লয় হইতেছে আবার অঙ্কুর বীজেতে লয় হইতেছে অর্থাৎ চরমেতে সেই সৎব্রহ্মের ন্যায় স্থিতি এই মহানির্ব্বাণ। ৪অ ৪১।৩৮।৩৭।৩০।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ ॥ ১১৪ ॥

যাহার হেতু আছে সে অনিত্য কারণ সকল মূলের মূল অসৎ ব্রহ্ম সেই মূলের অভাবে অমূল তাহাই ক্রিয়া দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থাতে (ব্রহ্ম) অনিত্য কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা হয় না, এই প্রকৃতির যখন লয় তখন নিত্য আর যতক্ষণ প্রকৃষ্টরূপে লয় না হয় তখন অনিত্য, অব্যাপী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া পরে সর্ব্বব্যাপী হয় ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন কোন স্থানেই থাকে না সক্রিয় লৌকিকেতে ক্রিয়াবৎভাব সেই ক্রিয়া হইতে মুক্ত যখন সমুদয় কর্ম্মেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্ম দেখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছে অনেক লৌকিকেতে অনেক বস্তু দেখা যাইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মময় তখন এক আশ্রিত একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ আছে এই নিমিত্ত আশ্রিত কিন্তু নিরাশ্রয় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা প্রকৃতিতে থাকিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে পরব্যোমরূপ পরব্রহ্মের চিহ্ন তেজোপন্ন পরম সূক্ষ্মরূপ ওঁকার ধ্বনি তিনি শিব ও পরমাত্মা এই চিহ্ন। ৪অ ১৮।

আঞ্জস্যাদভেদতোবা গুণসামান্যাদেতৎসিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ্বা ॥১১৫॥

এই উভয়েরি একীভাব ভাব অর্থে লেগে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিম্বা সাংসারিক কার্য্যে লেগে থাকা, সেই শিব সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন আর গুণসমূহ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কিম্বা সেই ব্রহ্ম তিনি ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বস্তুতে রহিয়াছেন এই জানার নাম সিদ্ধি প্রধান। ৪ অ ২৩।

ত্রিগুণাচেতনাত্বাদি দ্বয়োঃ ॥ ১১৬ ॥

উপরোক্ত উভয়েরি চৈতন্য ও তিনগুণ আছে যখন দুই এক হইল তখনি অব্যক্ত আবার ইনিই ব্যক্ত এই কারণে দুই এক যাহা যোগীরা দর্শন করেন। ২অ ৪৫।

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্ ॥ ১১৭ ॥

কখন প্রীতি কখন অপ্রীতি অর্থাৎ কখন মনে হইতেছে যে আমার কর্ত্তব্য করিলাম না এই ভাবিয়া বিষাদ কখন আনন্দ এবং অন্যান্য গুণ সমূহ যখন দেখা যাইতেছে তখন বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ উপরোক্ত দুই এক নহে। ১৮অ ১৬।২১।১৩অ ৩০।২০। ৬অ ৩৬।

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্ ॥ ১১৮ ॥

লঘু আদি যে গুণ সে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য উভয়ই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণ সকল সূক্ষ্মরূপে থাকে তাহাতে যতক্ষণ থাকিতে পারা যায় ততক্ষণ সাধর্ম্ম্য আর তাহার

বিপরীত বৈধর্ম্ম্য এখানেও গুণ সকল আছে তবে গুরু আর লঘু, কূটস্থের তেজের সূক্ষ্ম অণু হইতে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ্ম, লোহিত এই পাঁচ গুণ স্থূল শরীরে, কূটস্থের তেজ হইতে বোধ হইতেছে, কূটস্থের মধ্যে যে মেঘবর্ণ তাহাকে অপ কহে এই অপ সত্ত্বগুণের উপরোক্ত প্রকারে এই শরীরে বোধ হইতেছে, দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, সর, মৃদু, পিচ্ছিল, শুক্ল, রস (৮)। অন্ন ব্রহ্ম তমো অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ও উপরোক্ত এই শরীরে আসিতেছে ইহাদের গুণ গুরু, খর, কঠিন, স্থির, স্থূল, কৃষ্ণ, গন্ধ, (৭) এই বিংশতি গুণ সূক্ষ্মরূপে অনভিব্যক্ত একীভূত হইয়া এই শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধানে বর্ত্তমান আছে, ইহারাই সত্ত্ব রজো ও তমোগুণেতে এই শরীরে পৃথক্‌রূপে আছে এই ত্রিগুণ লক্ষণ দ্বারায় অব্যক্ত মহান্, মহৎ, অহঙ্কার হইয়াছে ইনি তমোগুণে ভূতাদির মধ্যে লঘুরূপে বর্ত্তমান আছেন এই নিমিত্ত আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়ই এক। ১৩অ ১৬।১৭।১৮।

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদেঃ ॥ ১১৯ ॥

উভয় অর্থাৎ লঘু ও গুরু এই উভয়ের অন্যাদি মহতের যে কার্য্য তাহা এক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় লঘু ও গুরু কিছুই নাই। ৬অ ৮।

ঘটাদিবৎ সম্বন্ধাৎ ॥ ১২০ ॥

ঘট একটী বস্তু কিন্তু বালি ও মৃত্তিকা সংযুক্ত কেবল বিকার মাত্র সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা যদিও লঘু ও গুরু হইতে পৃথক্ তথাপি লঘু ও গুরু অব্যক্তরূপে ঐ অবস্থাতে আছে কেবল অবস্থা ভেদমাত্র। ৬অ ২১।

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষোবা ॥ ১২১ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে লঘু ও গুরুর হানিতে প্রকৃতি ও পুরুষের হানি হউক। ৬অ ৩০।

তয়োরন্যত্বেঽশূন্যত্বম্ ॥ ১২২ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষের অভাবে অশূন্যত্ব। প্রকৃতি ও পুরুষ যদি না থাকিল তাহা হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শূন্য ব্রহ্ম তাহারো অভাব হইল কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকৃতি ও পুরুষেতেই ভোগ করে। ৬অ ৩১।

কার্য্যোৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥ ১২৩ ॥

কার্য্য হেতু কারণের অনুমান সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া আছে কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা পৃথক্ হইয়াও এক, কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ না থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা কাহার অনুভব হইবে? ৬অ ৩২।

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥ ১২৪ ॥

অব্যক্ত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা তিন গুণের দ্বারায় চিহ্নিত কারণ ত্রিগুণবিশিষ্ট জীব না থাকিলে অব্যক্ত বলে কে? ১৪ অ ৩০। ৩১। ২ অ ৪৫।

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১২৫ ॥

তৎ=ব্রহ্ম, কার্য্য=তাহাতে মন রাখা, এই ব্রহ্মের সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হওয়া এ মিথ্যা নহে। অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হওয়া আর সেই ব্রহ্মেতে থাকিয়া ইচ্ছা রহিত হওয়া ইহা মিথ্যা নহে। ৬ অ ২৮। ২২।

সামান্যেন বিবাদাভাবাদ্ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥ ১২৬ ॥

সামান্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই থাকে না এই নিমিত্ত সামান্য, সামান্য হেতু বিবাদ অভাব ধর্ম্মবৎ সাধন নহে অর্থাৎ লৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কর্ম্ম তাহারি নাম ধর্ম্ম এ ধর্ম্মের সাধন ক্রিয়ার পর অবস্থার সাধনের মত নহে কারণ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ধর্ম্ম তাহাতে কিছু লাভ হয় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার বিপরীত। ৬ অ ১৮। ২১।

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥ ১২৭ ॥

শরীরাদি অর্থাৎ শরীর বাক্য মন শুভাশুভ কর্ম্ম ইত্যাদি, পুমান্ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ইনি শরীরাদি হইতে ভিন্ন। ১৫ অ ১৭। ১৮। ১৯।

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১২৮ ॥

পরার্থের হেতু শরীরাদির সম্যক্ প্রকারে হত। পরার্থ, পর শব্দে ক্রমান্বয় পর পর, অর্থ শব্দে ফল শরীরের যত কর্ম্ম সকলি ক্রমান্বয়ে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই সুতরাং সম্যক্ প্রকারে হত। ৫ অ ১০। ১২। ৬ অ ৪৭।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১২৯ ॥

তাঁহার অধিষ্ঠান হেতু সকলি হইতেছে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিতি তিনি এই শরীরে বুদ্ধির পর আছেন তাহা কেবল অনুমান মাত্র। ১৮ অ ৬১।

ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১৩০ ॥

এই শরীরে কেহ ভোগ করিতেছেন এই ভাব হেতু অর্থাৎ মনে হওয়ায় তাঁহাকে অনুভব হইতেছে। (আর যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও মজ্জন করিতে করিতে তন্ময় হইয়াছেন তাঁহারা নিজে কিছুই ভোগ করেন না)। ৭ অ ২৯।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৩১ ॥

কৈবল্য=কেবল কুম্ভক অর্থাৎ ক্রিয়া, অর্থ=রূপ, কৈবল্যের রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয় সেই কৈবল্যার্থ, প্রবৃত্তি=অর্থাৎ স্থিতি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয়। ৬ অ ১৯ হইতে ২২।

জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৩২ ॥

প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকাশের যোগ হেতু জড় পদার্থ সকল প্রকাশ হইল, তাৎপর্য্য এই দেহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে জড় এ জ্ঞান না থাকিলেও সকলে একটা কথার কথা জড়

দেহ বলিয়া আসিতেছি কারণ প্রকৃত জড় জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখ থাকিত না, যাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়াছে অর্থাৎ আত্মায় এই ব্রহ্মের যোগ হেতু সমস্ত জড়ের প্রকাশ হইল অর্থাৎ নিরাবরণ হইল। ৫ অ ১০।

নির্গুণত্বান্নচিদ্ধর্ম্মা ॥ ১৩৩ ॥

নির্গুণ হেতু চিৎ ধর্ম্ম নাই, চিৎ=কূটস্থ, তাহার ধর্ম্ম কার্য্য মাত্রেই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ধর্ম্ম নাই। ৬অ ১১।

শ্রুত্যাসিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রুতি=বেদ জানা, এক হইলে ব্রহ্ম এক হয় নাই বলিয়া যে ব্রহ্ম মিথ্যা তাহা নহে প্রত্যক্ষের বাধা হেতু অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অকথার কথা শুনা, যাহার সিদ্ধি না হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মন ততদূর পরিষ্কার হয় নাই তাহা বলিয়া যে ব্রহ্ম মিথ্যা তাহা নহে। ৬ অ ২৭।

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥ ১৩৫ ॥

সুষুপ্ত্যাদি অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্ত্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ কিছুই দেখা যায় না। ৫ অ ১২। ১৩। ১৪।

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১৩৬ ॥

জন্মাদি=জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বহু পুরুষের দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ সকলেতেই আছেন যে সকল বহুতর জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে সে তাঁহারি তবে বহু প্রকার ভেদমাত্র। ৬ অ ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযোগআকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১৩৭ ॥

উপাধি ভেদে একের নানা যোগ হওয়াতে বহুতর ঘটাদির আকাশের ন্যায়।

মনুতে কথিত আছে সেই স্বয়ম্ভু অব্যক্ত পরমাত্মা ( কূটস্থ ) পর পুরুষ ঈশ্বর মহাভূতের সহিত সদাশিব অর্থাৎ গলদেশে, হৃদয়ে ঈশ্বর, নাভিতে রুদ্র, লিঙ্গেতে বিষ্ণু, মূলাধারে ব্রহ্মা, এই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া জ্যোতিতে আবৃত মধ্যে তমো কূটস্থ সৃষ্টি করিলেন, এই কূটস্থ হইতে ১৫ অঙ্গুলি নিম্নে সেই পরমব্যোম, আর আপনি কিঞ্চিৎ অধোভাগে পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষাবৃত শূন্য আপনার শরীরে কাল ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান সৃষ্টি করিলেন সেই আত্মা তিন গুণবিশিষ্ট হইয়া মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও ভূত সকল সৃষ্টি করিলেন এইরূপে সেই পুরুষ সর্ব্বভূতময় হইয়া দীপ্তিমান হইলেন, এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব শরীর ও অনেকরূপ প্রজা সৃষ্টি করিবার সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইল ; প্রথম জল সৃষ্টি করিলেন তাহার পর একটী অণ্ড সৃজন করিলেন ক্রমে এক পঞ্চবক্ত্র হিরণ্ময় বপু কনককুণ্ডলবান্ ধৃতশঙ্খচক্রবিশিষ্ট এক পুরুষ সৃজন করিলেন ইহার নাম নারায়ণ। সুবর্ণের মত শরীরের

চতুর্দ্দিক আভাবিশিষ্ট, শঙ্খ অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি, চক্র=কূটস্থ রূপ চক্র, পঞ্চবক্ত্র অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব তিনিই নারায়ণ আদিত্ব পুরুষ, মন উর্দ্ধেতে গমন করিয়া ঐরূপ ধারণ করিয়াছেন মন হইতে অহঙ্কার সেই মন হইতে মহৎ যিনি অন্তরেতে আছেন তাঁহাকেই অব্যক্তাত্মা কহে, সেই অব্যক্তাত্মার সহিত মহান্ত=ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার পর পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি তাঁহার পর চৈতন্ত সূক্ষ্ম অবয়ববান্ হইলেন ঐ মহত্তত্ত্বের দ্বারায় আত্মাতে সন্নিবেশ করিয়া সূক্ষ্ম ভূত সকলকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই থাকিলেন, এইরূপ সেই পুরুষের শরীর সূক্ষ্মরূপে সৃজন করিলেন এইরূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নানা যোগেতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃজন করিয়া তিনি ঘটাদির আকাশের ন্যায় সকল ঘটেতে বিরাজমান। ৮ অ ৯। ৯ অ ৬।

উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্ ॥ ১৩৮ ॥

উপাধির ভেদ আছে কিন্তু উপাধিবানের কোন ভেদ নাই। ৭অ ২৪। ২৫।

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ ॥ ১৩৯ ॥

তিনি এক কিন্তু পরিবর্ত্তন বশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতেছে না, ধর্ম্ম=আত্মা, যাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদে লেখা আছে, স যশ্চায়ং পুরুষে পশ্বাদাবাদিত্যে স একঃ স য এবম্বিৎধেত্তি তিনি একরূপে সকলের মধ্যে আছেন, আয়ুর্ব্বেদে লেখা আছে নির্ব্বিকারঃ পরস্তাত্মা সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বিশেষঃ—সেই আত্মা সকলে নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিশেষরূপে আছেন। ৯ অ ২৯। ২৪।

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥ ১৪০ ॥

শরীরের অন্য ধর্ম্মত্ব থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জনের একত্ব সিদ্ধির মিথ্যা হইতে পারে না। ৯ অ ১৫।

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ ॥ ১৪১ ॥

শ্রুতির বিরোধ যে দ্বৈত জাতিভেদ তিনি তাহা নহেন। ৯ অ ৬। ১৮ অ ৪০। ৪১।

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাতদ্রূপম্ ॥ ১৪২ ॥

বিদিত বন্ধ (যে বন্ধ জানা যাইতেছে অর্থাৎ মায়া) কারণের (ব্রহ্মের) দর্শন তদ্ (ব্রহ্ম সেই রূপ অর্থাৎ নিজবোধরূপ (ক্রিয়ার পর অবস্থা)। ১৩ অ ৩।

নান্ধোঽদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥ ১৪৩ ॥

অন্ধ দেখিতে পায় না কিন্তু যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায় জ্ঞানচক্ষু বিহীন ব্যক্তি যে ক্রিয়ার পর অবস্থা দেখিতে পায় না বলিয়া সে অবস্থা মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা দেখিতেছেন অর্থাৎ অনুভব করিতেছেন। ১৫ অ ১৫। ১৬। ১৭।

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্ ॥ ১৪৪ ॥

বামদেবাদি মুক্ত পুরুষেরা অদ্বৈত নহেন কারণ তাঁহারা আমি তুমি ইত্যাদি ভেদ বলিয়াছেন। ১৮ অ ২১।

অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্ ॥ ১৪৫ ॥

বামদেবাদি সকলে অনাদি অর্থাৎ সকলেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতেন এ অবস্থার আদি নাই আর এই অবস্থা অদ্যই যে হইয়াছে তাহারো অভাব কারণ সেখানে আমি থাকে না তবে এ সকল ভাবে কে? তাঁহারা এই প্রকার অবস্থায় থাকিয়া আমি তুমি বলায় কোন দোষ হইতে পারে না কারণ বাক্য সকল বলিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের সে বোধ আছে অথচ নাই। ১০ অ ১০। ১১। ৯অ ৫। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ৭।

ইদানীমেব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥ ১৪৬ ॥

বামদেবাদি যেমৎ বলিয়াও কিছু বলেন না এই প্রকার সর্ব্বত্র অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে অর্থাৎ সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মেতে লীন হয়েন নাই অর্থাৎ তাঁহাদের মন ব্রহ্মেতে ও সংসারে উভয় দিকেই ছিল। ৯ অ ৫।

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ ॥ ১৪৭ ॥

ব্যাবৃত্ত=বিশেষরূপে আবৃত্ত অর্থাৎ থাকা, উভয় রূপ=ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা=মোক্ষাবস্থা, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা সে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় হইতে পৃথক্ ও পৃথক্ও নহে, যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে অথচ নিদ্রার আবেশ আছে এমত অবস্থায় কাহাকে কিছু খাওয়াইলে সে যেমন সেই বস্তুর আস্বাদন করিয়াও করে না কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যেমন স্পষ্টরূপে সেই বস্তুর স্বাদের কথা বলিতে পারে না অথচ সে সময়ে সে সম্পূর্ণ জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় হইতে পৃথক্ অথচ উভয়েতেই রহিয়াছে সেই প্রকার ক্রিযার পর অবস্থার পর যে অবস্থা তাহাতে বামদেবাদি যোগীরা থাকিয়া সকল করিয়াছেন ও কিছুই করেন নাই তখন তাঁহারা বদ্ধ মুক্ত উভয় হইতে পৃথক্ ও উভয়েতেই আছেন। ৯ অ ৬।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ॥ ১৪৮ ॥

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হেতু তাঁহার সাক্ষী যে করে সেই দেখে এই নিমিত্ত নিজবোধরূপম্ ক্রিয়া করিলেই বুঝিতে পারিবে। ৯ অ ২।

স দৈবপুরুষস্য দুঃখাখ্যবন্ধশূন্যত্বম্ ॥ ১৪৯ ॥

সেই যে দৈবপুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যিনি রহিয়াছেন তাঁহার দুঃখেতে করিয়া যে বন্ধন ( কষ্ট ) তাহা নাই, শূন্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকার নিমিত্ত। ৮ অ ১৫। ১৬।

ঔদাসীন্যঞ্চেতি ॥ ১৫০ ॥

সেই পুরুষ যখন শূন্যেতে রহিয়াছেন তখন তাঁহার মনে কোন কিছুরই বেগ নাই তখন ঔদাস্য ইহা লিঙ্গপুরাণে লেখা আছে—

সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ পুংসস্তু তিস্রোঽবস্থা স্বয়ম্ভুবঃ।
ব্রহ্মত্ব সৃজতি লোকান্ কালত্বে সংক্ষিপত্যপি
পুরুষত্বে হ্যুদাসীনঃ তিস্রোঽবস্থা প্রকীর্ত্তিতা।
ব্রহ্ম কমলপত্রাভো রুদ্রঃ কালোঽগ্নি সন্নিভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাভো রূপং তৎপরমাত্মনঃ ॥

সেই পুরুষের সহস্র মস্তক অর্থাৎ অনন্ত তিন অবস্থা যাহা ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানেতে স্বয়ম্ভুব আপনাপনি হয় (১) প্রথমতঃ ইচ্ছা দ্বারা গুহ্যদ্বারে অর্থাৎ (মূলাধারে) সৃজন হয়, (২) নাভিতে (মণিপুরে) কালের দ্বারায় নাশ হয়, (৩) কূটস্থে উত্তম পুরুষে উদাসীন এই তিন অবস্থা, কূটস্থে ব্রহ্মা কমল পত্রের ন্যায় রুদ্র অগ্নিবৎ তৎপরে কূটস্থ, পুণ্ডরীক তিনি পরমাত্মা তিনি সৃষ্টি সংহার কিছুই করিতেছেন না উদাসীনের ন্যায় বসিয়া আছেন। ৭ অ ১৮।

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎ সন্নিধ্যাচ্চিৎ সন্নিধ্যাৎ ॥ ১৫১ ॥

চিৎ (কূটস্থ) প্রকৃতি ও তিন গুণের সন্নিধ্য থাকাতে তাঁহার রঙ্গেতে রঙ্গিয়া কর্ত্তৃত্ব ভাবাপন্ন। ১৩ অ ২০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥১॥

প্রধানের বিমুক্ত মোক্ষার্থই স্বার্থ। প্রধান অর্থাৎ জীব তিনি ত্রিগুণাত্মক হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে ছাড়া, মোক্ষ সর্ব্বদা ঐশ্বরিক ক্ষমতার সহিত ছাড়া থাকা এই ক্ষমতা অনিচ্ছার ক্ষমতা, তিনি যেমন অব্যক্ত তাঁহার ক্ষমতাও তেমনি অব্যক্ত; কারণ ব্রহ্মের অণু অব্যক্ত তাঁহার মধ্যে তাঁহার ক্ষমতাও আরো অব্যক্ত ইহাই পুরুষের স্বার্থ (স্ব শব্দে নিজ, (অর্থ=বিষয়)। ৬ অ ৩১। ৩২। ২৮। ৫ অ ১৭।

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥২॥

বিরক্তের অর্থাৎ ইচ্ছা রহিতের জন্ম মৃত্যু রহিতের তৎ=ব্রহ্ম, সিদ্ধি কিছুই নয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩॥

শ্রবণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধি। ৬ অ ১৮।

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্ ॥৪॥

বহু ভৃত্যের ন্যায় প্রত্যেকে অর্থাৎ ভরণপোষণের উপযুক্ত অনেককে এক ব্যক্তি যেমন আহার দান করে তিনি না থাকিলে তাহারা যেমন আহার পায় না সেই প্রকার ঈশ্বর প্রত্যেকেতেই থাকিয়া ভরণপোষণ করিতেছেন। ৬ অ ৯। ৬ অ ৬।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥৫॥

পুরুষের অধ্যাসেতে প্রকৃতি বাস্তবিক সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। ৬ অ ৫।

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥৬॥

কার্য্যের দ্বারায় সমুদয় সিদ্ধি দেখা যাইতেছে তাৎপর্য্য পুরুষের অধ্যাস হেতু সমুদয় কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে। ৬ অ ৭। ৮।

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥৭॥

চেতনা (চিৎ=কূটস্থ) উদ্দেশ (উৎ=ঊর্দ্ধে) নিয়ম (নিঃ=নিঃশেষরূপে) যম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) চেতনার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদেশে নিয়ম, যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক মোচন করা অর্থাৎ এই আত্মার দ্বারায় আত্মাকে স্থির করিয়া মায়ারূপ কণ্টক হইতে ঊর্দ্ধদেশে সমাধিতে থাকা। ৬ অ ১৪। ১৫।

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥৮॥

অন্য অর্থাৎ তত্ত্ব, তত্ত্বেতে যোগ করিলে সিদ্ধির বিরুদ্ধ দগ্ধলৌহবৎ অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ের যে সিদ্ধি তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী, লোহাকে দগ্ধ করিলে লৌহ যেমন অগ্নির বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়ে মন দিলে মন বিষয়ের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যায়। ৬ অ ১৯। ২০। ২১।

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥৯॥

অনিচ্ছাতে ইচ্ছা যোগ হওয়াতে সৃষ্টি, রাগ অর্থাৎ রজোগুণ বিরাগ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ এই রজো সত্ত্ব মিলিত হইয়া তমোগুণ, সত্ত্বরজোতমঃ এই তিন গুণেতেই সৃষ্টি, রাগ সামান্য ইচ্ছা অর্থাৎ এই কার্য্যটী করিতে হইবে কিন্তু বিশেষরূপ রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ৬ অ ২।

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥১০॥

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চ ভূত ক্রমেতে হইল, আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী অব্যক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই অবস্থার পর সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, আমি ও পঞ্চভূতে সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই উভয়ের মধ্যে সাত্ত্বিকের অংশ অধিক হওয়াতে পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় রাজসিক অধিক হওয়াতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর উভয় সমান হইলে উভয়াত্মক, বুদ্ধি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ভিতরে ভিতরে রহিয়াছে, সত্বগুণের সাত্ত্বিক অহঙ্কার দ্বারায় দেবতা সকল দেখা যায়, শ্রোত্র আকাশ অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি, স্পর্শের বায়ু অর্থাৎ বায়ু স্থির হইয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করে, চক্ষুতে সূর্য্য অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারায় সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ দর্শন হয়, রসনা দ্বারা অপ অর্থাৎ জিহ্বার দ্বারায় মিষ্ট বায়ুর আস্বাদন পাওয়া যায়, নাকে গন্ধ ঐ গন্ধ মৃত্তিকা হইতে হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার অণু সূক্ষ্মরূপে নাকে যাওয়াতে ঘ্রাণ পাওয়া যায় প্রাণায়াম করিতে করিতে মৃত্তিকা দেবতা বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার অণু ভেদ করিয়া সমস্ত দর্শন করে ও উপস্থের দ্বারায় আত্মার সদৃশ উৎপাদন করে ব্রহ্মের দ্বারায়, তাহাকে মিত্র কহে আর হস্তের দ্বারায় স্পর্শ করিয়া নাশ করে ( রুদ্র ) পদ, পদের দ্বারায় গমন করিয়া দেখে অর্থাৎ স্থিতি ( বিষ্ণু ) আর বচন যাহা রসনা দ্বারা হইতেছে ( অগ্নি ) এই অগ্নির স্থান নাভিতে শরীরে যত প্রজা আছে তাহার পতিস্বরূপ ঘ্রাণ নাসিকা দ্বারায়, মন স্থির হইলেই চন্দ্রিমা, ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার, ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি ইনি ঈশ্বর। গীতা ১৪ অ ৩। ১৫ অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।

দিক্‌কালাকাশাদিভ্যঃ ॥১১॥

দিক্ কাল আকাশাদি অর্থাৎ ক্রিয়াবান্‌দিগের লক্ষ্য স্থান কূটস্থ ( দিক্ ), কূটস্থের কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ তিনি ( কাল ) কারণ তিনি নাই তো কিছুই নাই আর কূটস্থ আকাশময়। ব্রহ্মের অণু স্থূল হইয়া আকাশ, আকাশের অণু প্রবেশেতে বায়ু গুণ শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণের অণু প্রবেশে তেজ তাহার রূপ লোহিত গুণ উষ্ণ, স্পর্শ, শব্দ এই তিন গুণের অণু প্রবেশে চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল গুণ শব্দ উষ্ণ, স্পর্শ, শীত রূপ শুক্ল রস অব্যক্ত এই সকল গুণের অণু প্রবেশেতে পঞ্চ গুণ বিশিষ্ট পৃথিবী শব্দ খর কর্শ কৃষ্ণরূপ অব্যক্ত কিঞ্চিৎ স্থূল, গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। গীতা ৩য় অ ১৪। ১৫। ২৪।

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেনৈষামাত্মার্থআরম্ভঃ ॥১২॥

এই সকল সৃষ্টির আরম্ভ আত্মার নিমিত্ত পুরুষের কোন প্রয়োজন নাই। গীতা ৩ অ ২৭। ২৮।

অধ্যাবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥১৩॥

ব্যবসায়িকা যে বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধি লাভের ইচ্ছায় চঞ্চল তাহার বিপরীত যে স্থির

বুদ্ধি তাহাকে অধ্যবসায়ো বুদ্ধি কহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ২ অ ৩৯। ৪০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ ॥ ১৪ ॥

ঐ স্থির বুদ্ধির কার্য্য ধর্ম্মাদি, ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ইচ্ছা রহিত ও স্থির হইয়া ক্রিয়া করা এই মহৎ কার্য্য মোক্ষসাধন ধর্ম্মাদি। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য। বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য ব্রহ্মের এই অষ্টরূপ। গীতা ৪অ ১৮। ২৯।

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্ ॥ ১৫ ॥

মহতের উপরাগেতেই ( উপরাগ = ত্রিগুণ ) এই বিপরীত হইয়াছে। গীতা ১৪অ ১৯। ২০। ২ অ ৪৫।

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬ ॥

অভিমান অর্থাৎ যে মান আবশ্যক তাহাপেক্ষা অধিক মান, সেই ব্রহ্মই আমি অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ১৪অ ২৬। ২৭।

একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥ ১৭ ॥

তিন গুণের কার্য্য একাদশেন্দ্রিয় ইহা পঞ্চতন্মাত্রের, ঐ তিন গুণ তেজেতে আশ্রয় করিয়া সাত্ত্বিক পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় শ্রোত্রাদি, আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তাদি, সাত্ত্বিক গুণ ও তেজেতে মন হইয়াছে, আর তামসের দ্বারায় পঞ্চ ভূত হইয়াছে। গীতা ১৫অ ৭।

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ ॥ ১৮ ॥

সাত্ত্বিক হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ সাত্ত্বিকের বিকার অহঙ্কার।

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশম্ ॥ ১৯ ॥

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ। গীতা ১৫অ ৯।

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥ ২০ ॥

অহঙ্কারী মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে এই নিমিত্ত ইহা ভৌতিক নহে এই শ্রুতি ইহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে—আকাশবৎ অমূর্ত্তি পুরুষ ইত্যাদি, বাহিরে ও ভিতরে বায়ু, মন, স্থির, শুভ্রবর্ণ অক্ষর সকল পরের পর ইঁহা হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, অপ, পৃথিবী হইয়াছে এবং সমুদয়কে ধারণ করিয়া আছেন সেই সূক্ষ্ম শরীরস্থ ভৌতিকের বিকার। গীতা ১৫অ ১০। ১১।

দেবতালয়শ্রুতের্নারম্ভকস্য ॥ ২১ ॥

এই পঞ্চভূতের পঞ্চ দেবতা ইঁহারা বরাবরি আছেন কিন্তু ইঁহাদের আরম্ভক নাই এই শ্রুতি। ঐতেত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—উত্তম পুরুষের অপ্ হইতে লোকপাল

সৃজন হইলেন, মুখ হইতে বাক্, বাক্=অগ্নি নাসিকা প্রাণ প্রাণের দ্বারায় বায়ু চক্ষুঃ দ্বারা সূর্য্য, কর্ণ=দিশঃ, ত্বচ্=সোম, লোম=ঔষধি, হৃদয়=মন, মন=চন্দ্র, নাভি=অপ, কারণ বারি, আপ=মৃত্যু, অর্থাৎ বায়ু স্থির না থাকিলেই মৃত্যু, লিঙ্গ=রেতঃ, রেতঃ=আপ, দেবতার দ্বারায় ইন্দ্রিয়দের অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল হয় নাই দেবতারাই তাহার আরম্ভিকা কিন্তু দেবতার প্রবৃত্তি শ্রুতিতে নাই ইন্দ্রিয়েরাই আরম্ভক শ্রুতি আছে তবে দেবতাদের লয় এং শ্রুতি কি প্রকারে সম্ভবে, অগ্নি বাক্রূপে মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণরূপে নাসিকায়, সূর্য্য চক্ষুরূপে অক্ষিণীতে, দিশঃ শ্রোত্ররূপে কর্ণে, ঔষধি বনস্পতি লোম ত্বচাতে, চন্দ্র মনরূপে হৃদয়ে, মৃত্যু অপানরূপে নাভিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্ন্যাদি দেবতা সকলের বিষয় যাহা বলিয়া আসিলাম তাহাদিগের রাগাদিতে লয় এই শ্রুতি আরম্ভকের নহে। এই সকল সূক্ষ্মরূপে হইলেন। গীতা ১৫ অ ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

এই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি শ্রুতিতে বিনাশ দর্শন হেতু এই শ্রুতি। গীতা ৮অ ১৮। ১৯।

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩ ॥

এই ইন্দ্রিয় ব্যতীত অতীন্দ্রিয় এটী ভ্রান্তদিগের বুদ্ধিতে দৃষ্টান্ত এক ত্বগেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই কারণ শরীর মাত্রেই চর্ম্মাচ্ছাদিত, উত্তর, ইন্দ্রিয় সকল পৃথক না হইলে মুখে শ্রবণ করুক নাকে দেখুক ইত্যাদি। ৮অ ২০। ২১।

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥ ২৪ ॥

শক্তিভেদ হওয়ায় একের দ্বারায় সকলের সিদ্ধি হইতে পারে না।

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য ॥ ২৫ ॥

প্রমাণ দর্শনের কল্পনা করিয়া বিরোধের আবশ্যক নাই, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্রব্য, অধিষ্ঠান, বুদ্ধি, গতি ও আকৃতি, ইহাই প্রত্যক্ষ।

উভয়াত্মকং মনঃ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়েতেই মন এক।

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥ ২৭ ॥

গুণের পরিণাম ভেদেতে নানা অবস্থা মাত্র অর্থাৎ এক মন কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ইত্যাদি। ২অ ৪৫।

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনাঃ কারণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ২৮ ॥

আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ও ইন্দ্রিয়দিগের করণত্ব আছে।

ত্রয়াণাং স্বলক্ষণ্যম্ ॥ ২৯ ॥

এই আত্মা ত্রিগুণাত্মক তাহার লক্ষণ, জাগ্রৎ; স্বপ্ন, সুষুপ্তি। ২অ ৪৫।

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ ॥ ৩০ ॥

সামান্য করণবৃত্তি অর্থাৎ মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি প্রাণাদ্যাবায়বঃ=প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান, সমান করণবৃত্তি নিমিত্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ব সুশ্রুতে লেখা আছে—অগ্নিঃ সোমো বায়ুঃ সত্বঃ রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি। ভূতাত্মেতি। অগ্নি অর্থাৎ কূটস্থের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতি, সোম=সত্ব চন্দ্রের মত গোলাকার, রজঃ=বায়ু এই বায়ু স্থির হইয়া অন্ধকারের ন্যায় তমোগুন যাহা কূটস্থের মধ্যে দেখা যায় ও পঞ্চেন্দ্রিয় ইহারাই ভূতাত্মা।

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তি ক্রমশঃ ও অক্রমশঃ। ক্রমশঃ অর্থাৎ কোন বিষয় দেখিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে মনে উদয় হয় তাহার পর চক্ষের দ্বারা দেখা, অক্রমশঃ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে এক সঙ্গে অনেক দেখা ও শুনা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩২ ॥

মনের বৃত্তি পঞ্চ প্রকার, ক্লিষ্টাক্লিষ্টা—

১। ক্লিষ্ট=দুঃখ প্রমাণ সংসার।

২। অক্লিষ্ট=সুখ বিপর্য্যয় এ সুখ অনন্ত সুখ নহে।

৩। অক্লিষ্টক্লিষ্ট=সুখের দুঃখ বিকল্প অনিচ্ছা।

৪। ক্লিষ্টা অক্লিষ্ট=দুঃখের সুখ নিদ্রা ক্রিযার পর অবস্থার পর।

৫। ক্লিষ্টাক্লিষ্টা=সুখ দুঃখ মিলিত স্মৃতি।

১। প্রমাণ=প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

২। বিপর্য্যয়=মিথ্যাজ্ঞান এ সেরূপ নহে স্থির করার নাম বিপর্য্যয়।

৩। বিকল্প=ক্রিয়ার পর অবস্থা।

৪। নিদ্রা=অনাসক্তের অবলম্বন বৃত্তি।

৫। স্মৃতি=পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ হওয়া।

ক্লেশ পঞ্চ প্রকার—(১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ।

১। অবিদ্যা=অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, অনাত্মে আত্মজ্ঞান।

২। অস্মিতা=দৃষ্টা ও দর্শন শক্তির একাত্মার নাম।

৩। রাগ=সুখ ইচ্ছায় যে রাগ জন্মে ইহাকে অনুরাগও কহে।

৪। দ্বেষ=দুঃখ বিবেচনায় যে ক্রোধাদি জন্মে।

৫। অভিনিবেশ=জন্ম, মৃত্যু ও দুঃখ জ্ঞান সত্ত্বেও জ্ঞানী লোকদিগের যে দৃঢ় প্রবৃত্তি, উপরে ইহার সমস্ত বিপরীত। ৮অ ২০।

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত ক্লেশের নিবৃত্তির উপরাগের উপশান্তির নাম স্বস্থ অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা। ৮অ ২২।

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম, মন যাইয়া ব্রহ্মের আভাতে রঞ্জিত হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় যেমন মণির নিকট কুসুম ফুল থাকিলে মণি কুসুমের রং প্রাপ্ত হয়। ৮অ ৫। ৬।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥ ৩৫ ॥

পুরুষ=উত্তম পুরুষ, অর্থ=রূপ, করণ=ক্রিয়া, উদ্ভব=উর্দ্ধেতে ভাব।

ক্রিয়াদ্বারা উর্দ্ধেতে ভাব করিয়া উত্তম পুরুষ সদৃশ হইয়া কেবলি উল্লাস কিন্তু অদৃশ্য। ৮ অ ৮। ৯। ১০।

ধেনুবদ্বৎসায় ॥ ৩৬ ॥

বৎস দর্শনে ধেনু যেমন সন্তুষ্ট ( অর্থাৎ বৎস ধেনুর শরীরের রস অর্থাৎ দুগ্ধ তাহা শোষণ ও আঘাতাদি সত্ত্বেও ধেনু যেমন বৎস দর্শনেই আনন্দিত হয় ) সেই প্রকার এই প্রকৃতি হইতে পুরুষ ব্রহ্মে লয় হইয়া ঐ অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার প্রকৃতিতে আসিলে বড়ই আনন্দিত হয়েন যদিও এই প্রকৃতি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কারণ। ৯ অ ৭।

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ ৩৭ ॥

বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদেতে করণ ত্রয়োদশ প্রকার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই ১৩।

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ ৩৮ ॥

সাধকের গুণের তারতম্য যোগে ইন্দ্রিয় সকলেতে করণ হয়—কুঠারের ন্যায় অর্থাৎ কুঠারে যেমন ধার হইবে তেমনি কাষ্ঠ কাটিবে সেই প্রকার যে যে গুণের সাধক হইবে তাহার তেমনি করণ হইবে। ইন্দ্রিয় সকল কিছুই করে না সকলই প্রকৃতির গুণে হইতেছে। ৯অ ১০।

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোলোকবৎ ভৃত্যবর্গেষু ॥ ৩৯ ॥

দ্বয়ো=ইন্দ্রিয় ও মন, এই উভয়ের মধ্যে প্রধান মন যে যেমন লোক তাহার তেমনি চাকর সকল, ইন্দ্রিয় সকলকে মন যে দিকে চালাইতেছে ইন্দ্রিয় সকল সেই দিকেই

চলিতেছে যেমন কর্ত্তা যেরূপ অভিপ্রায় করিতেছেন ভৃত্যেরা তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। ৯অ ১২।১৩।

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪০ ॥

মনে যেমন উদয় হইতেছে ইন্দ্রিয় সকল তদ্দণ্ডে তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্যভিচার নাই অর্থাৎ ছেদ নাই—মনে যখন যাহা উদয় হইতেছে ইন্দ্রিয় সকল তৎক্ষণাৎ তাহা না করিয়া অন্য কোন কার্য্যেই যাইতে ইচ্ছা করে না। ৯অ ৮।

তথাঽশেষ সংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

মন তিনি অশেষ প্রকার কর্ম্ম করিবার আধার কারণ যাহা-মনে উদয় হইয়াছে যতক্ষণ তাহা সম্পন্ন না হইতেছে ততক্ষণ সাম্য নাই। ৯অ ২১।

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥ ৪২ ॥

স্মৃতি অনুমান হইতে।

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৩ ॥

স্মৃতি আপনাপনি সম্ভবে না মনের দ্বারায় হয়েন।

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৪ ॥

তৎ ( পুরুষোত্তম ) পুরুষোত্তমের অর্জ্জিত কর্ম্ম হেতু মনের চেষ্টা হইতেছে অর্থাৎ কর্ত্তা যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন অধীনস্থ লোকে সেই প্রকার করিতেছে। ১০ অ ১৫।

সমানকর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্ম ও বুদ্ধির যোগ সমান কিন্তু বুদ্ধির প্রাধান্য লোকের ন্যায় যেমন চাকরেরা কার্য্য করিতেছে কিন্তু কর্ত্তার দ্বারা সেই কার্য্যটী অভিপ্রেত হইয়াছে এই নিমিত্ত কর্ত্তাই প্রধান। ৩ অ ৪২। ৪৩।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম তিনি মহৎ ও অব্যক্ত তাঁহা হইতে দিক্, কাল, আকাশ, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র এই স্থূল ভূত সকল হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

## তৃতীয় অধ্যায়

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ। বিশেষ অর্থাৎ বিগত শেষ (অনন্ত) অবিশেষ অর্থাৎ যাহার বিশেষরূপে শেষ হয় নাই, কাহার? উত্তর, প্রাণের যদিও মৃত্যু হইতেছে কিন্তু আবার জন্ম গ্রহণ করিতেছে এই অবিশেষ হইতে বিশেষ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার আরম্ভ ক্রিয়া দ্বারায়। ৩ অ ৪৩।

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২ ॥

তদ্ধেতু শরীরের। অর্থাৎ এই শরীরেতেই ঐ অবস্থা অনুভব করা যায় এই শরীর না থাকিলে ঐ অবস্থা অনুভব করে কিসে ও কে? ৩ অ ৪৩।

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥ ৩ ॥

সেই সূক্ষ্ম বীজ হইতে সম্যক্ প্রকারে সরিতেছে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের অণু সর্ব্বত্রে চলিয়া বেড়াইতেছে। ৪অ ২৪।

অবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥ ৪ ॥

অবিবেক, বিবেক (দুই এক হওয়ার নাম) ইহা না হওয়ার নাম অবিবেক, অবিবেক নিমিত্ত পুনঃ অবিশেষে প্রবর্ত্তন হইতেছে অর্থাৎ এই সংসারে। ১৬ অ ২০।

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫ ॥

ইতরের উপভোগের নিমিত্ত ভোগ=ক্রিয়ার পূর্ব্বের অবস্থা তাহা হইতে ইতর অন্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম এই ব্রহ্মে থাকার নাম উপভোগ, এ সকল ভোগ বস্তু দ্বারায় বস্তুর, আর উপভোগ অবস্তুর দ্বারা অবস্তুর, যাহা ক্রিয়াবানেরা জ্ঞাত আছেন। ৬অ ৫। ৬।

সম্প্রতি পরিমুক্তোদ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি=এক সময়ে, দ্বাভ্যাম্=স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর। এক সময়েতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম এ উভয়ই প্রকৃষ্ট প্রকারে মুক্ত হয়েন। ৬অ ৯।

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা ॥ ৭ ॥

প্রায়ই স্থূল শরীর পিতা মাতা হইতে হয় কিন্তু ইতর যে ব্রহ্ম তাহা নহে। ৪অ ১৩।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্যনেতরস্য ॥ ৮ ॥

পূর্ব্ব=ব্রহ্ম, পূর্ব্ব উৎপত্তির ভোগ (এক হইয়া যাওয়া) তাহা তোমারি ব্রহ্মের নহে, তোমার চিহ্ন কি? ৫অ ৭।

সপ্তদশকং লিঙ্গম্ ॥ ৯ ॥

তোমাতে ১৭টি চিহ্ন আছে—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত ও অহঙ্কার অব্যক্ত। ১৩অ ৬। ১৫ অ ৭।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

বিশেষ বিশেষ কর্ম্মভেদে ব্যক্তিভেদ। ১৭অ ২।

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাত্তদ্বাদঃ ॥ ১১ ॥

তৎ=ব্রহ্ম, অধিষ্ঠান=স্থিতিতে স্থির হইয়া থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর ইহাই আশ্রয় এই দেহেতে তৎ=ব্রহ্ম ঐ ব্রহ্মের কথা প্রসঙ্গ বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ১৮অ ৪৯।

ন স্বাতন্ত্র্যং তদৃতে ছায়াবচ্চিত্তবচ্চ ॥ ১২ ॥

স্বাতন্ত্র্য=স্ব=নিজ ব্রহ্ম বিনা সকলেই পরতন্ত্র যেমত শরীর ও ছায়া চিত্তবৎ (কূটস্থবৎ) চিত্ত না দিলে কোন বস্তুরি লক্ষ্য হয় না। ১৮অ ৫৬। ৫৭।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাত্তরং তরণিবৎ ॥ ১৩ ॥

মূর্ত্ত (উত্তম পুরুষ) এই উত্তম পুরুষ ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ হওয়া তাহা নহে, এ তরণির ন্যায় অর্থাৎ একটি মনুষ্য যেমন একখানি নৌকা হইতে নৌকান্তরে গমন করিলে মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হয় না, সেই প্রকার দেহের পরিবর্ত্তন হইলে উত্তম পুরুষের পরিবর্ত্তন হয় না, তিনি সকল দেহেতে সমান ভাবে আছেন, এই উত্তম পুরুষ কখন পাওয়া যায় যখন মৃত্তিকা জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে ও বায়ু যখন শূন্যেতে মিশাইবে তখন ঐ উত্তম পুরুষ পাওয়া যাইবে, এক্ষণে যাহা কিছু করিতেছ ভাবিতেছ এ সমস্তই ইচ্ছা এই ইচ্ছা মূলাধারে অর্থাৎ ইচ্ছা করিবামাত্র বায়ু মূলাধারে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় ব্যক্ত হয়, ঐ বায়ু যখন মূলাধার হইতে সাধিষ্ঠানে স্থির হয় তখন বুদ্ধি স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলে মাটির গুণ যে ইচ্ছা তাহা থাকে না অর্থাৎ আমি নিশ্চয় জানি যে এই সার পদার্থ তাহা হইলে অন্য বস্তুতে মন যাইতে চাহে না মন স্থির হইলেই আর এদিকে ওদিকে যাইতে পারিল না, মন না যাইলেই ইচ্ছা হইল না কারণ মনই ইচ্ছা করে যদি মন ইচ্ছা না করিত তাহা হইলে মৃত দেহে সকলি হইত এই সাধিষ্ঠান হইতে বায়ু যখন মণিপুরে স্থির হইল তখন সমস্তই দর্শন হইতে লাগিল কারণ নাভিতে বায়ু যাইয়া তেজের দ্বারা দেখা যায় এই তেজ সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারে ও আলোতে সমভাবে রহিয়াছে আমরা অহঙ্কারে মোটা হইয়া সূক্ষ্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। মণিপুর হইতে বায়ু যখন অনাহতেতে স্থির হইল তখন না ডাকিতে সকলি উপস্থিত এই অনাহত হইতে যখন বায়ু বিশুদ্ধাখ্যে স্থির হইল তখন কূটস্থ উত্তম পুরুষ স্বরূপ স্থায়িভাবে সম্মুখে বিরাজমান

তখন আমি কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নহি কারণ প্রভু সম্মুখে রহিয়াছেন আর তিনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন তদনুসারে কার্য্য সকল হইতেছে দেখিয়া মিথ্যা আমি এই অহঙ্কার চলিযা যায় সুতরাং সোঽহং ব্রহ্ম। ১৮অ ৬১।

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ ।। ১৪ ।।

সেই উত্তম পুরুষ ব্রহ্মের অণুস্বরূপ এইটী ক্রিয়ার পর অবস্থায দেখিতে পাওয়া যায় এই শ্রুতিবাক্য। ৮অ ৯।

তদন্নময়ত্বশ্রুতেঃ ।। ১৫ ।।

তৎ=ব্রহ্ম অন্নময় এই শ্রুতি, অন্ন, অ শব্দে মূলাধার ন শব্দে নাসিকা, আবার ন অর্থাৎ মূলাধার হইতে নাসিকা ইনিই ব্রহ্ম। ৩ অ ১৪।

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূদকারবদ্রাজ্ঞে ।। ১৬ ।।

পুরুষ=উত্তমপুরুষ। অর্থ=রূপ, এই উত্তম পুরুষের রূপ দেখিবার নিমিত্ত চিহ্ন সকল সম্যক্ প্রকারে চলিতেছে অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রেরই জন্ম ও নাশ হইতেছে। উত্তম পুরুষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকল যেমন পাচক পাক করে মাত্র আহার করেন রাজা সেই প্রকার নারায়ণ উত্তম পুরুষ সমস্তই ভোগ করিতেছেন ইন্দ্রিয় প্রস্তুত করিযা খালাশ। ১৫শ ১৭।

পাঞ্চভৌতিকোদেহঃ ।। ১৭ ।।

এই দেহ পঞ্চভূতে এই পঞ্চভূত ব্রহ্মময় তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—আত্মার ক্রিয়া করিতে করিতে আকাশ ঐ আকাশই আত্মার রূপ—ঐ আকাশ হইতেই এই স্থূল আকাশ, এই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন (ব্রহ্ম), অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ, এই পুরুষ অন্নময়, মস্তক দক্ষিণ পক্ষ, আর আত্মা উত্তর পক্ষ, এই পক্ষিরূপ শরীর, রেত-দ্বারা দাড়ি, চুল, নখ আর মাংসাদি স্ত্রীর রক্তে আয়ুর্ব্বেদে আছে, মাতৃরজতে ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লমরস, যকৃৎ, প্লীহা, বুক, হাড, গুহ্যদ্বার, অনাময়, পক্কাশয়, উত্তর গুদ ও অধর গুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূল অন্ত্র আর বপাবহন, পিতার শুক্র হইতে কেশ, দাড়ি, নখ, লোম, দন্ত, হাড়, শীরা, স্নায়ু আর আত্মা হইতে আয়ুঃ, আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ ও অপানের প্রেরণেতে ধারণ—আকৃতি, স্বর, বর্ণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার, প্রযত্ন এ সকল পিতার রেতঃ হইতে উৎপত্তি। মাতার আত্মার রস হইতে আরোগ্য, অনালস্য, অলোলুপ্ত, ইন্দ্রিয়ের আনন্দ স্বর, বর্ণ, বীজ, সম্পদ্, প্রহর্ষ, মাতা যেমন২ আহার করিবেন তদনুসারে শরীরের নিবৃত্তি ও বৃদ্ধি, পুষ্টি, তৃপ্তি, সাহস, আর সত্বগুণে ভক্তি, শীল, শৌচ, দ্বেষ, ভাল দিকের স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণ, মার্দ্দব, গাম্ভীর্য্য, অনবস্থিতত্ব, মনের অণু লিঙ্গদেহেতে

প্রবেশ করিয়া সৃজন করিলেন, সেই লিঙ্গদেহ তিনি সর্ব্বত্রে যাইতে পারেন অর্থাৎ মন সর্ব্বদেহকে ভরণপোষণ করিতেছেন, ইনি বিশ্বকর্ম্মা এবং বিশ্বরূপ, ইনি চৈতন্যস্বরূপ অধাতু অতীন্দ্রিয় মন এই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয় সকলকে সৃজন করিলেন। ১০অ ৩৩।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥ ১৮ ॥

সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধি অর্থাৎ কূটস্থেতে লয় হওয়া, সেই চৈতন্য প্রত্যেকে অদৃষ্ট থাকে অর্থাৎ হয় না যতক্ষণ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ না হয় ও তিন লোকে যত কিছু আছে সকলের অণুর মধ্যে প্রবেশ করায় সমুদয় এক না হয়। যখন এক হয় তখন চৈতন্য। ৪অ ২৪।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥ ১৯ ॥

পঞ্চভূত মরণাদির অভাব এই প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছে। ২অ ২৪।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥ ২০ ॥

মদশক্তির ন্যায় অর্থাৎ মাতালের ন্যায়, মাতাল বলিলে আর কিছুই বাকি থাকিল না অর্থাৎ পাগল বিশেষ, উত্তর তাহা নহে যদি প্রত্যেক বস্তুতে প্রকৃষ্ট প্রকারে দৃষ্টি হইল আর সকলি এক হইয়া গেল তাহা হইলেই তৎ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মের উদ্ভব হইল। মাতাল যেমন অজ্ঞানাবস্থায় অন্ধকারে পড়িয়া থাকে সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যত কিছু এক দেখিয়া মাতালের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন মিথ্যা আমি থাকে না। :৩অ ২৮।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥ ২১ ॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি, জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা তাহার নাম জ্ঞান আর সর্ব্বদা ঐ অবস্থা জানার নাম মুক্তি। ৭অ ৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।

বন্ধোবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২২ ॥

.জ্ঞানের বিপরীত বন্ধ ক্রিয়ার পর অবস্থা জানার নাম জ্ঞান, এই জ্ঞানাবস্থা তিন গুণের অতীত আর তিন গুণে থাকার নাম অজ্ঞান অর্থাৎ বন্ধ। ৫অ ১৬।

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়োবিকল্পৌ ॥ ২৩ ॥

নিযত=নিঃশেষরূপে যত=ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহাকে সংযম কহে, এই সংযম মুক্তির কারণ এই সংযম দুয়েতেই নাই ( দুই নেশা ও কর্ম্ম ) আর কেবলি যে কর্ম্মে আছে তাহাও নহে। ৪অ ৩৯।

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥ ২৪ ॥

নেশা ও চৈতন্যে থাকায় অর্থাৎ নেশাতে রহিযাছে অথচ জাগ্রতের ন্যায় সমস্ত শুনিতেছে, মায়াতে আছে ও নাই এমতাবস্থায় ব্রহ্মেতে পুরুষের লয় হওয়ায় যে মুক্তি তাহা হয় না। ৪অ ৩৮।৩৯।

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্ ॥ ২৫ ॥

ইতর অর্থাৎ ব্রহ্ম অত্যন্তিকম্=অতিশয় অন্ত যাহার কিম্বা অন্তকে যে অতিক্রম করিয়াছে ব্রহ্মের অত্যন্ত নাই অর্থাৎ অন্ত আছে (এই অন্তের যে অন্ত তাহা নাই এই নিমিত্ত অনন্ত) ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন যায় তখন তাঁহার অন্ত হয় আর যখন নেশাতে থাকে তখন আমি নাই অন্ত দেখে কে? এই নিমিত্ত ব্রহ্ম অব্যক্ত অন্ত ও অনন্ত যাহা বলিবে তাহা নহে। ৮অ ২১।

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্ম সঙ্কল্প অন্ত ও অনন্ত যেমন কোন বিষয়ের সঙ্কল্প হইল তাহা লাভ হওয়ার পর আর একটা সঙ্কল্প উপস্থিত এই প্রকার ধারাবাহী ও অন্তবিশিষ্ট সেই প্রকার একবার সৃষ্টি তাহার পর ধ্বংস আবার সৃষ্টি এই প্রকার ধারাবাহী চলিতেছে। ৯অ ১০।

ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৭ ॥

ভাব=ক্রিয়ার পর অবস্থা, উপচয়=সকলের উপর হইতে লইয়া একটা ঠিক করা। ভাব হইলে শুদ্ধের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপচয় হয় ভাব ব্যতীত যত কিছু সকলি প্রকৃতির অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের, মনের কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু হয় সকলি তত্ত্বের, ভাব=ব্রহ্ম—তত্ত্বাতীত। ১৪অ ১৯।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ২৮ ॥

রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা, হতি=নাশ করা, উপহতি=আপনাপনি নাশ হওয়া যখন আপনাপনি ইচ্ছা রহিত হয় তখন ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা অথবা একতানতা। ১৩ অ ৫।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২৯ ॥

একতানতা অর্থাৎ রোধ, নিরোধ=নিঃশেষরূপে রোধ অর্থাৎ আটকাইয়া থাকা, বৃত্তি পঞ্চ প্রকার ক্লিষ্টাক্লিষ্ট ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে লেখা আছে বৃত্তির নিরোধ হেতু তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৩অ ৪৩।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩০ ॥

ধারণা নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আটকাইয়া থাকা, আসন অর্থাৎ হৃদয়াসন, স্ব=নিজ, নিজের কর্ম্ম, ধারণা ও আসন যে নিজ কর্ম্ম মনে মনে ক্রিয়া করা দ্বারা তৎ=ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। ৪অ ৩০ অর্দ্ধেক।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

নিরোধ অর্থাৎ কুম্ভক, প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারা কুম্ভক হয়। ৪অ ২৯।

ধারণাদেশবন্ধঃ ॥ ৩২ ॥

দেশ বন্ধের নাম ধারণা নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আটকাইয়া থাকিলে কোন দেশে অর্থাৎ স্থানে লক্ষ্য থাকে না। ৮অ ১২।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৩ ॥

স্থির অর্থাৎ নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া থাকিয়া হৃদয়ে স্থির হইয়া ব্রহ্মেতে যে সুখ সেই আসন। ৬অ ১১।

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম=ক্রিয়া, স্ব=নিজ, আশ্রম যে ক্রিয়া করিতেছে অর্থাৎ প্রাণায়াম ওঁকার ক্রিয়া ইত্যাদি, নিজাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম স্বকর্ম্ম তাহাতেই স্থির হইলে সুখমাসন হয়। ৬অ ১১।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

বৈরাগ্য=ইচ্ছারহিত হওয়ার দ্বারায় ও অভ্যাসের দ্বারায় স্থির সুখমাসন হয়। ৬অ ৩৫।

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৬ ॥

বৈরাগ্যাভ্যাসের বিপরীত এই পঞ্চ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চক্লেশ ক্রমশঃ—তমোমোহ, মহামোহ, তামিস্রান্ধ, তমিস্র, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট ইত্যাদি। ১৩অ ২০। ১৪অ ৭।৮।৬।১০।১২।

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধাতু ॥ ৩৭ ॥

অষ্টবিংশতি ধাতুর কোন শক্তি নাই, শক্তি পুরুষের, মোক্ষের শক্তি অলৌকিক। ১৪অ ২৬।২৭। ১৫অ ১৭।

একাদশধাবুদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধি একাদশ প্রকার=পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়, এই পঞ্চের বিপরীত পঞ্চ এই দশ আর যে জ্ঞানের দ্বারায় বিপরীত ও যথার্থ বুঝিতে পারা যায় এই এক, সমষ্টি ১১। ৬অ ৪৩।

তুষ্টির্নবধা ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ ॥

অধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারি প্রকার—(১) প্রকৃতি আখ্যা, অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা যে তুষ্টি হয়, (২) উপাদানাখ্যা=প্রকৃতি সম্বন্ধেতে যে তুষ্টি অর্থাৎ অপরের সুখে যে তুষ্টি, (৩) কালাখ্যা তুষ্টি=সময় দ্বারা যে তুষ্টি অর্থাৎ সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া কিছুকাল জীবিত থাঁকা ইত্যাদি, (৪) ভোগার্থ্যা তুষ্টি=অর্থাৎ আমার আমার বলিয়া যে তুষ্টি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার তুষ্টি—জিহ্বার=স্বাদে, কর্ণের=শ্রবণে, চক্ষের=দর্শনে, নাকের=ঘ্রাণে,

ত্বচার = স্পর্শে, এই ৯ প্রকার তুষ্টি। অষ্ট সিদ্ধি—(১) সুমন্ত্রণার দ্বারা যে সিদ্ধি তাহাকে উহাৎ সিদ্ধি কহে, (২) শব্দাদি দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাকে জ্ঞাত সিদ্ধি কহে, (৩) অধ্যয়নের দ্বারা যে সিদ্ধি তাহাকে অধ্যয়নাৎ সিদ্ধি কহে। তিন প্রকার দুঃখের শান্তিতে যে সুখ তাহাকে ত্রিধা সুখ কহে, (৪) আধ্যাত্মিক, (৫) আধিভৌতিক, (৬) আধিদৈবিক, (৭) আপনার প্রয়োজনেতে সুহৃৎ প্রাপ্তে সিদ্ধি, (৮) দান করিয়া পাপ নাশ হইল মনে মনে সঙ্কল্পরূপ সিদ্ধি। এই নয় প্রকার তুষ্টি ও আট প্রকার সিদ্ধি। ১৬অ ১।২।৩।১৬।১৮।১২অ ১৪। ১০অ ৫। ১৮অ ৫১।৫২।৫৩ হইতে ৫৮। ৮অ ৩।৪।

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪১ ॥

ইতর সকলের হানি বিনা অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয় সকল নাশ ব্যতীত ঐ সকলের ইতর যে ব্রহ্মশক্তি তাহাতে যাওয়া যায় না। ১৪অ ২৫।২৬।২৭।

দৈবাদিভেদাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরবিবেকাৎ ॥ ৪২ ॥

দৈব আদি করিয়া অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম যে শূন্য ইনি সর্ব্বত্রেতেই সমানভাবে ভেদরূপে রহিয়াছেন অর্থাৎ মনুষ্য, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি বৃক্ষ হইতে যবের আঁটি পর্য্যন্ত তৎ (ব্রহ্ম) এই সকল সৃষ্টি অবিবেক হেতু তাঁহারি অর্থাৎ ব্রহ্মেরি কৃত, বিবেক অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অবিবেক তাহার বিপরীত, দৈবাদি ভেদ ১৪ প্রকার, ৮ প্রকার দৈবসৃষ্টি (১) ব্রাহ্মী, (২) প্রাজাপত্য, (৩) ইন্দ্র, (৪) দৈত্য, (৫) গন্ধর্ব্ব, (৬) যক্ষ, (৭) রাক্ষস, (৮) পিশাচ। যাহা ক্রিয়া করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই দেবলোক। তির্য্যক্ যোনি পঞ্চ প্রকার—(১) পশু, (২) পক্ষী, (৩) ফড়িঙ্গ, (৪) কীট, (৫) স্থাবর। (১) মনুষ্য, এই ১৪ এই সকল ভিতরে এবং বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪অ ১৯। ১৩অ ৩২।৩৪।১৬।১৭।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৩ ॥

যেমন যেমন ঊর্দ্ধে যাইবে তেমন তেমন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে ও দৈবযোনি দেখিতে পাইবে আর যেমন যেমন অধোতে আসিবে তেমন তেমন সত্ত্বের ও দৈবযোনির হ্রাস হইবে, প্রথমে ব্রহ্মে থাকিবে, (২) নেশাতে (৩) জ্যোতিঃ, (৪) চক্ষে অর্থাৎ কূটস্থে রজোগুণের বাহুল্য প্রযুক্ত সত্ত্বগুণের সহিত তিনগুণ মিলিত হইয়া (১) দ্বন্দ্ব (২) মোহ (৩) ফলাকাঙ্খার সহিত কর্ম্ম, তমোগুণের আধিক্যতে পেটুক ও অনাচারী, যাহা শাস্ত্রেতে আছে, দৈবী (১) ব্রাহ্মী সৃষ্টি (২) প্রাজাপত্য (৩) মরীচি আদি (৪) ইন্দ্র। রজোগুণের বাহুল্যে (১) দৈত্য (২) গন্ধর্ব্ব (৩) যক্ষ। তমোগুণের বাহুল্যে রাক্ষস ও পিশাচ। আর মনুষ্যের মধ্যে ঊর্দ্ধেতে আধিক্য হইলে ঋষি হয়। ১৪ অ ১৪ হইতে ১৮।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৪৪ ॥

এই উর্দ্ধ ও অধোগতিতে তাঁহার পুরুষার্থ ও স্বার্থ যখন নাই তবে এ সকল কেন? এ বিচিত্র কর্ম্ম বলিয়া পুরুষের প্রধান চেষ্টা গর্ভাবস্থা স্ত্রীলোকের ন্যায়, সন্তান ভাল থাকিবে ও হইবে বলিয়া গর্ভবতীকে যেমন ভাল আহার ও সুস্থ রাখা হয় কিন্তু কি হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই কিন্তু যখন গর্ভ হইয়াছে তখন একটা যাহা হয় কিছু হইবেই হইবে এ যেমত বিচিত্র সেই প্রকার পুরুষের বিচিত্র চেষ্টা। ১৪ অ ১৫। ১৩ অ ৩০।

আবৃত্তেস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তর যোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

আবৃত্তি অর্থাৎ মন দেওয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থায় উত্তরোত্তর যোনিতে যোগ দেওয়ায় ক্রমেন্তে হেয হইয়া আইসে, প্রথমে আনন্দ এই আনন্দের পরে ক্রমে মনে হয় যে আমাকে অমুক কার্য্য করিতে হইবে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে নেশা ছাড়িয়া যায় ও বিষয়েতে মন আইসে তাহার পর বিষয়ে আবৃত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার কথা আর মনে হয় না তখন হেয় হয়। ১৬অ ৭। ১৪অ ১৭। ৭। ৮।

ন কারণলয়ে কৃতকৃত্যতামগ্নবদুত্থানাৎ ॥ ৪৬ ॥

কারণে লয় না হইলে করার যে কার্য্য তাহা করা হইল না ডুবিয়া উঠার ন্যায় অর্থাৎ যে জলে মগ্ন রহিয়াছে সে একবার মস্তক উঠাইলে যেমন তাহার জল হইতে উঠা হইল না সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল না। ১৫অ ১৯। ১৪অ ২৬।

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অকার্য্যেতে যোগ হইলেই (অর্থাৎ ব্রহ্মেতে) ব্রহ্মের বশে হইয়া যাইয়া এই প্রকার অকার্য্যই হইয়া পরে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যোগ ও তাহা হইতে ফিরিয়া আইসা অর্থাৎ নেশাতে ও বিষয়ে উভয় দিকেই রহিয়াছে। ১২অ ২। ১১অ ৫৫। ৬অ ৪৭।৩১।২৯।২৫।২৮।৩০।

স হি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ
সর্ব্ববর্ণেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি ॥ ৪৮ ॥

সেই পুরুষের, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে সুখ ছিল সেই পূর্ব্ব সর্গ তখন সকলের কারণ যে ঈশ্বর তাহাতে লীন হইয়াছিল তখন নিজেই ছিল না সর্গান্তর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে আনন্দ অর্থাৎ নেশা তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয় অর্থাৎ সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায় আর সকল বর্ণের ঈশ্বর হয় অর্থাৎ কোন বর্ণ সেখানে নাই কারণ বর্ণ সকল তত্ত্বের মধ্যে আর ঈশ্বর তত্ত্ব ছাড়া এই নিমিত্ত ঈশ্বর বর্ণাতীত, অবর্ণ আর তখন আদি পুরুষ যে উত্তম পুরুষ তদ্রূপ হইয়া যায় এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সকলেরি ক্রিয়া করা আবশ্যক, সেই উত্তম পুরুষ সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণে সমান রকম থাকিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত ক্রিয়ার পর

অবস্থায় স্থিতি যাহা সমুদয়ের কারণ ভিতরে লীন হইয়া থাকেন, সেই আনন্দময় ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা গীতাতে বলিয়াছেন ( ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ) এই আত্মা যখন মহৎ হইলেন অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন এই ত্রিগুণ মহত্তাবৃত হইয়া ইহার বিপরীত অর্থাৎ এক্ষণে কিছুই জানিতে পারিতেছি না তখন প্রাজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববর্ণেশ্বর আদি-পুরুষ এই জীব হয়েন, তন্নিমিত্ত সেই পর যে ঈশ্বর তাহার বশে সকলেই যাইতে চাহে ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদে লেখা আছে যেখানে জাগ্রৎ স্বপ্ন কোন কামনা নাই কোন স্বপ্ন দেখে না এই সুন্দর রূপ শয়ন ( ক্রিয়ার পর অবস্থা ) আর সুষুপ্তির স্থানটী এক হইয়া যায় অর্থাৎ প্রাণ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ইহারি নাম প্রকৃষ্টরূপে জানা, মেঘের ন্যায় অন্ধকার আনন্দময়, যখন আনন্দভুক্ কূটস্থে অর্থাৎ চিত্তেতে আসিলেন তখন তিনি ভালরূপে জানিতে পারিলেন এই তৃতীয় পাদ নাভিস্থিত যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। ১২অ ২০। ১৫অ ১৯।

ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধেদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ ৪৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন তিন গুণ এক হইয়া প্রাণ যখন তাহাতে প্রবেশ করে তখন আর কোন ইচ্ছা থাকে না এই প্রথম সিদ্ধি (২) সিদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা অর্থাৎ নেশা যাহাতে থাকিয়া সকল দেখিতে শুনিতে ও জানিতে পারা যায় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। ১২অ ৬।৭।৮।১০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

## চতুর্থ অধ্যায়

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥ ১ ॥

প্রধান=উত্তম পুরুষ। পরার্থং=পর=শ্রেষ্ঠ, অর্থ=রূপ। এই সৃষ্টি উত্তম পুরুষের সকলের শ্রেষ্ঠ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে থাকিবার নিমিত্ত স্বয়ং হইয়াও এই সকল ভোগ করিয়াও তিনি কুঙ্কুমবাহী উষ্ট্রের ন্যায় অর্থাৎ কুঙ্কুমবাহী উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুমের কিছুই জানে না কেবল বহন করা মাত্র সেই প্রকার এই উত্তম পুরুষের সৃষ্টি করা। ৬ অ ২১। ৩১। ২ অ ৭১।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ২ ॥

উত্তম পুরুষ তিনি অচেতন হইয়াও ক্ষীরের ন্যায় চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বৎস প্রথমে

স্তন টানিয়া টানিয়া দুগ্ধ আনিল তাহার পর অন্য ব্যক্তি বৎসকে তাড়াইয়া দিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিল গোরুটী যদিও দেখিতেছে যে বৎস দুগ্ধ পান করিতেছে না তত্রাচ গোরুটী আপনাপনি অচেতনের ন্যায় দুগ্ধ দিতে থাকে সেই প্রকার ক্রিয়ারূপ দোহন দ্বারায় সেই উত্তম পুরুষ, ক্রিয়ার পর অবস্থা যে চৈতন্যরূপ জ্ঞান তাহা দান করেন তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় গোরুর অন্যেকে দুগ্ধ দেওয়ার ন্যায় অবস্থান্তরেতে রাখেন। ৬ অ ৩১। ২১। ৮। ৪। ৫ অ ২৪। ১১। ১৪।

কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্বা কালাদেঃ ॥ ৩ ॥

সেই উত্তম পুরুষ অচৈতন্য হইয়াও চেষ্টা ( ক্রিয়া ) করিতেছেন দেখা যাইতেছে আর কালেতে তাঁহার যে কর্ম্ম ( ক্রিয়ার পর অবস্থা ) তাহাও হইতেছে। ৫ অ ১২।

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ ॥ ৪ ॥

ভৃত্য যেমন কর্ত্তার সেবা স্বভাবত করিয়া থাকে সেই প্রকার প্রধানের মন না থাকিলেও পুরুষার্থের অর্থাৎ পুরুষের রূপ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা চেষ্টা করেন। ৫ অ ১৪।

কর্ম্মাকৃষ্টের্বহনাদিতঃ ॥ ৫ ॥

কর্ম্ম আপনাপনি আকর্ষণ করে ইহা অনাদি ক্রমান্বয় হইয়া আসিতেছে। ৫ অ ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১৯। ২০।

বিরক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ॥ ৬ ॥

পাচক যেমন পাক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হয় সেই প্রকার প্রধান অনাদিকাল সৃষ্টি করিয়া বিরক্তি হেতু নিবৃত্তি বিরক্তিবশতঃ বৈরাগ্য। ৫ অ ২৯।

ইতর ইতর তত্ত্বদোষাৎ ॥ ৭ ॥

ইতর ( ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ) তাহার ইতর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যদিও নেশাতে আছে তথাপি মন কিয়ৎপরিমাণে তত্ত্বে আসিতেছে ও ক্রমেতে মন অন্য দিকে যাইতেছে, অন্য দিকে যাওয়ার নাম দোষ। ৬অ ৪। ২৪। ১২অ ১৬।

দ্বয়োরেকতরস্যৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৮ ॥

উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতিতে আছেন যে জীব তিনি ও উত্তম পুরুষ এই উভয়ের একের একতরের অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লয় হওয়ায় যে ঔদাসীন্য অর্থাৎ উর্দ্ধে বসিয়া থাকা ইহাকে অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ কহে। ৬ অ ৫।২২।২৫।২৮।৩২।

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগোঽপি ন বিরামত্য প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরাগঃ ॥ ৯ ॥

সেই পুরুষ অন্য তত্ত্বে ইচ্ছা করিলেও ব্রহ্ম হইতে প্রকৃষ্ট প্রকারে বুদ্ধির সহিত তাঁহার যে বিরাম তাহা হয় না সর্পেতে রজ্জু ভ্রমের ন্যায়। ১অ ৪। ৫। ৬।

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপরাগেঽবিবেকোনিমিত্তম্ ॥ ১০ ॥

পুরুষ তিনি নিরপেক্ষ হইযাও প্রকৃতির উপরাগে অবিবেক হেতু তাঁহার বিরাম নাই। ৯ অ ১০।

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ১১ ॥

নর্ত্তকীর ন্যায় প্রবৃত্তি হইয়াও নিবৃত্তি হয় চারিতার্থের নিমিত্ত যেমন বাইজি নাচিতেছে দর্শকদিগকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত সকলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেই বাইজির নিস্তার হইল অর্থাৎ নৃত্য হইতে ক্ষান্ত হইল সেই প্রকার মন তিনি সন্তোষের নিমিত্ত সকল তত্ত্বে নাচিয়া বেড়াইতেছেন পরে ক্রিযার পর চরিতার্থ হইয়া স্থির হয়েন। ৯ অ ১২। ১৩।

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥ ১২ ॥

সেই পুরুষের দোষ হইলেও তিনি অন্য দিকে গমন করিতেছেন না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ত্যাগ করিতেছেন না, যেমন কুলবধ্ পতি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছে জানিয়াও সে যেমন অন্য পুরুষে উপগতা হয় না সেই প্রকার পুরুষ অন্য তত্ত্বে যাইয়াও ক্রিয়ার পর অবস্থা ত্যাগ করেন না। ৯ অ ৯। ১৪।

নৈকান্ততোবন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যবিবেকাবিবেকাদৃতে ॥ ১৩ ॥

বিবেক ও অবিবেক বিনা পুরুষের একান্ত বন্ধ ও একান্ত মোক্ষ হয় না অর্থাৎ একান্ত বিবেকেতে পুরুষের একান্ত মোক্ষ আর একান্ত অবিবেকেতে পুরুষের একান্ত বন্ধ অর্থাৎ পুরুষ যখন প্রকৃতির অধীন হইলেন তখন বন্ধ আর প্রকৃতির অতীত যখন তখন মোক্ষ। ৯ অ ৮। ৯। ১৩।

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতি পুরুষকে সামঞ্জস্যাৎ অর্থাৎ জড়াইযা থাকার নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ পশুর ন্যায় অর্থাৎ পশুর গলায দড়ি দিয়া রাখিলেই বন্ধ আর দড়ি খুলিয়া দিলেই মুক্ত। ৯ অ ২৮। ১০ অ ২০।

রূপে সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোষকার বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ১৫ ॥

প্রধান যে আত্মা তিনি ৭ রূপেতে বন্ধ হয়েন ( ১ মহৎ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, ২ অহঙ্কার ও পঞ্চতত্ত্ব ) রেশমী পোকা ও মাকড়্সার মত। ১৮ অ ৩১। ৪ অ ৬। ৩ অ ২৯। ২৭। ৫।

নিমিত্তত্ব অবিবেকস্য ন দৃষ্টান্তহানেঃ ॥ ১৬ ॥

অবিবেকের নিমিত্ত বিবেক ( এক হওয়া ) দ্বারায় দৃষ্টান্তের হানি হয় না, উত্তম পুরুষ উপরের লিখিত ৭ রূপে বন্ধ। বিজ্ঞান, মন, প্রাণ ও অন্ন এই চারিকোষে আবদ্ধ করিয়া প্রধানের আত্মাকে বদ্ধ রাখিয়াছে সেই আত্মাই পুরুষ, যখন তিন গুণ এক হইল তখন

আনন্দময় কোষ ও আত্মার মুক্তাবস্থা লিঙ্গ পুরাণোক্ত সনৎকুমার বলিতেছেন, পশুপতি, পশু, পাশে নিবদ্ধ ও মুক্ত কে? শৈলাদি বলিলেন তত্ত্ব—পশু, আর পশুকে যিনি জানিতেছেন তিনি পশুপতি অর্থাৎ রুদ্র তিনি অবিনাশী সেই রজ্জুরি ক্রিয়াতে মুক্ত অর্থাৎ রজ্জুকে খুলিয়া দেওয়ারূপ ক্রিয়া এই দশ ইন্দ্রিয় পাশ অন্তঃকরণ আর পঞ্চভূত ক্রিয়া করিলেই মুক্ত। ৩ অ ৪০।৪১।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বের অভ্যাসে অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় যে সকল দেখা যায় তাহা ত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বিবেক তাহাই সিদ্ধি। ১৫ অ ৬। ৬ অ ২০ হইতে ২২।

অধিকারিভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ১৮॥

ত্রিবিধ বিবেক ভেদে অধিকারী উত্তম, মধ্যম, অধম, মধ্যম ও অধমের মুক্তি হয় না, উত্তমের মুক্তি হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর্ম্ম ভোগের ন্যায় মধ্যম বিবেক আর ক্রিয়ার পর অবস্থা উত্তম বিবেক, ক্রিয়া না করিয়া যে অবস্থা অধম বিবেক। ১৪ অ ২৬। ২৭। ১৯। ২০। ১১ অ ৫৪। ৫৫।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥ ১৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার বাধা যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে নেশা সে মধ্যবিবেক কারণ সে নেশা অবস্থায় সকল করিতেছে। ১৪ অ ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ২০ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত। ১৪ অ ২৬। ২৭। ৬ অ ২১। ২২। ৫ অ ২৭। ২৮।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

মাতৃগভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া একটী দেশ পাওয়া যায়, আর গুরুর কৃপায় উপ—অন্য দেশ দেখিতে পাওয়া যায় যেমন উপদেবতা ইত্যাদি। উপদেশ পাইয়া ক্রিয়া করিয়া গুরু যে পদ দেখাইয়াছেন সেই প্রকাশ রূপ পদ (গুরুর ন্যায়) পাইয়া সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। ৪ অ ৩৪। ৩৫। ৩৬।

ইতরথান্ধ্যপরম্পরা ॥ ২২ ॥

সেই সিদ্ধাবস্থা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহাদিগের মন সম্যক্ প্রকারে অন্য দিকে রহিয়াছে তাহারা পরম্পরা অর্থাৎ তাহাদিগের গুরু পরমগুরু পিতা পিতামহ পর পর সকলেই অন্ধ। ১৬ অ ১৯। ২০।

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ ॥ ২৩ ॥

চক্রভ্রমণের ন্যায় এই শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছে, দণ্ড উঠাইয়া লইলে চক্রের বেগ

থাকে সেই প্রকার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত এই শরীর পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে। চক্রের বেগ শেষ হইলে চক্র যেমন স্থির হয় সেই প্রকার শুভ কর্ম্মের ফল যখন উপস্থিত হয় তখন ক্রিয়া করিয়া মুক্ত হয় আর জন্ম হয় না। ১৫ অ ১০।

সংস্কারাল্পতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২৪ ॥

সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি হইলেও সংস্কারের অল্পতা হেতু শরীর ধারণ করেন। সংস্কার= সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে করা (কৃতাত্মা) যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে কৃতাত্মা না হইতেছেন ততক্ষণ অল্পতা রহিয়াছে যখন সম্পূর্ণরূপে কৃতাত্মা হইলেন তখন আর শরীর রাখেন না। ১৫ অ ১১।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যা নেতরান্নেতরাৎ ॥ ২৫ ॥

বিবি=দুই এক হওয়া, নিঃশেষ=যাহার শেষ নাই অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা। সর্ব্বদা হইলে অন্যদিকে মনের বৃত্তি যায় না—ইহা হইলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল। ১৫ অ ১৫। ২০।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

## পঞ্চম অধ্যায়।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

তত্ত্বের উপদেশ হেতু রাজপুত্রবৎ।

তত্ত্ব=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম।

রাজা=কূটস্থ ব্রহ্ম, স্থির।

এই তত্ত্বের ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ পুত্রের ন্যায় অর্থাৎ স্থিরত্ব পদ পাইয়া প্রকৃত আমি কে প্রাপ্ত হওয়া। ইহাকেই বিবেক কহে। ১২ অ ১৪। ১৫।

পিশাচবৎ অন্যার্থোপদেশেঽপি ॥ ২ ॥

পিশাচ=সদাচারের বিপরীত, পিশাচের ন্যায় অন্য উপদেশ ও ক্রিয়া করার নাম সদাচার ক্রিয়া ব্যতীত অন্য সকল পৈশাচার; গুরু, মন্ত্র ও একটী দেবতা বলিয়া দিলেন, কিন্তু দেবতা দেখিয়া শিষ্যের মনে হইতে লাগিল এ দেবতা নহে খড় ও মাটির দ্বারায়

একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত এইরূপ একাগ্র চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্রমে শূন্য তাহার পর ক্রমে অজ্ঞাতরূপে যদিও ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু ঐ অবস্থার আনন্দ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিলেন না এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নাম পিশাচ। ১৬ অ ২৩।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

বারম্বার উপদেশ দ্বারায় হইবে অর্থাৎ প্রাণায়াম ওঁকার ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারায় ও সর্ব্বদা গুরূপদেশ শুনিতে শুনিতে বিবেক হয় একেবারে হয় না। ৬ অ ৪৫।

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে দেখিতে দেখিতে একটী ভাব হয় সেই প্রকার কূটস্থ ও আত্মা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে ভাব হয় ভাব হইলেই কল্যাণ, পিতার কথা পুত্র সর্ব্বদা মনে রাখিলে পুত্রের যেমন কল্যাণ হয় সেই প্রকার আত্মাতে মন যদি সর্ব্বদা থাকে তবে মনের কল্যাণ হয়। ৬ অ ১৫। ৫। ৬।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগাবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

সেই সুখী ও দুঃখী পুরুষ আহার সুখ ও দুঃখের ত্যাগ ও অবিয়োগ ভিন্ন হয় না শ্যেনপক্ষীর ন্যায়।

সুখ এবং দুঃখেতে বিশেষরূপে যোগ হওয়াতে সুখী ও দুঃখী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিশেষরূপে মনোযোগ না করিলে সুখ দুঃখ ত্যাগ হয়, যেমত বাজপক্ষী হঠাৎ এক টুক্‌রা মাংস ঠোঁটে করিয়া উড়িয়া যাইতেছে আর একটী বাজপক্ষী হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া তাহার ঠোঁট হইতে মাংস টুক্‌রা কাড়িয়া লইতে যাওয়ায় উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল বিবাদ করিতে করিতে মাংস টুক্‌রা পড়িয়া গেল মাংস নাই দেখিয়া উভয়ে খুন্ন হইয়া উড়িয়া গেল, সেই প্রকার মনুষ্য সুখ ও দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত এক কষ্টকর ইচ্ছা হইতে অন্য কষ্টকর ইচ্ছাতে যাইয়া দুইটীর একটী সিদ্ধি না হইলে আরো কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু নেশাখোরের ন্যায় অনাসক্ত হইয়া করিলে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় কষ্ট পাইতে হয় না।

শ্যেনপক্ষী যেমন শিকার অন্বেষণ করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে ভেক ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, সেইরূপ মন ও পক্ষীর ন্যায় সুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা একটী বিষয় হইতে অপরটী এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া অবশেষে চাউল ভাজা খাইয়া রসগোল্লার সুখ ভোগ করেন। ৬ অ ৩২।

অহির্নির্লয়নীবৎ ॥ ৬ ॥

পুরুষ প্রকৃতিতে থাকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি থাকেন সাপের খোলস ছাড়ার ন্যায় অর্থাৎ সাপ খোলস ত্যাগ করিয়া যেমত

স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে সেই প্রকার পুরুষ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া পরাপ্রকৃতির সহিত স্থির হইয়া থাকে পুরুষ যখন প্রকৃতিতে তখন চঞ্চল আর যখন ব্রহ্মে তখন স্থির। ১৪অ ২৬।

ছিন্নহস্তবদ্বা ॥ ৭ ॥

কাটা হাত অথচ লাগান আছে সে হাতে যেমন কিছু কর্ম্ম করিতে পারে না সেই প্রকার প্রধান, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাটা হাতের মত কোন কিছু করিতে পারে না। ১৪ অ ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

সাধনাতে না থাকিয়া ও তাহা চিন্তা না করিয়া অন্য দিকে মন রাখাতেই বদ্ধ ভরতের ন্যায়, ভরত, ভ=শব্দে চিবুক, র=চক্ষু, ত=দন্ত, যাহারা সর্ব্বদা এই তিন স্থানে থাকে তাহারা মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৬অ ১৩।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবলয়বৎ ॥ ৯ ॥

বহু=শব্দে অনেক, এক আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে যোগ অর্থাৎ আত্মা হইতে রহিত হইয়া মন অন্য বস্তুকে ধারণা ও চিন্তা করে এবং ঐরূপ চিন্তা সর্ব্বদা সমানরূপে করে এইরূপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু চিন্তা করাতে বিরোধ অর্থাৎ বিগত রোধ, রোধ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বিনা প্রয়াসে আপনাপনি হয়, ইহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দ্বারায় আবদ্ধ হইয়া একেবারে যায় এই রিপু সকলের মূল ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা অন্য বস্তুতে হওয়ায়, ঐ রোধ যাহা আর ক্রিয়া না করায় হয় না, যে অবরোধই ভগবানের রূপ, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে, অবরুদ্ধ রূপোঽহং। যেখানে আমিও নাই সুতরাং আমার কোন লক্ষিত বস্তুও নাই যখন এক হইল তখন আর কোন শব্দের বিরোধ নাই অর্থাৎ আর কোন শব্দেতে মন যায় না। নিঃশব্দের যে শব্দ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, দুই থাকিলেই শব্দ যখন এক হইল তখন আর শব্দ কই, তখন নিঃশব্দই ব্রহ্ম তন্নিমিত্ত শিব-সংহিতাতে কথিত আছে—নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে, একেতে মিলিয়া থাকিলে আর কোন শব্দ বা গোলযোগ নাই যেমত কুমারীর শঙ্খ ও বলয় যতক্ষণ বালা ছাড়া অর্থাৎ আত্মা ছাড়া শাঁখাতে মন আছে অর্থাৎ অন্য বস্তুতে মন আছে ততক্ষণ শব্দ গোলযোগ শাঁখার ঝম্ ঝম্ শব্দ বাজিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে অর্থাৎ বস্তন্তর মন যাইতেছে যখন বাজিতে বাজিতে সমস্ত শাঁখা ভাঙ্গিয়া গেল তখন আর কিছুই থাকিল না অর্থাৎ সকলেতে মনের অনাসক্তি দৃষ্টি থাকিল কেবল বলয়রূপ কুম্ভকমাত্র অর্থাৎ একমাত্র রোধ থাকিল তখন আর কোন শব্দ নাই কারণ তখন দুই এবং বহু সকলের নাশ হইল তখন এক বালা স্বরূপ অবরুদ্ধ, এই ব্রহ্মের, এই শরীরে অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিজে রোধ হইল, আর কোন শব্দের গোলমাল

থাকিল না তখন দ্বন্দ্বাতীত হইল সদা অন্য বস্তুতে আসক্তি না থাকায়, আত্মাবৈ গুরুরেকঃ তিনিই এক, স্বরূপ তাঁহাতেই থাকিবে। ১৩ অ ১১। ১২।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১০ ॥

পিঙ্গলা = রজোগুণ।

আশা রহিত হইলে পুরুষ সুখী হয়েন পিঙ্গলার ন্যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমি থাকে না যখন আমি নাই তখন কোন বস্তুই নাই বিদেহ যখন কোন বস্তু কি আমি পর্য্যন্ত নাই তখন কাজে কাজেই আশারহিত সুতরাং সুখী, সু = সুন্দররূপে খং ব্রহ্ম সুন্দররূপে ব্রহ্মে থাকিলেই সুখ, অর্থাৎ মনোনীত রূপে ব্রহ্মেতে থাকিয়া সদা আশা পাশ হইতে মুক্ত থাকেন, যেমত রজঃ পরে তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া অন্যান্য বস্তুর আগ্রহ পূর্ব্বক মনোনিবেশ করতঃ যে সমুদয় আশাতে বদ্ধ, তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রোধ হয় আপনাতে আপনি থাকায় এই নিমিত্ত পুরুষ সুখী হয়েন। ৩অ ৩০। ৬অ ১৮।১৯।২০।২১।২২।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখীসর্পবৎ ॥ ১১ ॥

যখন স্থির থাকে তখন ব্রহ্মেতে থাকিয়া সুখী যেমত কুল-কুণ্ডলিনী আদিপুরুষ ব্রহ্মেতে থাকিয়া সুখী। ৬ অ ৪৭।৩২।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষটপদবৎ ॥ ১২ ॥

ক্রিয়া করিয়া ষট্‌চক্রে থাকিয়া সারব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২১। ২২।

ইষুকারবৎ নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৩ ॥

ইষু শব্দে বাণ, বাণ যে প্রস্তুত করে তাহাকে ইষুকার কহে, ইষুকার যখন বাণের অগ্রভাগ প্রস্তুত করে তখন দাবা খেলার ন্যায় মনঃসংযোগ করিয়া বাণ প্রস্তুত করে কারণ বাণের অগ্রভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সরল ইষুকার যদি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অন্যদিকে মন করে তাহা হইলেই বাণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে অসরল হেতু সেই প্রকার আত্মার সূক্ষ্মাবস্থা যে সুষুম্না তাঁহাকে প্রাপ্তি হইবার নিমিত্ত ইষুকারের ন্যায় একাগ্রচিত্তে আত্মক্রিয়া করিতে হয় ইহার রূপক মহাভারতে অর্জ্জুনের দ্রোণাচার্য্যের নিকট বাণ পরীক্ষা, অর্থাৎ যেমত জলে জল মিশাইয়া যায় তদ্রূপ এক অবরোধ হইলে সমাধি, ব্রহ্ম হইতে অন্যদিকে মনাসক্তি হইলেই সমাধির হানি। সময় ত্যাগ করিবে না। ১৩ অ ১১। ১২। ১২ অ ৬। ৭।৮।২। ১০ অ ৯। ৯ অ ১৪। ৮ অ ১৪।১২।৮।৭।৭ অ ১৮। ৬ অ ৩০।২৮।১২। ৫ অ ৩।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানার্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৪ ॥

কৃত নিয়ম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি ইহা দ্বারা যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছে।

লঙ্ঘন = উহাতে অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে না থাকে (ছাড়া থাকে)। অর্থ

রূপ=অনর্থ। অস্বরূপ=আপনাতে আপনি থাকে না লোকেতে ও যে আপনাতে আপনি না থাকিল সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত ও মোহিত হইয়া ঐ সকল শত্রুর ঘরে থাকে আপনার ঘর যে ব্রহ্মযোনি তাহাতে থাকে না ধারণা, ধ্যান ও সমাধি স্মরণ করিবে। ১৮ অ ৫৭। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৪৯। ৪৮।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অন্ত ব্রহ্মেতে একীভূত হইয়া থাকা, বিস্মরণ অর্থাৎ উহাতে না থাকা, ভেকী প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেমন ভেকী জল দেখিলেই লাফাইয়া জলে পড়ে সেই প্রকার মন পঞ্চতত্ত্বের দিকে আসক্তি পূর্ব্বক তাকাইলেই (চক্ষের দ্বারা) মনের গতি হয়, তাৎপর্য্য প্রকৃতির বশে থাকিবে না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কৃতাত্মা হইয়া আত্মাতেই সর্ব্বদা থাকিবে। ১৪ অ ৭। ৮। ৫। ৬। ৩ অ ১৭।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥ ১৬ ॥

কেবল কথায় উপদেশ শুনিয়া কৃতকৃত্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল মনে করিলে করা হয় না অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত না করিলে করা হয় না, পরামর্শ=পর শব্দে ব্রহ্ম, মর্শ=দুঃখ, অমর্শ=সুখ, সুখে পরব্রহ্মেতে থাকা, ক্রিয়া করিযা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে কৃতকৃত্য হয় না, বিশেষ রুচি পূর্ব্বক ক্রিয়া না করিলে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ক্রিযার পর অবস্থা সুখে ব্রহ্মেতে থাকিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা দ্বারায় আত্মার ক্রিয়া করিয়া। ৬ অ ২৮। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ১২। ৫ অ ১১। ১২। ৪ অ ৩২। ২১। ১৮। ৩ অ ৩৯। ৩২। ৩৩। ২৭। ২অ ৬৯। ৪২।

পরামর্শোদৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৭ ॥

পরামর্শ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ব্রহ্ম এ সকল ইন্দ্রের অর্থাৎ চক্ষের। ৬অ ৩১।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালং তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

প্রণতি=ওঁকার ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বারম্বার থাকিয়া অনেক কালের পর ব্রহ্মবৎ হইতে পারে। ১০অ ১০।১১। ৬অ ৪৫। ৬। ৭।

ন কালনিয়মোবামদেববৎ ॥ ১৯ ॥

কালের নিয়ম নাই বামদেব অর্থাৎ মহাদেবের ন্যায় ভবানীর ভ্রূভঙ্গিতে নেশা আর এই নেশাতেই সকলি। ১৪অ ২৬।২৭। ১২অ ১৪।

অধ্যাস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥ ২০ ॥

ক্রমাগত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া কর্ম্মোপাসকের ন্যায়।

অধ্যাস্ত রূপোপাসনা=অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা পারম্পর্য্য অর্থাৎ প্রথমে দেবাদি দর্শন

পরে আত্মার শক্তিবোধ অর্থাৎ আত্মাই শক্তি এই বোধ হইবে—আত্মা পুরুষ, ইনি শরীরস্থ হওয়াতে প্রকৃতি=শক্তুর মূর্ত্তি ক্রিয়ার পর অবস্থা, বামদেব=অহঙ্কার ( অহং ব্রহ্ম ) সদ্যোজাত=ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেতে লয় আত্মার পরিপুরুষ, চক্ষু ( অঘোর ), জিহ্বা ( বামদেব ), ঘ্রাণ ( সদ্যোজাত ), জিহ্বা ( ঈশান ), হস্ত ( বামদেব ), উপস্থ ( সদ্যোজাত ), আকাশ ( ঈশান ), বায়ু ( পুরুষ ), রূপ ( অঘোর ), রস ( বামদেব ), গন্ধ ( সদ্যোজাত ), আকাশ ( আদিদেব ), অত্যুর্জ্জিত ( দহন ), তোয় ( বামদেব ), বিশ্বম্ভর ( সদ্যোজাত ), শিবের উপাসনাতে সিদ্ধি, কূটস্থই মহাদেব।

যজ্ঞাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া সুখ সিদ্ধি হয়।

কূটস্থেতে থাকিলে বৈরাগ্য, লোকপ্রাপ্তি সিদ্ধি হয়।

কাম্যকর্ম্মের সন্ন্যাসে সত্যলোক সিদ্ধি হয়।

ইচ্ছারহিত হইলে বিষ্ণুলোকে স্থিতি সিদ্ধি হয়।

পরমাত্মার উপাসনায় কৈবল্য সিদ্ধি হয়।

শিবের পঞ্চরূপ—

১। আদিদেব ·· ক্ষেত্রজ্ঞ ··· ঈশান ··· শ্রোত্র ·বাক্ · শব্দ আকাশ।

২। ঈশ্বর ·· ···পুরুষ ·· পরমাত্মা ত্বক্ ··হস্ত স্পর্শ ·বায়ু।

৩। অত্যুর্জ্জিত · অঘোর মহাদেব· · চক্ষু· পাদ · রূপ তেজ।

৪। মহাদেব বামদেব ···· মহাদেব জিহ্বা গুহ্য রস · অপ।

৫। বিশ্বম্ভর · ·সদ্যোজাত····প্রাণ ঘ্রাণ ··· উপস্থ····গন্ধ · ক্ষিতি।

৬অ ২৫।২৬।২৭।

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতোজন্মশ্রুতেঃ ॥ ২১ ॥

ইতর লাভ অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার মায়াতে আবদ্ধ ইহার জন্ম পঞ্চাগ্নি যোগেতে প্রমাণ শ্রুতি।

| নিম্ন হইতে উপরে। | উপর হইতে নিম্নে। |
|---|---|
| ১। ভূত | অক্ষর |
| ২। অন্ন | ব্রহ্ম |
| ৩। পর্জ্জন্য | কর্ম্ম |
| ৪। যজ্ঞ | যজ্ঞ, এই যজ্ঞের দ্বারা নিত্য আইসা ও যাওয়া |
| ৫। কর্ম্ম | পর্জ্জন্য |
| ৬। ব্রহ্ম | অন্ন |
| ৭। অক্ষর | ভূত |

মৃত্যু হইলে যেমন প্রাণ বহির্গত হইলেন সেই সঙ্গে শরীরের অগ্নি সূক্ষ্মরূপে হাড়ে হাড়ে, ধূমে ধূমে, অর্থাৎ প্রাণ বাক্ বাকে অর্চি, অঙ্গার অঙ্গারে, কাল কালে, কালে—বিস্ফুলিঙ্গ (১) এই প্রকারে সূক্ষ্ম আত্মা দেহত্যাগ করিলেন ইনি অবর্ণ, জ্যোতিস্বরূপ, ইনিই উত্তম পুরুষ, ও ইনিই প্রাণ, এই প্রাণ কৃষ্ণবর্ণ অণু হইয়া এক পক্ষ থাকিলেন পরে দক্ষিণাদিত্যে ছয় মাস রহিলেন, তাহার পর এক মাস পিতৃলোকে (কূটস্থ ব্রহ্মে) কূটস্থ হইতে চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মনে চন্দ্রলোক হইতে অন্ন (ব্রহ্মে) এই অন্ন (২) দেবতারা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ দেবতারাও সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ঐ চন্দ্রলোক হইতে মেঘ হইয়া এক বৎসর মেঘ ও বিদ্যুতে থাকিয়া পরে বৃষ্টি (৩) তাহার সমিৎ হাড অর্থাৎ পৃথিবী (৪) ঐ বৃষ্টি হইতে অন্ন সকল এই অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে হাড় আর ধূম হইতে প্রাণ, অর্চি হইতে বাক্, অঙ্গার হইতে চক্ষু, স্ফুলিঙ্গ হইতে কাল এই অগ্নির আহুতিতে অর্থাৎ এই শরীরে যে পুরুষ আছেন তিনি ভোজন করায় রেতঃ উপস্থই সমিৎ হইতেছে, ধূম হইতে লোম, অর্চি হইতে যোনি, ঐ অন্ন ভোজনে যে রেতঃ তাহা হইতে পুরুষ হইল, এই পুরুষ আকাশে নির্ম্মিত এই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে অন্ন হইতেছে ঐ পুরুষের বায়ু হইতে অগ্নি হইতেছে এইরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এইরূপ সমস্ত লোকের পুনরাবৃত্তি আছে তাহার পর ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ক্রিয়া করিতে করিতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তিনি অক্ষর তাঁহাতে আটকাইয়া থাকিয়া অমর পদ পাওয়া।

ভূত
অন্ন

যজ্ঞ ১।
কর্ম্ম
ব্রহ্ম
অক্ষর

১। এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যাহারা করে তাহারা উর্দ্ধে না যাইয়া পুনরায় ভূতে যাইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে আর যাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারায় ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা যে অক্ষর তাহাতে আসিযা স্থির হইলেন তাঁহারাই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, স্থিরের মুক্তি চঞ্চলের যাওয়া ও আইসা। ৩অ ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৯। ২৩।

## বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসাম্বুক্ষীরবৎ ॥ ২২ ॥

ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হইতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা রহিত হইয়াছে তাহারি বিরক্তি তাহারি অগ্রাহ্য বস্তুর হানি হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তুতে মন যায় না যাহা কি অগ্রাহ্য বস্তু হইতেছে যেমত হংসে জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে। ১৮অ ৬৬।৬৫।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।

## লব্ধাতিশয় যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৩ ॥

অতিশয় লাভের যোগেতে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন হইল তখন আর কিছুই

থাকিল না তখন ব্রহ্মের ন্যায় হইয়া যায়। ১২অ ২০।১৫।৭।২। ৯অ ৩৪।২৯।৮অ ২৮।২২। ১৪।১৫।৮।৭।

**ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৪ ॥**

ইচ্ছা দ্বারায় উপহত হইলে ব্রহ্মপদকে পায় না অর্থাৎ বদ্ধ হয় শুকপক্ষীর ন্যায় অর্থাৎ যেখানে সেখানে যাইয়া অপর কর্ত্তৃক বদ্ধ হয় সেই প্রকার মন ব্রহ্ম ছাড়া তত্ত্বে থাকিলে এক না এক তত্ত্বে বদ্ধ হইবেক। ১৮অ ৫৩।৫১।২৯।১৬।

**গুণযোগাদ্বদ্ধঃ ॥ ২৫ ॥**

( সত্ত্ব রজঃ তমঃ ) এই তিন গুণেতে আবদ্ধ আর গুণাতীত হইলে মুক্ত। ১৪অ ২৬।২৫।১৯।২০।৭।১৩অ ৩০।

**ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৬ ॥**

ইচ্ছা রহিত না হইয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিলে বদ্ধ হইতে মুক্ত হয় না। ৯অ ২২।

**দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৭ ॥**

ভোগ ও রাগ এই উভয়েতেই দোষ আছে। ১৩অ ৯। ৯অ ২১।

**ন মলিনচিত্তস্যাপ্যুপদেশবীজ প্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৮ ॥**

মলিন চিত্ত ব্যক্তির উপদেশ রূপ বীজেতে কোন রূপ উৎপত্তি হয় না অজের ন্যায় অর্থাৎ মরুবৎ। ১৬ অ ২১। ২৩। ১৮ অ ৬৭।

**ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপভাঃ পঙ্কজবৎ ॥ ২৯ ॥**

যেমন পদ্মকে উপযুক্ত জলে রোপণ না করিলে পদ্ম হয় বটে কিন্তু প্রভাবিশিষ্ট হয় না সেই প্রকার বীজ বপন করিলেই অঙ্কুর হয় কিন্তু প্রভাবিশিষ্ট হয় না। ৯ অ ৩০। ৩১।

**ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ ॥ ৩০ ॥**

ভূতি অর্থাৎ দেখা শুনা। ভূতি যোগেতে কৃতকৃতা যে ক্রিয়ার পর অবস্থা ( অনিষ্কল সমাধি ) তাহা হয় না। ১৮ অ ১৬। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

**নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥**

হৃদয়ে স্থির হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে ফলের নিষ্পত্তি অর্থাৎ শেষ হয় না তৎ=ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সিদ্ধি কেবল ক্রিয়ার দ্বারায় হয়। ৮ অ ১৪। ১৫।

**স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ২ ॥**

বুদ্ধিতে স্থির থাকা আনন্দ ও আপনার উপকারের নিমিত্ত যেমন আপন উপকারের নিমিত্ত অর্থাৎ আরাম জন্য কাহারো উপর কর্ম্মের ভার দেয়। ১৪ অ ২৬। ১৮ অ ৬৬। ৫৬।

**পারিভাষিকোবা ॥ ৩ ॥**

ক্রিয়ার পর অবস্থা কথার দ্বারায় প্রকাশ হইতে পারে না, কারণ ইহা অব্যক্ত ও নিজবোধরূপ কথিত আছে। ২অ ২৫। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

**ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৪ ॥**

ইচ্ছারহিত না হইলে ব্রহ্মেতে সিদ্ধি নাই, প্রতি শব্দে উল্টা, নিয়ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে সংযম কারণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম=যাঁহার দ্বারায় সমস্ত ইচ্ছা হইতেছে সেই ইচ্ছার উল্টা (ক্রিয়ার পর অবস্থা) এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন থাকাতেই সেই ব্রহ্মেতে সিদ্ধি। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ আপনা আপনি আত্মায় থাকা যেমন জীব আপনাপনি রহিয়াছে। ১০ অ ৩। ৪। ৫। ৯ অ ২২।

**তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তিঃ ॥ ৫ ॥**

ব্রহ্মেতে যোগ হইলেই যে নিত্যই মুক্তি তাহা হয় না কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না।



**প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥**

পুরুষ ও প্রকৃতি যোগেতে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তবে প্রথমে ইচ্ছা ইহার আপত্তি আর প্রমাণ অভাবে অর্থাৎ ব্রহ্ম সদৃশ না থাকায় ব্রহ্ম সিদ্ধি হয় না।

**সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ৭ ॥**

দুই না থাকিলে সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ এক হইলে দুই থাকে না সুতরাং সম্বন্ধ নাই অতএব সম্বন্ধের অভাবে অনুমান নাই।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ৮ ॥

ইহাও শুনা যায় যে প্রধানের কার্য্যত্ব আছে অর্থাৎ আইসা ও যাওয়া।

ন বিদ্যাশক্তি যোগোনিঃসঙ্গস্য ॥ ৯ ॥

যিনি ইচ্ছারহিত তিনিও যদি অন্য দিকে মন দেন তাহা হইলে তাঁহারও ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে না।

তদেযাগে ততসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মযোগে ব্রহ্মসিদ্ধি তবে পরস্পরের আশ্রয়ত্ব হইল।

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদি সংসারশ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

বীজ অঙ্কুরের ন্যায় নয় সংসারের আদি আছে শুনিতে পাওয়া যায়। ১৩ অ ৩২। ১০ অ ৪১। ৪২। ৩ অ ১৪। ১৫। ১৬। ২ অ ২৮।

বিদ্যতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাদপ্রসক্তিঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যার অন্যত্ব অর্থাৎ অবিদ্যা অর্থাৎ না জানা অবিদ্যাতে ব্রহ্মে প্রসক্তি বাধা করে অর্থাৎ উভয়েতেই ব্রহ্ম আছেন যখন তুমি জান না তখন থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান এই নিমিত্ত তোমার নিকট অবিদ্যা:ত ব্রহ্ম প্রসক্তির বাধা। ৬ অ ২৭ হইতে ৩০।

অবাধে নৈষ্ফল্যম্ ॥ ১৩ ॥

যদ্যপি বাধা নাই অর্থাৎ উভয়েতেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তবে নিষ্ফলত্ব। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ১৪।

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্ ॥ ১৪ ॥

তবে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে জগতের বাধা দিতেছে। ৫ অ ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ ॥ ১৫ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তদ্রূপ হইলেই আদিত্বকে পাইল অর্থাৎ যেখান হইতে হইয়াছে, বিদ্যার বিপরীত অবিদ্যা, বিদ্যা উভযেতেই আছে তবে বিদ্যাই আদি অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম। ৫ অ ২৯।

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ১৬ ॥

ক্রিযা করা মিথ্যা নহে কারণ তাহার ফল বিচিত্র, ক্রিযার পর অবস্থা। ৪অ৩০। ৩২।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

আপ্তের উপদেশ দ্বারায় দূর শ্রবণ দূরদর্শন ও দূর শক্তির চিহ্ন দ্বারায় সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি। ১৪ অ ১১। ৪। ১৩ অ ৩৪। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

## ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ১৮ ॥

নিয়ম নাই, প্রমাণের অবকাশ আছে অর্থাৎ সকল সিদ্ধি যে একদিনে একেবারে হয় তাহা নহে ক্রমশঃ হয়, যেমত অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ তেমত দূর শ্রুতি দূর দর্শন ও দূর শক্তি ক্রমশঃ কিছু কিছু দিন আটকাইয়া থাকিয়া প্রত্যেকের প্রকাশেতে হয়। ৬ অ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

## উভয়ত্রাপ্যেবম্ ॥ ১৯ ॥

উভয়ত্রই ঐরূপ অর্থাৎ দূর দর্শন ও দূর শক্তি এই উভয়ত্রই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। ৬ অ ৩০। ২৫।

## অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মাদির মধ্যে অন্তঃকরণ ধর্ম্মত্ব অর্থাৎ অনুমান প্রত্যক্ষ ও প্রমাণের অন্ত আছে তাৎপর্য্য সকল ধর্ম্মেরই অন্ত আছে। ৫ অ ২২। ২ অ ১৮।

## গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিগুণ সম্বন্ধে যে অত্যন্ত বাধা তাহা নহে। অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেতে থাকায় যে কখন অনুভব হয় না এমত নহে অর্থাৎ অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই অনুভব হইয়া থাকে। ১০ অ ১৫। ১০। ৯ অ ৩৪। ২। ৭ অ ২৮। ১৯। ৬ অ ৩১। ৩২।

## পঞ্চাবয়বযোগাচ্চ সুখসম্বিত্তিঃ ॥ ২২ ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ যোগেতে সুখ অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বিত্তি প্রাপ্তি হইয়া তাহাতে থাকা। ৮ অ ১২। ৬ অ ১৮। ২০। ৫।

## ন সকৃৎ গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ আটকাইয়া থাকা. সিদ্ধি—যথা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অর্থাৎ যেখানে কোন বস্তু ও আমি নাই তখন সিদ্ধি।

ছান্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে,—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সেই প্রত্যক্ষ একবার উপদেশ গ্রহণেতে হইবে না। ১৩ অ ১১। ১২ অ ৮। ৯। ২। ১০ অ ১৫। ৮। ৯। ১০। ১১। ৯ অ ৩৪। ১৪। ৮ অ ৮। ৭। ৭ অ ২১। ২২। ৬ অ ৪৭। ৩৬। ৪ অ ২১। ৩ অ ৪৩। ২ অ ৪৮। ২৯।

## নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাপ্তি—বিশেষরূপে আপ্তি অর্থাৎ নিঃশেষরূপে সংযত অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া সূক্ষ্মরূপে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া চলা অথবা উভয়েরই একভাব অর্থাৎ ত্রিগুণরহিত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

**ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনা প্রসক্তেঃ ॥ ২৫ ॥**

কল্পনা=বস্তু যাহা যথার্থ কর্ত্তৃক মিথ্যা তাহাকে সত্য ভাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বদা থাকা। তত্ত্বান্তর না হইলে বস্তুর কল্পনা প্রসক্তি হয়। ৬ অ ২৮। ৪। ২। ৫ অ ২৮। ২৩।

**নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২৬ ।'**

আচার্য্য=কূটস্থ ব্রহ্মেতে যিনি থাকেন।

নিজ শক্ত্যুদ্ভব অর্থাৎ আপন শক্তির দ্বারায় উদ্ভব হইয়াছে যেক্রিয়ার পর অবস্থা ইহাকে আচার্য্যেরা নিজ শক্ত্যুদ্ভব কহিয়া থাকেন। ১২ অ ২। ৯ অ ২২। ১৪। ৭ অ ২৮।

**ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥ ২৭ ॥**

স্বরূপ অর্থাৎ নিজরূপ প্রমাণ ভগবদ্গীতা গুণেভ্যশ্চ পরাং বেত্তি মদ্ভাবঃ সোধিগচ্ছতি ক্রিয়ার পর অবস্থা। শক্তি=যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার নিয়ম=নিঃশেষরূপে যম অর্থাৎ আপনাতে আপনি আট্‌কাইয়া থাকা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার শক্তি যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অনুভব হয় তাহাই যে নিয়ম তাহা নহে কারণ পুনর্ব্বার প্রসক্তি পূর্ব্বক কথা বার্ত্তাতে আনিয়া ফেলে নিঃশেষরূপে যে স্থিতি তাহা থাকে না। ১০ অ ২। ৩। ৯ অ ২২। ৭ অ ৫। ৬ অ ২৩। ১৭। ১৫। ৩ অ ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৫। ২ অ ৭০। ৬৪। ৬২। ৬৬। ৫৫। ৪৪।

**বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ২৮ ॥**

বিশেষণ=গুণ। অর্থ=রূপ। অনর্থক্য=রূপ নহে অর্থাৎ রূপের গুণ সকল। নিজের রূপে না থাকিলেই রূপের গুণেতে প্রসক্তি হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর যে গুণাতীতাবস্থা তাহাতে না থাকিলেই গুণেতে প্রসক্তি হয়। ১০ অ ১৫। ১৮ অ ১৬। ২১। ৩ অ ৫।

**পল্লবাদিষ্বনুপপত্তিশ্চ ॥ ২৯ ॥**

ক্রিয়ার পর অবস্থা সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ ইহার পল্লবাদি ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সকল অনুভব শক্তি হয়, পল্লবাদিতে মন দিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার উপপত্তি থাকে না যেমন দর্পণে মুখ দেখিলে দর্পণ দেখা যায় না। ১৬ অ ৫। ৬ অ ২২।

**আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩০ ॥**

আধেয়=যিনি আধারে আছেন। নিজ=ব্রহ্ম।

আধেয়ের শক্তির সিদ্ধি হইলেই নিজ শক্তির যোগ হয় আর ন্যায়পূর্ব্বক সমান হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

**ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধেঃ ॥ ৩১ ॥**

এই সিদ্ধির সম্বন্ধ ক্রমশঃ তিনেতেই আছে অর্থাৎ আপ্তোপদেশে, অনুমানে ও প্রত্যক্ষে অর্থাৎ ক্রিয়া পাওয়া, রূপ দেখা ও অনুভব পদ। ৪ অ ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

## ন কার্য্য নিয়মউভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥

কার্য্যের মধ্যে যে সকল ব্রহ্মের অণু, আর কারণ যে ব্রহ্ম এই উভয় অদর্শন হেতু কার্য্য করিলেই যে নিয়ম হইল তাহা নহে। ৭ অ ২৮। ৬ অ ২৩। ৫ অ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।

## লোকে ব্যুৎপন্নস্থ বেদার্থা প্রতীতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যুৎপন্ন = বিশেষরূপে উৎপন্ন অর্থাৎ যাহা আপনাপনি হয়।

বেদ = জানা। অর্থ = রূপ।

ব্যুৎপন্ন লোকেতে ও জানার যে অর্থ তাহা জানিলেও প্রতীত জন্মে না সংশয় থাকে অর্থাৎ বিনা গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস জন্মে না। ৪অ ৩৪। ৩৮।

## ন পৌরুষেয়ত্বাৎ বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

বেদের অর্থাৎ জানার বিষয় যাহা তাহা অপৌরুষেয়ত্বাৎ নহে অর্থাৎ পুরুষ যিনি তিনি জানিতেছেন তবে জানার যে অর্থ অর্থাৎ রূপ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়ের অতীত হেতু প্রতীতি হয় না। ৩ অ ৪২। ৪৩।

## ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো বেদধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞাদি = সমস্ত কার্য্য, কার্য্যমাত্রেই যজ্ঞ।

স্বরূপ = নিজের রূপ, এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

কার্য্য সকল জানিবার ধর্মত্ববিশিষ্ট থাকা হেতু স্বরূপের প্রতীতি হয় না। ৪ অ ১৬। ১৭।

## নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিশেষরূপে উৎপত্তি দ্বারায় নিজশক্তি জানা যায়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজশক্তি বিশেষরূপে অবচ্ছেদ হইয়া যায় কারণ তখন আমি বুদ্ধি থাকে না। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

## যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

উপযুক্তই হউক আর অনুপযুক্তই হউক আপ্তদিগের উপদেশ শুনিয়া করিলেই প্রতীতি জন্মে প্রতীতি জন্মাইলেই ব্রহ্মের সিদ্ধি, অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর ঐ নিজ বোধরূপ অবস্থা পাইলেই বিশ্বাস তখন বিশেষ যত্নের সহিত ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকায় ব্রহ্মের সিদ্ধি। ৮ অ ১২। ৪ অ ২৩। ২১। ৬ অ ৩২। ৪ অ ৩৪।

## ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩৮ ॥

জানা শুনার নিত্যত্ব নাই অর্থাৎ জানিতে হইলেই দুই হইল আর দেখার নাম জানা সেই দেখাও সর্ব্বদা থাকে না, দেখিল কিয়ৎকাল পরে আর দেখিতে পাইল না তবে যখন

কার্য্যত্বতে আইসে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার যখন ফল হয় ( এই ফলের নাম কার্য্যত্ব ) তখন শ্রবণের সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ শুনিতে পায়, তাহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে, ( বিশ্বরূপস্য আত্মনকার্য্যা ) আত্মার ক্রিয়া করিতে করিতে যখন স্থির হইল অর্থাৎ এক হইল তখন এই বিশ্বের দেখা শুনা যাহা কিছু সকলি হইল, ইহা হইলেই আত্মার কার্য্য হইল যেমন বাহিরের কার্য্য সকল দেখা যাইতেছে সেই প্রকার ক্রিয়াদ্বারায় ভিতরের সমস্ত সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়—ইহারি নাম কার্য্যত্ব, প্রথমে জানা ও শুনা এই জানা শুনা বেদের দ্বারায় অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৩৯ ॥

পুরুষের অভাবে পৌরুষেয়ত্ব নাই। ৩ অ ১৭। ৬ অ ৫। ৬।

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪০ ॥

অপৌরুষেয়ত্ব হেতু বীজ অঙ্কুরের ন্যায় নিত্যত্ব নাই অপৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ ক্রিযার পর অবস্থা ইহা নিয়ত থাকে না অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে পুরুষে আইসে যেমত একবার বীজ হইতে অঙ্কুর আবার ঐ অঙ্কুর হইতে বীজ যখন বীজ তখন অঙ্কুর নাই যখন অঙ্কুর তখন বীজ নাই কিন্তু ব্রহ্ম নিত্যই রহিয়াছেন। ৩ অ ১৪। ১৫। ১৬।

তেষামপিহি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মের যোগে দৃষ্ট বাধাদি প্রসক্তি হওয়ায় তাহাদিগেরো দর্শনাভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা দেখিতে না পাওয়ায় তখন বীজ, অঙ্কুর, অপৌরুষেযত্ব সকলেরই বাধা হইতেছে। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

যস্মিন্ ন দৃষ্টেহপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎপৌরুষেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

যে অবস্থাতে দৃষ্টি না থাকিলেও কৃতবুদ্ধি জন্মায় তাহাই পৌরুষেয়ম্ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় দৃষ্টাদির বাধা হইলেও তাহার পর ব্রহ্মের অণু দ্বারায় আলৌকিক কাণ্ড সকল দর্শন করিয়া মনে হয় যে আমার কৃত বুদ্ধি জন্মিয়াছে এই পৌরুষেয়ম্। ৬ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৪৩ ॥

নিজ শক্তি দ্বারায় অভিব্যক্ত যে সৎ তিনিই প্রমাণ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অলৌকিক ক্ষমতা তাহা ক্রিয়ার দ্বারায় অভিব্যক্ত এই ক্ষমতাই সৎ ও প্রমাণ্য। ৭ অ ২৬। ৬ অ ২৮। ২৯।

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ৪৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং তাহার পর অলৌকিকতা সমস্ত যদি সৎ হইল তবে অসতাখ্য কেন জানা শুনাই বা কোথায়। ৬ অ ২১। ২২।

ন সতোবাধদর্শনাৎ ॥ ৪৫ ॥

বাধা দর্শন হেতু সৎ নাই। ১৩ অ ১৩।

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

অনির্ব্বচনীয়ের ব্রহ্মাভাব হয় না অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয যাহা তাহার অভাব হয় না, কারণ সে নিত্যই রহিয়াছে। ১৩ অ ১৪।

সদসৎখ্যাতির্বাধাবাধাৎ ॥ ৪৭ ॥

সৎ এবং অসৎ এই দুই খ্যাতি যখন আছে তখনি বাধা এবং অবাধা রহিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সৎ, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অসৎ।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পরের অবস্থার বাধা হইতেছে—

ক্রিয়ার পর অবস্থা।

বাধা—আট্‌কাইযা থাকা* ক্রিয়ার পর অবস্থা—

সৎ, ভাব, নিত্য বাধার বাধা অবাধা।

১। সত্য যে ক্রিযার পর অবস্থা তাহাকে অসত্য ভ্রম।

* আট্‌কাইয়া থাকাবস্থা অনির্ব্বচনীয নিজ শক্তির পর ১ বাধা ক্রিয়ার পর অবস্থা এই অবস্থাকে বাধা দিতেছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা সেই অবাধা অসৎ যাহা সূত্রেতে আছে।

অবাধা—আট্‌কাইয়া না থাকা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা যখন আট্‌কাইয়া না থাকা জ্ঞান হইতেছে।

অসৎ, অভাব, অনিত্য অবাধার বাধা বাধা।

১। অসত্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরের অবস্থা তাহাকে সত্য ভ্রম আমি আট্‌কাইযাছিলাম এখন নাইএই অবস্থার নাম অবাধা অবাধা ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা এই অবস্থাকে বাধা দিতেছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই বাধা সৎ যাহা সূত্রেতে আছে।

অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ছিল না আত্মার ক্রিয়ার দ্বারায় ঐ অবস্থা হইল এই সৎব্রহ্ম। ১৩ অ ১৩।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটঃ শব্দঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রতীতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে জানা ( আমি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বড় আনন্দে ছিলাম ) অপ্রতীতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি জানেন না, না জানিয়া কি

যে করিতেছেন ও বলিতেছেন ও কে যে করিতেছে ও বলিতেছে তাহার ঠিক নাই কিন্তু এটি বোধ আছে যে কেহ বা কিছু ইহার মধ্যে আছে আবার কখন তাহাও বোধ হইতেছে না, স্থিরত্ব পদ না পাওয়াতে সর্ব্বদাই মন অস্থির,অস্থির মনের ঐ রূপ অবস্থা ইহাও অর্থাৎ প্রতীতি ও অপ্রতীতি স্ফোট শব্দের দ্বারায় প্রকাশ হইতে পারে না কারণ মহৎ পরব্রহ্মেতে থাকিয়া আপনাপনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এক ব্রহ্ম হওয়াতে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে না থাকায় অণুস্বরূপে একেবারে প্রকাশ হয়, যেমত ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তেমনি তাঁহার শব্দও অনির্ব্বচনীয় তাহা প্রকাশিত চলিত শব্দের দ্বারায় ব্যক্ত হয় না। ২ অ ২৪। ২৫। ২৯। ৪৭। ৫০। ৬৬। ৭২।

## ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যত্ব প্রতীতেঃ ॥ ৪৯ ॥

সেই অনির্ব্বচনীয় শব্দ নিত্য নয় কারণ সকল সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় না কেবল তাহার কার্য্যের দ্বারায় প্রকাশ ও প্রতীতি হয় যেমত একটী বাগানের প্রাচীর পড়িয়া গেলে এইটী অনুভব হইল ঐ এক সময়ে বাগান ও প্রাচীর দর্শন পড়িয়া যাওয়া পডনের শব্দ শুনা ইত্যাদি সমস্তই একেবারে এক সময়ে দেখা শুনা হইল আর বাগানে যাইয়া অনুভব রূপ সমস্তই প্রত্যক্ষ হইল তখন কার্য্যের দ্বারায় বিশ্বাস হইল কিন্তু এই অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না। ৯ অ ১১। ৭। ৮ অ ২১।

## পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথমে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ দ্বারায যে প্রকাশ মনেতে, পরে প্রত্যক্ষ, যেমত উপরের প্রাচীর পড়া, একটী ঘট অন্ধকারে আছে তাহার প্রকাশ প্রদীপ স্বপ্রকাশবশতঃ ঘট দেখা গেল সেই প্রকার ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশে স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে অন্ধকাররূপ আবরণ রহিত হইল, স্বপ্রকাশ যতক্ষণ থাকিল অর্থাৎ প্রদীপ যতক্ষণ ততক্ষণ ঘট দেখা, সেই প্রকার স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাহা রহিত হইলে যে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাই রহিল কিন্তু অন্ধকার আর আলো এ দুয়েতেই পরব্যোম আছেন তবে প্রকাশে প্রকাশ আর অপ্রকাশে অপ্রকাশ। ৮অ ২১। ৬অ ৪৭। ২৯। ৪ অ ২৭।

## সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৫১ ॥

সৎকার্য্যসিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই সাধনের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই সিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে আর কোন অন্য বস্তু থাকিল না সুতরাং সমুদয় প্রাপ্তি ও সিদ্ধি। ১৪ অ ২৬। ২৭। ৬ অ ৪৭।

## নাদ্বৈত আত্মনালিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥ ৫২ ॥

নাদ্বৈত আত্মনা=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যাহার আত্মা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। অলিঙ্গাৎ=এক হইলে আর প্রভেদের কোন চিহ্ন থাকিল না। সেই ব্রহ্মের ভেদের

বিশ্বাস হইতেছে কারণ ক্রিয়ার পর এক অবস্থা ছিল এক্ষণে আর এক অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা বোধ হইতেছে। ৬অ ২০। ২১। ২২।

নানাত্মাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ৫৩ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মাতে আত্মা না থাকিয়া ব্রহ্মেতে মিলিয়া গেলেন তখন কে প্রত্যক্ষ করিতেছে যে তাঁহার বাধা হইল। ৭ অ ৩০। ১৫।

উভাভ্যাং তেনৈব ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারায় আত্মা ও জ্ঞান এক হইয়া যায়। ৬অ ২১। ২২।

অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥ ৫৫ ॥

অবিবেকীদিগের সম্বন্ধে অন্য ও পরত্ব। বিবেক অর্থাৎ এক হওয়া যাহাদিগের এক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় নাই তাহারা অন্য অর্থাৎ যাহা লোকে লৌকিকেতে করিতেছে আর ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থা পরত্ব, এই উভয়ের অন্য ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা অলৌকিক। ৭ অ ২৫। ২৮। ২৪। ৮ অ ২১। ২২। ১৬।

আত্মাবিদ্যে নোভয়ং জগদুৎপাদনকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং মায়া এই উভয়ই নিঃসঙ্গহেতু জগৎ উৎপাদনের কারণ নহে। ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা না জানার এই উভয়ের পর যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহা ব্যতীত অবিদ্যা (না জানা) আত্মা উভয়েতেই কিন্তু জগৎ উৎপাদনের কারণ নহে কারণ বিদ্যার সহিত যোগ অর্থাৎ সঙ্গে না হইলে উভয়েরই কিছুই উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নাই নিঃসঙ্গহেতু নিঃসঙ্গ অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ গীতা ১৩ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক।

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥ ৫৭ ॥

একের আনন্দ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়, চিৎ=কূটস্থ রূপত্বহেতু দুই কারণ কূটস্থ যখন দেখা যাইতেছে তখন একজন দেখিতেছে আর যখন এক তখন আনন্দ ভোগ করে কে? এ দুয়ের ভেদ যখন দেখা যাইতেছে অর্থাৎ আত্মা যখন পরমাত্মাতে লয় হইতেছেন, তখন আনন্দভোগের কেহ নাই আর যখন কূটস্থ দেখা যাইতেছে তখন দুই রহিয়াছে। ৮অ ২০।

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৫৮ ॥

দুঃখের নিবৃত্তি গৌণানন্দ (গৌণমুক্তি) অর্থাৎ অল্পকাল ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থায়ী। যখন একের আনন্দ নাই অর্থাৎ এক হইলে আনন্দভোগ করে কে? আর এক না হইলে আনন্দ আছে কি না তাহা বলা যায় না, যখন এক হওয়ায় আনন্দ ভোগ করে কে এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে একেতে আনন্দ যাহা একত্ব দূর হইতে হইতে এবং এদিকে অর্থাৎ বিষয়ে আসিতে না আসিতে বোধ হয়, তৈত্তিরীয়োপনিষদে লেখা আছে—য দ্বৈতৎ

তৎসুকৃতম্ রসো বৈ সরসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি অর্থাৎ সুকৃত অর্থাৎ সুন্দর রূপ করা দ্বারায় ব্রহ্মেতে যাইয়া একটী রস লাভ হয় ( রসপানে আনন্দ হয় ) এই রস লাভ হইলেই আনন্দ যাহা হৈতে বোধ হয়। ৬ অ ২২।

## বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্ ॥ ৫৯ ॥

বিমুক্তি — নিত্যই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা।

মন্দ ব্যক্তি সকলের সম্বন্ধে ( অর্থাৎ যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কার্য্য করিয়া ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি ভোগ করিতেছে ) বিশেষ মুক্তি প্রশংসনীয়। ৭ অ ২২। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

## ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা ॥ ৬০ ॥

করণ ও ইন্দ্রিয়ত্ব হেতু মনের সর্ব্ব ব্যাপকত্ব নাই অর্থাৎ কোন কার্য্য নিপুণ হইয়া করিবার সময় মন সেই কার্য্যে ডুবিয়া থাকে আর দুইটী চক্ষু দেখিবার সময় একটী বস্তুকে লক্ষ্য করে এক সময়ে দুইটী বস্তু সমানরূপে দেখিতে পায় না এই প্রকার ঘ্রাণ ইত্যাদি। ৬ অ ৩৬। ৩৫। ৩২। ৩০। ২৯। ২৬। ২৪। ১৮। ৮। ৬। ৩। ২।

## সক্রিয়ত্বাদগতিশ্রুতেঃ ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়ার সহিত মন থাকাতে মনের গতি এই শ্রুতি বাক্য শ্রুতি অর্থাৎ যাহারা শুনিয়া জানিয়াছেন কার্য্য কর্ম্ম যত কিছু আত্মা মনের সহিত অবিভক্তরূপে করিতেছেন, অতএব আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইলে সর্ব্বব্যাপকত্ব গতি হয়, আবার ঐ আত্মা মনের সহিত ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মবশতঃ পুনর্জন্মাদি গ্রহণ করিয়া ঐ আত্মা অবিভক্তরূপে মনের সহিত তাহার ফলভোগ করেন। ৮অ ৩। ৭অ ২৭। ২৮। ২৯।

## ন নির্ভাগত্বং তদ্‌যোগাৎ ঘটবৎ ॥ ৬২ ॥

মনের এবং আত্মার নিঃশেষরূপে ( সকল দ্রব্যেরই একটী শেষ সীমা আছে সীমান্তে পৃথক্ হইল ) ভাগ না থাকায় আত্মা ও মনের যোগ হওয়ায় ঘটবৎ। আত্মা ও মনের নির্ভাগত্ব হেতু উভয়ের যোগ হওয়ায় অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়ায় নিঃশেষরূপে ভাগ হয় না, ঘটের ন্যায় অর্থাৎ ঘট যেমন বালুকা ও মৃত্তিকা দ্বারায় প্রস্তুত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে অথচ দুইই আছে। ৮অ ২০। ৭অ ৭। ৬অ ৩১। ৮। ৯। ২অ ১৬।

## প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥ ৬৩ ॥

প্রকৃতি ( ক্ষেত্র ) পুরুষ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত আর সকল অনিত্য, প্রকৃতিতে আছেন যে পুরুষ তিনি ব্রহ্মেতে লয় হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই ব্রহ্ম হইয়া যান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ১৩অ ২২। ২৩। ২৪। ৩১।

### ন ভাগলাভোভাগিনোনির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥ ৬৪ ॥

যাঁহার ভাগ হইয়াছে নির্ভাগত্ববশতঃ তাঁহার ভাগ লাভ হয় না এই শ্রুতি অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ আত্মা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা যখন ব্রহ্মেতে লয় হইলেন তখন ভাগরূপ আত্মার ব্রহ্ম লাভ হইল, কিন্তু ভাগিন ( অর্থাৎ যাহার ভাগ হইতেছে ) যে কূটস্থ শ্রুতিতে তাঁহাকে নির্ভাগ বলায় তাহার ভাগের লাভ কি প্রকারে হইবে, যখন ভাগই নাই তখন তাহার লাভ কি প্রকারে সম্ভবে, ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থা ( ব্রহ্ম ) তিনি অমৃত, অজর, অমর, আর তিনিই উত্তম পুরুষ এই অবস্থা ক্রিয়া করিয়া হয়।

এই নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মা কি প্রকারে আছেন, আত্মা এই দেহে জ্যোতিস্বরূপে থাকিয়া সমস্তই করিতেছেন কিন্তু দেহকে স্পর্শ করিতেছেন না—যেমন আকাশে বায়ু মেঘ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির ক্রিয়া শূন্যেতে হইয়া শূন্যেতেই মিলিয়া যাইতেছে, সেই প্রকার সেই ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ আনন্দের আনন্দ অর্থাৎ স্থির আত্মা ইনি আকাশরূপে সর্ব্বত্রে বিরাজমান এবং ইহাঁতেই এই মায়িক জগৎ কল্পনা স্বরূপ নাচিতেছে কিন্তু ইনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ১৩ অ ৩৩। ৩৪।

### নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তের্নির্ধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

যখন আনন্দ অভিব্যক্ত হইতেছেন তখন মুক্তি হইল না কারণ যখন আনন্দ ভোগ হইতেছে তখন তাঁহার একটী ধর্ম্ম আছে কিন্তু ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই ঐ আনন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব হয়। ক্রিয়ার পর এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মেতে সম্যক্ প্রকারে লীন হইয়া আনন্দকে সম্যক্ প্রকারে ভোগ করেন।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন ( নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে )। মোক্ষ ব্রহ্মের ন্যায় মহত্ত্ববৎ আত্মার নিত্য সুখ প্রকাশ হয়। ৮অ ২৮।

### ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৬৬ ॥

বিশেষরূপে গুণের ছেদ না হওয়ায় তদ্বৎ।

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা বিশেষরূপে সর্ব্বদা না থাকিয়া আবার তিন গুণে আইসায় গুণের বিশেষরূপে ছেদ হইল না, ছেদ না হওয়ায় তদ্বৎ অর্থাৎ মুক্তি নাই। ১৩ অ ৩১। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ২৫। ২৬।

### ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥ ৬৭ ॥

নিষ্ক্রিয়ের বিশেষরূপে গতি না থাকায় মুক্তি নাই।

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা না থাকায় সর্ব্বদা স্থির থাকিল না, স্থির না থাকিলেই গতি হইল গতি হইলেই কর্ম্ম হইল কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এই নিমিত্ত মুক্তি নাই। ৫অ ২৭। ২৮। ২৪। ২০। ২১।

নাকারোপরাগচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ ৬৮ ॥

উপরাগ শব্দে ইচ্ছা অর্থাৎ অন্য দিকে মন।

ক্রিয়ার পর অবস্থার আকার নাই উপরাগ ও উচ্ছেদ হইয়াছে কিন্তু ক্ষণিকত্ব দোষ আছে, ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ নাশ, মন ক্ষণকালের নিমিত্ত এক বিষয়ে আছে ঐ বিষয় ত্যাগ করিয়া অণু বিষয়ে যাইলেই পূর্ব্ব বিষয়ের নাশ হইল। ৩অ ৩২। ১৭। ২অ ৬৭। ৬১। ৬২। ৬৩। ২৬। ১৬। ১৪।

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥ ৬৯ ॥

যখন সর্ব্বদা ক্রিযার পর অবস্থা থাকিল তখন সমস্তই ছেদ হইল তাহা হইলে পুরুষার্থ না থাকায় দোষ হইল অর্থাৎ এক খানা পাথরের মত সংজ্ঞারহিত তাহাতেও মুক্তি নাই। ৫অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তাস্তদ্বতি ন দোষাদি লাভোঽপি ॥ ৭০ ॥

সংযোগ=ক্রিয়ার পর অবস্থা। বিয়োগান্তা=বিশেষরূপে আট্‌কাইয়া থাকা। এ দুয়েতেই যখন দোষ, লাভ নাই তখন মুক্তি কোথায়। ৬অ ২২। ২১।

ন ভাগিযোগোভাগস্য ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মের ভাগ নাই কিন্তু ভাগ হইযা আত্মা তিনি ক্রিয়াব পর অবস্থায় তাঁহাতে যখন লীন হয় তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ আর উহাতে সর্ব্বদা তাঁহাতে থাকিতে না পারায় নিত্য মুক্তি হইল না। ৬অ ২৬। ২৭। ৩৫। ৩৬।

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তেরিতর যোগবৎ ॥ ৭২ ॥

অনিমাদি যোগেতেও যখন যাহা হইবার তাহাই হয় তাহার অতিরিক্ত যখন হয় না তখন ইতর যোগ হইল অর্থাৎ যেমন চূণে হরিদ্রায় এক করিলে লাল হয় তবে ইহাতেই বা মুক্তি কোথায়। ১৩ অ ২৫। ২৬। ২০। ২১। ২৩। ২৪।

নেন্দ্রাদিযোগোঽপি তদ্বৎ ॥ ৭৩ ॥

ইন্দ্রাদি তাহার হইবার ছিল হইল তাহাতেই বা মুক্তি কোথায়। ১০ অ ১৫। ৯ অ ১১। ৪। ৮অ ২১। ৭ অ ২৬। ২৫। ২৪।

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিশ্চ ॥ ৭৪ ॥

ষট্ পদার্থের বোধেতে যে মুক্তির নিয়ম তাহা নহে ষট্ পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়ের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য। ১৩ অ ২৫। ২৬। ৬ অ ২১। ২। ৫ অ ১২। ১৩। ১৮। ২০। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্ ॥ ৭৫ ॥

ষোড়শ পদার্থের বোধেতে যে মুক্তির নিয়ম তাহা নহে।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ষোড়শ পদার্থ=প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়,
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাষ, ছল, জাতি, নিগ্রহ। তত্বজ্ঞান ইহার পর মুক্তি। ৬ অ
২১। ২২। ২৩। ২৫। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৫। ৩৬। ৪৩। ৪৫। ৪৭।

## ন ভূত প্রকৃতিকত্বামি ইন্দ্রিয়ানামহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥ ৭৬ ॥

ভূতে, প্রকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়তে অহঙ্কারত্ব হেতুতে মুক্তি নাই এই শ্রুতি স্থূলে সমস্ত কিন্তু সূক্ষ্মেতে অহঙ্কার নাই, সেই পুরুষ ভিতরে এবং বাহিরে রহিয়াছেন তিনি অমন, অপ্রাণ, শুভ্র, অক্ষর সকলের পর তাঁহা হইতে এ সমস্তই হইয়াছে। ৯ অ ৫। ৬। ৭। ৮। ৯।

## নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মের অণুর নিত্যত্ব নাই কারণ সেই অণু হইতে সমস্ত কার্য্য হইতেছে এই শ্রুতি। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

## ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥

ঐ অণু সকলের কার্য্যত্ব হেতু নিভাগত্ব নাই তবেই সভাগত্ব আছে, যখন সমস্ত কার্য্য ব্রহ্ম হইতে হইতেছে তখন সমস্ত বস্তুতে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের অণু সকল খণ্ড হইয়া আছে, আর যখন নিষ্ক্রিয় তখন নিভাগ অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি নিজে খণ্ডরূপে দেখিতেছ ততক্ষণ ব্রহ্ম খণ্ড আর যখন অখণ্ডরূপে অর্থাৎ ক্রিযার পর অবস্থায় তখন অখণ্ড—প্রমাণ গীতা একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। ৯ অ ১৫।

## তদ্রূপ নিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৭৯ ॥

নিবন্ধন হেতু তদ্রূপ হওয়ায় প্রত্যক্ষ এই নিয়ম, (নিয়ম=অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা পোড়াইলেই কঠিন হয়) এতদ্রূপ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়ায় নিবন্ধন নিঃশেষ প্রকারে বন্ধন এক হইলেই একটী সীমা হইল যেমন এক কলসি জল তাহা হইলেই বন্ধন হইল ব্রহ্মরূপ নিবন্ধনহেতু প্রত্যক্ষই নিয়ম, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সকল অনুভব তাহাই প্রত্যক্ষ ও নিয়ম। ব্রহ্ম যখন অক্রিয় হইয়াও সক্রিয় তখন তাঁহার অণু সর্ব্বত্রে সমভাবে ঠাসা রহিয়াছে এই বন্ধনহেতু তাঁহা হইতে যত কিছু হইতেছে, এই নিমিত্ত সক্রিয় জীব যে সমস্ত কার্য্য করিতেছে ইহা ব্যতীত আর একটী আত্মার কর্ম্ম আছে যাহা অকর্ম্ম সেই অকর্ম্মের দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় থাকিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সেই প্রত্যক্ষ হওয়ার নাম নিয়ম যাহা অনির্ব্বচনীয় যাঁহার হইযাছে তিনিই বুঝিতে পারেন কিন্তু তাহার এত সূক্ষ্ম অণু যে এই স্থূল পঞ্চতত্বের বুদ্ধি দ্বারায় বোধগম্য নহে মহৎ তত্বের

মহিমা পরাবুদ্ধির দ্বারায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে আট্‌কাইয়া থাকা এই প্রত্যক্ষ ও নিয়ম। ১৩ অ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

**ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ ॥ ৮০ ॥**

তাঁহার চতুর্ব্বিধ পরিমাণ নাই অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ, অণু ও মহৎ. কারণ যখন এক হইল তখন ছোট ( অণু ) ও বড ( মহৎ ) কোথায় উভয়ের অণুতে যোগ হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও নিয়ম অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মায় যোগ হইলে ( ক্রিয়ার পর অবস্থায় ) ছোট বড নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

**অনিত্যেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৮১ ॥**

অনিত্য যে জীব তিনি স্থিরতাতে যোগ হওয়ার পর পুনর্ব্বার তাহার অন্যাবস্থা হইতেছে এই জন্যে দুই সমান। আত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইয়া তাহার পরের অবস্থায় আসিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা জ্ঞান হইতেছে এই নিমিত্ত দুয়েতেই সমান। ব্রহ্মের অণুর দৃঢ়তা হইলে সকলি সমান অর্থাৎ এক হইয়া যায় এবং অনুভব, দেখা, শুনা, ইত্যাদি হয়। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

**ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥ ৮২ ॥**

যখন অণু সকল যোগে এই স্থূল পদার্থ সকল হইতেছে ও দেখা যাইতেছে তখন অণু সকলের অপলাপ হইতেছে না সেই প্রকার ব্রহ্মের অণু সকল দৃঢ় হইলে শীঘ্র শীঘ্র তাহার কার্য্য সকল যখন হইতে থাকে তখন ইন্দ্রিয়ের অগম্য ব্রহ্মের অণুর দ্বারা অল্পের মধ্যে অলৌকিক সকল হইতে থাকে। ৬ অ ৩১। ৩২।

**নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৮৩ ॥**

অন্য নিবৃত্তির ন্যায় ক্রিয়ার পর অবস্থার নিবৃত্তি নহে কারণ ইহাতে ভাব হওয়ার প্রতীতি হইতেছে। ভাব অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকা। ৬ অ ৪। ২।

**ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৮৪ ॥**

ক্রিয়ার পর অবস্থায় তত্ত্বান্তর নাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল তখন কোন তত্ত্বই থাকিল না আর যখন মন যেখানে সেখানে যাইতেছে ও দেখিতেছে তখন সকল স্থানেই তাঁহার সাদৃশ্য। সেই ব্রহ্ম ( এক )। ৬ অ ৩৫। ৩৬।

**নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাত্তদুপলব্ধিঃ ॥ ৮৫ ।**

নিজশক্তি=ক্রিযার পর অবস্থার পর অভিব্যক্তি হওয়াতে অর্থাৎ অলৌকিকতা অনুভব হওয়াতে বা তৎসাদৃশ্য বিশিষ্ট হওয়াতে তাঁহার উপলব্ধি হইতেছে যাহা নিজবোধরূপ। ১১ অ ৮।

**ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধো২পি তদনিত্যত্বাৎ ॥ ৮৬ ॥**

অলৌকিকতা যাহা অনুভব হইতেছে সে সংজ্ঞাবিশিষ্ট আর যাহার অনুভব হইতেছে সে সংজ্ঞি উভয়ের সম্বন্ধ জন্য অনিত্য কারণ সম্বন্ধ থাকিলেই দুই। ১২ অ ১৩। ১৪।

**ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৮৭ ॥**

উভয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বদা না থাকায় অনিত্য হেতু নিত্য নহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অনুভব সর্ব্বদা না থাকায় উভয় অর্থাৎ মন (সংজ্ঞি) আর যে বস্তুটীকে অনুভব করিতেছ (সংজ্ঞা) এই উভয় অনিত্যহেতু নিত্য নহে। ১০ অ ১৫।

**নাতঃ সম্বন্ধে ধর্ম্মিগ্রাহকমানাভাবাৎ ॥ ৮৮ ॥**

ধর্ম্মি=দ্রব্যগুণবিশিষ্ট, ধর্ম্মি গ্রহণ করেন যে মন তাহার অভাবে, অতঃ কারণে সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় মন থাকেন না, ধর্ম্মি গ্রাহক মন গ্রহণ না করায় সম্বন্ধ নাই। ১৩ অ ৩৩। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

**ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৮৯ ॥**

দ্রব্য গুণ কর্ম্মবিশিষ্ট উপাদানের নাম সমবায়—প্রমাণাভাবে সমবায় নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় থাকিলে সমানরূপ অনুভব হয় না ও থাকে না কারণ ব্রহ্মের যে সকল অণু দ্বারায় অনুভব হয় তাহার গতির প্রমাণ দিবার উপায় নাই কারণ তেমনটী আর নাই ইহার প্রমাণ যজুর্ব্বেদে। ভূম্যাদির গুণ জন্য সমবায়ের পৃথক্‌ভাব, ব্রহ্ম নিত্য যেখান হইতে সমস্ত হইতেছে সেখানে নিয়ত গুণ নাই অর্থাৎ ইচ্ছামত বল পূর্ব্বক যে অনুভব করিবে তাহা হয় না যখন হয় তখন আপনাপনি হয়। ৫ অ ১৬।

**উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষং নানুমানং বা ॥ ৯০ ॥**

উভয়=সম্বন্ধ ও সমবায়, এই দুয়ের অন্যথা সিদ্ধির প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই।

**নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়ানেদিষ্টস্য তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষপ্রতীতেঃ ॥ ৯১ ॥**

কেবল অনুমেয়ত্ব নহে, ক্রিয়া দ্বারায় নিকটস্থ ব্রহ্ম অন্য দ্রব্যের ন্যায় নহে যখন দেখে হঠাৎ দেখে পরোক্ষ প্রতীতি হয়। ব্রহ্মের অণুর পরিমাণ নাই অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাহা বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে বোধ হয় সেই অপরিমেয় ব্রহ্মের অণু যাহার প্রকাশে এই জগৎ ক্রিয়া করিয়া নিকটস্থ অর্থাৎ দূরের কোন ঘটনা বোধ হয় নিকটে হইতেছে এই নিমিত্ত নিকটস্থ সেই ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা পরোক্ষতে বোধ হয়।

পর=শ্রেষ্ঠ, অক্ষ=চক্ষু=শ্রেষ্ঠ চক্ষু অলৌকিক কাণ্ড, কূটস্থতে প্রতীত হয়। ১১ অ ৮।

**তৎপাঞ্চভৌতিকম্ শরীরং বহুনামুপাদানযোগাৎ ॥ ৯২ ॥**

উপাদান—যাহা অভাবে যাহা হয় না।

এই পঞ্চভৌতিক শরীর বহু প্রকারের উপাদান যোগে প্রস্তুত হইয়াছে এই শরীর সূক্ষ্ম

ও স্থূল উপাদান দ্বারা প্রস্তুত স্থূলে সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার দ্বারায় হয় আর স্থূলে বাহ্যিক সমস্ত এই শরীর চারি প্রকারের—(১) জরায়ুজ, (২) অণ্ডজ, (৩) স্বেদজ ও (৪) উদ্ভিজ, যথা—মনুষ্য, পক্ষী, ছারপোকা, বৃক্ষ। ৭ অ ৪। ৫। ৬।

## ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৯৩ ॥

কেবল যে এই স্থূল শরীর তাহা নহে আতিবাহিকও বিদ্যমান আছে।

আতিবাহিক=যিনি কর্ম্মের শুভাশুভ লইয়া এই দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করেন, অর্থাৎ বায়ু তিনি আর তিন ভূতের সহিত ( অর্থাৎ তেজ, অপ, ক্ষিতির সহিত তেজের কর্ম্ম পাপ পুণ্য দেখা, অপের কর্ম্ম পান ইত্যাদি, ক্ষিতির কর্ম্ম মৈথুন ইত্যাদি ) মনের বেগের দ্বারায় ব্রহ্মের অণুতে যাইতেছে আর ব্রহ্মের অণু ঐ সমস্ত কর্ম্মের অপূর্ব্ব সহিত অন্য দেহে গমন করেন। মনোবেগ=যেমন প্রস্তর ঘামিযা প্রথমে ঝরণা তাহার পর ক্ষুদ্র নদী ক্রমে ক্রমে একটী বৃহৎ নদী হয় সেই প্রকার প্রথমে সূক্ষ্মভাবে গুণের দ্বারায় মনেতে কোন একটি চিন্তা হয় যাহা অতি সূক্ষ্ম হেতু অনুভব করা যায় না তাহার পর ঐ চিন্তা ক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে বাড়িয়া একটি মহৎ কার্য্য করে।

আর যদি দূরদেশস্থ কোন ব্যক্তিকে মনের বেগের সহিত চিন্তা করা যায় তবে ঐ মুহূর্ত্তেই ( যাহাকে চিন্তা করিতেছ ) তাহার মনকে অস্থির করে, যতক্ষণ ক্রিয়ার দ্বারায আত্মা নির্ম্মল না হইতেছেন ততক্ষণ এই আতিবাহিক রূপ দেখিতে পাইতেছেন না কর্ম্মরূপ আবরণ থাকায়।

আতিবাহিক=অর্থাৎ অতিশয় বহন যেমন পার্ব্বতীয় জলের অণু পর্ব্বত হইতে স্বাভাবিক গতিতে স্থূলভাবে সমুদ্রে যাইতেছে সেই প্রকার আত্মা কর্ম্মের অণু সকল লইয়া স্বরূপে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য দেহে গমন করিয়া কর্ম্ম করিতেছেন এই নিমিত্ত আতিবাহিক, এইরূপ যোগীরা নির্লিপ্তভাবে ( আত্মার ন্যায় ) পলকের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দেখিতেছেন ইহা যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

স্থূলৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ স আত্মামনোযবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্নতু দৃশ্যমস্য দিব্যং বিনা দর্শনমস্তিরূপম্॥
( ইহার অর্থ উপরে লেখা থাকিল। )
৯ অ। ১৭।১৮।১৯।২০।২১।

## নাপ্রাপ্তপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বাপ্রাপ্তের্ব্বা ॥ ৯৪ ॥

যাহার প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নিজ বোধরূপ হয় নাই তাহার প্রকাশত্ব নাই, যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা কিছুই পায় নাই অর্থাৎ যাহাদিগের উত্তমপুরুষপ্রাপ্তি হয় নাই তাহাদিগের প্রকাশত্ব নাই কারণ উত্তম পুরুষ ভিন্ন সকলি

অপ্রকাশ উত্তম পুরুষকে না পাইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল না, আর যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের সকলেরই অপ্রাপ্তি, যেমন একটী গোরুতে একটী বৃক্ষ দেখিতেছে কিন্তু ঐ বৃক্ষের গুণ গোরু কিছুই অবগত নহে সেই প্রকার যে পুরুষের উত্তমপুরুষপ্রাপ্তি হয় নাই তাহারো বৃক্ষ দেখা মাত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যতদূর দেখা ও জানা যায় ততদূরই জানিতে পারিল তাহার অতিরিক্ত আর জানিবার উপায় নাই অর্থাৎ চক্ষু হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া বৃক্ষে লাগিল আর বৃক্ষ হইতে ঐ জ্যোতি চক্ষে প্রতি-বিম্বিত হওয়ায় বৃক্ষ দেখা গেল মাত্র কিন্তু বৃক্ষের গুণ দেখা গেল না কারণ বৃক্ষের বর্ণে (রংয়ে) বৃক্ষের গুণ সকলকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে যদি এ আবরণ না থাকিত তবে গুণ সকলও জানা যাইত কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা রং পর্য্যন্ত, গুণ জানিতে হইলে নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে গুণ সকল জানা যায়।

আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদ স্বাভাব্যাদ্রূপোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ ॥ ৯৫ ॥

আয়না ও জল যেমন স্বভাবত নির্ম্মল ও স্বরূপের উপলব্ধি করে সেই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা নির্ম্মল হইলে অনুভব সকল ও ব্রহ্মের উপলব্ধি করে, আয়না ও জলেতে যে বস্তুর ছায়া পড়ে কেবল তাহাবি উপলব্ধি হয় আর ব্রহ্মেতে সমস্ত বস্তু ও অবস্তুরি উপলব্ধি হয়। ১৩ অ ২০। ১০ অ ৪১। ৪২। ৯ অ ১১। ১৫ অ ১৮। ১৯। ২০।

ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুবৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৯৬ ॥

তেজের বৃদ্ধিতে তৈজস চক্ষু বৃত্তির বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আহারাদি দ্বারা চক্ষের তেজ বৃদ্ধি হওয়ায় যে সিদ্ধি তাহা ব্রহ্মের সিদ্ধি নহে, সমস্ত বস্তু ব্রহ্মময় ও এক হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অনুভব দ্বারায় সমুদয় বস্তু দেখার নাম ব্রহ্মসিদ্ধি। ৯ অ ২৯। ১৩। ৮ অ ২০। ২১। ৫ অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ৩ অ ৪২। ৪৩। ২অ ৪৩। ৪৪।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ৯৭ ॥

অলৌকিক চক্ষুবৃত্তি ও অনুভব ও জ্ঞান চক্ষু এই চক্ষু আর মন ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মনই ব্রহ্মের রূপ, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে মন ব্রহ্ম, মনেতে মন থাকিল, মন আর চক্ষু দুই এক তন্নিমিত্ত চক্ষু ও সর্ব্বত্রেতে চক্ষুর অলৌকিক গুণ প্রকাশে রূপের যখন প্রকাশ হইল তখন সকল এক হইলেই সিদ্ধি অর্থাৎ যখন সমস্তই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে দেখিতে লাগিল তখন কাযে কাযেই সর্ব্বত্রেতে অলৌকিক চক্ষু হইল, দেখিলেই জানা হইল জানার নাম জ্ঞান, জ্ঞান হইলেই সিদ্ধি। অলৌকিক জানার নাম জ্ঞান, অজ্ঞান=অলৌকিক না জানা ও লৌকিক জানা, ব্রহ্ম লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয়েরই পর। ৬অ ২০। ২১। ২২। ১৩ অ ১৩।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ কিন্তু তত্ত্বাতেকদেশভূতা সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥৯৮॥

তত্ত্ব=মহৎ ও স্থূল, অন্তরবৃত্তি=ভেদবৃত্তি।

তত্ত্বের ভাগ গুণ ও অন্তরবৃত্তি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের গতি অতি সূক্ষ্ম ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আর স্থূল তত্ত্বের গুণ ও ভাগ স্থূল ভাগে ও বিলম্বে। এই মহৎ ও স্থূল তত্ত্ব ব্রহ্মের এক দেশেতে সম্বন্ধ থাকায় শীঘ্র শীঘ্র গতি তবে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে অর্থাৎ স্থূলের স্থূল ভেদ (বিলম্বে বোধগম্য) আর সূক্ষ্মের শীঘ্র শীঘ্র। ২ অ ৬৬। ২৯। ১৬।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ ॥ ৯৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা ও অনুভব দ্রব্যের নিয়ম নহে ব্রহ্মের যোগেতে হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থা ও অনুভব পদ দ্রব্য গুণের মত প্রকাশ নহে যেমন চূণে হরিদ্রা যোগ করিলে লাল হয় সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যোগ হইলে প্রকাশ হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৩ অ ৩৪। ৩৫।

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানস্তদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০০ ॥

দেশ ভেদে কোন নিয়ম নাই, উপাদানও নাই, আর তাহার আদি যে তাহাও নাই, শূন্যেতে, মেঘেতে ও সূর্য্যেতে রামধনুক হয় ইহা তাহা নহে ইহার উপাদান নাই ও আদি নাই, রামধনুকের উপাদান মেঘ ও সূর্য্য আর নেশার আদি ও সময় নাই অর্থাৎ কখন যে নেশা আরম্ভ হইল তাহার কিছুই ঠিক নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১০১ ॥

নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্যপদেশ হেতু অর্থাৎ যখন ব্যাপিয়া এক হইয়া যায় তখন অনুভব ও ব্যাপিয়া যায় যেমন একটী ঘরের মধ্যে পাঁচ প্রকারের অনেকগুলি দ্রব্য আছে অথচ ঘরটী অন্ধকার সেই ঘরে দেশলাই জ্বালিবামাত্র আলো হইল ও সমস্ত দ্রব্য দেখা গেল এইতো স্থূল ভূতের ক্ষমতা আর ব্রহ্মের (অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহাভূতের) ক্ষমতা অলৌকিক দেখ, ব্রহ্মের এক দেশে জগৎ যেমন অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তখনি সমস্ত অনুভব আপনাপনি সম্মুখে উপস্থিত হইল। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাদায়মুপদেশঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১০২ ॥

সমস্ত পৃথিবীর অসাধারণাদি উপাদান যে উপদেশ সে পূর্ব্ববৎ। সর্ব্বেষু যাহা কিছু অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই পঞ্চতত্ত্বতেই জগৎ ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই। পৃথিবী=মৃত্তিকা আর এই মৃত্তিকা হইতে যত কিছু এখানে পৃথিবী এই শরীর, পৃথিবী মৃত্তিকাময় এ শরীরও মৃত্তিকাময় পৃথিবী পঞ্চতত্ত্বের শরীর ও পঞ্চ তত্ত্বের, পৃথিবীর তত্ত্ব দেখাইবার আবশ্যক নাই এক্ষণে শরীরের তত্ত্ব সকল বলা যাইতেছে যাহা উদ্দেশ্য—

| ক্ষিতি | অপ | তেজ | মরুত | ব্যোম |
|---|---|---|---|---|
| মৃত্তিকা | প্রস্রাব | অগ্নি | পাঁচপ্রকার | শূন্য |
| বিষ্ঠা, মাংস, হাড়, শিরা | রক্ত | জীর্ণশক্তি সর্ব্বাঙ্গে | যাহাদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইতেছে। | প্রতি লোমকূপে শরীরময় |
| মূলাধার | সাধিষ্ঠান | মণিপুর | অনাহত | বিশুদ্ধাক্ষ |
| গুহ্যদ্বার | লিঙ্গমূল | নাভি | হৃদয় | কণ্ঠ |

তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন।

এই শরীরের স্থূল লৌকিক ভূত যাহা সকলে দেখিতেছে ইহা ব্যতীত শরীরে আর কিছুই নাই ও সূক্ষ্ম অলৌকিক যাহা ক্রিয়া দ্বারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, এই উভয়ই উপরে লেখা হইয়াছে।

মূলাধার=সকল আধারের মূল, এই শরীরে মূলাধার হইয়া অন্যান্য তত্ত্বেতে যায় বলিয়া ইহাকে মূলাধার কহে, এই মূলাধারে পৃথিবী, পৃথিবীতে মৃত্তিকা, মূলাধারে ও মৃত্তিকা ( বিষ্ঠা ) যে সমস্ত কার্য্য জীবের শরীরে হইতেছে সে সমস্তই মূলাধার হইয়া যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তাহা নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি সমস্ত তত্ত্বের মূল, ইচ্ছার স্থান যে সমস্ত উপাদান ( মসলা অর্থাৎ গুণ ) দ্বারা এই মূলাধার প্রস্তুত হইযাছে তাহাদের অসাধারণ গুণ, আর এখানে থাকিলে উপদেশ, ( উপ শব্দে অন্য, দেশ শব্দে স্থান ( যেমন উপদেবতা ) দেখা যায় যাহা অব্যক্ত ক্রিযা দ্বারায় যখন গ্রন্থি ( অর্থাৎ জিহ্বা, হৃদয় ও নাভি ) ভেদ হইয়া যখন মূলাধারে বায়ু স্থির হয় তখন যত কিছু অলৌকিক সমস্তই হয়, এই মূলাধার হইয়া বায়ু যখন সাধিষ্ঠানে স্থির হয় তখন অলৌকিক বিষয় সকল বোধগম্য হয় আর বায়ু যখন নাভিতে স্থির হয় তখন অলৌকিক দর্শন হয়, ঐ বায়ু যখন হৃদয়ে স্থির হয় তখন দশ প্রকার অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এই নিমিত্ত পূর্ব্বে মহাত্মাদিগের নিকট সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্রের তত আদর ছিল না, এ বায়ু যখন কণ্ঠেতে স্থির হয় তখন দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জগতের এবং মহাভূতের অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল দর্শন হয় আর যখন ভ্রূমধ্যে তত্ত্বাতীত হইয়া ঐ বায়ু স্থির হয় তখন আজ্ঞামাত্রে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় এই সকল মূলাধার গ্রন্থি ভেদ না হইলে কোন প্রকারে হইবার উপায় নাই তাহার পর অনুভব যাহা পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে থাকিয়া সমস্ত বোধ হয় যাহা অব্যক্ত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

দেহ আরম্ভকের প্রাণত্ব নাই, ইন্দ্রিয় ও শক্তির দ্বারায় তাঁহার সিদ্ধি হইতেছে অর্থাৎ

দেহারম্ভক ব্রহ্ম, আর প্রাণত্ব বায়ুর, বায়ু জড় পদার্থ বায়ুর স্বয়ং বোধ করিবার কোন ক্ষমতা নাই ইন্দ্রিয় ও শক্তির দ্বারায় অর্থাৎ মহাভূতের অণুর অণু স্বরূপ গতি দ্বারায় অনুভব সকল হইতেছে ও সূক্ষ্ম গতির দ্বারায় স্থূল ভূত সকলের গতি হইতেছে, যতক্ষণ একত্ব না হইতেছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ত্ব, প্রাণত্ব ইত্যাদি আর যখন এক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন সকলি আছে এবং নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তন নির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১০৪ ॥

ভোক্তার অধিষ্ঠানে এই ভোগায়তন নির্ম্মাণ হইয়াছে অন্যথা পচা দুর্গন্ধ। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বুদ্ধি স্থির হইয়া মহাভূতের সূক্ষ্ম গতি দ্বারা যে সকল অনুভব হইতেছে এই অনুভবই সূক্ষ্মরূপে ভোগের আয়তন স্থান নির্ম্মাণ হইযাছে অন্যথা অর্থাৎ ঐ অনুভব পদ ব্যতীত অন্য সকল যাহা হইতেছে তাহা পচা ও দুর্গন্ধ অর্থাৎ কিছুই নহে, আর এই স্থূল শরীরে যদি ভোক্তার অধিষ্ঠান না থাকিত তবে এই শরীর পচিয়া যাইত। ৬ অ ৩২। ৫ অ ২২। ১৯। ৭। ৪ অ ৯।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতৈর্নৈকান্তাৎ ॥ ১০৫ ॥

এক হওয়ায় ভৃত্যে দ্বারা স্বামীর অধিষ্ঠান হয না। অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর অণু যাহা হইতে অনুভব পদ হইতেছে এই অনুভব দ্বারায় ব্রহ্মের অণুর অণু হওয়া যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মের অণু সকল যদি ব্রহ্ম হইতে চাহে তাহা হয় না একান্ত হেতু একান্ত অর্থাৎ একই হইয়াছে অন্ত যাহার ইহা অব্যক্ত অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মপরত্বম্ ॥ ১০৬ ॥

সমাধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা (নেশা)। সুষুপ্তি=অত্যন্ত নেশাতে থাকা। মোক্ষ যাহার দ্বারায় সকলে বদ্ধ আছে (অর্থাৎ ত্রিগুণ) তাহা হইতে নিত্য মুক্ত যিনি তাঁহারি ব্রহ্মরূপত্ব। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তৎহতিঃ ॥ ১০৭ ॥

দ্বয়োঃ অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুয়েতে ত্রিগুণের বীজ থাকা হেতু পুনরাবৃত্তির (অর্থাৎ ত্রিগুণে আইসা, আর অন্যত্র অর্থাৎ মোক্ষ) হনন মোক্ষেতে হয় অর্থাৎ আপনাপনি ত্রিগুণের হনন হয়। ১৪ অ ২৫। ২৬। ২৭।

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন দ্বয়োঃ ॥ ১০৮ ॥

সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় তিনেতেই পুনরাবৃত্তি আছে আর মোক্ষ হইলেও ইন্দ্রিয়াদির বশে পতিত হইয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া আবদ্ধ হয় কিন্তু ইহা উপর দ্বয়ের মত নহে কারণ যখন উপর দ্বয়ে তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে আমি ব্রহ্মেতে নাই আর মোক্ষাবস্থায় দেখিয়াও দেখে না কারণ মোক্ষে থাকিয়া সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম দেখিতেছে এই নিমিত্ত উপর দ্বয়ে

পুনরাবৃত্তি আছে আর মোক্ষেতে থাকিয়া সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম দেখায় পুনরাবৃত্তি থাকিয়াও নাই, সমাধি ও সুষুপ্তির অবস্থা ছাড়িয়া গেলে বোধ হয় অর্থাৎ দেখা যায় মোক্ষেতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে ( ব্রহ্ম ব্যতীত ) দেখিয়াও কিছু দেখিতেছে না। ৫ অ ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।

**বাসনায়া ন স্বার্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধান বাধকত্বং ॥১০৯॥**

বাসনায়া ন স্বার্থখ্যাপনং অর্থাৎ জীবন্মুক্ত যাঁহারা তাঁহারা সাংসারিক লোকের মত স্বার্থপর হইয়া কোন বিষয়ের বাসনা করেন না, প্রথমে বিনা ইচ্ছায় কোন কর্ম্ম হয় না কিন্তু সে ইচ্ছা ( গুরূপদেশে ) কর্ত্তব্য করা দোষের যোগ প্রথমে হইলেও যখন নিমিত্ত ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেতে তখন সমান ও এক হওয়াতে ইচ্ছাও ব্রহ্ম এবং নিমিত্তও ব্রহ্ম সকল ব্রহ্ম হওয়াতে আর কোন বাধা থাকিল না। ৬ অ ৩০। ৪ অ ৩০। ২৪।

**একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানিমিত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়-
মসংস্কারভেদবহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ১১০ ॥**

একমাত্র গুরূপদেশে সম্যক্ প্রকারে ক্রিয়া করা ব্রহ্ম নিমিত্ত ( জন্য ) ক্রিয়া করা ফলের জন্য নহে। এক ব্যতীত অন্যেতে থাকিলেই ইচ্ছার প্রসক্তি হয়, ব্রহ্ম এক সেখানে কোন ইচ্ছা নাই। ১০ অ ২৯। ৯ অ ৯।

**ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মোবৃক্ষগুল্মতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি
ভোগানাং ভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১১১ ॥**

বাহ্যবুদ্ধি যে নিয়ম তাহা নহে, অর্থাৎ দেখিয়া যে বিনা মনে ইচ্ছা হয় তাহার ফলভোগ সে করে না, বাহ্যবুদ্ধির দ্বারায় যদি লয় হইত তবে গুল্ম লতাদির হইত ইহা তাহা নহে। যেমন একটী শ্রান্ত ব্যক্তি বৃক্ষের ছায়াতে বসিল তাহাতে বৃক্ষের ফল হউক তাহা হয় না অর্থাৎ ভাল মন্দ যাহা হইতেছে তাহা পূর্ব্ববৎ অন্তর্বুদ্ধি দ্বারা হইতেছে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যাহার হইয়াছে তাহার অন্তরের কোন ইচ্ছা না থাকায় সমুদয় ব্যর্থ কর্ম্ম করিতেছে অতএব বাহ্যবুদ্ধি যে নিয়ম তাহা নহে অর্থাৎ যখন ব্রহ্মে লীন হইয়া এক হইল তখন কিছু করিয়াও করিল না। ১৪ অ ২৬। ৩ অ ২৮। ৫ অ ২৮। ২১। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ২৪।

**স্মৃতেশ্চ ॥ ১১২ ॥**

ব্রহ্মেতে থাকিয়া যাঁহাদিগের সমস্ত স্মরণ হইতেছে তাঁহারা পাপ পুণ্য ফলাফল ভোগের বিষয় যাহা বলিয়াছেন।

যেমন মনু বলিয়াছেন যে বৃক্ষাদির অন্তর্বুদ্ধি না থাকায় ফলাফল ভোগ করে না।—

তৃণগুল্মলতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশোগুরুতল্পগা॥
৬'অ ৪৫। ২৭। ২৮। ৩১। ৩২। ৪ অ ৪১।

## ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যোক্তিতঃ ॥ ১১৩ ॥

দেহধারী প্রাণি মাত্রেই উপদেশ পাইয়া উদ্ধার হউক না কেন, না তাহা হইতে পারে না বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মের অধিকারী যে সে উপদেশ পাইবে অর্থাৎ যাহাদিগের বুদ্ধি স্থির করিবার বুদ্ধি আছে বৃক্ষ ইত্যাদিতে এ বুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা প্রপঞ্চেতে রহিয়াছে। ৮ অ ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ১৩অ ৪২। ৪৩। ১০ অ ৮। ৯। ১০। ৭ অ ১৫। ১৬ অ ১৯। ২০।

## ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ ॥ ১১৪ ॥

এই দেহে তিন প্রকার অবস্থা এই তিন প্রকার দেহে তিন প্রকারে বিশেষরূপে অবস্থিতি, (১) ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম যখন এই দেহে হইতেছে তখন কর্ম্ম-দেহ, (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য প্রকারের ভোগ হইতেছে এই নিমিত্ত উপভোগ-দেহ, (৩) ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় নেশা ও ক্রিয়া করার অবস্থা উভয়ই রহিয়াছে তখন উভয়-দেহ।

## ন কিঞ্চিদনুশয়িনঃ ॥ ১১৫ ॥

অনুশয়িন ব্যক্তির পক্ষে ইহা কিছুই নহে।

অনুশয়িন=যাঁহাদিগের রাগ, দ্বেষ ও মোহ নাই। রাগ=ইচ্ছা, ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্রিয়া করে না, ইচ্ছা রহিত হইয়া ক্রিয়া করে অর্থাৎ গুরু আজ্ঞা করিযাছেন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনায় করে। দ্বেষ=অন্যের সমাধি হইতেছে আমার হইল না বলিয়া যে হিংসা। মোহ=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর আবার ভূতে আসিয়া আসক্তি পূর্ব্বক কোন কার্য্য করা, কিম্বা ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়া গিয়াছে যে দুঃখ, এই সকল যাঁহাদিগের নাই তাঁহাদিগকে অনুশয়িন কহে, অনুশয়িন ব্যক্তির কিছুই নাই। ৭ অ ৩। ৪। ৫।

## ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ ॥ ১১৬ ॥

বিশেষেরও যদি আশ্রয় গ্রহণ করে তথাপি বুদ্ধ্যাদির নিত্যত্ব নাই, অগ্নির ন্যায়।

বিশেষ=যাহার শেষ নাই ( অর্থাৎ ব্রহ্ম ) তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বুদ্ধ্যাদির নিত্যত্ব নাই অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুতে থাকিতে থাকিতে অন্য দিকে মন যায় যদিও অন্য দিক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লয়েন বটে কিন্তু সেই সময়ে মন চালিত ও অবস্থান্তর হইয়াছিল অগ্নির ন্যায় অর্থাৎ অগ্নি যেমন সমস্ত দগ্ধ করিল বটে কিন্তু অবশিষ্ট ভস্ম রহিল তেমনি যখন

ব্রহ্মের আশ্রয়েতে রহিয়াছেন তখন দুই আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা। যদিও সমস্তই ব্রহ্ম তত্রাচ তিনিতো রহিয়াছেন। গীতা ৬ অ ১।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥ ১১৭ ॥

যতক্ষণ আশ্রয় ততক্ষণ অসিদ্ধি। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন তখন সিদ্ধি অর্থাৎ অহরহ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা।

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়ঃ ॥ ১১৮ ॥

ঔষধাদির দ্বারা রোগ আরোগ্যের ন্যায় মিথ্যা যোগের যে সিদ্ধি তাহা নহে। যে রোগ ছিল না তাহা হইল তাহাকে ঔষধাদির দ্বারা সুস্থাবস্থায় আনা হইল এই আরোগ্য সিদ্ধির ন্যায় যোগের সিদ্ধি নহে কারণ ঐ রোগ পুনরায় হইতে পারে কিন্তু যোগের যে সিদ্ধি অর্থাৎ একবার আট্‌কাইয়া গেলে আর যায় না তবে পুর্ব্বে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আট্‌কান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপিচ ॥ ১১৯ ॥

ভূতের চৈতন্য নাই অদৃষ্ট হেতু প্রত্যেকের এবং সমষ্টির। ভূত=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম।

চৈতন্য=চিতের ধর্ম্ম অর্থাৎ ভূতে থাকিয়া অনুভব হওয়ার নাম চৈতন্য।

ভূতের চৈতন্য নাই দেখিতে না পাওয়ায় তবে তাহার কার্য্য দেখিয়া অনুভব দ্বারা ব্যক্ত করার যে ক্ষমতা সেই চৈতন্য প্রত্যেকের ও সমষ্টির। যেমন অগ্নিতে পঞ্চভূত আছে ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু কার্য্যের দ্বারায় অনুভব হয়, দেখ প্রজ্বলিত অগ্নি তাহাতে পৃথিবীস্বরূপ ভস্ম, অগ্নিকে কোন পাত্র দ্বারা ঢাকা দিলে ঘাম স্বরূপ জল, বাতাসে প্রজ্বলিত হয় যাহাতে যে বস্তু নাই তাহা যোগ করিলে তাহার আধিক্যতা হয় না এই নিমিত্ত অগ্নিতে বায়ু আছে, আর শূন্য আছে কারণ শূন্য না থাকিলে কি প্রকারে অগ্নিতে কীট থাকিতে পারিত, আর তেজ অর্থাৎ দাহগুণ হাত দিলেই জানা যায় এই সমষ্টি আর পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নি একটী ভূত ইহার গুণ ও অদৃষ্ট হেতু দেখা যায় না। অদৃষ্ট হেতু দেখা যায় না যদি দেখিতে পারা যায় তবে অচৈতন্যতে চৈতন্য আছে। ভূত অচৈতন্য, জীব চেতন, তবে ভূতাপেক্ষা জীবেতে কি অধিক থাকায় জীব চেতন? মন ও ইন্দ্রিয় থাকায় এবং ভূত সকলের গুণ জানিবার ক্ষমতা থাকায় অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণ যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তাহা জানিতে পারায় জীব চেতন। এই চেতন যে জীব তিনি যখন সূক্ষ্মাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূতে গমন করিয়া সূক্ষ্ম হয়েন তখন এই স্থূল ভূতের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা হয় অর্থাৎ এই চঞ্চল মন স্থির হইয়া ব্রহ্মের অণুর অর্দ্ধেকেতে থাকিয়া সেই মহাভূতের ক্ষমতায় ত্রিলোককে করস্থ ও পঞ্চভূতের অণুর মধ্যে বিশেষ প্রকারে

থাকেন তখন স্থূলের উপর তাঁহার ক্ষমতা হয়, স্থূলমাত্রেই চঞ্চল আর সূক্ষ্ম স্থির, স্থিরের যে গতি সে অনায়াসে চঞ্চলকে চালাইতে পারে। যখন চঞ্চল তখন চঞ্চল মন আর যখন স্থির তখন আত্মা এই আত্মাই ব্রহ্ম, যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই অর্থাৎ যাঁহার আত্মা স্থিরত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়াছে তাঁহার নিকট সকলি চেতন সকল অর্থাৎ পঞ্চভূত ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই এই নিমিত্ত এই জগতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা আছে আর তাঁহার নিকট সকলি চেতন। ৬অ ২০। ২১। ২২।

## অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১২০ ॥

আত্মার অস্তিত্ব আছে তবে সাধনাভাবে নাস্তিত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব পদে যাইতে পারিলেই আত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব নাই, যিনি এই স্থিরত্ব পদে থাকেন তিনি সকল ভূতেতেই আত্মাকে দেখিতে পারেন তখন ভূত সকল চিতি-স্বপ্রকাশ স্বরূপ এই নিমিত্ত অদৃষ্টে ভূত অচৈতন্য যাহা পুর্ব্বসূত্রে লিখিত আছে। ৭অ ১৫।

## দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ১২১ ॥

ব্যতিরিক্ত—বি=বিশেষ, অতি=অতিশয়, রিক্ত=খালি, শূন্য অর্থাৎ কিছুই নাই।

বৈচিত্র্যাৎ—বি=বিগত, চিত্র=নকল অর্থাৎ কোন বস্তুর চিত্র। দেহাদি=এই দেহেই আদি আর এই দেহেতে ইন্দ্রিয় সকল আছে এই দেহাদির অতিরিক্ত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা দেহাদি হইতে বিশেষরূপে অতিরিক্ত বৈচিত্র্য হেতু অর্থাৎ নকল না থাকায়; কারণ তখন আমি নাই চিত্র করে কে? ৬অ ২০।২১।২২।

## ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি ॥ ১২২ ॥

ব্যপদেশ—বি=বিগত, অপ=মিথ্যা।

মিথ্যা দেশ হেতু এই ছয় চক্র বিশেষ প্রকারে গত হইয়াছে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে, এই ছয় চক্র মিথ্যা কারণ এই ছয় চক্রে পড়িয়া সকলেই ঘুরিতেছে আর এই ছয়টাতে ছয়টা শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) বিরাজমান আর এই ছয়টার উপরে বিরাজমান ক্রিয়ার পর অবস্থা। ছয় শত্রু (কাম) মূলাধারে অর্থাৎ গুহ্যদেশে ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই সদসতের মূল এই ইচ্ছা না থাকিলে কোন কষ্ট নাই ইহা গুহ্যদেশ হইতে হয় বলিয়া ইহাকে মূলাধার কহে। সাধিষ্ঠান, লিঙ্গমূল এই স্থানে ক্রোধ অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় প্রবল তাহাদিগের ইচ্ছা ও অভাব অধিক। মণিপুর নাভিতে লোভ কারণ নাভিই জীর্ণস্থান যে যত জীর্ণ করিতে পারে তাহার তত লোভ কেবল আহার নহে সকল বিষয়ে। অনাহত হৃদয়ে মোহ কারণ সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া যে ফল তাহা হৃদয়েই অনুভব হয়। বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠে দেমাক অহঙ্কার কেবল কথায় প্রকাশ হয়। আজ্ঞাচক্র ভ্রূমধ্যে

মাৎসর্য্য কারণ ঠাট্টা তামাসা করার সময় স্বভাবত ভ্রূভঙ্গি হইয়া থাকে। ১অ ২২। ১৩। ৭অ ১৭।১৩।১৫। ৬অ ৩৬। ৫অ ২৮।১০। ৩অ ৪২।৪৩।

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ১২৩ ॥

শিলাপুত্র=ছোট টুক্‌রা প্রস্তর, কিম্বা লোড়া।

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মবিশিষ্ট যে ধর্ম্মি তাহার গ্রাহকমান বাধা হেতু শিলাপুত্রবৎ নহে।

অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে ছয় চক্র মিথ্যাহেতু ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশেষ প্রকারে ত্যাগ হইয়াছে এক্ষণে শিলা যে জড় পদার্থ ইহা হইতে জন্মিয়াছে যে ছোট প্রস্তর কিম্বা লোড়া তাহাও জড় সেই প্রকার জড় ছয় চক্রের ক্রিয়ার দ্বারায় জন্মিয়াছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাও জড় হউক, না তাহা নহে, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম যাহা এই শরীরে আছে তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে গ্রহণ বিশিষ্ট হয়েন এই বাধা হেতু শিলাপুত্রবৎ নহে অর্থাৎ চৈতন্য সমাধিতে চৈতন্য ও নেশা উভয়ই এক সঙ্গে সমভাবে থাকে। ৬অ ২০।২১।২২।

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ১২৪ ॥

অত্যন্ত=অতিশয় হইয়াছে অন্ত যাহার অর্থাৎ অনন্ত।

দুঃখ—দুঃ=দূরে, খ=শূন্য=ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকিলেই দুঃখ।

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হইলেই যাহা কিছু করিবার তাহা করা হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে যাইতেছে ও কখন কখন কমিতেছে ইহা হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইল না যখন অষ্ট প্রহর নেশা আছে তখন সর্ব্বদাই আনন্দ ও যত কিছু করার তাহা করা হইল। ৬অ ২০।২১।২২।

যথা দুঃখাদ্দ্বেষঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষ স্যাৎ ॥ ১২৫ ॥

কৃতকৃত্য হইলে দুঃখে দ্বেষ ও সুখের অভিলাষ হয় না। অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদাই নেশাতে রহিয়াছে তখন আমার দুঃখ না হউক আর সুখ হউক এমত ইচ্ছা করে না এ অবস্থায় অনন্ত সুখ। যাহার দুঃখ আছে কিম্বা হইবে বলিয়া চিন্তা আছে তাহারি দুঃখের প্রতি দ্বেষ হয় আর যাহাপেক্ষা আর সুখ নাই সে সুখ যে পাইয়াছে সে আর অভিলাষ কাহার করিবে দুই থাকিলে দ্বেষ ও অভিলাষ, যখন সকলি ব্রহ্ম তখন সুখ ও দুঃখ কিছুই নাই। ৬অ ২০।২১।২২।

কুত্রাপি কোঽপি সুখী ॥ ১২৬ ॥

কোন দেশে এবং কে সুখী অর্থাৎ স্থান থাকিলে তো সুখের, আর নিজে থাকিলে তো সুখী যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন স্থান ও নিজে উভয়ই নাই এমতাবস্থায় সুখ ও দুঃখ কোথায় কারণ সে সুখদুঃখের অতীতাবস্থা। ৬অ ২০।২১।২২।

তদপি দুঃখসবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥ ১২৭ ॥

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাকে বলবান্ দুঃখ ও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করে এই কথা বিবেচকেরা বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অণুর অর্দ্ধেকেতে তিন লোক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা অপরার্দ্ধেতে ক্রিয়ার পর অবস্থা এই ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যখন যোগীরা আইসেন তখন তাঁহারা মহাভূতের ক্ষমতা দ্বারা তিন লোক করস্থ তাহার পর ক্রমেই পঞ্চ স্থূল ভূতে আসিতে থাকায় দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করে এই নিমিত্ত এই অবস্থাকে বিবেচকেরা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩অ ২০। ৯অ ১২।১৩।২অ৫১।

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ১২৮ ॥

ক্রিযার পর অবস্থার অভাবে সুখের ও পুরুষার্থের অভাব নহে কারণ ক্রিযার পর অবস্থার পরাবস্থায় সুখ দুঃখ পুরুষার্থ অপুরুষার্থ সকলি আছে যেমন হঠাৎ একটী অনুভব হইল পুরুষার্থ না থাকিলে কি প্রকারে অনুভব হইবে আর অনুভব হইবামাত্র মনে একটী সুখানুভব হয এই সুখ চিন্তা করিলে হয না এই নিমিত্ত অপুরুষার্থ আর একবার হইলে আর হয় না এই দুঃখ। ৯অ ২২।

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২৯ ॥

আত্মা ব্রহ্ম ইনি নির্গুণ ও অসঙ্গ ইহা ক্রিয়াবানেরা পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছেন।

ব্রহ্মেতে গুণ নাই গুণ থাকিলে কোন বস্তুতে লাগিয়া থাকিত ও যখন মনে করা যাইত তখনি অনুভব হইত স্বতন্ত্র হেতু কাহারো ইচ্ছার অধীন নহেন। অসঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত বলিয়া নির্লিপ্ত ইচ্ছা থাকিলেই বদ্ধ হইতেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ( আনন্দ ন স্যাৎ যদেশ আকাশ ইতি )।

পরধর্ম্মাপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১৩০ ॥

পর = অন্য, এই ভূতের অবিবেক হেতু ব্রহ্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম হইতেছে এক না হওয়ায়, স্বধর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২০।

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥ ১৩১ ॥

স্বধর্ম্ম = বিবেক ব্রহ্ম। পরধর্ম্ম = অবিবেক মায়া অর্থাৎ দুই যখন ইহাও অনাদি ইহার অন্যথা হইলে দুইটী দোষের প্রসক্তি হয়। বিবেক = ক্রিয়ার পর অবস্থা। অবিবেক = ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা।

অনিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথাত্বমিতি ॥ ১৩২ ॥

অবিবেককে অন্যথা অর্থাৎ অনাদি বলিলে অনিত্য এই দোষ মিথ্যা অর্থাৎ আমি যে প্রকার অনাদি তদ্বৎ কিন্তু এই দুই ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। ১৪ অ ২২।

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥ ১৩৩ ॥

| | |
|---|---|
| প্রতি=অর্থাৎ বিপরীত।<br>নিয়ত=সংযত।<br>কারণ=যাহা দ্বারায় হয়।<br>নাশ্যত্ব=নাশত্বের।<br>অস্য=ইহার।<br>ধ্বান্তবৎ=অন্ধের ন্যায়। | বিপরীত সংযত যাহার দ্বারায় তাহার নাশ্যত্ব, ব্রহ্মের অন্ধকারের ন্যায় |

অন্ধকার নাশের, প্রতি নিয়ত কারণ যেমন আলো সেই প্রকার অবিবে নিয়ত কারণ বিবেক। ২ অ ৭১।

তত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৩৪ ॥

প্রতিনিয়ম=বিবেক ও অন্বয় ব্যতিরেকে হয় অর্থাৎ এক হইলেই যে দুয়ের নাশ তাহা নহে, আর দুই থাকিলেই যে একের অপ্রাপ্তি তাহাও নহে।

প্রতিনিয়ম=প্রতি শব্দে বিপরীত। নিয়ম=যেমন জল জমাইলেই বরফ।

অন্বয় অর্থাৎ উভয়েতেই আছে তাহা নহে, তত্রাপি উপরোক্ত বিষয় প্রতিনিয়ম ও অন্বয় ব্যতিরেকে হয়। ২ অ ৭১।

প্রকাশান্তর সম্ভবাদবিবেকএব বন্ধঃ ॥ ১৩৫ ॥

=দূর।

যখন প্রকাশের সম্ভব নাই তখন অবিবেক আর এই অবিবেকই বন্ধ। ৪ অ ৩৬। ৪০।

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥ ১৩৬ ॥

মুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত, কারণ তাহার পুনরাবৃত্তি দুয়েতেই থাকে না সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে আর বিনা প্রয়াসে ব্রহ্মেতে আটকাইয়া থাকে।

মুক্তের পুনর্বন্ধ যোগ তাহা হয় না, এই শ্রুতি বাক্য অর্থাৎ যাহার একবারে আটকাইয়া গিয়াছে, তাহার ঐ আটকান আর যায় না। ৬ অ ২২।

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥ ১৩৭ ॥

ইহা না হইলে অপুরুষার্থ।

অন্যথা হইলেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির যে আটকান তাহা ছাড়িলেই অপুরুষার্থ। ৮ অ ১৫।

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিবেক ও অবিবেকেতে বিশেষ আপত্তি থাকিল না, কারণ ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই অনাদি তন্নিমিত্তে উভয়ই এক তবে বদ্ধ ও যাহা মুক্ত ও তাহা। ১২ অ ১৪।

## মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ১৩৯ ॥

মুক্ত ব্যক্তির ভিতরে অর্থাৎ অন্তরেতে সমুদয় নাশ হইয়াছে, ধ্বংস হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া এক হইয়াছে, ন পরঃ=অর্থাৎ কিছু নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

## অথাপ্যবিরোধঃ ॥ ১৪০ ॥

যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা দুই এক হইল তবে আর বিরোধ কিছু থাকিল না, না তখন আর বিশেষরূপে চেষ্টার দ্বারায় রোধ করিবার আবশ্যক থাকিল না, আপনাপনি রোধ হইতে লাগিল, সুতরাং অবরোধ। ৬ অ ১৮। ৮। ৫ অ ২১। ৬ অ ২০।

## অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ১৪১ ॥

অধিকারী=উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন অধিকারী ভেদে যে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা নিয়ম নহে। উত্তম=ক্রিয়ার পর অবস্থা, মধ্যম=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা, অধম=অনাসক্ত চিত্তের সহিত সংসারে থাকিয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বলিয়া থাকা, ইহা হইলেই যে সে বিচিত্র দশাকে পাইবে তাহা নহে। ১২ অ ২। ৬।

## দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥ ১৪২ ॥

ক্রিয়া করিতে করিতে সেই বিচিত্র দশাতে দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান পরে হয়। ৬ অ ৮। ১২ অ ১৪।

## স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ১৪৩ ॥

আসনে স্থির হইয়া সুখে বসিলেই যে বিচিত্র দশাকে পাইবে তাহা নিয়ম নহে। ৬ অ ১১।

## ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ১৪৪ ॥

মন নির্ব্বিষয় হইলে ধ্যান।

ধ্যান=ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া স্থির হইয়া এক অবস্থায় থাকার নাম। প্রমাণ যোগশাস্ত্রে।—প্রত্যয়ৈক তান্ ধ্যানং উপর্য্যুক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান হইলে স্থির একাবস্থায় উপর্য্যুক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান হইলে স্থির এক অবস্থায় থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহার নাম ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে হয়। ২ অ ৫৯। ৬ অ ১২।১৪।১৫।১৮।১৯। ২০।

## উভয়োরপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগ নিরোধাদ্বিশেষঃ ॥ ১৪৫ ॥

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া স্থির হওয়া ও তৎপরে বিচিত্র অবস্থায় থাকা, এই দুই এক হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিল, এই দুই

যদি সমান হইল তবে মনে মনে যে সকল ইচ্ছা অর্থাৎ উপরাগ হইতেছে তাহাও সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে ব্রহ্ম হইল তবে তাহাকে নিঃশেষরূপে রোধ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়াতে কি বিশেষ হইল, অর্থাৎ ইচ্ছারহিত ও ইচ্ছাসহিত যখন দুই সমান তখন ইচ্ছারহিত ও ইচ্ছাসহিত দুইই ব্রহ্ম। ৬অ ২২।২৫।২৮।২৯।৩০।৩১।

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥ ১৪৬ ॥

ইচ্ছারহিত হইলেও অবিবেক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় উপরাগ মিথ্যা জানিয়াও জবাফুলের আভা কাঁচে যেমন, তেমনি বিষয়কে মিথ্যা জানিয়াও তাহাতে আসক্তি ও পরে বদ্ধ। ৩অ ৫।৩৩।

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ ॥ ১৪৭ ॥

জবা কাচের দৃষ্টান্তের ন্যায় উপরাগ নহে, কিন্তু অভিমান অর্থাৎ মন যাহাতে যাইতেছে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতেছে ও আপনাকে আপনি ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতেছে এই অভিমান ইহা মিথ্যা আর প্রকৃত হইলে স্ফটিকেতে যেমন জবাফুলের আভা লাগিয়া স্ফটিক রক্তবর্ণ সেই প্রকার ব্রহ্মের আভাতে রঞ্জিত হইয়া ব্রহ্মবৎ হইলে প্রকৃত ও সত্য জ্ঞান হয়। ৩অ ৩৪।৪০।৪২।৪৩।

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ ॥ ১৪৮ ॥

ধ্যান ধারণা ও বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের দ্বারায় অবিবেক যে দুই তাহা যাইয়া এক যে বিবেক তাহা হয়।

ধ্যানাদির দ্বারায় উপরাগ, অভিমান ও স্বরূপের নিঃশেষরূপে রোধ হয়।

ধ্যানাদি=ধ্যান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ধারণা=যোনিমুদ্রা, অভ্যাস দ্বারায় যত্নপূর্ব্বক ক্রমশঃ জপ বৃদ্ধি করা।

বৈরাগ্য=কূটস্থেতে দেখিয়া শুনিয়া আপনাপনি দেখিতে শুনিতে ইচ্ছারহিত হওয়া।

সমাধি=সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা অর্থাৎ নেশাতে থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করা। সদা নাভি হৃদয় ও কূটস্থে ধারণা যাহা আপনাপনি ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করিলে হয়, এইরূপ করিতে করিতে ভালরূপ শান্তিপদকে পায় ও ক্ষমতাবান্ হয় সুতরাং সকল বৈষয়িক বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। ১৮অ ৩৩।৩৬।৩৭।৫২। ৮অ ১২।৮। ৬অ ২৫।১৯। ২০।১৩।১৪।১৫।১৮। ৫অ ২৭।২৮। ৪অ ২১। ৩অ ৪১।

লয়াবক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যে আচার্য্যাঃ ॥ ১৪৯ ॥

ক্রিয়া করিয়া আত্মার লয় ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। অবক্ষেপ=অব শব্দে আটকাইয়া থাকা, ক্ষেপ শব্দে ফেলা অর্থাৎ আটকাইয়া থাকাতে অন্য বস্তুতে বিশেষরূপে আবৃত্তি অর্থাৎ উপরাগের অভিমান অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্রহ্ম মানিয়া লওয়া আসিয়া পড়ে,

এইরূপ কোন আচার্য্যেরা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদেরা বলেন, তাৎপর্য্য এই যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষণ অর্থাৎ কিছুক্ষণ অন্য বস্তুতে মন করায় আবৃত্তি হয় ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যাহাকে নেশায় থাকা কহে। ১৪অ ১৯।২০।১। ১৩অ ২৮।৩০।

## ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ ১৫০ ॥

নেশার কোন স্থান নিয়ম নাই যেখানে সেখানে হইতে পারে, নাভি, হৃদয় ও ভ্রূতে থাকিলেই যে হইবে তাহা নহে কেবল চিত্তের প্রসাদের দ্বারায় হয় ক্রিয়ার পর অবস্থায়, মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই গাঢ় নেশা হয়। ৬অ ১৮।১৯।২০।২১।২২।১৪।১৫।৭।৮। ৫অ ২১। ২অ ৫৪।৬৫।৬৬।

## নিত্যত্বেপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥ ১৫১ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ উপরের লিখিত গাঢ় নেশা সকলেতেই নিত্য আছে, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার আত্মার দ্বারায় যোগ্যত্বাতে ভাব না থাকায় গাঢ় নেশা থাকিয়াও না থাকার মধ্যে। ধেয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাহাতে মিলিয়া যাইয়া ভিন্নতা আর থাকিল না, সুতরাং কোন অবলম্বন আর থাকিল না, দুই না থাকিলে যোগ কাহার সঙ্গে কাহার হইবে, অতএব যোগের বস্তু ব্রহ্ম তাহার অভাব অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকে না অথচ যতক্ষণ ত্রিগুণের অতীত হইযা ভাব থাকে ততক্ষণ আট্‌কাইয়া থাকে অতএব অভাব, ভাব ও ভাবাভাব, এই তিনেতেই ভাব আছে আত্মার সেই যোগ্যতা যখন সকল ভাবেতেই (ব্রহ্ম) তখন নেশা ও নিত্য সকল সময়ে এইরূপ করিতে করিতে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা (ধ্যান)। ৬অ ২০।২১।২২।

## শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপি সদস্যাত্মলাভঃ ॥ ১৫২ ॥

ক্রিয়া না পাইলেতো ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবে না, ক্রিয়া পাইয়া শুনিয়া বিশেষরূপে রোধ অর্থাৎ ক্রিয়া যে না করে ও কুতর্ক করিয়া যাহার উপহত চিত্ত তাহার আত্মলাভ অর্থাৎ স্থিতি হয় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মার লয় হয় না। ৮অ ১৪। ৭অ ২৫। ৩ অ ৩২।

## পারম্পর্য্যেহপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥ ১৫৩ ॥

পারম্পর্য্য—এক জনের নিকট হইতে আর একজন এই প্রকারে আপ্ত ব্যক্তির নিকট উপদেশ পাইলে প্রধান যে ব্রহ্ম তাঁহার অনুবৃত্তি অণুর ন্যায় হয়। ৪অ ২। ২৪।

## সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবৃত্তি হওয়ার পরে সর্ব্বত্রেতে অণুবরূপে থাকিয়া অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া বিশেষরূপে সকলি হয়। ৭ অ ২৮।

**গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতা হানিরণুবদাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ১৫৫ ॥**

গতির যোগেতে অর্থাৎ কোন বিষয়ে মন দেওয়াতে আদ্য কারণ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মেতে থাকার হানি হয় অণুর ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মের অণু দ্বারায় কোন বিষয়ে গতি হইল এবং সেই বিষয়ের রূপ যখন লক্ষ্য হইতেছে তখন ব্রহ্মের অণুরূপের হানি সেই অণু বিভু হইতেছেন। (বিভু=যিনি বিশেষরূপে হইয়াছেন) তখন আমি নাই, যখন অহঙ্কার অভিমানযুক্ত উপরাগ বিশিষ্ট (অর্থাৎ মিথ্যা জবা ফুলের আভা কাঁচে দৃষ্টিতে) তখন ব্রহ্মের অণুর স্থিরতার হানি হইল, সর্ব্বদা বা একবার কোন পঞ্চ ভৌতিক বস্তুর গতিতে ব্রহ্মের অণুর স্বস্বরূপ কিছু অণুস্বরূপে হানি হয় উহা বোধগম্য হউক বা না হউক, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে ব্রহ্মপদে থাকার হানি হয় অণুর ন্যায়, অতএব সকল কর্ম্মযোগ যুক্ত হইয়া করিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যাহা নেশা হইতে হইতে ক্রমশঃ হইবে তাহা অব্যক্ত। ১০ অ ১০। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৫। ৫ অ ৭। ২ অ ৬৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

## সপ্তম অধ্যায়।

---

**প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥ ১ ॥**

প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধির অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ (ক্রিয়ার পর অবস্থা) আধিক্য অর্থাৎ ভালরূপে থাকা প্রধানস্য অর্থাৎ ব্রহ্মের নিয়ম নহে।

অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় একেবারে বৃহৎ সমাধিতে থাকা ব্রহ্মের নিয়ম নহে। একের পর এক অবস্থা নহে অর্থাৎ ক্রমশঃ ঐ অবস্থায় পরিপক্ক হওয়া উচিত। তাৎপর্য্য অধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিবে না। ৬অ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

**সত্ত্বাদীনাম্ তদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥ ২ ॥**

সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণেতেও ব্রহ্মেরি ধর্ম্মত্ব আছে কারণ সেই ব্রহ্মেরি রূপ ত্রিগুণ যখন সমস্ত এক হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই জ্ঞান হইল তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণেতেও তিনি আছেন তখন সকল প্রকারের কর্ম্ম করিয়াও কিছু করিতেছেন না, যেমত ব্রহ্ম কিছুই করিতেছেন না অথচ ব্রহ্মাধারে আপনাপনি সমস্ত কার্য্য হইতেছে। ৭অ ২৮। ৬অ ৭। ৮। ৯।

## কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥ ৩ ॥

কর্ম্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ইহাই করিতে করিতে আপনাপনি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়াছি অনুভব করে পরে অনুভব পদে থাকিতে থাকিতে বিচিত্র অনুভব সকল বোধ হয়, বিচিত্র অর্থাৎ বিগত চিত্র যাহার, চিত্র অর্থাৎ কোন বস্তুর নকল, বিগত অর্থাৎ সেখানে একেবারে নাই, কোন বস্তুর নকল, লক্ষ্য করিয়া দেখা ও তদ্রূপ অনুকরণ করা তাহা সেখানে একেবারে নাই অর্থাৎ চিন্তা করিলে কোন বিষয় লক্ষ্য হয় না যখন হয় তখন আপনাপনি হয়, তন্নিমিত্ত সেই অনুভব বিচিত্র, সেই বিচিত্রতা হেতু সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি তাহাও না দেখিয়া না শুনিয়া বোধ হয় অসাধারণ হইলেই বিচিত্র অর্থাৎ বিচিত্র কর্ম্মের দ্বারায় বিচিত্র ফলের উৎপত্তি, এই বিচিত্রতা স্থির পদে না যাইলে হয় না সে স্থিরপদ বিচিত্র এবং তাহার ফলও বিচিত্র ঐ স্থির পদ নিয়ম মত ক্রিয়া করিলে হয় অতএব ক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৬অ ২০। ২১। ২২।

## সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

সাম্য অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, বৈষম্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকা।

সাম্য ব্রহ্মেতে লয়, বৈষম্য নেশাতে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করা অভ্যাস করিতে করিতে হয় ক্রিয়া করিলে এই দুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনাপনি হইয়া উঠে। ১৪অ ২৬। ২৭।

## বিমুক্তিবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥ ৫ ॥

বিমুক্তি = বিশেষরূপে মুক্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি সর্ব্বদাই যাহার আছে তাহার আর অনুভবও হয় না, সৃষ্টি অর্থাৎ মন হইতে উৎপন্ন অথবা কোন বস্তুতে লক্ষ্য হয় না, মন নয়ন ব্রহ্মের কারণ তখন সকলি ব্রহ্ম হইয়াছে, মন ও নয়ন লক্ষিত ব্রহ্মেতে লীন হইয়াছে, যখন অলৌকিক গেল তখন লোকের ন্যায় মিথ্যা সৃষ্টি করে না, যখন সৃষ্টি ও ব্রহ্ম হইল তখন আর লোকের ন্যায় সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে, গুণের কর্ম্ম গুণ, যখন ত্রিগুণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, ক্রিয়ার দ্বারায় রহিত হইল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমো আর থাকিল না তখন আর সৃষ্টি কোথায়? লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে—গুণসাম্যে লয়স্তেষাং বৈষম্যে সৃষ্টিঃ উচ্যতে। তিন গুণ এক হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় তাহারি উল্টাতে থাকার নাম সৃষ্টি ক্রিয়াবান্ ব্যতিরেকে সকলেই সৃষ্টিতে থাকিয়া একটা একটা সৃষ্টিতে মন, যত্তপি কিছু না থাকেতো মনে মনে চিন্তার সৃষ্টি মনের দ্বারায় করে, এমন যে মন তাহাকে উল্টাইয়া ফেলা অর্থাৎ স্থির করা এই ক্রিয়ার দ্বারায় হয়, স্থির হইলেই আপন ঘরে গেল, সুতরাং ঘরের দ্রব্য, সমস্ত দেখিতে লাগিল, দেখিয়া শুনিয়া স্থির হইয়া আপন ঘরে থাকিতে লাগিল। ৬অ ২০।২১।২২।

নান্যোপসর্পণেঽপি বিমুক্তোপভোগোনিমিত্তাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

অন্যত্রে গমন না করিয়া আপন ঘরে আপনি থাকিলেই বিমুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে থাকিয়া যে উপভোগ অর্থাৎ যে ভোগ মনের সহিত নহে, মন আছে কিন্তু আসক্তি পূর্ব্বক নহে তাহা হইলেই মন থাকিয়াও নাই, কারণ নিমিত্তাভাব অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ করিতেছে না লোক সংগ্রহের নিমিত্ত, তন্নিমিত্ত করিতেছে অতএব মুক্ত ব্যক্তিদিগের সমুদয় বিষয় করা ও না করা উভয়ই তুল্য সাম্যোতে মন থাকায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় সব সমান হইয়াছে সুতরাং দুই সমান কিন্তু যতদিন এক না হইতেছে তত দিবস দুই সমান বলিলে হইবে না, কাযে হইলে হইবে যখন সন্তান হইলে সুখ ও মৃত্যুতে দুঃখ বোধ হইবে না তখন এক হইবে। ৬অ ৩১ । ৩০ । ৫অ ১৯।২০।২১ ।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৭ ॥

এক হইলে অনেক পুরুষের বিশেষরূপে অবস্থিতি। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইলে সমস্ত এক হইল তো যত পুরুষ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ সর্ব্ব ঘটে, সমস্ত স্থির ও এক হইল কেবল উপাধি ভেদমাত্র মিথ্যা নাম, এবং মিথ্যাবুদ্ধির দ্বারায় স্থির করিয়া লওয়া এই ব্রাহ্মণ এই ক্ষত্রিয় কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত এক। ৬অ ২৯।৩১।৩২ ।

উপাধিশ্চেত্তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥ ৮ ॥

এক ব্রহ্ম আবার উপাধি এই দুই হইল, কিন্তু সেই উপাধিও ব্রহ্ম তবে এক ব্রহ্ম, এবং উপাধি ব্রহ্ম এই দুয়েতেই ব্রহ্ম ইহা সিদ্ধি হইলেও আবার দ্বৈত হইল কারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম আর মানিয়া লওয়া ব্রহ্ম কিন্তু আত্মা ব্রহ্ম তিনি এক সর্ব্বত্রে অর্থাৎ চর ও অচরেতে সমানরূপে বিরাজমান এই সমানরূপ ক্রিয়া না করিলে হইবে না। ৬অ ১৫ । ৫ । ৪ অ ৪১। ৩অ ১৭ । ২ অ ৫০ ।

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম ও উপাধি ব্রহ্ম অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েরি প্রকৃষ্টরূপে থাকা, বিরোধ=বিশেষরূপে রোধ অর্থাৎ নাই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে প্রকৃতের লয় পুরুষেতে হয়, ব্রহ্ম পুরুষেই ব্রহ্মাণ্ডে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুতে জীব শিব ব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বরস্বরূপ. তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—যোসৌ গবিচাশ্বেচ স এক, যে আত্মা গোরুতে আছেন তিনিই ঘোড়াতে আছেন তিনি এক কিন্তু সে এক বলিতে গেলেই তিনি আমি নাই সুতরাং কিছুই নাই। ৬অ ২০।২১।২২ ।

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরঞ্চ সাধকাভাবাৎ ॥ ১০ ॥

প্রকৃতি পুরুষ দুই এক হইলেই অবরোধ হইল, এক হইলেই পূর্ব্ব উত্তর অর্থাৎ প্রকৃ

পুরুষ থাকিল না, কারণ সাধক না থাকিলে সাধ্য বস্তুর সিদ্ধি কোথায়? যখন সাধক ও সাধ্য দুইই নাই তখন কিছুই না। ৬অ ২০।২১।২২।

**প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥ ১১ ॥**

উপরের লিখিত প্রকাশ অর্থাৎ কিছু নয় ব্রহ্ম প্রকাশ হওয়াতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় তখন কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া, কর্ত্তৃ=কর্ত্তা ক্রিয়া করিবার কর্ত্তৃত্ব পদ ক্রিয়া করিতে করিতে স্থির হইয়া বিশেষরূপে রোধ হইয়া যায় তখন আর কিছুই থাকে না। ৬অ ২০। ২১।২২।

**জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥ ১২ ॥**

জড় যে প্রকৃতি তাহার বিশেষরূপে ব্যাবৃত্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মাবৃত্ত হইয়া জড় যে শরীর তাহাতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশ হয়, চিদ্রূপে অর্থাৎ স্বরূপে তখন চিৎ রূপমাত্র অন্য কিছুই নাই আমিও নাই নিজেও নাই তখন কিছু কিরূপে থাকিবে। ৬অ ২০।২১।২২।

**ন শ্রুতিবিরোধোরাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥**

যাহা চিরদিন শুনিয়া আইসা যাইতেছে যে, বিশেষরূপে রোধ হইলেই সিদ্ধি কিন্তু তাহা নহে, ইচ্ছা রোধ করিলেও অসিদ্ধি কারণ তাহা হইলে ইচ্ছা রহিত হইল না, কেবল কর্ম্মের দ্বারায় ইচ্ছারহিত হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং হওয়ায় সিদ্ধি। ১২অ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০। ১১অ ৫৫। ৯অ ২২।৯।৪। ৬অ ২৯। ৩অ ৪২।৪৩।

**জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ ॥ ১৪ ॥**

জগৎ সত্য ভ্রম হইতেছে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যে ব্রহ্ম তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ ও জন্যত্বই এই দেখিতে না পাওয়ায় বাধক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্কাইয়া না থাকায়। ৬অ ২০।২১।২২।

**প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ তদুৎপত্তি ॥ ১৫ ॥**

প্রকারন্তরা=অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অন্য প্রকার।

এই জগতের উৎপত্তি প্রকারান্তরা অর্থাৎ এখানে সকলে যেরূপ করে সেরূপ নহে; সে অণুস্বরূপে আপনাপনি হইতেছে এইরূপ আপনাপনি হওয়াতে জগতের উৎপত্তি। ৯অ ১০। ৭অ ৭।৪।৫।৬।

**অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥ ১৬ ॥**

সমস্ত কর্ম্মের উপর উত্তম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব, সকলি আপনা হইতে হইতেছে, আমি কর্ত্তা আমি করিতেছি এরূপ নহে। ১৩অ ৩০।

**চিদবসানা ভুক্তিস্তৎ কর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥**

চিৎ অবসানে অর্থাৎ কূটস্থের অবসান হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া খাইয়াও

খায় না, এইরূপে সমস্ত কর্ম করে ক্রিয়া করিয়া উপার্জ্জন হইয়াছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহারি দ্বারায় ঐ রূপ কর্ম সকল করিতেছেন অথচ ব্রহ্ম কিছুই করিতেছেন না। ১৩অ ৩২।৩৩।২৪।

চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তিনিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাদি লোকেরও আবৃত্তি আছে ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া থাকা প্রযুক্ত অর্থাৎ চন্দ্রাদি দেখা যায় না আবার দেখা যায়। ৬অ ২৭।২০।২১।২২।

লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৯ ॥

লোকেতে উপদেশ পাইলেই যে সিদ্ধি হইবে তাহা নহে অর্থাৎ মন ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া না রাখিলে পুনরাবৃত্তি তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে অর্থাৎ এক ব্রহ্ম না হইলে সিদ্ধি হয় না। ৬অ ৪৭।২৮।২৬।২০।২১।২২।

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

এক সিদ্ধের নিকট যিনি উপদেশ পাইয়াছেন তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলে সব ব্রহ্মময় হয় ও ভালরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে এই শুনিতে পাওয়া যায়। ৪অ ২।৩৪। ৬অ ২০।২১।২২।

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপি উপাধিযোগাদ্ভোগ-
দেশকাললাভোব্যোমবৎ ॥ ২১ ॥

শুনিতে পাওয়া যায় যে এক ব্রহ্ম যদি হইল তবে উপাধি যোগে অর্থাৎ প্রকৃতি যোগে ব্যাপকত্বের গতি রহিল ব্যোমের দেশ কাল ভোগ লাভের ন্যায় অর্থাৎ ব্যোম যদিও এক তথাপি ঘটাকাশ, মটাকাশ ইত্যাদি ভেদ জন্য গতি। ৬অ ২১।

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২২ ॥

সদাসর্ব্বদা যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকে অর্থাৎ একবার থাকিল আবার থাকিল না ইহা হইলে পূতিভাব প্রসঙ্গহেতু সে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় না। ৬ অ ২০। ৫ অ ১৭। ৮ অ ২১।

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বন্ধস্য তদসম্ভবাকুল দিবদঙ্কুরে ॥ ২৩ ॥

একবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আর না থাকা এ তোমার কি উপদেশের দোষ? যেমত বীজ পচা হইলে লাঙ্গলের কি বীজের দোষ? ৬ অ ৩৬।

নির্গুণত্বাত্তদসম্ভবাদহঙ্কার ধর্ম্মাহ্যেতে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব হেতু ক্রিয়ার পর অবস্থা কিছুক্ষণ থাকে এবং থাকে না কেবল অহঙ্কার হেতু হয় এরূপ হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সর্ব্বদা থাকিলে অন্য বস্তুতে

ানের যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্য বস্তুতে মন যাওয়া অহঙ্কারের ধর্ম্ম হইতেছে এই নিমিত্ত ার্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা উচিত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ২৫ ॥

বিশিষ্ট লোকেরা উপর্য্যুক্ত দুয়েতেই থাকে না, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিবার চেষ্টা করে না কারণ সেতো আপনাপনি হয় ও অন্য বস্তুতে না থাকিবার চেষ্টা করে না। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ইচ্ছা রহিত অভ্যাস হইয়া যায় সেই অভ্যাস প্রযুক্ত কোন বিষয়ে আসক্তি পূর্ব্বক চেষ্টা করে না মন দিয়া চেষ্টা না করিলে করা না করা দুই সমান, যদ্যপি কোন্ বস্তুতে থাকা না থাকা দুই সমান হইল তখন না থাকিবারও চেষ্টা করে না, অতএব সে বিশেষরূপে শিষ্ট যে উভয়েতেই থাকিতে ইচ্ছা করে না সে যাহাতে থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাতে তাতেই সন্তুষ্ট এবং যাহা তাহা না থাকিলেও সন্তুষ্ট, বাটীতে ও মরুতে সমানরূপে অনাসক্ত যখন শক্তির দ্বারায় শক্তির চালন করিল তখন আর কোন কিছুতেই আসক্তি থাকিল না তখন বিশিষ্ট আর এখনকার বিশিষ্ট, টাকা কাপড ও জনেতে যাহারা কেহই সঙ্গে যাইবে না। ৯অ ২৮। ৬ অ ২০। ১২ অ ১৪।

অহঙ্কার কর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিনৈশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥ ২৬ ॥

অহঙ্কার কর্ত্তার অধীন আর কার্য্যসিদ্ধি ঈশ্বরের অধীন নয় যে যেমন করিবে তাহার সেইরূপ হইবে প্রমাণ অভাব জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকার জন্য এইরূপ ভাব হইতেছে।

অহঙ্কারের দ্বারায় আত্মায় না থাকাতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিল না, এই নিমিত্ত অহংকর্ত্তা মেনে লয়, কার্য্য=ক্রিয়া করা, সিদ্ধি=যখন ক্রিয়া করা ও না করা দুই মান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তন্নিমিত্ত কর্ত্তার অধীন অহঙ্কার, যেমন তেমন ঈশ্বর অর্থাৎ তুমি যেমন মনে কর আর মনটী আর নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ক্রিয়া করা ও না করা দুই সমান হওয়াতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অধীন নয় ক্রিয়া করার ( অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ক্রিয়া করিবার কর্ত্তা যে আমি তাহা থাকে না, আর খন আমি নাই তখন ক্রিয়া না করা বলে কে ? ) অর্থাৎ দুই এক হওয়াতে এক অধীন নয় দুয়ের, যেমন সমুদ্র অধীন নয় সমুদ্র-জলের ও গঙ্গা অধীন নহে গঙ্গা-জলের কিন্তু সমুদ্রের জলও জল গঙ্গাজলও জল কিন্তু যত নদী সব নীচগামী তন্নিমিত্ত সমুদ্রে সমস্ত নদী যাইয়া স্থির হয় তদ্বৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সকল চঞ্চলত্ব যায় তন্নিমিত্ত স্থিরত্ব চঞ্চলত্বের অধীন নয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা ( ঈশ্বর ) অধীন নয় ক্রিয়ার, কারণ তখন স্থির ও অস্থির দুই এক হইল তখন আর কোন প্রমাণ থাকিল না ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকায় তবে কেবল ব্রহ্ম হইল ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তু থাকিল না সুতরাং অন্য বস্তু থাকার জন্য তাহাতে ভাবের অভাব হইল। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বং ॥ ২৭ ॥

যে ব্রহ্ম দেখা যাইতেছে না ও যাঁহার দ্বারায় সমস্ত হইতেছে অতএব ব্রহ্মে থাকা ও না থাকা দুই সমান, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে সমানরূপে, সে কেমন যেমত যাহা দেখা যাইতেছে না তাহা হইতে যত কিছু হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে না তবে যাহা তাহা এ দুই সমান এইরূপ সমানত্ব যথা ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা দেখিতেছে আসক্তি পূর্ব্বক না দেখায় দেখিয়াও দেখিতেছে না যেমত অন্যমনস্ক লোকেরা দেখে এই দেখা আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখিতেছে না এ দুই সমান, কারণ মন যিনি দেখিবেন তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনাপনি কিছুতে আছেন, যাহা বলিতে পারা যায় না অথচ পরে অনুভব হয় এই অবস্থাই ব্রহ্ম এক্ষণে এক হইল, এক হইলে আর অন্য নাই সুতরাং একমেবাদ্বিতীয়ং হইল ( ব্রহ্ম )। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ২৮। ২ অ ২৯।

মহতোঽন্যৎ ॥ ২৮ ॥

মহৎ যে ব্রহ্ম সে ভিন্ন সে অহঙ্কারের সহিত করার ন্যায় নহে সে আশ্চর্য্য ও ভিন্ন অর্থাৎ সকলের মধ্যে অদৃশ্যরূপে আছেন তাঁহার গুণও অব্যক্ত কারণ এত সূক্ষ্ম যে তাহা বুদ্ধির অগম্য তন্নিমিত্ত অনুভব পদ ব্যক্ত হয় না ফলের দ্বারায় কেবল মহিমা প্রকাশ মাত্র স্থূল পদার্থে দৃষ্টিগোচর হয়, দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য, দৃশ্য বস্তুর গোচর হয় যখন দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দ্রষ্টা প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ হইল তখন আর দৃশ্য কিছুই থাকিল না তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই এক হইল এক হইলেই অন্য কিছুই থাকিল না তখন সর্ব্বং ব্রহ্ম মহৎ যোনিতে গেল সে মহৎ এখানকার মহত্তের মত নহে অর্থাৎ মানসম্ভ্রমবিশিষ্ট নহে সে মহল্লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমস্তই আছে বীজস্বরূপে অথচ দৃষ্টিগোচর হয় না যেমত বট বীজের মধ্যে বটবৃক্ষটী আছে দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্রূপ সকল বস্তু আছে অথচ দেখা যায় না অত্যন্ত সূক্ষ্মহেতু অবিজ্ঞেয়। ৩ অ ১৩।

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপি অনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ২৯ ॥

কর্ম্ম = অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম ( ক্রিয়া ) ক্রিয়া করার জন্য এই শরীরেতে আপন স্বামীর ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কাইয়া থাকায় অনাদি কারণ যখন ঐ অবস্থা আরম্ভ হইল তাহা লক্ষ্য হয় না সুতরাং অনাদি বীজ অঙ্কুরের ন্যায় বীজ হইতে অঙ্কুর যখন হইল তাহার আরম্ভ এত সূক্ষ্মরূপে হইল যে তাহাতে কোন প্রকারে লক্ষ্য করিবার উপায় নাই, লক্ষ্যভেদিবানের ক্রিয়া দ্বারায় লক্ষ্য যে ব্রহ্ম তাহা ভেদ হইল, ভেদ হইলেই প্রকাশ, সেই স্বপ্রকাশ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আরম্ভ এবং কখন যে অনুভব পদস্বরূপ ফল হইল তাহার বোধ ঐরূপ লক্ষ্য হয় না, অনুভব হঠাৎ ও বিনা প্রয়াসে হয়। ৮ অ ১। ৪ অ ৪।

অবিবেকনিমিত্তোবা পঞ্চশিখঃ ।। ৩০ ।।

পঞ্চশিখ নামে ঋষি বলিয়াছেন যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা এক হইয়া না থাকায় অলক্ষ্য লক্ষ্য হয় না কারণ মৃত্তিকার অণুতে জলের অণু, জলের অণুতে তেজের অণু, তেজের অণুতে বায়ুর অণু, বায়ুর অণুতে ব্যোমের অণু, আর ব্যোমের অণুতে ব্রহ্মের অণু, আর ব্রহ্মের অণুর একাংশে জগৎ ( তিন লোক ) এই তিন লোকেরই মধ্যে কাশী সেই পঞ্চ ক্রোশাত্মকা কাশীর মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ তুমি, সেই তুমি কত সূক্ষ্ম তাহা বুদ্ধির দ্বারায় স্থির করিবার উপায় নাই, সেই অলিক্ষিত লক্ষ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আপনাপনি ক্রিয়া দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অনুভব পদের প্রকাশ, প্রকাশ হইলেই অলক্ষিত লক্ষ্য হইল অর্থাৎ যাহা কিছু নয় তাহা লক্ষ্য হইল অর্থাৎ ব্রহ্ম, এখানে লক্ষ্য করিবার লোক কেহ থাকিল না এই নিমিত্ত লোক অলোক হইল সুতরাং সব অলৌকিক হইল এক না হওয়াতে অনেক লোক এক পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম অলৌকিক সব এক হইলেই সব ব্রহ্ম তখন আর কিছুই নাই অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিকেতে ব্রহ্ম। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তে পুরুষার্থঃ ।। ৩১ ।।

যাহা তাহাব উচ্ছেদ পুরুষার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার অবস্থা উপরের লিখিত যাহা অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা বা না থাকা অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া তাহার লক্ষ্য করা, বা না করে, এ দুয়ের উচ্ছেদ অর্থাৎ থাকা। ক্রিয়া করিয়া করিযা ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদাই থাকা এই পুরুষার্থ। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৮। ৫ অ ১৯। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৪। ৬ অ ৪৭।

সম্পূর্ণ।

## বিজ্ঞাপন ।

যাহা অব্যক্ত তাহার বিষয়ে লেখা কিংবা বলা কেবল প্রলাপ মাত্র। ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত ধৌরুয়া নিবাসী তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু চিত্রসেন সিংহ মহাশয় ইহা ছাপাইবার জন্য ১০০ ্ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

প্রকাশকস্য ।

# জপ্‌জি।

## নানক সাহেব কৃত আদি গ্রন্থ।

ওঁ সত্যনাম কর্ত্তাপুরুষ, নির্ভয়, নির্বৈর, অকাল, অমূর্ত্তি, অযোনি, সৈভং গুরুপ্রসাদ। জপ—আদি সচ্‌, যুগাদি সচ্‌, হ্যায়ভি সচ্‌, নানক হোসি ভি সচ্‌।

ওঁ অর্থাৎ এই শরীর, ইহার মধ্যে আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম, তিনিই সত্য। আর সেই নাম যাহা অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেছেন; তিনিই কর্ত্তা ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষের কোন ভয় নাই অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর ভয় নাই। ইচ্ছা রহিত তজ্জন্য তাঁহার কোন শত্রু নাই; অকাল অর্থাৎ কালরহিত অমরপদ হইতেছেন। কোন আকারবিশিষ্ট নহেন—বিশ্বময়, কোন যোনি হইতে নির্গত হন নাই। সকল বস্তুই সেই ব্রহ্মযোনি হইতে হইয়াছে এবং সকলেতেই ব্রহ্মের অণু নির্লিপ্তভাবে প্রবেশ করিয়া আছে। সৈভং অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক; আত্মারাম গুরুর সাধন অর্থাৎ ক্রিয়া করার পর যে অবশিষ্ট, বিচিত্র, অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়ার পরাবস্থা; সেই ক্রিয়া করার নামই অজপা জপ হইতেছে। আত্মাই আদিতে ছিলেন; তদ্ব্যতীত কিছুই নাই, আত্মা সর্ব্বব্যাপক তন্নিমিত্তে তিনিই সত্য; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ, ইহার আদিতে ব্রহ্ম তিনিই সত্য। প্রভাত হইতে দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত সত্য কাল, দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ত্রেতা, সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত দ্বাপর এবং দুই প্রহর রাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত কলি; ইহার পূর্ব্বে যে কূটস্থ ব্রহ্ম তিনিই সত্য। আছেনও সত্য আর যাহা কিছু ভবিষ্যতে হইবে তাহাও সত্য ব্রহ্ম এইরূপ নানক সাহেব জানিয়া বলিতেছেন।

সকলের তাৎপর্য্য 'এক ব্রহ্ম'।

> শোচে শোচি ন হোওয়েই, যে শোচি লাখ্‌বার্‌।
> চুপে চুপে ন হোওয়েই, যে লায় রহা লিওতার্‌।
> ভূখিয়া ভুখ্‌ না উত্‌রী, যে বন্না পুরিয়া ভর্‌।
> সহস্‌ সিয়ান্‌পা লাখ্‌ হোয়, তো এক না চলে নাল্‌।
> কেউ সুচিয়ারে হোইয়ে, কেউ কূড়ে তুটে পাল্‌।
> হুকুমর্‌যায়ী চল্লনা, নানক লিখিয়া নাল্‌। ১॥

১। পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপকে লক্ষবার বিবেচনা করিলেও অনুভব করিবার যো নাই কারণ তখন তিনি এক হইয়া গিয়াছেন, তখন কে কাহার শোচনা করে। কথা না কহিলেই যে মৌনী হইল তাহা নহে কারণ তাহার মন অনেক দিকে যাইতেছে, মনেতে মন মিলে নাই; যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন মনেতে না মিলিয়া যায় ততক্ষণ সকল পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হয় না; যখন জীবাত্মা পরমাত্মাতে সংলীন হইয়া এক হইয়া যায় তখন কে কাহাকে কি বলিবে তন্নিমিত্তে সেই পূর্ণব্রহ্ম অব্যক্ত সুতরাং লীন হইয়া যে মৌন হওয়া সেই মৌন, যখন আর কথা বলিতে ইচ্ছাই হয় না। তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম অশোচ্য ও অব্যক্ত।

যে কি ক্ষুধার্থ তাহার ক্ষুধার দ্বারায় তৃপ্তি হয় না অর্থাৎ কেবল তৃষ্ণা ইচ্ছা করে—চলার দরুন তাহার নিবৃত্তি কখনই হয় না। তৃপ্তি তাহারই হয় যাহার আত্মা দ্বারা এই ঘটেতে আত্মাকে জিতে প্রশান্ত মন; আত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া তৃপ্ত না হইযাছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহার নিত্যই হয় নাই তাহার তৃষ্ণা ইচ্ছা রহিয়াছে। তাৎপর্য্য ব্রহ্ম নিস্পৃহ অতএব ব্রহ্ম অশোচ্য, অব্যক্ত ও নিস্পৃহ হইতেছেন।

হাজারো চতুর লোকের চতুরাই লাগে না কারণ ব্রহ্ম পূর্ণ এবং অপ্রমেয়—চতুরাই করিতে গেলেই দুই হয়; এক আপনি আর কোন বিষয়ে চতুরাই; ব্রহ্ম—অশোচ্য, অব্যক্ত, নিস্পৃহ এবং অপ্রমেয় অতএব কি প্রকারে ব্রহ্ম শোচনার যোগ্য হন এবং কি প্রকারেই বা মূঢ় লোকেরা পার উত্‌রিয়া যাইবে। নানক সাহেব বলিতেছেন যে শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যেমত যেমত সেই অপ্রমেয় ব্রহ্মের অণুর গর্ভেতে যোগ করিয়া থাকিবে। থাকিতে থাকিতে স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধি হইবে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম হইবে।

হুকুমি হোওনি আকার, হুকম্‌ ন কহিয়া যাই।
হুকুমি হোওনি জিঅ, হুকম্‌ মিলে বড়িয়াই।
হুকুমি উত্তম নীচ, হুকুমি লিখ দুখ্‌ সুখ্‌ পাই।
একনা হুকুমি বক্‌সিস, এক হুকুমি সদা ভওয়াই।
হুকুমি অন্দর্‌ সভ্‌কো, বাহর্‌ হুকম্‌ ন কোই।
নানক হুকুমে যে বুঝে, তা হও মৈঁ কহে ন কোই। ২।

২। হুকুম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মের অনিচ্ছার ইচ্ছাতে সব হইতেছে অর্থাৎ পঞ্চভূত এবং পঞ্চমহাভূত; সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি অব্যক্ত, যে অনুভব করিয়াছে সেই জানিতে পারে; হুকুমই সব জীব হইতেছে অর্থাৎ যাহারা আত্মাতে না থাকে তাহারাই জীব; হুকুম অর্থাৎ তাঁহারই কৃপাতে শ্রেষ্ঠ শিবত্ব পদকে পায়, যদ্যপি আত্মাতে সদা সর্ব্বদা থাকে, জীব হইতেই শিব হয়; যে এইরূপ প্রকার অনুভব শক্তি দেখে সেই তাঁহার মহিমা বুঝিতে

পারে ; যেমন কোন ইচ্ছা করিবার পূর্ব্বেই তাহা উপস্থিত হয়। আপনাপন কর্ম্মের গুণে নীচও উত্তম হইয়া থাকে, তাহাও সেই ব্রহ্মেরই অনুজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; তাঁহারই আজ্ঞানুসারে অদৃষ্টের লিখিত সুখ দুঃখ প্রাপ্তি হয়। যিনি তদ্‌গতচিত্ত ক্রিয়ার দ্বারা তদ্রূপ হইয়া তৎশক্তিবান্ হন তাঁহারই এই শক্তি বক্‌সিস্ হয়। এরূপ যাহার হইয়াছে সে ভবসাগরের উপর পুল বাঁধিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। ভবসাগর মায়া অর্থাৎ অন্যদিকে মন দেওয়া তাহার উপরে পুল বাঁধা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকা। এইরূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহাকে মায়াতে আর বদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার হয় মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না ; ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যত কিছু সব করিতেছে কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহে ; মন স্থির থাকায় কিছুতেই বিচলিত হয় না, তাঁহারই আজ্ঞাতে স্বভাবতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সকলেই আপনাপন কর্ম্ম, গুণান্বিত হইয়া করিতেছে--ইহাই স্বভাব, সেই স্বভাব-বিশিষ্ট হওয়ায় সমুদয় পৃথিবীর ক্ষমতা স্থিতি হইলে হয় এবং মন নির্ম্মল হইলে হয় ; যখন মন নিজে চঞ্চল তখন স্বভাবের কোন গতি অনুভব করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ কেহই একটা বিষয়ে রাত্রি দিন লক্ষ্য রাখিতে পারে না, বিনা ধারণাতে কিছুই লক্ষ্য হইতে পারে না ; চেষ্টা করিয়া অভ্যাস দ্বারা কিছু কালের নিমিত্ত কেহ কেহ করিতে পারেন কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত সদা সর্ব্বদা হইতে পারে না। এইরূপ স্বভাবের যে নিয়ম তাহার বাহির কেহই যাইতে পারে না। নানক সাহেব বলিতেছেন যে এই স্বভাব বুঝিতে পারে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে পারে সে "আমি" এই কথা বলে না। অকর্ত্তাকে সে দেখে গীতাতে প্রমাণ "অকর্ত্তারম্ স পশ্যতি" অর্থাৎ যাহা কিছু হইতেছে সব স্বভাবতই হইতেছে এবং সকল স্বভাবেতেই সে ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতেছে অতএব স্বভাবই কর্ত্তা ও অকর্ত্তা অতএব নাহং কর্ত্তা অথচ সৃষ্টি কর্ত্তা।

গাওয়ে কো তান্, হোওয়ে কিসে তান্।
গাওয়ে কো দাত্, জানে নিশান্।
গাওয়ে কো গুণ্, বড়িয়াইয়া চার্।
গাওয়ে কো বিদ্যা, বিখম বিচার্।
গাওয়ে কো সাজ্, করে তন্ খেহ্।
গাওয়ে কো জিঅ, লে ফের্ দেহ্।
গাওয়ে কো জপে, দিসে দূর্।
গাওয়ে কো বেখে, হাদ্‌রা হদূর্।
কথ না কথীনা, আওয়ে তোট্।

কথ্ কথ্ কথী, কোটি কোট্‌ কোট্‌।
দিন্দা দেঁ, লেন্দে থক্ পাই।
যুগা যুগান্তর্, খাঁহি খাই।
হুক্‌মি হুকম, চলাওয়ে রাহ্‌।
নানক বিগ্‌সে, বেপরওয়াহ্‌ ॥ ৩ ॥

৩। তাঁহার গুণানুবাদ অসীম, তিনি নিজে অসীম্ হওয়াতে,—তাঁহার গুণানুবাদ কাহারও বর্ণনা করিবার সাধ্য নাহি; কোন্ কোন্ তত্ত্ব মিলিয়া কি কি পদার্থ হইতেছে তাহা বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার কর্ম্ম সব দিব্য হইতেছে অর্থাৎ পরব্যোম মহাকাশের, এই ব্যোমেতেই যখন মনুষ্য স্থির করিয়া দেখিতে পারেনা তখন পরব্যোমের কীর্ত্তি কি বুঝিবে সুতরাং অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়; তদ্রূপ হইলে কিছু কিছু দৈবী মহিমা অনুভব হয়। তাঁহার অনন্ত মহিমা যাহা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারায় যে অমরপদ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে স্থিতি তাহার বর্ণন কে করিতে পারে? যাহার সে বিদ্যা হইয়াছে সেও বর্ণন করিতে পারে না, সে কেবল বোবার গুড় খাওয়া মাত্র, মনে মনে অনুভব করিতেছে কিন্তু মুখে ব্যক্ত করিবার যো নাই যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিত্য থাকিলে হইয়া থাকে। যদ্যপিস্যাৎ তাঁহার বর্ণন করিতে যায় তাহা হইলে এই শরীর মাটী হইয়া যায় অর্থাৎ অনন্ত গুণের অন্ত কে করিবে? বর্ণন করিতে গেলে জীব পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। যদ্যপিস্যাৎ তাঁহারই জপ করে কিন্তু দেখে যে তিনি অনেক দূর আছেন; যদি তাঁহার ধ্যান করে তাহা হইলে দেখে যে আমিত সব, যাহা কিছু বলিলাম, আর যাহা কিছু বলিয়াছি দুয়েরই অন্ত নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানেতে যত কিছু বলা সকলেরই অন্ত নাই, এমনতর বস্তু তিনি দিয়াছেন যাহা যুগ যুগান্তরেও তাহার ধারণার কম হয় না; স্বভাবেতে করিয়া ভগবান্ সকলকেই চলাইয়া লইয়া যাইতেছেন (এই ক্রিয়া করিতে)। নানক সাহেবকে ভগবান্ এই বক্‌সিস্ দিয়াছেন বেপরওয়ায় অর্থাৎ কোন বস্তুর ইচ্ছা নাই অর্থাৎ বেঁচে থেকে যিনি মুক্ত তাহার পরকালের জন্য কোন পরওয়ায় নাহি।

সাচা সাহেব সাচ্ নাও, ভাখিয়া ভাও অপার্।
আখহি মাঙ্গহি দেঁহ্‌ দেঁহ্‌ দাত্ করে দাতার্।
ফের্ কি আগে রাখিয়ে, জিত্ দিসে দরবার্।
মূহ্ কি বোলন বোলিয়ে, জিত্ শুন্ ধরে পিয়ার্।
অমৃত বেলা সচ্ নাও, বড়িয়াই বিচার্।

কম্মি আওয়ে কাপ্‌ড়া নাদ্‌রী মোখ্‌ দুয়ার্‌।
নানক এওয়ে জানিয়ে, সব্‌ আপে সুচিয়ার্‌।
আপিয়া না যাই, কিতা না হোয়।
আপে আপ্‌ নিরঞ্জন সোয়।
জিন্‌ সেবিয়া তিন্‌ পায়া মান্‌।
নানক গাওয়ে গুণি নিধান ॥ ৪ ॥

৪। সাহেব অর্থাৎ উত্তম পুরুষ নারায়ণ তিনিই সত্য ; তাঁহার নাম অর্থাৎ ব্রহ্ম, সেই নামই সত্য ; তাঁহার ভাব অর্থাৎ তিন গুণের অতীত তাহা অব্যক্ত ; জিজ্ঞাসুকে দেন অর্থাৎ নিশ্চয়ই পায় এইরূপ হইলে দরবারে পৌছায় আর কিছুই বাকী থাকে না। ওঁকার ধ্বনি শুনিলে যাহাতে প্রেম হয় ; প্রাতঃকালের সময়টা বিচার করা চাই, সেই সময়েই ব্রহ্ম দেখিতে পাওয়া যায় যাহা মোক্ষের দ্বার হইতেছে। নানক সাহেব বলিতেছেন যে আপনাপনি হুঁসিয়ার হইয়া যায়, অবস্তুর বস্তু প্রযুক্ত তাঁহাকে স্থাপন করা যায় না এবং কোন রকমে তাঁহাকে করাও যায় না ; তিনি স্বয়ং কূটস্থস্বরূপ হইতেছেন ; যিনি সেই কূটস্থের সেবা করেন তাঁহাকে সকলেই মানে, এমনতর গুণনিধান কে নানক সাহেব সদা সর্ব্বদা মনন করিতেছেন।

গাইয়ে শুনিয়ে মন্‌ রাখিয়ে ভাও।
দুখ্‌ পরিহরি সুখ্‌ ঘর লে যাই।
গুরুমুখ্‌ নাদং গুরুমুখ্‌ বেদং গুরুমুখ্‌ রহিয়া সমাই।
গুরু ঈশ্বর, গুরু গোরখ্‌ ব্রহ্মা গুরু পার্ব্বতী মাই।
যে হোও জানা, আখা নাহি কহনা, কহন না যাই।
গুরু একা দেহী বুঝাই।
সভ্‌না জীয়া কা এক দাতা সো মৈঁ বিসর ন যাই ॥ ৫ ॥

৫। গান করুন অর্থাৎ তাঁহার গুণানুবাদ, মহিমা দেখিয়া করুন, দৈববাণী ও ওঁকার ধ্বনি শ্রবণ করুন আর মন ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মেতে আপনাপনি প্রেমরূপ নেসাতে মগ্ন থাকে, এইসব ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিরন্তর থাকিলে হইয়া থাকে ; দুঃখ পরিহরি সুখের যে ঘর ( অর্থাৎ সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাকা ) ক্রিয়ার দ্বারা লইয়া যায়। আত্মার দ্বারা ক্রিয়া করিতে করিতে ওঁকার ধ্বনি শুনা যায় ; আত্মার ক্রিয়ার দ্বারাই সব জানা যায় ; আত্মারাম গুরু তিনি পরমাত্মাতে লীন হইয়া স্থির হইয়া আটকাইয়া রহিয়াছেন। সেই আত্মারাম গুরু স্থির হইলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় ; জিহ্বা উঠাইয়া স্থির হইয়া সুষুম্নায়

থাকা যাহা গোরক্ষনাথ থাকিতেন, অতএব আত্মাই গোরক্ষ ; আত্মাই মূলাধারে ব্রহ্মস্বরূপ সকল বস্তুর অনিচ্ছার ইচ্ছায় সৃষ্টি সব করিতেছেন ; পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিকোণ যন্ত্র তাহাতে থাকেন বলিয়া পর্ব্বতী ; প্রকৃতি যাহা আত্মারাম মহাদেবের উপর রহিয়াছেন ; সেই দেহী প্রকৃতিস্বরূপ অম্বর উপরে ধারণ করিয়া আছেন তাহাই কালী। যে জেনেছে সে বলিতে পারে না কারণ তিনি অব্যক্ত "যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" আত্মারাম গুরু তিনি সর্ব্বব্যাপক এক হইয়া যান অর্থাৎ আমিত্ব থাকে না। নানক সাহেব বলিতেছেন যে সব জীবের মধ্যে একই ব্রহ্ম তাহা আমি ভুলিতে পারি না।

তীরথ্ নাওয়া যে তিস্ ভাওয়া
বিন্ ভানে কি নাই করি
যেত্তি সৃষ্টি উপায় বেখা বিন্ কর্‌মা কি মিলি নাই।
মতি বিচ্ রতন জওয়াহর মানিক
যে এক গুরু কি শিখ্ওনি
গুরা এক—দেহী বুঝাই।
সভ্‌না জিআ কা এক দাতা সো মৈঁ বিসর ন যাই। ৬॥

৬। আত্মতীর্থে না স্নান করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা না হইলে ভাবই হয় না অর্থাৎ যোগেতে যুক্ত হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম না করিলে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—যত কিছু উপায় এই সংসারে আছে। পরাবুদ্ধিতে ব্রহ্ম আছেন এইরূপ গুরুমুখে শুনা আছে। সেই অমূল্য ধন। গুরু এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে সকলের একই দাতা অর্থাৎ সেই গুরুদত্ত ব্রহ্মস্বরূপ অমূল্য ধন আমি যেন ভুলি না অর্থাৎ সকলেতেই ব্রহ্ম দেখি।

যে যুগ চারে অর্‌জা হোর্ দশুনি হোই।
নওয়া খন্তা বিচ্ জানিয়ে নাল্ চলে সভ্ কোই।
চঙ্গা নাওঁ রাখায়কে যশ কীর্‌ত্তি জগ্ লে।
যে তিস্ নদর্ ন আওয়েহি ত বাত্ ন পুচ্ছে কে।
কীটা অন্দর্ কীট্ করি দোষী দোষ ধরে।
নানক নির্গুণ্ গুণ করে গুণবন্তিয়া গুণ দে।
তেহা কোইন সুঝই যে তিস্ গুণ্ কোই করে। ৭।

৭। সৃষ্টি নয় খণ্ডের অর্থাৎ এই দেহের মধ্যে নব ইন্দ্রিয় যেমন আছে তাহাই চারি যুগে থাকবে ; এ জগতে আসিয়া ভাল কর্ম্ম ক্রিয়া করিয়া যশ ও কীর্ত্তি লাভ করুন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা না থাকে, দৈবী অনুভবের দ্বারা ভগবানের মহিমা না জানায় কোন লোকই তাহার সঙ্গে কথা কহে না। আপনাপনি কীটাণুকীটস্বরূপ বিবেচনা করা চাই। নিজে দোষী বিবেচনা করা চাই। নিজে দোষী বিবেচনা করিয়া নিজের দোষ সব দেখা চাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্ম সেই এক গুণ তাহাতেই নানক সাহেব রহিয়াছেন। সেই নির্গুণ গুণবস্ত তিনিই সব গুণ দেন; তাঁহাতে থাকিলে সেই নির্গুণস্বরূপ গুণবন্তের গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না; দৈবী হঠাৎ প্রকাশ হয়।

শুনিয়ে সিদ্ধ পীর্ সুরনাথ্।
শুনিয়ে ধরত ধওল আকাশ্।
শুনিয়ে দ্বীপ্‌লোয় পাতাল্।
শুনিয়ে পোত্র ন সক্কে কাল্।
নানক ভগ্‌তা সদা বিগাস্।
শুনিয়ে দুখ্‌পাপ্‌কা নাশ্॥ ৮॥

৮। এই সকল শুনা যায় সিদ্ধ, পীর, দেবতা, পৃথিবী, সাদা আকাশ, দ্বীপ লোক, পাতাল; কাহাকেও কাল গ্রাস করিতে পারে না ইহাও শুনা গিয়াছে। নানক সাহেব বলিতেছেন—এ সকল শুনিয়াই আসিতেছি; আমি কেবল সেই এক ভক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকি তাহাতেই সব প্রকাশ অনুভব হয় এবং যেখানে থাকিলে সকল দুঃখ ও পাপের অর্থাৎ অন্যদিকে মন যাওয়ার নাশ হইয়া যায়।

শুনিয়ে ঈশ্বর ব্রহ্মা ইন্দ।
শুনিয়ে মোখ্‌ সলাহন মন্দ।
শুনিয়ে যোগ যুগন্ত তন্ ভেদ।
শুনিয়ে শাস্ত্র, স্মৃতি বেদ।
নানক ভগ্‌তা সদা বিগাস।
শুনিয়ে দুখ্‌পাপ্‌কা নাশ॥ ৯॥

৯। ঈশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ভাল মুদ্রা, যোগ, যুক্তি, শরীরে সব ভেদ, শাস্ত্র, স্মৃতি, বেদ এই সকল শুনিয়াছি; নানক সাহেব বলিতেছেন যে, একাগ্র চিত্ত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই ব্রহ্মেতে স্থিতিস্বরূপে থাকিলেই সব প্রকাশ।

শুনিয়ে সৎ সন্তোখ্‌জ্ঞান।
শুনিয়ে অট্‌ষট্‌কা ইস্‌নান্।
শুনিয়ে পড়্‌পড়্‌পাওয়েহি মান।

শুনিয়ে লাগে সহজেই ধ্যান।
নানক ভগ্‌তা সদা বিগাস।
শুনিয়ে দুখ্‌ পাপকা নাশ ॥ ১০ ॥

১০। সৎ, সন্তোষ, জ্ঞান, ৬৮ তীর্থে স্নান করা, পড়িয়া পড়িয়া মান হয়, সহজেই ধ্যান লেগে যায়, এই সমুদয় শুনা যায়। নানক সাহেব বলিতেছেন কেবল এক ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া স্বপ্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

শুনিয়ে সরা গুণাকে গাহ্‌।
শুনিয়ে শেখ্‌ পীর পাত্‌শাহ্‌।
শুনিয়ে অন্ধে পাওয়ে রাহা।
শুনিয়ে হাত্‌ হোওয়ে আশগাহা।
নানক ভগ্‌তা সদা বিগাশ।
শুনিয়ে দুখ্‌ পাপকা নাশ ॥ ১১ ॥

১১। ইহাও শুনিয়াছি সরল, গুণগ্রহণ, শেখ্‌, পীর, পাত্‌শাহা, অন্ধ রাস্তা পায়; নানক সাহেব বলিতেছেন যে কেবল একভক্তি সকল দুঃখ ও পাপের নাশ হয়।

মনে কি গতি কহি না যায়।
যে কো কহে পাছে পছ্‌তায়।
কাগৎ কলম ন লিখন হার।
মনেকা বহি করণ বিচার।
এইসা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন্‌ জানে মন কোয় ॥ ১২ ॥

১২। মনের গতি কিছু বলা যায় না; যদি ক্রিয়ার দ্বারা মন আপনাতে আপনি থাকে তবে অগতির গতিকে প্রাপ্ত হয়; সে গতি দেখা যায় না, তাহার নাম দৈব গতি; যাহার দ্বারা স্বপ্রকাশ বোধ আপনাপনি হয় এবং অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি মহিমা ব্যক্ত হয়; ব্রহ্ম অনন্ত— মনই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের গতি অপার সুতরাং মনেরও গতি অপার যাহা যোগীদিগেরও গম্য নহে। সেই মন স্থির করিবার উপায় এক মাত্র ক্রিয়া হইতেছে। যিনি মনের গতি বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি ভিতরের ও বাহিরের অনন্ত বিস্তার দেখিয়া বলেন যে কি দেখিলাম কিছুইত নাই; তন্নিমিত্ত সাধুরা প্রায়ই এইরূপ অজ্ঞ হইয়া থাকে। যদি পৃথিবীর মতন কাগজ, সুমেরুর মতন কলম এবং গণেশের মতন লেখক হয় তাহা হইলে মন ব্রহ্মের গতি সকল লিখিতে পারে না। অতএব ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা কর্ত্তব্য।

এইরূপ অলক্ষ্য, অব্যক্ত নিরঞ্জন কূটস্থ ব্রহ্মের নাম হইতেছে সেই ব্যক্তিই জানে যিনি মনের দ্বারা মনকে জানিয়াছেন।

মনে সোরত হোওয়ে মন বুদ্ধ।
মনে সগল ভওন কি সুদ্ধ।
মনে মুহ চোটা নহি খাই।
মনে যমকে সাথ ন যাই।
এইসা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন জানে মন কোয় ॥ ১৩ ॥

১৩। মনেতে মন থাকিলেই পরাবুদ্ধিতে প্রবেশ করে; মন ও পরাবুদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করে; তখন চতুর্দ্দশ ভুবন স্বপ্রকাশেতেই সকল প্রকাশ হয়; মনের দ্বারাই ক্লেশ হয়, যদ্যপি সেই মনই মনেতে থাকিল, তবে ক্লেশ কোথায়? তাহা হইলে কালকে ধরিয়া রাখা হইল, তাহা হইলে আর মৃত্যুভয় কোথায়? এইরূপ কূটস্থ ব্রহ্ম হইতেছেন, যে মনেতে মনকে রাখে সেই জানে।

মনে মারগ ঠাক্ ন পায়।
মনে পতি সেও পরগট্ যায়।
মনে মগন চলে পন্থ।
মনে ধরম সেতি সনবন্ধ।
এইসা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন জানে মন কোয় ॥ ১৪ ॥

১৪। বিষয় বুদ্ধিতে মনের রাস্তার স্থিতি পায় না; মনের মার্গের বহু শাখা ও অনন্ত; মন এমনি যে পতির সঙ্গে প্রগট যায়; অর্থাৎ অন্তর দৃষ্টিতে আত্মা পরমাত্মা-স্বরূপ স্বামীতে প্রত্যক্ষরূপ চলিয়া যায়; মন না থাকিলে কিছুই হয় না; মনের দ্বারাই ধর্মের সম্বন্ধ হয়। এইরূপ কূটস্থ ব্রহ্ম নিরঞ্জন হইতেছেন। যিনি মনকে জানেন তিনিই জানিতে পারেন।

মনে পাওয়ে মোখ্ দুয়ার।
মনে পরওয়ারে সোধার।
মনে তরে তারে গুরুশিখ্।
মনে নানক ভওহি ন ভিখ্।

এইসা নাম নিরঞ্জন হোয়়।
যে কো মন জানে মন কোয়় ॥ ১৫ ॥

১৫। ক্রিয়ার দ্বারাই মোক্ষদ্বার প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক সম্বদ্ধতা হইয়া যায়; মোক্ষ হইলেই সব নাশ হইয়া যায়; আত্মারাম গুরু, মনরূপ শিষ্যকে তরিয়া দেন। নানক সাহেব কহিতেছেন যে পরে অভয় পদ প্রাপ্ত হয়; এইরূপ কূটস্থ ব্রহ্ম নিরঞ্জন হইতেছেন যে যিনি সদা সর্ব্বদা আত্মাতে থাকেন তিনিই জানেন।

পঞ্চ পরওয়ান্ পঞ্চ পর্‌ধান্।
পঞ্চে পাওয়েহি দরগহি মান্।
পঞ্চে সোওয়েহি দর্ রাজান্।
পঞ্চ কা গুরু এক ধিয়ান্।
যে কো কহে করে বিচার্।
কর্‌তে কো কর্‌নে নাহি স্থমার্।
ধওলে ধরম্ দইয়া কা পুত্।
সন্তোখ্ থাপি রাখিয়া জিনে স্থত্।
যে কো বুঝে হোওয়ে শুচিয়ার্।
ধওলে উপর কেত্তা ভার্।
ধর্‌তি হোর্ পরে হোর্ হোর্।
তিস্‌তে ভার্ তলে কোওন জোর্।
জিঅ জাত্ রংগা কে নাও।
সভ্‌না লিখিয়া বড়ী কলম্।
এহ্ লেখা লিখ্ জানে কোই।
লেখা লিখিয়া কেত্তা হোই।
কেত্তা তান্ সয়ালিহ্ রূপ্।
কেত্তা দাত্ জানে কোন্ কুত্।
কেত্তা পসাও একেএ কওয়াও।
তিস্‌তে হোওয়েই লখ্ দরিয়াও।
কুদরত্ কওন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাওয়া এক বার্।

যে তুধ, ভাওয়ে সোই ভলিকার।
তো সদা সলামত নিরংকার॥ ১৬॥

১৬। পঞ্চ তত্ত্বই প্রধান হইতেছে; সেই পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চ প্রাণ:—প্রাণ, অপান, সমান্, উদান ও ব্যান, ইহারাই প্রধান হইতেছেন; ইহাদিগের দেবতা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়; এই পঞ্চকে যে বশে আনিতে পারিয়াছে, সে সেই স্থান পায় যেখানে গেলেই মান কাযে কাযেই হয়, কারণ সে স্থানে গেলেই জীবনের শোভা। এই পঞ্চকে এক করিলেই আত্মা ব্রহ্ম হইয়া যান, আত্মাই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মই ধ্যান; এ ধ্যান দুই বস্তুর ধ্যান নহে; এখানে ধ্যেয় ও ধ্যাতা নাই; সব এক হইয়া যাওয়াই ধ্যান। সেই ব্রহ্মের বিচারের সুমার নাই অর্থাৎ অনন্ত হইতেছে, দয়া হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি; আপনি ধর্ম্মের দ্বারা পবিত্র হইয়া অন্যকে পবিত্র করা উচিত; যে ব্যক্তি ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সন্তোষরূপ স্থিতি ব্রহ্মসূত্র পদে রাখিয়াছেন এবং যিনি এই ব্রহ্মসূত্র পদকে বুঝিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান্; দেখুন! সেই অনন্তদেব ব্রহ্মসূত্রপদ কত ভার তাঁহার উপর রহিয়াছে—যিনি সকলের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছেন; এই পৃথিবী ও সেই ব্রহ্মসূত্রপদে রহিয়াছে, পৃথিবীর পরে অন্তরীক্ষ এবং তৎপরে কত কত লোক আছে তৎসমুদয়ই সেই ব্রহ্মসূত্র পদে রহিয়াছে; অতএব দেখুন ব্রহ্মের এক অণুতে কত বোঝা রহিয়াছে; অতএব দয়াই মূল বস্তু এবং তাহাই ধর্ম্ম হইতেছে। ব্রহ্মের অণুর এই সহগুণ দেখিয়া সাধুদিগেরও সহগুণ হওয়া উচিত। এই যে ভার অনন্তদেবের উপর আছে কিন্তু তিনি কিসের উপর জোর দিয়া আছেন? সেই জোরই অর্থাৎ শক্তিই ব্রহ্ম। অনেক রূপ বর্ণন অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারেন নাই কারণ তিনি অব্যক্ত, তাঁহার সীমা নাই তিনি অনন্ত, তিনি যে সকল শক্তি দিয়াছেন তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কে জানে? পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ মহাভূত এসকলকে এক করিতে গেলে অনেক প্রসার হয় লক্ষ সমুদ্রের মতন। তাঁহার শক্তির কে বর্ণন করিতে পারে? একবারও সে শক্তির মধ্যে প্রবেশ করবার যো নাই। যাহা তোমার ভাল বিবেচনা হয় অর্থাৎ যাহাতে মনের প্রীতি হয় তাহাই কর; সর্ব্বদা সেই নিরংকার অর্থাৎ কূটস্থেতে থাক।

অসংখ, জপ, অসংখ, ভাও।
অসংখ, পূজা অসংখ, তপতাও।
অসংখ, গ্রন্থ মুখ, বেদ পাট্।
অসংখ, যোগ মন রহাই উদাস্।
অসংখ, ভগত্ গুণ জ্ঞান বিচার,।

অসংখ্‌ সতী অসংখ্‌ দাতার্‌।
অসংখ্‌ সুর মুহ্‌ ভখ্‌ সার।
অসংখ্‌ মন লিও লাই তার্‌।
কুদরত্‌ কওন কহা বিচার্‌।
বারিয়া ন যাওয়া এক বার্‌।
যে তুধ্‌ ভাওয়ে সোই ভলিকার।
তো সদা সলামত্‌ নিরংকার ॥ ১৭ ॥

১৭। বারম্বার কোন মন্ত্র জপ করার নাম জপ; কিন্তু মন্ত্র নিশ্বাস ও শ্বাসরূপ হইতেছে; তাহা প্রাণিমাত্রেই করিতেছে;

"শিবাদিকৃমিপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনং।
নিশ্বাসশ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ংবর্ত্ততে প্রিয়ে ॥"

ইতি তন্ত্র।

জপের অন্ত নাই; তিন গুণের অতীত হইলে ভাব হয়; ভাব অনন্ত। যোনি হইতে যোনি পর্য্যন্ত বায়ু প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণস্বরূপ প্রাণায়াম পূজা হইতেছে; সেই প্রাণায়াম দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতেছে; অষ্ট প্রাণায়াম—সকলের মতলব একই; পূজাও অনন্ত। কূটস্থে থাকার নাম তপ, তপ্‌ও অনন্ত; গ্রন্থাদির অন্ত নাই তাহার মধ্যে মুখ্য বেদের পাঠ; বেদ শব্দের অর্থ জানা; কিছু না জানার নামই জানা অর্থাৎ অবস্তুর বস্তু। মন ব্রহ্মেতে অর্পণ করার নাম যোগ হইতেছে; তাহা অনন্ত প্রকারে হইতে পারে, যাহাতে ক'রে মন উদাস হইয়া থাকে, কোন কর্ম্মেতে আসক্তি থাকে না; গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করার নাম ভক্তি, তাহা নানা প্রকারে নানা লোকে করিয়া থাকে, ভক্তও অসংখ্য গুণও অনন্ত; অন্তরাত্মায় থাকিতে থাকিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা নানাবিধ কিন্তু নিত্যই স্থিতিপদ রহিয়াছে এবং অনুভবের দ্বারা অনন্ত বস্তুর ও অনন্ত রূপের জ্ঞান হইতেছে; জ্ঞান অনন্ত। বিচার অনন্ত; যেখানে ভাল মন্দ কিছুই নাই, সৎ অসতের পর ব্রহ্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া, অনন্ত সুখে বুদ্ধির অগ্রাহ্য পদ প্রাপ্ত হয়; যেখানে এই বলিয়া কিছু জানা যায় না অথচ স্থিতি রহিয়াছে, তত্ত্বের দ্বারা চলিতেছে, যে বস্তু বিচারের দ্বারা লাভ করিলে অন্য বস্তু লাভ বলিয়া বিবেচনা হয় না; এইরূপ অনন্ত বিচার কিন্তু লক্ষ্য বস্তু একই ব্রহ্ম হইতেছে। যাহাকে স্থিতি ও পরম পদ বলে সেই অমর পদ। সৎ ব্রহ্মেতে থাকা নানা রূপে হয়, সেই সৎপথে থাকিবার দাতা অর্থাৎ উপদেষ্টা অনন্ত।

আসুরী বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়া অসুর ভাবাপন্ন হইয়া মত্ত পানাদিতে লোক নানারূপে রহিয়াছে। অনেকে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মৌন হইয়া এক ব্রহ্মেতে লয় হইয়া একাগ্র চিত্তে

বসিয়া আছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিচার কেহ করিতে পারে না; একবারও তাহা বর্ণন করিবার যো নাই। যাহা ভাল বিবেচনা কর সেই তোমার ভাল কার্য্য; তুমি তো নিজে নিত্য, যেমন আছ তেম্‌নি থাক কূটস্থস্বরূপ।

অসংখ্‌ মুরখ্‌ অন্ধ ঘোর।
অসংখ্‌ চোর হারাম খোর্‌।
অসংখ্‌ অমর কর যাই জোর্‌।
অসংখ্‌ গলবড্‌ হত্যা কামায়্‌।
অসংখ্‌ পাপী পাপ্‌ করি যায়্‌।
অসংখ্‌ কুড়িয়ার কুড়ে কিয়ে।
অসংখ্‌ ম্লেছ্‌ মল ভখ্‌ খায়ে।
অসংখ্‌ নিন্দক শির করে ভার্‌।
নানক নীচ কহে বিচার্‌।
বারিয়া ন যাওয়া একবার্‌।
যো তুধ্‌ ভাওয়ে সোই ভলিকার্‌।
তো সদা সলামত নিরংকার্‌। ১৮॥

১৮। অজ্ঞানী বিস্তর ঘোর অন্ধকারে প'ড়ে আছে। দেখেও দেখে না; ভগবানেতে সময় না দিয়া কেবল অন্যান্য কর্ম্ম করিয়া সময় চুরি করিতেছে। যে কি ভগবানকে না দিয়া খায় সে বিষ্ঠা ভোজন করে, অনেকে ক্রিয়ার দ্বারা স্থিতিপদ পাইয়া অমর ব্রহ্ম পদকে পায়। আত্মায় না থাকার দরুন আত্মহত্যা হয় এবং অসংখ্য লোকে অন্যদিকে মন দিয়া পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে; অনেক লোকে মিথ্যা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদিগের মন স্থির হয় না ও ব্রহ্মপদও পায় না; অসংখ্য ম্লেচ্ছতে কেবল ভগবানের স্মরণ না করিয়া বিষ্ঠাই ভোজন করিতেছে; যাহারা নিন্দা করে তাহারা পাপের ভরা আপন মস্তকে লইয়া থাকে। নানক সাহেব বলিতেছেন যে আমি অতি নীচ। যিনি যাহা করিতেছেন সবই ভাল; তুমি সত্য কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম হইতেছ।

অসংখ্‌ নাম অসংখ্‌ থাও।
অগম্‌ অগম্‌ অসংখ্‌ লোয়্‌।
অসংখ্‌ কহি শির ভার হোয়্‌।
অখ্‌রী নাম্‌, অখ্‌রী সল্‌হা।
অখ্‌রী জ্ঞান গীত গুণ গাও।

অখ্‌রী লিখন্‌ বোলন বাণী ।
অখ্‌রী শির্‌ সংযোগ বখানি ।
জিন্‌ ইহ লিখিয়ে, তিস্‌ শির নাহি ।
যেওয়ে ফরমায়ে তেওয়ে তিত্‌ পাওয়ে ।
যেত্তা কীতা তেত্তা নাও ।
বিন্‌ নাওয়ে নাহি কোন থাও ।
কুদরৎ কওন কহা বিচার ।
বারিয়া ন যাওয়া একবার ।
যো তুধ্‌ ভাওয়ে সোই ভলিকার ।
তো সদা সলামত নিরংকার ॥ ১৯ ॥

১৯। ব্রহ্মই নাম হইতেছে অতএব অসংখ্য, ব্রহ্ম অসংখ্য প্রযুক্ত স্থানও অসংখ্য; ব্রহ্ম অগম্য, প্রকাশের সংখ্যা নাই; অপ্রমেয়; সেই অসংখ্যের বর্ণনা কে করিতে পারে? বর্ণনা করিতে মাথায় ভার বোধ হয়; কূটস্থ অক্ষরই নাম, কূটস্থ অক্ষরের জ্ঞানের নামই জ্ঞান; তিনি গীতস্বরূপ ওঙ্কার ধ্বনি; তিনি সর্ব্ব গুণাকর; কূটস্থই লেখেন, বলেন এবং তিনিই কথা হইতেছেন। কূটস্থ মস্তকে আছেন ইহা সকলে বলিয়া থাকেন, যিনি এইরূপ দেখিয়াছেন তাঁহাকে আমার প্রণাম; যেমন ক্রিয়া করিবে তেমনিই প্রাপ্তি হইবে, সেই প্রাপ্তিই ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে এবং তাহাই নাম হইতেছে। ব্রহ্মের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? যিনি যাহা করিতেছেন সবই ভাল; তুমিই সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম।

ভরিয়ে হাত্‌ পয়ের তন্‌ দেহ ।
পাণি ধোত্যা উত্তরসে খেহ ।
মূত্‌ পলিত্তি কাপড় হোয় ।
দেহ সবুঁনে লেইয়ে ওহ ধোয় ।
ভরিয়ে মৎ পাপাকে সঙ্গ ।
ওহ্‌ ধোপে নাওয়াকে রঙ্গ ।
পুণ্যি পাপী অখন্‌ নাহি ।
কর্‌ কর্‌ করনা লিখ্‌লে যাহি ।
আপে বীজ আপেহি খহ ।
নানক হুকমী আওয়ে যাহ ॥ ২০ ॥

২০। পরব্যোম হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে বায়ু, তিনিই ব্রহ্ম ও প্রভু হইতেছেন; তিনি হাতে পায়ে ও সর্ব্বশরীরে আছেন; ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কারণ তিনিই ইন্দ্রিয়ের অগোচর কেবল ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় অনুভব মাত্র বোধ হয় যে পরম আনন্দে ছিলাম। যেমন মল মূত্র কাপড়ে লাগিলে জল দ্বারা ধুইয়া পবিত্র হয়, সেইরূপ অন্যদিকে মন যাওয়ারূপ ময়লা অর্থাৎ পাপ ক্রিয়ার দ্বারা পবিত্র হয়। পাপ কর্ম্মের দ্বারা এই শরীররূপ কাপড়কে লিপ্ত করা উচিত নহে অর্থাৎ পাপ পুণ্য বর্জ্জিত হইয়া কেবল আত্মাতেই থাকা চাই; যাহা ভবিতব্য আছে তাহাই করিয়া চলুন; ব্রহ্মই বীজ ও ব্রহ্মই ধ্যান; ব্রহ্মই করণ এবং ব্রহ্মেতেই লয় হয়; নানক সাহেব কহিতেছেন যে তাঁহারই আজ্ঞানুসারে সব সমাধিতে আসিতেছেন ও যাইতেছেন।

তীরথ, তপ, দত, দান্।
যে কো পাওয়ে তল্‌কা মান্।
শুনিয়ে মনিয়ে মন্ কিতা ভাও।
অন্তর, গৎ তীরথ, মল নাহাও।
সভ, গুণ্ তেরে মৈঁ নহি কোয়।
বিন্ গুণ, কিতা ভগৎ ন হোয়।
সোয়াস্ত অথ, বাণি বরমাও।
সৎ সোহন্ সদা মন চাও।
কৌন সুবেলা, বক্ত কৌন,
কৌন থিত, কৌন বার,।
কৌন সুরিতি মাহ্ কৌন, জিত্ হোওয়া আকার।
বেলান পাইয়া পণ্ডিতি, যে হোওয়ে লেখ্ পুরাণ।
বক্ত ন পাইয়া কাদিয়া, যে লিখন্ লেখ্ কোরাণ।
জিত্ বার্ ন যোগী জানে, রিতি মাহ্ ন কোয়।
যা করতা সৃষ্টি কো সাজে, আপে জানে সোয়।
কেউ করি আখা, কেউ সলাহা, কেউ বর্ণি কেউ জানা।
নানক আখন্ সভ্ কো আখে, এক হুম্ এক সিয়ানা।
বড্ডা সাহেব বড্ডী নাহি, কিতা জাকা হোই।
নানক যে কো আপে জানে, আগে গয় ন সোই॥ ২১॥

২১। আত্ম তীর্থ, কূটস্থতে থাকা; দয়া অর্থাৎ আপনি থাকিয়া অন্যকে উপদেশ করা অর্থাৎ ক্রিয়াদান করা, এক ব্রহ্মময় হইয়া যাওয়া; তাঁহারই মধ্যে থাকিয়া পরিষ্কার হইয়া স্নান করা চাই। যত গুণ সকলি তাঁহার, 'আমি' এ বুদ্ধি তখন থাকে না। এইরূপ নির্গুণের গুণ না প্রাপ্তি হইলে ভক্ত কেউ হইতে পারে না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা না হইলে হয় না। পণ্ডিতেরা কেবল ভ্রান্তিজনক বাক্যেরই বর্ণন করেন। সেই ব্রহ্মেতে এইরূপ সদা সর্ব্বদা থাকিলে মনের প্রসন্নতা হয়; তাহা যে কোন সময়ে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না; প্রমাণ পাতঞ্জলে "ন কালনিয়মঃ" কোন তিথি, কোন বার, কোন ঋতু কোন মাস যে সময়েতে আকার হইয়াছে; তাহা পণ্ডিতেরা যাঁহারা পুরাণ লিখিয়াছেন, কাজিরা যাঁহারা কোরাণ লিখিয়াছেন এবং যোগী যাঁহারা তাঁহারাও জানেন না। কেবল যিনি সৃজন কর্ত্তা তিনি আপনিই জানেন।

নানক সাহেব কহিতেছেন আমি কেমন করিয়া কি বলি কেননা এক যদি বলি তাহা হইলেই দুই আসে, অতএব এক কি দুই কিছুই বলিবার যো নাই; সেই চতুর, সুতরাং সকল শাস্ত্রেই অব্যক্ত বলিয়া গিযাছে। অতএব যে কেহ পাইয়াছেন তিনিই পাইয়াছেন। লবণ যেমন সমুদ্রের জলে মিশাইয়া যায় তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া তদ্রূপ হইয়া যায়; তখন আর কোন কথা বলিবার থাকে না। ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে ইহা কেবল কথার কথা মাত্র কাহারও লক্ষ্য হয না; কিন্তু সেই শক্তির অনুভব একাংশে করিতে পারা যায়; তিনি সর্ব্বত্রেতে অতএব শূন্যেতেও সূক্ষ্মভাবে আছেন; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মেরও অলক্ষিত রূপে একত্র ও বিস্তার করা যাইতে পারে; যেমন কোন ব্যক্তি হাই তুলিলে অন্য ব্যক্তিও হাই তুলে অর্থাৎ উদান বায়ুর আঘাত শূন্যেতে লাগিয়া অন্য শরীর প্রবেশ করিয়া থাকে ও সে হাই তুলে; ইহা যেমন শূন্যে বায়ুর দ্বারা হয় তদ্রূপ ব্রহ্মেতে থাকিয়াও অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে অনিচ্ছার ইচ্ছাতে কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাতাল পাতাল লখ্‌ আগাশ আগাশ্‌।
ওড়ক্‌ ওড়ক্‌ ভাল্‌ থকে, বেদ কহেনি একা বাত্‌।
সহস্‌ আঠারহ কহেন কতেবা, অস্‌ল একা ধাত্‌।
লেখা হোওয়ে তা লিখিয়ে, লেখে হোওয়ে বিনাশ্‌।
নানক বড্ডা আখিয়ে, আপে জানে আপ ॥ ২২ ॥

২২। অনন্ত পাতাল, অনন্ত আকাশ, তাঁহার অন্ত পাওয়া গেল না; বেদেও এক ব্রহ্মই বলিয়াছে; সমুদয় শাস্ত্রেতেও তাঁহার বর্ণন করিতে পারে নাই; সকলেই এক ব্রহ্মই বলিয়াছেন; নানক সাহেব বলিতেছেন যে সেই মহৎ ব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বর আপনিই আপনাকে জানিতে পারেন।

সলাহি সলহা এতি সুর্তি ন পাইয়ে।
নদিয়া অতে বাহ পয়হি সুমুন্দ ন জানিয়ে।
সুমন্দ সাহ সুলতান্ গৃহ, সেতি, মাল, ধন।
কিড়ী তুল্ ন হোওয়ে নি, যে তিস্ মনহন বিসরহি ॥ ২৩ ॥

২৩। ভগবানের গুণ দৃষ্টিগোচর হয় না; যেমন সব নদী সমুদ্রেতে যাইয়া মিলে, সেই প্রকার জীবাত্মা পরমাত্মাতে গিয়া মিলে। সমুদ্র ব্রহ্মস্বরূপ তথাতে সকল সার ও ধন আছে অর্থাৎ সেখানে থাকিলে সব প্রাপ্তি হয়, কারণ ব্রহ্ম হইয়া যায়। যিনি ব্রহ্মকে না ধ্যান করেন, মন অন্যদিকে থাকায় দরুন শুদ্ধ নির্ম্মল হয় না।

অন্তন সিফ্তি, কহন ন অন্ত।
অন্ত ন করণে, দিন ন অন্ত।
অন্ত ন বেখন, শুনন ন অন্ত।
অন্ত ন জপে, কিয়া মন মন্ত।
অন্ত ন জপে কিত্তা আকার।
অন্ত ন জপে, পারাবার।
অন্ত কারণ কেতে কিল নাহি।
তাকে অন্ত ন পায়ে যাহি।
এহ অন্ত ন জানে কোয়।
বহুতা কহিয়ে বহুতা হোয়।
বড্ডা সাহেব উচা থাও।
উচে উপর উচা নাও।
এবড্ উচা হোওয়ে কোয়।
তিস্ উচেকো জানে সোয়।
যে বড্ আপ্ জানে আপ্ আপ্।
নানক নদ্রি কর্মি দাত্ ॥ ২৪ ॥

২৪। অনন্ত ব্রহ্মের যুক্তি দ্বারা অন্ত হইতে পারে না; তাঁহার সৃষ্টির কারণের অন্ত নাই; দেখ্বার ও শোনবার কিছুরই অন্ত নাই; অনন্তের জপ কি রকম হইতে পারে? কত আকার তাহারও মনে ধারণা হয় না; ব্রহ্ম অপার প্রযুক্ত তাঁহারও জপ নাই; কারণ তখন এক হইয়া যায় কে কাহার বর্ণন করে; যত বলা যায় ততই অনন্ত হয়, তিনি

মহৎ হইতেছেন ; তন্নিমিত্তে সকল বড়র বড় ; তাঁহার নামও সকলের উপর ; তিনিই বড় যিনি আপনাকে আপনি জানেন; নানক সাহেব বলিতেছেন যে যেমন ক্রিয়া করিবেন তাহার প্রাপ্তি সেইরূপই হইবে।

বহুতা করম্ লিখিয়া ন যায়।
বড্ডা দাতা তিল ন তমায়।
কেতে মঙ্গহি যোধ্ অপার।
কেতে গনত নাহি বিচার।
কেতে খপ্ তুটে বিকার।
কেতে লেলে মুকর পার।
কেতে মুরখ্ খাহি খায়।
কেতে দুখ্ ভুখ্ সদ্ মার।
এহি ভি দাতা তেরি দাতার।
বন্দ খালাসি ভানে হোয়।
হোর্ আখ্ ন সকে কোয়।
যে কো খাদ্রকে আখন পায়।
ওহ জানে যেতিয়া মুহ্ খায়।
আপে জানে আপে দেই।
আখে সিভ্ কেই কেই।
যিস্নু বক্সে সিফ্ত সলাহ।
নানক পাতসাহী পাতসাহ ॥ ২৫ ॥

২৫। অনেক কর্ম্ম আভ্যন্তরিক আছে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ হঠাৎ অনুভব হয় ; ব্রহ্ম এত বড় দাতা হইতেছেন যে এক তিল মাত্রও কেহ অনুভব করিতে পারেন না ; অনেকে ক্রিয়া লইয়া ক্রিয়া করে না আর অনেকে করিয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছেন ; মূর্খ লোক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সব রকমের পদার্থ ইচ্ছা করিতেছে, অনেকে দুঃখ ও ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকেন ; কেহ ক্ষুধা পিপাসা রহিত হইয়া যায় ; এ সমস্তই ভগবানের কৃপা ; বদ্ধ হইতে মুক্ত তাঁহারই আজ্ঞায় হয় ; কিন্তু কেহই তাঁহার গতি বর্ণন করিতে পারে না ; তাঁহার ভজন করিলে যে যাহা চায় তাহা প্রাপ্ত হয় ; ব্রহ্মই জ্ঞাতা ও দাতা এবং আত্মা হইতেছেন ; যাহাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন সে সেই রকম বিবেচনা করে। নানক সাহেব বলিতেছেন তিনি সকল পাত্সাহার পাত্সাহা অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ।

অমূল গুণ, অমূল্‌ বেপার।
অমূল্‌ বেপারি অমূল্‌ ভাণ্ডার।
অমূল্‌ আতহি অমূল্‌ লেখাহি।
অমূল্‌ ভাএ অমূল্‌ সমাহি।
অমূল্‌ ধরম্‌ অমূল্‌ দীবান্‌।
অমূল্‌ তুল্‌ অমূল্‌ পরওয়ান্‌।
অমূল্‌ বক্‌শিস্‌ অমূল্‌ নিশান্‌।
অমূল্‌ করম্‌ অমূল করমান্‌।
অমূল্‌ অমূল, আখিয়া ন যায়।
আখ, আখ, রহে লিভ্‌লায়।
আখে বেদ পাঠ পুরাণ।
আখে পড়ে করে ব্যাখ্যান।
আখে বর্‌মে আখে ইন্দ।
আখে গোপী তে গোবিন্দ।
আখে ঈশ্বর আখে সিদ্ধ।
আখে কেতে কিতে বুদ্ধ।
আখে দানব আখে দেব।
আখে স্থর নর মুনি জন সেব।
কেতে আখে আখন পায়।
কেতে কহ্‌ কহ্‌ উঠ্‌ উঠ্‌ যায়।
এত্তে কিতে হোর্‌ করে।
তা আখ্‌ ন সক্কেহি কোই কেরে।
যে বড়্‌ ভাওয়ে তে বড়্‌ হোয়।
নানক জানে সচ্যা সোয়।
যে কো আখে বোল বিগাড়।
তা লিখিয়া শির্‌ গোয়ারা গোয়ায়া ॥ ২৬ ॥

২৬। ব্রহ্মের গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; অমূল্য প্রাপ্তি, অমূল্য ধন, ব্রহ্মতে থাকাতে ব্রহ্মই হইয়া যায় ; অমূল্য ধর্ম্ম ক্রিয়ারূপ বাণ ভগবান দিয়াছেন যাহার দ্বারা সব পরাজয় হয় ; সেই

প্রাপ্তির মূল্য নাই তাহা নিজ বোধরূপ চিহ্ন হইতেছে যাহা সদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে হয়; ভগবানের কৃপাতে অনেক বিচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল্য নাই কারণ সব শূন্যেতে দেখা যায়; অমূল্য বস্তুর মূল্য কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়? বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণেও বলিয়া গিয়াছে; ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গোবিন্দ, ঈশ্বর ও সিদ্ধ বুদ্ধ অবতার, দেব, দানব, সুর, নর, মুনি, জন ও শৈব প্রভৃতি সকলে বলে; কেবল বলাই সার; অনেকে বলে, বলে উঠে যান্ এবং আরো অনেক রকমে বলে কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারে নাই; যে যেমন ভাবনা করে তাহার তেমনিই গতি হয়, নানক সাহেবের ইহাই মত; যিনি কথার অর্থ অন্তরূপ করেন তিনি ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান।

সো দর্ কেহা সো ঘর কেহা, জিত্ বহে সর্ব সমালে।
বাজে নাদ্ অনেক অসংখ্, কেতে বাওয়ন্ হারে।
কেতে রাগ পরিশেও কহিয়ন্, কেতে গাওয়ন্ হারে।
গাওনি তুহ্ন পওন পানি বসন্তর্, গাওয়ে রাজা ধরম্ দুয়ারে।
গাওহি চিত্রগুপ্ত লিখ্ জানহি, লিখ্ লিখ্ ধরম্ বিচারে।
গাওহি ঈশ্বর বর্মা দেবী, সোহন্ সদা সোয়ারে।
গাওহি ইন্দ্র ইন্দ্রাসন্ বৈঠে, দেওতিয়া দর নালে।
গাওহি সিদ্ধ সমাধি অন্দর্, গাওনি সাধ্ বিচারে।
গাওনি যতী, সতী, সন্তোখী, গাওনি বীর করারে।
গাওনি পণ্ডিত্ পড়ন্-ঋখি সব, যুগ যুগ বেদা নালে।
গাওনি মোহানিয়া মন্ মোহন্, সুর্গা, মছ্ পইয়ালে।
গাওনি রতন্ উপারে তেরে, আট্‌ষট্ তীরথ্ নালে।
গাওনি যোধ্ মহাবল সুরা, গাওনি খানি চারে।
গাওনি খণ্ড মণ্ডল বর্ভণ্ড, কর্ কর্ রখেয় ধারে।
সোই তুধ্‌নে গাওহি, যো তুধ্ ভাওনি, রতে তেরে ভগত্ রসালে।
হোর কেত্তে গাওনি, না মৈ চিত্ত, ন আওনি, নানক কেয়া বিচারে।
সোই সোই সদা শাচ্ সাহেব, শাচা শাচি নাই।
হ্যায় ভি, হোসি, যায়ন যাসি, রচ্‌না যিন্ রচাই।
রঙ্গে রঙ্গে ভাতী, কর্‌কর্, যিন্‌সি মাইয়া বিন্ উপাই।
কর্‌কর্ বেখে কিত্তা আপনা, জিত্ত তিস্‌দি বড়িয়াই।

যো তুঝ্‌ ভাওয়ে সোই কর্‌মি, হুকম ন করনা যাই।
সো পাত্‌সাহ্‌ সাহা পতি সাহেব, নানক রহনি রজাই॥ ২৭॥

২৭। কূটস্থ সকলেতেই আছেন; তিনি সকলকে ভরণ-পোষণ করিতেছেন; ওঁকার ধ্বনির অসংখ্য নাদ শোনা যায়; সেই ওঁকার ধ্বনিতে, ভৃঙ্গ, বেণু, বীণ, ঘণ্টানাদ, মেঘরব, সিংহনাদ, ঝাঁজ, ডফ, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ এই দশ প্রকারের অনাহত শব্দ এবং অনেক রকমের মূর্চ্ছনা সব সেই কূটস্থেতে অনুভব হয়, ধর্ম্মে দরজা অর্থাৎ কূটস্থ তিনি গান করিতেছেন; চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ ছন্দ তিনি অনেকরূপ চিত্র সকল লিখিয়া আত্মারই বিচার করেন; হৃদয়েতে ঈশ্বর, মূলাধারে ব্রহ্মা, তদুপরে প্রকৃতি কূটস্থ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন, কেবল মন দিয়া শোনার দেরী; ইন্দ্র, ঈশ্বর, কূটস্থের মধ্যে সেখানে নারদ ঋষি বীণবাদ্য করিতেছেন; সকল দেব, কিন্নর, যক্ষ, মুনি, ঋষি ও তপস্বী, সিদ্ধগণ সকলে শুনিতেছেন; সেখানেও ঐ প্রণব ধ্বনির গান হইতেছে, সিদ্ধ, সাধু ও সমাধিরা হৃদয় মধ্যে গান করিতেছেন; যতি, সতী, সন্তোষী, পণ্ডিত, মহর্ষি ইঁহারাও যুগ যুগান্তর বেদে, শাস্ত্রে, তাঁহারই গুণানুবাদ বর্ণন করিতেছেন। স্বর্গেই ইন্দ্র অপ্সরীদের মোহন গান শুনিতেছেন, এবং ভাল লোকেই ৬৮ তীর্থ, যাহা এই শরীর মধ্যে আছে, তাহারও গান করিতেছে, মহাবলী, সুরগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার গুণানুবাদ মনে মনে করিতেছেন, নবখণ্ড, দ্বীপ, ব্রহ্মাণ্ড, সকলেই তাঁহারই গান করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারই হুকুমে চলিতেছেন; সেই শুদ্ধ ব্রহ্মেতে থেকে, ভক্ত, আনন্দিত, প্রীতপূর্ব্বক ক্রিয়ার পর অবস্থায় গান করেন; নানক সাহেব বলিতেছেন আরো যে কত কত তাঁহার গান করেন তাহা আমি বলিতে পারি না; তিনিই তিনি, সর্ব্বদাই সত্য ব্রহ্মস্বরূপ; তিনিই বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই থাকিবেন; আদ্যন্ত রহিত নিত্য ব্রহ্ম; যেখান হইতে সব সৃষ্টি হইয়াছে সেখান হইতে সব রঙ্গের রঙ্গ প্রকাশ পায়; নানা প্রকারের শক্তি দ্বারা সব উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি সকল সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া আপনি রহিয়াছেন; তিনি স্বেচ্ছাচার; তিনি সব পাত্‌সাহার পাত্‌সাহা, কূটস্থ ব্রহ্ম হইতেছেন; নানক সাহেব বলিতেছেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে যেমন রাখিয়াছেন তেম্‌নি রহিয়াছেন।

মুন্দা সন্তোখ্‌ সরম্‌ পত্‌ ঝোলি, খিয়ান্‌ কি করহি বিভূত্‌।
খিন্তা কাল কুয়ারী কায়া, জুগত্‌ ডণ্ডা পর্‌তিত্‌।
আই পন্থী সগল জমাতি, মন্‌ জিতে জগ্‌জিত্‌।
আদেশ তিসে আদেশ।
আদি অনিল্‌ অনাদি অনাহৎ, যুগ যুগ একো বেশ্‌॥ ২৮॥

২৮। সন্তোষরূপ মুদ্রা যে মুদ্রাকে দেখাইবার যো নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়

আটকিয়া থাকা ; এতদূর গিয়া কিছুই লক্ষ্য বা প্রাপ্তি হইল না, তজ্জন্ম লজ্জাস্বরূপ ঝুলি গ্রহণ করিলাম এবং সেই পথেতেই থাকিলাম ; আর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কেবল ধ্যানরূপ বিভুতি ধারণ করিয়া থাকিলাম ; কি ধ্যান করেন এবং কাহাকেই বা ধ্যান করেন কিছুই বুঝিতে পারেন না, কালস্বরূপ কাঁথাতে পড়িয়া থাকেন ; যত দিন যাবার যাউক ; প্রভুর অপ্রাপ্তিতে এই শরীর কুমারীস্বরূপ রহিয়াছে ; মুক্ত অর্থাৎ হৃদয়েতে আট্‌কিয়া থাকা সেই এক অঙ্কুর হইতেছে বিশ্বাসের তাহা ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ; সকল পন্থেরই এই মত যে মনকে জিতিলেই জগৎকে জিতা গেল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কিয়া থাকিলে মন অন্য দিকে যায় না। যিনি এই পরম পন্থের আদেশ করিয়াছেন তাঁহারই আদেশ অর্থাৎ তিনি যাহা বলিযাছেন তাহাই করা চাই, তিনিই আদি, তিনিই স্থির বায়ু-স্বরূপ, তিনিই অনন্ত, তিনিই অনাহত শব্দ দশ প্রকারের ; যুগ যুগান্তরে একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন এইরূপ ধারণাস্বরূপ বেশ হইতেছে।

ভুগৎ গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণি ঘট্ ঘট্ বাজে নাদ।
আপ নাথ নাথী সভ যাকি ঋধ্ সিধ আউরা সদ।
সংযোগ বিযোগ ত্বইকার, চলাওয়ে লিখে আওয়ে ভাগ।
আদেশ তিসে আদেশ।
আদি অনিল, অনাদি অনাহৎ, যুগ যুগ একো বেশ॥ ২৯॥

২৯। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই জ্ঞান হয় ; সেই জ্ঞানই ভোজনস্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইলেই তৃপ্তি হয় ; তাহা হইয়া সকল ভূতের হিতেতে রতিস্বরূপ প্রকৃতির স্বভাব হয়, সেই ভণ্ডার্নি হইতেছে অর্থাৎ অনবরত ক্রিয়া দিতে থাকেন, ঘটেতে অনাহত দশ প্রকার এবং আরো অনেক রকম নাদ শুনিতে পাওয়া যায় ; আপনিই পুরুষ আপনিই প্রকৃতি, সকলেরই তিনি ঋদ্ধি, সিদ্ধি ; ব্রহ্মেতে থাকিলে অষ্ট সিদ্ধি হয় ; সংযোগ, বিয়োগ ভাগ্য বশতঃ হইয়া থাকে। তাঁহার আদেশ করা চাই ; তিনি আদি, স্থির বায়ুস্বরূপ, অনাদি ও অনাহত শব্দ হইতেছেন ; যুগ, যুগান্তরে একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন।

একা মাই যুক্ত বিয়াই, তিনই চেলে পরওয়ান্।
এক সংসারী, এক ভণ্ডারী, এক লাওয়ে দিওয়ান্।
জিত তিস্ ভাওয়ে, তিওয়ে চালাওয়ে, জিত হোওয়ে করমান্।
ওহ বেখে ওনা নদর ন আওয়ে, বহুতা এহ বড়ান্।
আদেশ তিসে আদেশ।
আদি অনিল, অনাদি অনাহৎ, যুগ যুগ একো বেশ॥ ৩০॥

৩০। প্রথমে এক প্রকৃতির উৎপত্তি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম প্রমাণ; প্রত্যক্ষ সংসারী হইতেছে, অনুমানের দ্বারা সব বোধরূপ ভাণ্ডারী হইতেছে, আগম প্রাপ্তি হইতেছে তাহাই প্রমাণ; অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব হয়; যেমন হুকুম হয়, সেইরূপ সংঘটন হইয়া থাকে; যে সকল গুণের দ্বারা এই সকল হইতেছে তাহা দৃষ্টি গোচর নহে; তাঁহার আদেশই আদেশ; আদি, অনিল, অনাদি, অনাহত সবই তিনি; যুগ যুগান্তরে এক ব্রহ্মই আছেন।

আসন লোই লোই ভণ্ডার।
যো কুছ পায়া সো একাবার্।
কর্ কর্ রেখে সির্জন হার্।
নানক সচে কি সাচি কার্।
আদেশ তিসে আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহৎ, যুগ যুগ একো বেশ্‌॥ ৩১॥

৩১। ৮৪ আসনের মধ্যে ৪ আসন প্রধান; তাহার মধ্যে পদ্মাসন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যাহা কিছু হইয়াছে তাহা এক বারই হইয়াছে এবং সেইরূপই হইয়া চলিতেছে; সকল সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন, নানক সাহেব কহিতেছেন ব্রহ্ম সত্য; অতএব ব্রহ্মের যত সৃষ্টি সবই সত্য; কারণ ব্রহ্ম সকলের মধ্যই আছেন। তাঁহার আদেশ করা চাই; আদি অনিল, অনাদি অনাহত সকলই তিনি, যুগ যুগান্তর এক ব্রহ্মই রহিয়াছেন।

এক্ দু জিও লাখ্ হোওহি, লাখ্ হোওহি লাখ্ বিশ্।
লখ্ লখ্ গেড়া আখিয়েহি, এক নাম জগদীশ্।
এত্ রাহ্ পাত্ পাওড়িয়া, চড়িয়া হোর ইকিশ্।
শোন্ গল্লা আকাশ ক্যা কীটা আই রীষ্।
নানক নদ্‌রী পাইয়ে, কুড়ে কুড়ী ঠিশ॥ ৩২॥

৩২। এক হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে বিশ লক্ষ পরে অনন্ত লক্ষ তাঁহার নাম হইতেছে; সংখ্যা যতই হউক কিন্তু তাঁহার নাম একই হইতেছে; ক্রিয়ার পর অবস্থায় একই ব্রহ্ম। ক্রিয়াই একমাত্র রাস্তা; তাহাতে চলিতে চলিতে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলে তখন সব একাময়ী ব্রহ্ম মহৎ হইয়া যায়; এরূপ হইলে সব সংশয় মিটিয়া যায়; কারণ অন্য বস্তু তখন থাকে না; তখন এক ব্রহ্ম অতএব সব কর্ম্ম ছেদ হইয়া যায়; ৫ বাহেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, ধাম্নী নাড়ী, ব্রহ্ম নাড়ী, তৎপরে ষট্‌চক্রের

বায়ু, পরে ব্রহ্ম রন্ধ্রে গিয়া যিনি বসিয়া আছেন তিনি ২১ পথের উপর আছেন, মনুষ্য কীট-স্বরূপ, ব্রহ্ম ভৃঙ্গস্বরূপ; মনুষ্যেরও ইচ্ছা হয় সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে। নানক সাহেব বলিতেছেন যে, এই চক্ষের দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যায়, আল্‌সে কুড়ে লোকেরাই কুড়ে হইয়া পড়িয়া থাকে।

আখন জোর, চপে নহ্ জোর্।
জোর, ন মাঙ্গন্, দেন ন জোর্।
জোর, ন জীবন মরণ ন জোর,।
জোর্ ন রাজ, মাল মন্ সোর্।
জোর্ ন সুর্‌তি জ্ঞান বিচার্।
জোর্ ন জুগ্‌তি ছুটে সংসার্।
জিস্ হাত্ জোর কর বেখে সোই।
নানক উত্তম নীচ ন কোই ॥ ৩৩ ॥

৩৩। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া দৈবী প্রকৃতির দ্বারা অনুভব শক্তি হয়; সে শক্তি কোথা হইতে হয় এবং কি রূপেই বা অন্তর ইন্দ্রিয়েতে বোধ হয়, তাহা দেখা যায় না; তাহা প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায় না; আপনাপনিই হয়; সে শক্তির অনুভব হইলে যে বরাবর বাঁচিয়া থাকিবে, কি মরিবে না নহে, সে কিছু বাহ্য রাজত্ব ইত্যাদি, মাল, খাজনার মতন তাহা জিনিষ নহে; সেখানে কোন গোলমাল নাই; ক্রিয়া ভিন্ন, বেদ, জ্ঞান, বিচারে সে শক্তির অনুভব হয় না; সে এমন শক্তি নহে যাহার দ্বারা যুক্তি পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ হইয়া যায়; যে শক্তির দ্বারা সব ইন্দ্রিয়ের শক্তি হইতেছে তাহা অদৃশ্য, দৈবী শক্তি। নানক সাহেব বলিতেছেন যে সকল ভূতই উত্তম, কাহাকেও নীচ এবং ছোট বিবেচনা করিও না।

রাতি রতি থিতিবার, পওন পানি অগ্নি পাতাল।
তিস্ বিচ্ ধরতি, আপ রাখি ধরম শাল।
তিস্ বিচ্ জিআ জুগ্‌ত কে রঙ্গ।
তিন্‌কে নাম অনেক অনন্ত।
করমি কর্‌মি হোয় বিচার।
সচা আপ সচা দরবার।
তিত্তে সোহনি পাঁচ পরওয়ান্।
নদ্‌রি করম্ পাওয়ে নিশান্।

কচ্ পকাই, ও থে পাই।

নানক গাইয়া জপে যাই ॥ ৩৪ ॥

৩৪। রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি, পাতাল, ইহার মধ্যে পৃথিবীকে ধর্ম্মশালার মতন ভগবান রাখিয়াছেন; সেই পৃথিবীতে নানা জীব নানা গুণবিশিষ্ট; তাহাদিগের নাম অনেক ও অনন্ত; স্ব স্ব কর্ম্মের মতন বিচার পূর্ব্বক ফলভোগ করে; সেই আত্মাই সত্য এবং তাঁহার দরবারও সত্য, সকলের মধ্যেই পঞ্চভূত, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারাই প্রধান; যেমন কর্ম্ম করিবে তেমনি তাহার ফলস্বরূপ নিশান প্রাপ্ত হইবে। নানক সাহেব বলিতেছেন যেমন কাঁচা হইতে পাকা হয় তেমনিই যেখান হইতে আসিয়াছে সেই খানেই যায় অর্থাৎ লয় হয়।

ধরম খণ্ডাকা এহে ধরম্।

গিয়ান্ খণ্ডকা অখহ করম্।

কেতে পওন পানি বসন্তর, কেতে কান মহেশ।

কেতে ব্রহ্মে ঘাড়ত ঘড়িয়ে, রূপ রঙ্গকে বেশ।

কেতে কর্‌মি ভূমি মের, কেতে কেতে ধুওপদেশ।

কেতে ইন্দ্র চন্দ্রস্মুর, কেতে কেতে মণ্ডল দেশ।

কেতে সিদ্ধ যুদ্ধ নাথ, কেতে কেতে দেবী বেশ।

কেতে দেও দানও মুন্, কেতে কেতে রতন্ সমুন্দ।

কেতিয়া খানি কেতিয়া বানি, কেতে পাত নিরন্দ।

কেতিয়া স্মুর্‌তি সেবক, কেতে নানক অন্ত না অন্ত ॥ ৩৫ ॥

৩৫। ধর্ম্মখণ্ডের উপরি উক্ত ধর্ম্ম হইতেছে, ফলাকাঙ্ক্ষা সহিত কর্ম্ম ও অষ্ট কুম্ভক, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত এই জ্ঞান খণ্ডের কর্ম্ম, কত রকমের পবন, জল, অগ্নি, কত কৃষ্ণ, কত মহেশ, কত ব্রহ্মা, অনন্ত, এই ব্রহ্মের মধ্যে, কত রূপ, রং ও ভেক্; সকলেই এই পৃথিবীতে কর্ম্ম ফলের ইচ্ছাতে রত। নানা প্রকারের উপদেশ আছে, কত ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কত কত মণ্ডল ও দেশ; কত সিদ্ধ, বৌদ্ধ ও নাথ সম্প্রদায় আছে, কত দেবীর বেশ; কত দেব, দানব, মুনি, কত কত রত্ন, সমুদ্র; কত রকমের স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ ও জরায়ুজ আর কত রকমেরই কথা; কত পণ্ডিত, কত বেদ ও কত বেদানুগামী, নানক সাহেব বলিতেছেন যে, আর যে কত আছে কিছুরই অন্ত নাই।

গিয়ান খণ্ড মহি, গিয়ান পর্‌চণ্ড।

তিথে নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ।

সরম খণ্ডকি বাণি রূপ।
তিথে ঘড়ত ঘড়িয়ে বহুত অনূপ।
তাকে গলা কথিয়া না যায়।
যেকো কহে পাছে পচ্‌তায়।
তিথে ঘড়িয়ে স্থুরত্‌ মন বুদ্ধি।
তিথে ঘড়িয়ে স্থুরা সাধাকি শুদ্ধি ॥ ৩৬ ॥

৩৬। জ্ঞান খণ্ডের মধ্যে জ্ঞান প্রচণ্ড; তাহাতে নাদ, বিনোদ, ক্রোড, আনন্দ; সরম খণ্ডেতে কেবল কথা মাত্র; তাহাতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপমা রহিত আছে; তাহার কথা কিছু বলা যায় না, অনির্ব্বচনীয়; যিনি বলেন তিনি পশ্চাতে অনুতপ্ত হন; তাহাতে বিচিত্র মন, বুদ্ধি, তাহাতে স্থর, সিদ্ধ গণের শুদ্ধি হইতেছে।

করম খণ্ড কি বাণী জোর্‌।
তিথে হোর ন কোই হোর।
তিথে যোধ্‌ মহাবল স্থুর।
তিন্‌ মহি রাম রহিয়া ভরপুর্‌।
তিথে সিতো সিতা মহিমা মাহ।
তাকে রূপ ন কথনা যায়।
ন ওহ মরে ন ঠগে যায়।
জিন্‌কে রাম বসে মন্‌ মাহি।
তিথে ভগ্‌ত বসে কে লোয়।
করে আনন্দ সচা মন সোয়।
সচ্‌ খণ্ড বসে নিরংকার।
কর্‌কর্‌ বেখে নদর নেহাল।
তিথে খণ্ড মণ্ডল বর্‌মণ্ড।
যেকো কথে তা অন্ত ন অন্ত।
তিথে লোয় লোয় আকার্‌।
জিও জিও হুকুন তিওয়ে তিওকার্‌।
বেখে তিস্‌কে করে বিচার্‌।
নানক কথ্‌না কর্‌ড়া সার্‌ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিয়া যে শক্তি, তাহাতে থাকিয়া, যাহা কিছু বলে তাহা সত্য হয়; সেই ব্রহ্মেতে থাকার পর আর কিছুই নাই; সেই শক্তি অত্যন্ত বলবান্; যে লোক তাহার মধ্যে রাম সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছেন, সে যাহা ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারে, এমত ইচ্ছা শক্তি যুক্তি যে ব্যক্তি তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হয়েন; সেই ব্রহ্মের রূপ কিছু বর্ণন করিবার যো নাই; তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই; যাহার মনের মধ্যে রাম বাস করেন সেই ব্যক্তিই ভক্ত; তাঁহারই অন্তরের ভক্তি সব রকমের প্রকাশ হয়; মনেতেই মন থেকে সর্ব্বদাই আনন্দ, সত্য মন্ সেই হইতেছে। সত্য, অখণ্ড, নিরাকার ব্রহ্ম হইতেছেন। তিনি সৃষ্টি করিযা দেখিয়া আনন্দিত হয়েন। তাহাতেই খণ্ড মণ্ডল ও ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে। তাঁহার অন্ত নাই; যেমন অনন্ত প্রকাশ তেম্‌নি অনন্ত আকার; তাঁহার আজ্ঞানুসারে সব হইতেছে। যেমন যেমন দেখেন তেম্‌নি বিচারে প্রকাশ হয়। নানক সাহেব বলিতেছেন যে তাঁহার মহিমা বর্ণন করা শক্ত।

যত্ পাহারা ধিরজ শুনিয়ার্।
আহরণ্ মত্ বেদ হাতীয়ার্।
ভওখল্লা অগ্নি তপ্‌তাও।
ভাণ্ডা ভাও অমৃত তিত্ ঢাল্।
করিয়ে সচ্ শব্দ টিক্‌শাল্।
জিনকো নদর্ করম তিনকার্।
নানক নদ্‌রি নদর নেহাল্। ৩৮।

৩৮। সংযত চিত্ত রূপ বর্ণিতে বুদ্ধি স্থির যে করে সেই সোণার, কূটস্থস্বরূপ নেহাই ও সাধন চতুষ্টয়, চারি বেদের সার, হাতীয়ারস্বরূপ হইতেছে; ক্রিয়াস্বরূপ ভাতির চালান এই শরীরেতে ব্রহ্ম অগ্নি দ্বারা তপ্ত করিয়া ভাবস্বরূপ ত্রিগুণ রহিত ব্রহ্ম তাহাতেই চিত্ত দিযা থাক; এইরূপ করিয়া করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায়। শব্দ ওঁকার ধ্বনি সত্য টাকশাল হইতেছে; এইরূপ শরীরে ধ্যান করিবে; যিনি সুকৃতিবান্ পুরুষ তাঁহারই দৃষ্টি এই দিকে হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করেন। নানক সাহেব এই দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

সম্পূর্ণ।

# ভূমিকা।

পূর্ব্ব হইতে এ প্রকার কথিত আছে যে শাস্ত্র পাঠে ধর্ম্ম হয়। এই কথাটি এক্ষণে অলীক বলিয়া বোধ হয় ও বোধ হইবারও কথা। কারণ, আধুনিক নব্য সম্প্রদায় শাস্ত্রে কোন কোন বিষয় আছে তাহা অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক শাস্ত্রের নাম শুনিলেই উপহাস করেন এবং রাবণের দশ মাথা কুম্ভকর্ণের আশী যোজন বিস্তৃত শরীর ও কৃষ্ণলীলা বলিয়া হাসিয়াই অস্থির। আর যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধান করেন না। যখন দেশের এ প্রকার দুরবস্থা তখন শাস্ত্র পাঠে ধর্ম্ম হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? শাস্ত্র পাঠ করিলে কি প্রকারে ধর্ম্ম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) হয় ভগবান্ পাণিনী তাঁহার শিক্ষা নামক ক্ষুদ্রগ্রন্থে সবিশেষ সমস্তই লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে লোকের উপকারের নিমিত্ত এই পুস্তকের যথাসাধ্য অনুবাদ করা হইল। ইতি—

প্রকাশকস্য।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

# পাণিনীয় শিক্ষা।

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা।
শাস্ত্রানুপূর্ব্বং তদ্বিদ্যাদ্যথোক্তং লোকবেদয়োঃ ॥ ১ ॥
প্রসিদ্ধমপি শব্দার্থমবিজ্ঞাতমবুদ্ধিভিঃ।
পুনর্ব্যক্তী করিষ্যামি বাচ উচ্চারণে বিধিম্ ॥ ২ ॥
ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ সম্ভবতো মতাঃ।
প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৩ ॥
স্বরা বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
যাদয়শ্চ স্মৃতা হ্যষ্টৌ চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪ ॥
অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ≍ক≍পৌ চাপি পরাশ্রয়ৌ।
দুঃস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্ঞেয়ো ল৯কারঃ প্লুত এব চ ॥ ৫ ॥

১। পাণিনীয় মতানুযায়ী শিক্ষা ভাল রকমে বলিতেছি (সমুদয় শাস্ত্র এক করার নাম ব্রহ্ম তাহাই বিদ্যা) যাহা লোকে এবং ব্রহ্মজ্ঞেরা বলিয়াছেন।

২। প্রকৃষ্টরূপে যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহাদিগের শব্দের অর্থ মনে মনেই হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহারা থাকে না তাহাদিগের বুদ্ধিই নাই (প্রমাণ গীতা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য) তাহারা ভালরূপে জানিতে পারে না তাহা ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার বচন ও উচ্চারণ (বচন—ব শব্দে কণ্ঠ, চ—চক্ষু, ন—নাসিকা, নাসিকা দ্বারায় যে শ্বাস আসিতেছে তাহা কণ্ঠের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া বলা) ও তাহা ব্যক্ত করা যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে তাহা বিশেষরূপ বুদ্ধি দ্বারায় স্থির করতঃ বলিতেছি।

৩।৪।৫। তেষট্টি কিম্বা চৌষট্টি বর্ণ (ব—কণ্ঠ, র—কূটস্থ, ন—মূর্দ্ধা) মন কণ্ঠেতে আনিয়া দিব্যচক্ষুর দৃষ্টি দ্বারায় মস্তকে সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহার নাম প্রাকৃত বর্ণ। যখন ক্রিয়া দ্বারায় আপনা আপনি উত্তম পুরুষকে দেখে এবং তদ্রূপ হয় তখন তিনি স্বয়ম্ভুব, তখন এক হওয়ায় সমুদয় নিঃশব্দ ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণ সকল বোধ হয়, তাহারি নকল

আত্মা বুদ্ধ্যা সমর্থ্যার্থান্মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্‌ ॥ ৬ ॥
মারুতস্তু রসি চরন্মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্‌।
প্রাতঃ সবনযোগং তং ছন্দো গায়ত্রমাশ্রিতম্‌ ॥ ৭ ॥
কণ্ঠে মাধ্যন্দিনযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টুভানুগম্‌।
তারং তার্তীয়সবনং শীর্ষণ্যং জাগতানুগম্‌ ॥ ৮ ॥

সংস্কৃত অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রকারে কৃত যাহার উত্তম পুরুষ প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি স্বয়ম্ভু তাঁহারি মতানুসারে ব্যক্ত হইয়াছে।

স্বর একুশ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ইহাদিগের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত সমষ্টি ১২ এ ঐ ও ঔ ইহাদের দীর্ঘ ও প্লুত ৮ সমষ্টি ২০ ও ৯কার—সমষ্টি ২১, ক হইতে ম পর্য্যন্ত ২৫ স্পর্শ বর্ণ সমষ্টিতে ৪ (যম কুং খুং গুং ঘুং) সমষ্টি ৫৮ অনুস্বার অর্থাৎ অনু ব্রহ্ম স্বরের দ্বারায় যাহা বিন্দুস্বরূপ দেখা যায় যাহার উচ্চারণ মূলাধার হইতে হয়, বিসর্গ বি—বিন্দু সূর্য্য এবং চন্দ্র একত্রে ললাটে বায়ু গমন করিলে দেখা যায়—সমষ্টি ৬০ বজ্র ও গজকুম্ভাকৃতি শব্দ বেদে উচ্চারিত হয়, উহার উচ্চারণ কণ্ঠ ও ওষ্ঠের দ্বারায—সমষ্টি ৬২, আর ৯কার প্লুত ও দীর্ঘ, কাহারো মতে প্লুত নাই, সমষ্টিতে ৬৪ অনুস্বার এবং বিসর্গ এই দুই ঈষৎ বায়ু দ্বারায় উচ্চারিত হয় এই নিমিত্ত দুঃস্পৃষ্ট কহে।

৬। প্রথমেতে আত্মা স্থির হইয়া আটকাইয়া থাকিয়া কোনরূপ জন্য চলায়মান হইয়া বলিব এই প্রকার মন হয়, সেই আত্মা মনস্বরূপ শরীরের যে উত্তাপ (গর্মি) তাহাতে ধাক্কা দেয় তাহা দ্বারায় যে বায়ু সমান রূপে নাভিদেশে আছেন তিনি চলায়মান হন।

৭। নাভিদেশ হইতে অগ্নিদ্বারায় প্রেরিত যে বায়ু তাহা মন্দ গতির সহিত হৃদয়েতে উপস্থিত হয়েন, যেখানে ঈশ্বর আছেন, তিনি কূটস্থ পর্য্যন্ত বিরাজমান, প্রাতঃকালে উঠিয়া যেরূপ কথা কহিতে ইচ্ছা করে না তদ্রূপ হৃদয়েতে সংকেত (ইসারা) দ্বারায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলে কথা বলিতে ইচ্ছা করে না কারণ ওঁকারস্বরূপ এই গায়ত্রী ছন্দ যে ছন্দেতে ওঁকারের ঠোকর, গায়ত্রী কূটস্থ তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত কথাই বলিতে পারে না।

৮। তাহার পরে কণ্ঠেতে সেই বায়ু যাইযা দুই প্রহরের সময় যেরূপ মধ্যমরূপ বাক্যের জোর হয় সেখানে তিন ধারা বায়ুর গতি ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, ক্রমান্বয়ে বাক্য বলিবার স্থান হইতেছে তৎপরে কূটস্থের মধ্যে যে তারা আছেন সেখানে অতি শীঘ্র গমন পূর্ব্বক বলিবার আগ্রহ হওয়ার শির অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মরন্ধ্র যেখানে সূক্ষ্ম শিরা আছে সেখান হইতে ধাক্কা পাইয়া বায়ু নীচে আইসে।

সোদীর্ণো মূর্দ্ধ্যভিহতো বক্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাজ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তং নিবোধত ॥ ১০ ॥
উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি ॥ ১১ ॥
উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত ঋষভ ধৈবতৌ।
স্বরিতপ্রভবা হ্যেতে ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥ ১২ ॥

---

৯। সেই মূর্দ্ধাস্থিত বায়ু বক্রের দ্বারায় নির্গত হয় সেই বক্রের দ্বারায় বর্ণ সকল উৎপত্তি হয় তাহা ৫ অংশে বিভক্ত।

এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ছয় চক্রের দ্বারায় স্থির বায়ুর গতি হইয়া কূটস্থের মধ্য থাকিয়া এক হইযা বিনা বর্ণে, বিনা শব্দে অনুভবপদদ্বারায় কথোপকথনের বোধ হয়, প্রাণায়ামেতে ছয় চক্রের দ্বারায় যেরূপ অনুভব হয় তদ্রূপ ওঁকার ক্রিয়াতেও অনুভব হয়।

১০। আভ্যন্তরিক ক্রিয়া করার পর ওঁকার নিঃশব্দ দ্বারায় যে স্বর সময়েতে স্থানে থাকিয়া প্রকৃষ্টরূপে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মের অণুর মধ্যে থাকিযা অব্যক্ত বর্ণের বোধ হয় যাঁহারা বিজ্ঞ সংস্কৃত বর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন এই বায়ুর দ্বারায় কাল, স্থান ও প্রযত্ন ব্রহ্মের অণু দ্বারায় বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলে এই পঞ্চ প্রকারে বোধ হয়।

১১। এই স্বর অর্থাৎ অ ইত্যাদি ঊর্দ্ধেতে গেলে উদাত্ত, নীচে গেলে অনুদাত্ত, মধ্যে থাকিলে স্বরিত এই তিন স্বর অব্যক্ত স্বর ও ওঁকার ধ্বনিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বোধ হয়—নিঃশব্দেতেও তদ্রূপ বোধ হয়। কাল, হ্রস্ব=যাহা উচ্চারণ করিতে এক নিমেষ কাল লাগে, দীর্ঘ—তাহারি দ্বিগুণ কাল, প্লুত—ত্রিগুণ কাল।

| ১২। সা, | রে, | গা, | মা, | পা, | ধা, | নি, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্বর, | ঋষভ, | গান্ধার, | মধ্যম, | পঞ্চম, | ধৈবত, | নিষাদ। |

উদাত্ত=নিষাদ, গান্ধার।

অনুদাত্ত=ঋষভ, ধৈবত।

স্বরিত=স্বর বা ষড়্, মধ্যম, পঞ্চম।

কথা সকল যাহা উচ্চারণ করা যায় তাহা সমস্তই স্বর হইতে হয় অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত।

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ ॥ ১৩ ॥
ওভাবশ্চ বিবৃত্তিশ্চ শষসা রেফ এব চ।
জিহ্বামূলমুপধ্মা চ গতিরষ্ট বিধোষ্মণঃ ॥ ১৪ ॥
যদ্যোভাবপ্রসন্ধানমুকারাদি পরং পদম্।
স্বরান্তং তাদৃশং বিদ্যাদ্ যদন্যদ্ ব্যক্তমূষ্মণঃ ॥ ১৫ ॥
হকারং পঞ্চমৈর্যুক্তমন্তস্থাভিশ্চ সংযুতম্।
ঔরস্যং তং বিজানীয়াৎ কণ্ঠ্যমাহুরসংযুতম্ ॥ ১৬ ॥
কণ্ঠ্যাবহাবিচুযশাস্তালব্যা ওষ্ঠজাবুপূ।
স্যুর্মূর্ধন্যা ঋটুরষা দন্ত্যা লৃতুলসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দন্ত্যোষ্ঠ্যো বঃ স্মৃতো বুধৈঃ
এ ঐ তু কণ্ঠ্যতালব্যাও ঔ কণ্ঠ্যোষ্ঠজৌ স্মৃতৌ ॥ ১৮ ॥

১৩। এই অষ্ট স্থান হইতে বর্ণ সকল উচ্চারিত হয় :—উরঃ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু।

১৪। ওভাব নিম্নদিকে গিট্‌কিরি, বিবৃত্তি উপর দিকে গিট্‌কিরি, শ ষ স আর রেফ অক্ষরের সহিত উচ্চারণে ইহার যে গতি হয়, ক ও প উচ্চারণে জিহ্বা মূলের দ্বারায় যে গতি হয়, উপাধ্মা অর্থাৎ মূর্দ্ধা দ্বারায় শব্দের যেরূপ গতি হয়, এই অষ্ট প্রকার স্বরের গতি ( উষ্ম ) অর্থাৎ জোরের সহিত এই সকল উষ্মবর্ণের হয়।

১৫। উকারাদি অর্থাৎ উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ ইহা যদি পদের অন্তে থাকে আর ওভাব ( গিট্‌কিরি ) যদি নিম্নদিকে হয়, স্বরের অন্ত সেইরূপ জানিও, অন্য ব্যক্ত উষ্ম অর্থাৎ জোরের সহিত স্বরেরও।

১৬। হকার পঞ্চমেতে ( অর্থাৎ ঙ ঞ ণ ন ম ) যুক্ত হইলেও হকার অন্তস্থ বর্ণ য র ল ব শ ষ স তেও যুক্ত হইলে ঔরস্য বলিয়া জানিও সংযোগ ব্যতীত হকার কণ্ঠ।

১৭। অ এবং হ কণ্ঠ্য ই চবর্গ য শ ইহারা তালব্য ওষ্ঠজাবুপূ, উ এবং পবর্গ ইহারা ওষ্ঠ হইতে হয় স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋ, টু, র, সা, ঋ টবর্গ রেফ আর মূর্দ্ধন্য ষকার ইহারা মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় ৯কার তবর্গ ল আর দন্ত্য সকার ইহারা দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

১৮। জিহ্বামূল কবর্গ অন্তস্থ ব দন্ত ওষ্ঠ বর্ণ এ ঐ কণ্ঠতালব্য ও ঔ কণ্ঠ ওষ্ঠ।

অর্দ্ধমাত্রা তু কণ্ঠ্যস্য একারৈকারয়োর্ভবেৎ।
ওকারৌকারয়োর্মাত্রা তয়োর্বিবৃতসংবৃতম্ ॥ ১৯ ॥
সংবৃতং মাত্রিকং জ্ঞেয়ম্ বিবৃতং তু দ্বিমাত্রিকম্।
ঘোষা বা সংবৃতাঃ সর্ব্বে অঘোষা বিবৃতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০ ॥
স্বরাণামূষ্মণাং চৈব বিবৃতং করণং স্মৃতম্।
তেভ্যোঽপি বিবৃতাবেঙৌ তাভ্যামৈচৌ তথৈব চ ॥ ২১ ॥
অনুস্বার যমানাং চ নাসিকা স্থানমুচ্যতে।
অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থান ভাজিনঃ ॥ ২২ ॥
অলাবুবীণানির্ঘোষো দন্তমূল্যঃ স্বরানুগঃ।
অনুস্বারস্তু কর্ত্তব্যো নিত্যং হ্রোঃ শষসেষু চ ॥ ২৩ ॥
অনুস্বারে বিবৃত্যাং তু বিরামে চাক্ষরদ্বয়ে।
দ্বিরোষ্ঠ্যৌ তু বিগৃহ্নীয়াদ্‌যত্রৌকারবকারয়োঃ ॥ ২৪ ॥
ব্যাঘ্রী যথা হরেৎ পুত্রান্ দংষ্ট্রাভ্যাং ন চ পীড়য়েৎ।
ভীতা পতনভেদাভ্যাং তদ্বদ্বর্ণান্ প্রযোজয়েৎ ॥ ২৫ ॥

---

১৯। একার, ওকার কণ্ঠের অর্দ্ধমাত্রা ওকার ঔকারের যে উচ্চারণ বিবৃত দ্বি মাত্রা ও সংবৃত ১ মাত্রা অর্থাৎ উচ্চারণেতে কম ও অধিক সময়।

২০। সহজ স্বরের দ্বারায় যে উচ্চারণ হয় তাহার নাম এক মাত্রা (সংবৃত) তাহাপেক্ষা কিছু বিশেষ উচ্চারণ হয় তাহার নাম দ্বিমাত্রা (বিবৃত) শব্দমাত্রেই সংবৃত, শব্দমাত্র যাহা নয় অর্থাৎ শব্দের অধিক সেই বিবৃত যথা ক সংবৃত খ বিবৃত ইত্যাদি।

২১। সকল স্বরেরি জোরের সহিত উচ্চারণের নাম বিবৃত তাহাদিগের মধ্যে এ, ও আর ঐ, ঔ ইহারা নিজেই বিবৃত।

২২। অনুস্বার আর যম অর্থাৎ কুং খুং গুং ঘুং ইহাদিগের উচ্চারণস্থান নাসিকা অযোগবাহা অর্থাৎ কোন বর্ণের কিম্বা স্বরের আশ্রয় ব্যতীত উচ্চারিত হয় না।

২৩। বীণাযন্ত্রের তম্বু হইতে তারের দ্বারায় যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ দন্তমূলদ্বারায় অনুস্বারের স্বরের উচ্চারণ কর্ত্তব্য, হ, র আর শ ষ স ইহারো অন্তে অনুস্বার থাকিলে ঐ রকম।

২৪। অনুস্বারে দ্বিমাত্র বর্ণে বিরামে, যুক্তাক্ষরেতে দুই ওষ্ঠ বিশেষরূপে গ্রহণ করিবে আর যেখানে ওকার আর বকার।

২৫। ব্যাঘ্র যেমন শিশুকে মুখে করিয়া লইয়া যায় অথচ দন্তে পীড়ন করে না এবং পতনের ও ছেদনের ভয় রাখে সেই প্রকার বর্ণ সকলকে প্রয়োগ করিবে।

যথা সৌরাষ্ট্রিকা নারী তক্রং হত্যভিভাষতে।
এবং রঙ্গাঃ প্রযোক্তব্যাঃ খেঅরাঁ ইব খেদয়া ॥ ২৬॥
রঙ্গবর্ণান্ প্রযুঞ্জীরন্ নো গ্রসেৎ পূর্ব্বমক্ষরম্।
দীর্ঘস্বরং প্রযুঞ্জীয়াৎ পশ্চান্নাসিক্যমাচরেৎ ॥ ২৭॥
হৃদয়ে চৈকমাত্রস্তু অর্দ্ধমাত্রস্তু মূর্দ্ধনি।
নাসিকায়াং তথার্দ্ধং চ রঙ্গস্যৈবং দ্বিমাত্রতা ॥ ২৮॥
হৃদয়াদুৎকরে তিষ্ঠন্ কাংস্যেন সমনুস্বরন্।
মার্দ্দবং চ দ্বিমাত্রং চ জঘন্বাঁ২ ইতি নিদর্শনম্ ॥ ২৯॥
মধ্যে তু কম্পয়েৎ কম্পমুভৌ পার্শ্বৌ সমৌভবেৎ।
স রঙ্গং কম্পয়েৎ কম্পং রথীবেতি নিদর্শনম্ ॥ ৩০॥
এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।
সম্যগ্-বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩১॥

---

২৬। সৌরাষ্ট্র দেশের নারীরা (গোয়ালিনীরা) যে প্রকার তক্রাং শব্দ উচ্চারণ করে এই প্রকার র হইয়াছে অঙ্গ যে শব্দের যেমন তক্র শব্দের নিম্নে র অক্ষর আছে এবং খেঅরাং শব্দ খেদেতে উচ্চারণ করে সেই প্রকার শব্দ সকলের উচ্চারণ হইবে।

২৭। র হইয়াছে অঙ্গ যে বর্ণের তাহাকে উচ্চারণ করিতে পূর্ব্ব অক্ষরকে লোপ করিবে না, দীর্ঘস্বরের যোগ করিবে অর্থাৎ তক্র শব্দের ত, ক, উভয়ের উচ্চারণ করিবে এবং স্বরের আকার সহজেই দীর্ঘ তথাপি তাহাকে লম্বা করিয়া উচ্চারণ করিবে পরে নাসিকার উচ্চারণ তক্রাং শব্দের ক্রাং।

২৮। তক্রাং শব্দের একমাত্রা ত শব্দ হৃদয় হইতে আর তক শব্দের অক অর্দ্ধমাত্রা মূর্দ্ধনি হইতে উচ্চারিত আর র হইযাছে অঙ্গ যাহার এমন তক্রাং ক্রা শব্দ দ্বিমাত্রা আর শেষ অনুস্বার অর্দ্ধমাত্রা যাহা নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়।

২৯। তক্রাং শব্দের ত হৃদয় হইতে উত্থান হইয়া থাকিয়া কাংস্য পাত্রে ধাক্কা দিলে যেমন শব্দ হয় সেই প্রকার ক্রাং শব্দের উচ্চারণ হইবে মার্দ্দব অর্থাৎ মধুর স্বরে তদ্রূপ ঘন্বাং
২

৩০। তক্রাং শব্দের মধ্যে কম্পমান যে ক্র শব্দ তাহাকে আরও কম্পমান করিবে আর উভয় পার্শ্বে অ আর আ, এই দুয়ের উচ্চারণ সমান রূপ রাখিবে, সেই র হইয়াছে অঙ্গ যাহার অর্থাৎ ক্র ইহাকে কম্পের পর আরো কম্পন করিবে রথের চক্রই ইহার দৃষ্টান্ত।

৩১। এইরূপে বর্ণ সকল উচ্চারণ করিবে যাহাতে বর্ণ সকল অব্যক্ত ও পীড়িত না

গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥ ৩২ ॥
মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয়সমর্থং চ ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ ॥ ৩৩ ॥
শঙ্কিতং ভীতমুদ্‌ঘৃষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
কাকস্বরং শিরসিগং তথা স্থানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৪ ॥
উপাংশুদষ্টং ত্বরিতং নিরস্তং বিলম্বিতং গদ্গদিতং প্রগীতম্।
নিষ্পীড়িতং গ্রস্ত-পদাক্ষরং চ বদেন্ন দীনং নতু সানুনাস্যম্ ॥ ৩৫ ॥
প্রাতঃ পঠেন্নিত্যমুরঃস্থিতেন স্বরেণ শার্দ্দূলরুতোপমেন।
মধ্যন্দিনে কণ্ঠগতেন চৈব চক্রাহ্বসং কূজিতসন্নিভেন ॥ ৩৬ ॥
তারং তু বিদ্যাৎ সবনং তৃতীয়ং শিরোগতং তচ্চ সদা প্রযোজ্যম্।
ময়ূরহংসান্যভৃতস্বরাণাং তুল্যেন নাদেন শিরঃস্থিতেন ॥ ৩৭ ॥

হয় এইরূপে সম্যগ্ প্রকারে বর্ণের উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মলোকে স্থিতি হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়।

৩২। সুর করিয়া, শীঘ্র, শিরঃকম্পন করিয়া আপনি লিখিয়া আপনি পাঠ করা, অর্থ না জানিয়া পাঠ করা, অল্পকণ্ঠের সহিত যে পাঠ করে সে অধম পাঠক।

৩৩। মধুর স্বরে, স্পষ্টরূপে অক্ষরকে উচ্চারণ করিয়া পদচ্ছেদ করিয়া, সুন্দর স্বরের সহিত, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, লয়ের সহিত, যে পাঠ করে, সেই গুণবান্ পাঠক, উপরের শ্লোকের বিপরীত।

৩৪। শঙ্কা করিয়া, ভীত হইয়া, অধিক উচ্চৈঃস্বরে, অস্পষ্ট রূপে নাসিকার সুরে (নাকি), কাকের স্বরে, মূর্দ্ধা স্বরে, যে অক্ষরের যে স্থান তাহা বর্জ্জন করিয়া পাঠ করিবে না।

৩৫। আস্তে আস্তে বলা, শীঘ্র শীঘ্র, থাকিয়া থাকিয়া, বিলম্ব করিয়া, গদগদ ভাবে, প্রকৃষ্টরূপে গান করিয়া, চিবাইয়া, অক্ষর এবং পদকে লোপ করিয়া, দীন ভাবে, কেবল নাকের দ্বারায় বলিবে না।

৩৬। প্রাতঃকালে হৃদয় হইতে স্বরের দ্বারায় ব্যাঘ্রের ন্যায় মধ্যাহ্নে কণ্ঠের দ্বারায় চকাচকি ও হংসের স্বরের ন্যায়, উচ্চারণ করিবে।

৩৭। মূর্দ্ধা হইতে, বেলা ২ টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, মস্তক হইতে উচ্চারণ করিবে।

অচোঽস্পৃষ্টা যণস্ত্বীষন্নেমস্পৃষ্টাঃ শলঃ স্মৃতাঃ।
শেষাঃ স্পৃষ্টা হলঃ প্রোক্তা নিবোধানু প্রদানতঃ ॥ ৩৮
অমোঽনুনাসিকা অহ্নৌ নাদিনো হঝষঃ স্মৃতাঃ।
ইষন্নাদা যণ্ জশঃ শ্বাসিনশ্চ খফাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ঈষচ্ছ্বাসাংশ্চরো বিদ্যাদেগার্ধামৈতৎ প্রচক্ষতে।
দাক্ষীপুত্র পাণিনিনা যেনেদং ব্যাপিতং ভুবি ॥ ৪০ ॥
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথপঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪২ ॥

ময়ূর, হংস, পানকৌড়ি, সরাল ও জলপিপি ইত্যাদি পক্ষীর স্বরের ন্যায় স্বর মস্তকে রাখিয়া।

৩৮। অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ইহারা অস্পৃষ্ট অর্থাৎ কেবল স্বর হইতে উচ্চারিত হয়, য, ব, র, ল, ঈষৎ স্পৃষ্ট অর্থাৎ আপন আপন স্থানে অল্প স্পর্শ করে শ, ষ, স, অর্দ্ধ স্পৃষ্ট আর অবশিষ্ট হল স্পৃষ্ট অর্থাৎ ইহারা আপন ২ স্থানকে স্পষ্টরূপে স্পর্শ করে।

৩৯। ঞ, ন, ণ, ঙ, ম, অনুনাসিক ইহারা মুখ ও নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয় অহ্না অর্থাৎ অ, র, হ, ঝ, ঢ, ধ, ঘ, ভ, ম, ইহাদিগের নাদেতে অর্থাৎ স্বরের সহিত উচ্চারণ হয়; অপর পাঠ অমোঽনুনাসিকানহ্না অর্থাৎ অ, ই, উ, ণ। ঋ, ৯, ক। ও, ঙ। এ, ঔ, চ। হ, য, ব, র, ল, ট্। ল, গ্। ঞ ম ঙ ন ণ ম। ইহারা সকলেই অনুনাসিক কিন্তু হকার আর রকার অনুনাসিক নহে হ, ঝ, ষ, ইহারাও স্বরের সহিত উচ্চারণ হয়, হকার আর ঝ, ষ, অর্থাৎ ঝ, ঢ, ধ, ঘ, ভ, ষ, অমের হকার আর রেফ্ বর্জ্জিত হওয়াতে বিকল্পে অনুনাসিক য, ব, র, ল, আর জ, ড়, গ, ঙ, দ, শ, ইহাতে ঈষৎ স্বরের উচ্চারণ আর খ, ক, অর্থাৎ খ, ক, ছ, ঠ, থ, ইহারা বায়ু দ্বারা উচ্চারিত হয়।

৪০। চ, র, অর্থাৎ চ ট ত প য়। শ ষ স র। ইহাদিগের উচ্চারণ ঈষৎ শ্বাসের দ্বারায় হয়, গোর্ধামৈতৎ প্রচক্ষতে, গো অর্থাৎ বাক্য তাহার ধাম অর্থাৎ স্থান দাক্ষীপুত্র পাণিনী কর্ত্তৃক এই বাক্য সকল জগতে বিস্তারিত হইয়াছে।

৪১।৪২। প্রথমে কূটস্থের পূর্ব্বে যাহা দর্শন হয়, কূটস্থের কল্পনা দ্বারায় সকলি দেখিতে পাওয়া যায় পরে জ্যোতিঃস্বরূপ নয়নরূপ কূটস্থ পরে অব্যক্ত শব্দ শুনিতে পায়

উদাত্তমাখ্যাতি বৃষোঽঙ্গুলীনাং প্রদেশিনী মূলনিবিষ্ট মূৰ্দ্ধা।
উপান্তমধ্যে স্বরিতং দ্রুতং চ কনিষ্ঠিকায়ামনুদাত্তমেব ॥ ৪৩ ॥
উদাত্তং প্রদেশিনীং বিদ্যাৎ প্রচয়ং মধ্যতোঽঙ্গুলিম্।
নিহতং তু কনিষ্ঠিক্যাং স্বরিতোপকনিষ্ঠিকাম্ ॥ ৪৪ ॥
অন্তোদাত্তমাদ্যুদাত্তমুদাত্তমনুদাত্তং নীচস্বরিতম্।
মধ্যোদাত্তং স্বরিতং দ্ব্যুদাত্তং ত্র্যুদাত্তমিতি নবপদশয্যা ॥ ৪৫ ॥
অগ্নিঃ সোমঃ প্র বো বীর্য্যং হবিষাং স্বর্বৃহস্পতিরিন্দ্রাবৃহস্পতী।
অগ্নিরিত্যন্তোদাত্তং সোম ইত্যাদ্যুদাত্তং প্রেত্যুদাত্তং ব
ইত্যনুদাত্তং বীর্য্যং নীচস্বরিতমং ॥ ৪৬ ॥
হবিষাং মধ্যোদাত্তমং স্বরিতি স্বরিতম্।
বৃহস্পতিরিতি দ্ব্যুদাত্তমিন্দ্রাবৃহস্পতী ইতি ত্র্যুদাত্তম্ ॥ ৪৭ ॥
অনুদাত্তো হৃদি জ্ঞেয়ো মূর্দ্ধ্ন্যুদাত্ত উদাহৃতঃ।
স্বরিতঃ কর্ণমূলীয়ঃ সর্ব্বাস্যে প্রচয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

---

তাহার পর দূরের গন্ধ অনুভব করে তাহার পর শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় তন্নিমিত্ত এই শরীরের অঙ্গেতে বুদ্ধি স্থির করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহা সিদ্ধাবস্থায় হয় অর্থাৎ যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪৩। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাতে লাগাইলে উদাত্ত হয় তর্জ্জনীর মূলেতে মূৰ্দ্ধা শীঘ্র স্বরের উচ্চারণ হয় কনিষ্ঠিকাতে অনুদাত্ত।

৪৪। উদাত্ততে তর্জ্জনী ও মধ্য অঙ্গুলিতে সকল, অনুদাত্ত কনিষ্ঠিকাতে স্বরিত উপকনিষ্ঠিকা অর্থাৎ অনামিকা।

৪৫। পদের অন্তে উদাত্ত আদিতেও, আর উদাত্ত অনুদাত্ত নীচস্বরিত পদের মধ্যে উদাত্ত ও স্বরিত আর দ্বিদাত্ত-দুইবার উদাত্ত ত্র্যুদাত্ত—তিনবার উদাত্ত এই নবপদের শয্যাস্বরূপ।

৪৬।৪৭।৪৮। ( অগ্নিঃ সোমঃ প্র বো বীর্য্যং হবিষাং স্বর্ হস্পতিরিন্দ্রা বৃহস্পতী ) অগ্নি ইহার অন্তে উদাত্ত সোমঃ ইহার আদিতে উদাত্ত প্র—উদাত্ত, ব—অনুদাত্ত বীর্য্যং নীচস্বরিত হবিষাং মধ্যোদাত্ত স্ব স্বরিত বৃহস্পতি দুইবার উদাত্ত রিন্দ্রবৃহস্পতী তিনবার উদাত্ত। অনুদাত্ত হৃদয় হইতে উচ্চারণ হয় উদাত্ত মূৰ্দ্ধা হইতে স্বরিত কর্ণমূল হইতে আর সমুদায় মুখ হইতে।

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রং চৈব বায়সঃ।
শিখী রৌতি ত্রিমাত্রং তু নকুলস্ত্বর্দ্ধমাত্রকম্ ॥ ৪৯ ॥
কুতীর্থাদাগতং দগ্ধমপবর্ণং চ ভক্ষিতম্।
ন তস্য পাঠে মোক্ষোঽস্তি পাপাহেরিব কিল্বিষাৎ ॥ ৫০ ॥
সুতীর্থাদাগতং ব্যক্তং স্বাম্নায্যং সুব্যবস্থিতম্।
সুস্বরেণ সুবক্ত্রেণ প্রযুক্তং ব্রহ্ম রাজতে ॥ ৫১ ॥
মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥ ৫২ ॥
অবক্ষরমনায়ুষ্যং নিস্বরং ব্যাধি পীড়িতম্।
অক্ষতাশস্ত্ররূপেণ বজ্রং পততি মস্তকে ॥ ৫৩ ॥
হস্তহীনং তু যোঽধীতে স্বরবর্ণ বিবর্জিতম্।
ঋগ্‌যজুঃ সামভিঃ দগ্ধো বিযোনিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

---

৪৯। চাষ পক্ষীর স্বর এক মাত্রা, কাকের দ্বিমাত্রা, মযুরের ত্রিমাত্রা, বেজির অর্দ্ধমাত্রা।

৫০। অঙ্গুলির যে সকল স্থান স্বরের হস্তের দ্বারা নির্ণীত তাহার বহির্ভূত পাঠ করিলে চিবাইয়া পাঠ করিলে কোন ফল ও মোক্ষ হয় না পাপস্বরূপ অভিশম্পাত দ্বারায়।

৫১। সুন্দর হস্ত স্বর দ্বারায় ব্যক্ত সুন্দর রূপে স্থির হইয়া সুস্বরে সুমুখে প্রকৃষ্টরূপে পাঠে ব্রহ্মেতে যুক্ত হয় আর এইরূপ পাঠ করিলে তাহার দীপ্তি হয়।

৫২। মন্ত্রহীন স্বরবর্ণহীন মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া যাওয়া (অর্থ না জানিয়া) এই বজ্ররূপ বাক্য যিনি পাঠ করেন তাহাকেই নাশ করে যেমন ইন্দ্রের শত্রু তাহার যজমানকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে স্বরের সহিত না পাঠ করা অপরাধ দ্বারায় হনন করিয়াছিলেন।

৫৩। স্থির হইয়া অক্ষর পাঠ না করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় ধীরে (আস্তে) পাঠ করিলে ব্যাধি হয়, অক্ষতা=দেখা শাস্ত্ররূপেণ=ব্রহ্মে দ্বারায় অর্থাৎ অর্থ না জানিয়া পাঠ করিলে মস্তকে বজ্র পতন হয়।

৫৪। হস্ত হীন, স্বরবর্ণ বিবর্জ্জিত হইয়া যে পাঠ করে, ঋক্, যজু, সাম বেদকে দগ্ধ করায় পাপ তাহার হয় ও নরকে যায়।

হস্তেন বেদং যোঽধীতে স্বরবর্ণার্থ সংযুতম্।
ঋগ্‌যজুঃ সামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোক মহীয়তে ॥ ৫৫ ॥
শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।
বাঙ্ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৬ ॥
যেনাক্ষর সমাম্নায় মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ ৫৭ ॥
যেন ধৌতাগিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ ৫৮ ॥
অজ্ঞানান্ধস্য লোকস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনয় মুখনিঃসৃতামিমাং যইহ পঠেৎ প্রযতঃ সদা দ্বিজঃ।
সভবতি ধনধান্য কীর্ত্তিমান্ সুখমতুলং চ সমশ্নুতে দিবীতি ॥ ৬০ ॥

ইতি পাণিনীয় শিক্ষা সমাপ্তা।

---

৫৫। হস্ত স্বরের দ্বারায় স্বরবর্ণ ও অর্থযুক্ত বেদ ঋক্, যজু, সাম পবিত্র হইয়া যে পাঠ করে সে ব্রহ্মলোকে যায়।

৫৬। বাক্যরূপ আহরণ করিয়া মহাদেব আপনার শাঙ্করী শক্তি বুদ্ধিমান দাক্ষীপুত্র পাণিনীয়কে দিয়াছেন সরস্বতীর বাক্য এই স্থির।

৫৭। মহাদেবের দ্বারায় যে সকল অক্ষর নির্গত হইয়াছে তাহা যিনি স্থির হইয়া পাঠ করেন সে সকল ব্যাকরণেতে বলিয়াছেন যে পাণিনীয় তাঁহাকে নমস্কার।

৫৮।৫৯। যাহার দ্বারায় বাক্য সকল ধৌত হইয়াছে বিমল শব্দরূপ বারির দ্বারায় অজ্ঞানরূপ তমো যিনি ভেদ করিয়াছেন এমত যে পাণিনীয় তাঁহাকে নমস্কার।

৬০। এই শিক্ষা যাহা মহাদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে ইহা যে দ্বিজ প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বদা পাঠ করে সে ধন ধান্য কীর্ত্তিমান্ অতুল সুখ স্বর্গেতে ভোগ করে।

সমাপ্ত।

# বেদান্তদর্শন ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

### প্রথম পাদ ।

### ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির বিষয়, বৈরাগ্য প্রভৃতি বর্ণন ।

**তদনন্তরপ্রতিপত্তৌরংহতিসপরিষ্বক্তপ্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥ ১ ॥**

সূত্রার্থ। প্রাণির জন্মান্তর পাওয়াতে আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া মনের বেগে প্রাণ আইসে ইহা প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দ্বারা বোধ হয়।

পূর্ব্ব শরীর হইতে যে শরীরের অন্তরের অন্তর অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে যে শরীর ছিল তাহা হইতে যে শরীর, তাহার ভিতরে যাহা তাহারই ভিতরে ব্রহ্ম প্রতিপত্তি হইতেছে—পূর্ব্ব শরীরে যে আত্মা, তাহার ভিতরে যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহার ভিতর যে অণুস্বরূপ ব্রহ্ম তিনি যদি সংস্থাপিত হইলেন—এইরূপ সূক্ষ্মের প্রাপ্তি হইলে তখন অব্যক্ত কিরূপে? প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্নের নিরূপণ করা—ব্রহ্মকে জানা—পঞ্চ তত্ত্ব মধ্যে ব্রহ্ম এই স্থিতি, অন্য সূক্ষ্ম ভূতে যাওয়া তাহা নহে, নিজে ব্রহ্ম হইলে সকলই ব্রহ্ম হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক ৫ মন্ত্র :—"যোবঃ শিব তমোরস স্তস্ত ভাজয়তে হনঃ, উশতিরিব মাতরঃ"। অর্থ :—যো—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে যোগস্বরূপ উপায় তাহা ভালরূপ হইলে মূলধন ব্রহ্ম পায়, বঃ—বায়ু এই বায়ু স্থির হইলে কূটস্থ সদা দেখে পরে তাহার প্রকৃষ্টরূপে যোগবল হয়, তিনি শিবস্বরূপ—তাঁহার মঙ্গল হয়—যত অমঙ্গল হউক না কেন সমস্ত মন হইতে নিবারণ হয় এবং অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হয়, সকলের কর্ত্তাস্বরূপ হন এবং যোগেতে সদা রমণ করেন, তম—( তমস্ তম্ খিন্ন হওয়া ) এইরূপ সদা খিন্ন থাকেন, রস—মনপ্রীতি বিশেষ, এই ক্রিয়া করিতে করিতে ছয় প্রকার রসাস্বাদন হয়, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর ; শৃঙ্গার—ক্রিয়া করা, বীর—সোজা বসে, করুণ—দয়ার্দ্র চিত্ত হয়, অদ্ভুত—আশ্চর্য্য দেখে, হাস্য—বিনা আয়নায় আপনার রূপ আপনি দেখে হাস্য করে, ভয়ানক—ভয়ানক রূপ দেখে, বীভৎস—অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা মনের রুচি হয়, রৌদ্র—উগ্র মূর্ত্তি হওয়া, শান্তি—শান্ত মূর্ত্তি হওয়া,—এই ৬ ও ৯ রস বিশিষ্ট হইয়া তস্য ভাজয়তে হনঃ—তাহার প্রভা প্রকাশ হয়। উশতি রিব মাতরঃ—মাতার ন্যায় সকলকে বশ করে সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হওয়াতে ; তখন নিজে ব্রহ্ম হওয়ার নিরূপণ হইবার কোন কিছু থাকে না।

প্রাণ বায়ু পুনরায় জন্ম হইলে কি প্রকারে সেই প্রাণ আইসে? সূক্ষ্ম শরীর জোরেতে

মনের সহিত পুনর্জ্জন্মের বীজ প্রাপ্ত হয়, ইহার প্রমাণ প্রশ্ন উত্তর, যাহার নিরূপণ প্রশ্নোপনিষদে আছে। প্রশ্ন—কোথা হইতে এ প্রাণ আসিয়াছে এবং কিপ্রকারে এই শরীরে আইসে? উত্তর আত্মার দ্বারায় এই প্রাণ জন্মায়—কূটস্থে ব্রহ্মের এই প্রাণ হইতেছে—আত্মার দ্বারায় এই প্রাণ হইয়াছে যেমত এ পুরুষের ইচ্ছায় হয় এই নিরূপণ হইল। পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন সূক্ষ্ম চারি ভূতের সহিত মনের দ্বারা দেহ হইতে দেহ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মাত্মক বলিয়া দিব্য চক্ষু ব্যতিরেকে দেখা যায় না। আপ প্রাণ কিপ্রকারে? কূটস্থের মধ্যে অন্নব্রহ্মই কি কারণবারি?

---

## আত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। জলের যে তিন মূর্ত্তি, যাহা পান করা যায়, পৃথ্বি তেজ অপ, এই তিনের মধ্যে জলের অংশ অধিক হওয়ার নিমিত্ত, তাহাতে যে সূক্ষ্ম অংশ, যাহাকে অস্থিষ্ট বলা যায় তাহাকে প্রাণ কহে।

তু শব্দে এই বুঝায় যে শঙ্কা উপরে লিখিত আছে, তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত, আত্মক প্রযুক্ত এ দোষ নহে অর্থাৎ আত্মারই অন্য দিকে মন দেওয়া হয়, আত্মাই জীবস্বরূপ সর্ব্বকারণ কারণবারি ব্রহ্ম, সেই আত্মক প্রযুক্ত বিষয়েতে ব্রহ্মের ব্যপদেশ কি প্রকারে করিবে। সেই আত্মাই পুনরায় হইয়াছেন, ব্রহ্মের অংশেতে প্রথমে আহুতি—শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয়, যে পর্য্যন্ত গর্ভে থাকে, সেই আহুতি—শ্বাস-প্রশ্বাস অদৃষ্ট দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মফল দ্বারা পরে জন্মগ্রহণ করে, এই রূপ আত্মা গমন করেন, সূক্ষ্ম ভূত গমন করেন না অর্থাৎ ভূত সকল সূক্ষ্মরূপে আত্মাতে গমন করে না। যখন এক হয় তখন সমস্তই সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, গমনাগমন থাকে না অচল হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক:—"তস্মা অরঙ্গ মামবো যস্যক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজন যথাচনঃ"। অর্থ:—ক্রিয়ার পর অবস্থায় গমন করিয়া, মামবো, আপনি বিস্তার হইয়া যান, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ—সেই বিস্তারও যখন নাশ পায়, জিন্বথ—জি—জয় করা, তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবনকে যে জয় করিয়াছে, দৃঢ়রূপে, আপ—জলশায়ী নারায়ণ ব্রহ্ম জন উৎপন্ন হন, যথাচনঃ—সেই নারায়ণের সাদৃশ্য ভাব উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ হইলে সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হয়, তখন আর দুই থাকে না।

জলের মূর্ত্তি ত্র্যাত্মক, তাহা লোকে পান করে, তাহার মধ্যে পৃথিবী অপ তেজ, ইহার মধ্যে জলের অংশ অধিক, ঐ তিনের মধ্যে ব্রহ্মের অণুর ভাগ জল, তিনিই প্রাণ। তবে রস তন্মাত্র যে আপ তিনিই কি প্রাণ হইতেছেন?

---

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। প্রথমে যে তেজ অপ অন্ন, ইহার মধ্যে যে আপ আছে তাহারই স্থূল আপেতে গতি আছে, ইহার নিমিত্ত স্থূল আপও প্রাণ হইতেছে।

সকল প্রাণের গতি ব্যতিক্রম হইয়া যায় সেই সকল প্রাণের সূক্ষ্ম ভূতের আশ্রয় যাহা তাহাতে বিস্তার পূর্ব্বক থাকা, এ সব তেজ মাত্রা এই রূপ শ্রুতির প্রমাণ বুঝায়, যখন সকল এক হয়, তখন তেজ অন্ধকার কিছু থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তী শ্চর্ষণীনাং। আপোযাচামি ভেষজং"। অর্থঃ—ঈশানি মহেশ্বর—এই শরীরে মধ্যে প্রাণস্বরূপ যে ঈশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপক হয়েন, যাহা তাঁহার মহিমার দ্বারা অনুভব হয়, তখন এই আত্মাই মহেশ্বর হয়েন, অর্ষ—( ঋ—গমন করা ) এই রূপ গমন করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়, এমত সকল লোকের ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং—( অর্ষ—হিংসা ) হিংসা ক্ষয় হয়। এমত হিংসারহিত ব্যক্তিরা আপ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া, যাচামি ( যাজ্ঞা করে ) ভেষজং—অর্থাৎ অমর পদ প্রার্থনা করে, যাহা বিষস্বরূপ সংসারের ঔষধি। সেই প্রাণের গতি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মেতে লীন হয়।

সেই তেজ হইতেই পরব্যোম শিব প্রাণ জলস্বরূপ হইতেছেন, কূটস্থেতে তাহা দ্বারা দেখে অনেকের জন্মদাতা হইলেন, জল সৃষ্টি হইল, তিনিই মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ প্রাণ হইলেন, তিনিই মস্তকে অমৃতস্বরূপ রস তন্মাত্র জল হইতেছেন, তাহাতে গমন করাতে ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপে অণু প্রবেশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে জলময় প্রাণ হইতেছে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতিচেন্নভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। অগ্নি ইত্যাদিতেও বায়ুর গতি আছে তাহার নিমিত্ত অপ প্রাণ নহে। যদ্যপি এরূপ কেহ বলে তাহা নহে, অংশ হইবার জন্য।

বাক্যস্বরূপ অগ্নি, গতি আদি শব্দেতে, বায়ু প্রাণাদি তাহারা সূক্ষ্ম ভূতেতে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা যদি বল, প্রাণ সকল জীবের সঙ্গে যাওয়ার কথা, এ মিথ্যা কথা, এ কোন ভক্তের কথা। প্রাণিদিগের গমনেতে অগ্নি আদির গতি এই শ্রুতির বচন, সেই ব্রহ্মই ভোক্তা, লোমকূপের দ্বারা ঔষধির উপচার হইতেছে, এই রূপ ভাব, ইহারই অভাব ভিটকেলম্ অর্থাৎ ভাক্তত্ব। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন গতি নাই। তখন নিজে না থাকায় সব ব্রহ্মময় হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"শন্নো দেবীর ভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তুনঃ"। অর্থঃ—শন্নো—যিনি আস্তে আস্তে প্রেরণ করেন, আত্মা, দেবী—কূটস্থ, অভিষ্টয় ( অভি—পুনঃ পুনঃ ইষ্—বাঞ্ছা করা ) কূটস্থ সেই বাঞ্ছিত পদ, তাহার মধ্যে আপো—কারণবারি ব্রহ্ম, ভবন্তু—তাঁহারই প্রাপ্তি হয়, এই রূপ

প্রাপ্ত হইয়া পীতয়ে—অমৃতস্বরূপ পান করে, শংযোয়ন্তি প্রবহুনঃ—শং মঙ্গল, আয়ু বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে মূলধন ব্রহ্ম পায়, তাহা পাইয়া অভি—অভা স্বারূপ্য পদে থাকিয়া প্রকাশ হয়, প্রবহুনঃ—নক্ষত্র সকল দেখে যাহা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার কোন গতি নাই তিনি অচল।

অগ্নিতেও প্রাণ হইতেছে, সে গার্হপত্য অগ্নি—ঘরের ( শরীরের ) কর্ত্তা যে অগ্নি ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ কূটস্থ, তিনিই গুহ্যে অপান ও সর্ব্ব শরীরে ব্যান, যাহা গুহ্যদ্বার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চলিতেছে, তিনি চতুর্ব্বিধ অন্ন পচন করেন, তন্নিমিত্তে ঘরের কর্ত্তা ; প্রকৃষ্ট রূপে আনয়ন করে তন্নিমিত্তে প্রাণ বলা যায়, সেই প্রাণ কূটস্থস্বরূপ অগ্নিত ন্নিম্নিত্তে হবন করিবার যোগ্য ; তাহাতেই যজ্ঞ করিলে এই ওঁকার রূপ শরীরের স্থিতি, হবন—ক্রিয়া করা যাহা উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস, এই অগ্নিস্বরূপ প্রাণ, প্রাণের দ্বারা প্রাণের আহুতি, অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা সমান বায়ুতে আনয়ন করে, তন্নিমিত্তে নাভিতে সমান রূপে বায়ুর স্থিতি, এই ত্রিপাদ এই স্বর্গ ( ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি ) এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় অমরপদ যাহা তাহাই ব্রহ্ম, তাহাতেই প্রাণ বায়ু সমানেতে আনে বলিয়া, সমানকে, প্রাণেরই সমানতা বশতঃ সমান ,বলে। মনের দ্বারা প্রাণে হবন করাতে যজন হইল, সেই যজন দ্বারা যে ব্রহ্মেতে স্থিতি সেই মনের যজমান অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহা ইষ্টফল, উদান—উর্দ্ধে মস্তকে যে প্রাণের গতি পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় স্থিতি অর্থাৎ সেই প্রাণের স্থিতিতেই ব্রহ্ম, তিনিই যজমান, তিনিই ব্রহ্মেতে গমন করিয়া আপনার মনেতে আপনি লীন হন, আবার তিনিই সেই হবন ক্রিয়ার দ্বারা কূটস্থস্বরূপ আদিত্য বাহ্য প্রাণের উদয় হন, এই রূপ চক্ষেতেও সেই প্রাণ, এই শরীরে যত দেবতা আছেন সকলই কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষোত্তম, তাহারই রূপ, অপান বায়ুতে আটকিয়া থাকিলে দেখা যায়, আকাশেরই সেই সকল রূপ। সেই সমান বায়ু ব্যান হইতেছে, সর্ব্ব শরীরে সেই প্রাণ—কূটস্থ থাকাতে সর্ব্ব শরীর গরম আর কূটস্থের তেজ হইতেছে, সেই বায়ু উদানের গতিতে হয়। বেদে এই রূপ অগ্ন্যাদির গতি বলে, তবে জলের গতির ন্যায় অগ্নিরও গতি হইতেছে। তবে জল প্রাণ পতি, নিশ্চয়, তাহা নহে। কারণ প্রাণ যে গৃহের পতি, এই কথা যদি হইল, তবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপন্যাসের মত হয়, আর কূটস্থ যে বাহিরের প্রাণ এ কথা, সে চক্ষেতে প্রাণের গমন করাতে হয়, চক্ষেতে প্রাণের সঞ্চার হওয়াতে হয়। তন্নিমিত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়তে প্রাণত্ব আছে অর্থাৎ কূটস্থ আছেন আর অপানেতে থাকিলে কূটস্থ দেবতাদি দেখায় সেই পৃথিবী হইতেছে অর্থাৎ শরীর, তাহার মধ্যে সমান বায়ুতে থাকায় আকাশ, তিনিই বায়ু দ্বারা সমস্ত দেহেতে চরণ করেন তন্নিম্নিত্তে ব্যান হইতেছে, আর উদান; ঊর্দ্ধ নয়ন প্রভাবে তেজ হয় এই তাক্ অর্থাৎ একবার হাঁ আবার না, এই অনুযোগ ও প্রত্যনুযোগ হইতেছে।

প্রথমেশ্রবণাদিতিচেন্নতাএবহ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। প্রথমে শ্রবণ নাই, ইহার নিমিত্ত অপ প্রাণ নয়, এরূপ নহে; উপপত্তি দ্বারা প্রাণই প্রাণ হইতেছে। কারণ তেজ হইতে জল হইয়াছে তাহার পর জল হইয়াছে কিন্তু জলেতেই প্রাণ হইয়াছে, তাহারই দ্বারা উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রথমে শরীরের অগ্নি হইতেছেন, সেই অগ্নির জন্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক—ব্রহ্মেতে থাকায়, শ্রবণ দ্বারা কারণবারি আপ জানা যাইতেছে এবং সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম ইহার অনুবৃত্তি হয়। তবে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়—সেই কারণ বারির উৎপত্তি—বারির কারণের শুদ্ধত্ব হেতু সম্বাদ, অতএব আপ ব্রহ্মঃ—এই শ্রুতি, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক ৬ মন্ত্র:—"অপ্সুমে সোমো অব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চবিশ্বশম্ভুবং"। অর্থঃ—অপ্সু—সেই কারণবারি, মে—আমাকে, সোমো—চন্দ্র, অব্রবীৎ—বলিয়াছেন, অন্তর্বিশ্বানি—সমুদয় বিশ্বসংসারের মধ্যে বারিস্বরূপে আছেন, তিনিই ঔষধি, অগ্নিই তেজ-স্বরূপ হইয়া আত্মায় থাকায় বিশ্বসংসারের শম্ভুবং—মঙ্গল হয়। সেই শরীরের অগ্নি নাশ হইলে বিশ্বসংসার নাশ হয়। অচল হওয়াতে তখন ব্রহ্ম জগন্ময় হয়।

কারণবারি যে প্রাণ নহে তাহা নহে অর্থাৎ আপই প্রাণ হইতে হইয়াছে, কারণ তেজ হইতে আপ, প্রথমে তেজ কূটস্থে হইয়াছিল, পরে আপ, তবে আপও প্রাণ হইতেছে। প্রাণেতেই প্রাণ, অর্থাৎ কূটস্থতে প্রাণ তিনিই জীবন; পুষ্টি জন্য যাহার দ্বারা শরীরের চাকচিক্য আপের দ্বারা হইতেছে, না তেজের দ্বারা ও অন্নের দ্বারা। আত্মা দ্বারা জীবন পুষ্টি ও চাকচিক্য হয়, প্রাণের দ্বারা কেন না হয়?

---

অশ্রুতত্বাদিতিচেন্নেষ্ঠাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। আত্মা হইতে জীবন ইত্যাদি হইয়াছে তাহা শোনা যায় নাই, এ রকম নহে; কারণ ইষ্টাদি কারক বস্তু জন্য অর্থাৎ জলাশয়াদি জন্য প্রতীত হয়, যে প্রাণের কর্ম্ম জীবন তর্পণ ইত্যাদি হয়, ইহার নিমিত্ত জল প্রাণ হইতেছে, আর মন্ত্রও আছে যে জল হইতেই সমস্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন নিরূপণ করা জীবের না শোনা প্রযুক্ত, এই শরীর মধ্যে যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান আছেন, তাহার গ্রহণ অযুক্ত হইতেছে, এই যদি বল, তবে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্র'য় প্রভৃতি যে ক্রিয়াদি দক্ষিণ মার্গেতে করা, সে দেবতাদিগের অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, দেবতারা খান, এই শ্রুতি, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া চন্দ্র প্রাপ্ত হওয়াতে কি পুরুষার্থ—পুরুষার্থত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পুরুষ সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকেন এবং ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বেই সকল কর্ম্ম করেন, এই সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ অনুবাক ৬ মন্ত্র:—"আপঃ

প্রণীত ভেষজং বরূথং তম্বেমম জ্যোকৃচ সূর্য্যংদৃশেঃ"। অর্থঃ—আপ—কারণবারি, প্রণীত—( প্র—ণী লওয়া ) প্রণয়ন করা—রচিত ( ব্রহ্মের দ্বারা ) ভেষজং ( ভয় বা পীড়া জয় করা ) ভব-সংসারের পীড়া—জন্ম মৃত্যুস্বরূপ যন্ত্রণা ও ভয় যে ক্রিয়ার দ্বারা দূর হয়, বরূথং ( বৃ—আবরণ করা ) এই শরীর রূপ রথে ব্রহ্ম গুপ্তভাবে হৃদয়েতে আছেন সকলে জানিয়াও জানে না—ক্রিয়ারূপ কর্ম্ম করিতে করিতে মস্তকে অনুভব হয়, যাহা করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয় ও যাহার দ্বারা শরীরের ত্রাণ হয়, তম্বেমম—( তন—বিস্তার করা ) ব্রহ্মকে সর্ব্ব বস্তুতে বিস্তৃত রূপে দেখা, এই শরীরেও বিস্তার দেখা এবং বায়ু দ্বারা সূক্ষ্মরূপে ঘচাতেও দেখা। এই শরীরেতেই "তম্বরভ্রাবৃতা ব্যোম্নি চন্দ্র লেখেব গচ্ছতি" অর্থাৎ এই শরীরে মন যিনি শূন্যেতে অভ্রের মত চন্দ্র দর্শন হয় তাহাতে যায়, মম—আমার, জ্যোকৃচ—যোনিমুদ্রা করিলে ধনুর মত আকার হয়, করিতে করিতে নেড়া মাতার মত হয় কৃচ, যাহাকে কহে, তখন সূর্য্য দেখে, এ সমুদয় দেখে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মময় হওয়াতে দেখা শুনা থাকে না।

আত্মা জীবনাদিতে, প্রাণেতে নহে ইহা শোনা যায় না ইহা যদি বল, তাহা নহে কারণ জলাশয়াদি সকল প্রাণ রক্ষার কার্য্য হইতেছে। তাহারই দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে প্রাণ আসিয়া থাকে, এই প্রতীত—বিশ্বাস হয় এই প্রাণের রূপ। যাহাদের মন এ সংসার হইতে ত্রাণ পাইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইয়াছেন তাঁহারা বলেন যে সেই কারণবারি কূটস্থের মধ্যে ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণীদিগের প্রাণ, তাঁহাতে থাকিলে পবিত্র হয়, সে প্রাণেতে প্রাণ দিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে সিদ্ধি হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই সিদ্ধি।

## ভাক্তংবানাত্মবিত্বাত্তথাহিদর্শয়তি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। অনাত্মবিৎ লোকেদের যে তর্পণাদি হয়, সে ভাক্ত হয় কারণ তাহারা আত্মাকে জানেন না, কারণ উপনিষদেতে দেখাইয়াছেন।

সেই সকল দেবতারা যাহারা ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মকে দেখিল, তাহারা ভাক্ত, কারণ তাহারা আত্মাকে জানিল না, তাহাদের অন্ন ব্রহ্ম জানা আমাদেরই মত, কেবল অন্ন খাওয়াই সার মাত্র, ভোগ হইতেছে এবং শ্রুতিও এই দেখাইতেছে। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্ব কারণ কারণবারি ব্রহ্মযোনি উপলব্ধি হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সকল কর্ম্ম করা এবং এইরূপ কর্ম্মেতে আবিষ্ট হইলেই কর্ম্মের ভাব হইল, আর ব্রহ্মতেও ভাব বোধ হইল, কিন্তু যখন ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেন তখন কর্ম্মেতেও ব্রহ্ম, সমস্ত এক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ২ অনুবাক ৭ মন্ত্র ঃ—"অহিরেব

বন্দিতো আজ্যস্ত পরমেষ্ঠিং জাতবেদ তনূবশিন"। অর্থঃ—ত্বংহি—তুমিই, কূটস্থ ব্রহ্মই সকল দেবতার বন্দনীয়, আজ্য—ঘৃত, ক্রিয়াদি করার পর যে অবস্থা সেই ঘৃত, তিনিই পরমেষ্ঠি ব্রহ্ম, জাতবেদ—অগ্নি, জঠরাগ্নি যাহা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপক, তনু—তাহা প্রসারিত হইয়া বশিন—সকলকে বশ করে অর্থাৎ ব্রহ্ম জগন্ময় হওয়াতে জগৎকে আপনার বশে রাখিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হয় তখন কে কাহাকে বশে রাখিবে।

যাহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা করে তাহারা কারণবারি হইতে প্রাণনাদি কর্ম্ম করে, সেও ক্রিয়ার পর অবস্থার অংশ হইতেছে। আত্মাতে না থাকার নিমিত্ত জন্ম মৃত্যু, ব্রহ্ম অজ, সেই অজের অংশ জন্ম মৃত্যু। ভাল, যে ভাল কর্ম্ম করিয়াছে, পরলোকে ভোগের অনন্তরান্তর যখন ফল ভোগের দ্বারা কর্ম্মের নাশ হইল, পুনরায় ইহলোকে জন্মায়?

কৃতাত্যয়েনুশয়বান্দৃষ্টস্মৃতিভ্যাংযথেতমনেবংচ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ফলের দ্বারা স্বর্গেতে গিয়াছে, সে ফলের নাশ হওয়াতে এখানে আইসে, কারণ তাহার বাসনা লেগে থাকে। কারণ প্রাণের প্রয়াণ সময়েতে যেমত দেখে ও স্মরণ করে, তাহারই অনুসারে শুভাশুভ যোনিতে জন্ম লয়, সে যেমত যায় সেই রূপ ফের আইসে।

পুণ্য কর্ম্মের বিনাশে হিংসা করা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে, যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার সুখের ইচ্ছা লাগা থাকা দেখা যায়, আর রমণ করিতে সদাই ইচ্ছা হয় আর স্মৃতিতেও আছে। সকল সুখের শেষ সুখ, তিনিই শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে যেরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আসিয়া পড়ে, যদ্যপি ইহা না হয়, তাহার বিপরীত আকাশাদি রূপের দ্বারা, তাহাও এক প্রকারান্তর হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় তখন কোন প্রকার বা প্রকারান্তর নাই, সমস্ত এক ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ অনুবাক ৭ মন্ত্র ১ প্রপাঠকঃ—"পশ্যামতে বীর্য্যং জাতবেদঃ প্রণোব্রূহি যাতু ধানান্নৃচক্ষঃ"। অর্থঃ—পশ্যাম—সকলেই দেখিতে পায়, তে—তোমার বীর্য্য প্রভাব, জাতবেদ—অগ্নি, ক্রিয়া করিলেই সকলেই প্রভাব জানিতে পারেন, প্রণো—প্রাণ, আত্মাই পুরাণ পুরুষ, ইহাই সকলে বলে, যাতু—বায়ু, ধানান্—পোষণ করা, সকলের একই অঙ্কুর হইতেছে, নৃচক্ষ—যিনি পড়ান তিনি গুরু নহেন, বায়ুই গুরু অতএব বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, যখন বায়ু ব্রহ্মেতে, মিলিত হয়, তখন সমস্ত এক হইয়া যায়, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু থাকে না।

পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত ফল ভোগ করিয়া পুনরায় সেই কর্ম্মের সংশ্রব (নেজুড়) থাকে, কারণ

দেখাও স্থিতির জন্ত ; প্রাণত্যাগ সময়ে যাহা কিছু দেখে ও স্মরণ করে তাহা, লোক বিশেষে শুভাশুভ প্রযুক্ত শুভাশুভ যোনি হয়। কি প্রকারে যেমত আইসে তেমন যায় ও সেই রূপ আইসে। এই আত্মা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানময় ( ক্রিয়ার পর অবস্থা ) মন, মন ধর্ম্মময় সেই সর্ব্বময়, মন থাকিলে কোন কিছু দেখা যায় না। যেমত আকারে যায় সেই রূপ আচার হয় পাপের দ্বারা পাপ, পুণ্য কর্ম্মে পুণ্য, সাধন করে সাধু, এইরূপ কামময় পুরুষ, তিনি আকাশের মত, তিনি কর্ত্তা কর্ম্ম করেন, কর্ম্ম শক্তি দ্বারা সক্ত হন, মন নিঃসক্ত, কর্ম্মের অন্ত হইলে পুনরায় আবার লোকেতে আসিয়া কর্ম্ম করেন। যেমত আকাশ বায়ু হইয়া ধোঁয়া হয়, তাহা হইতে অভ্র—ছোট মেঘ, পরে মেঘ হইতে ভাল রূপ বর্ষা হয়, পরে শস্যাদি, তদ্দারা রেত হয়, তাহাই ভূত ; মনই কামনা করেন, কামনা রহিত নিষ্কাম হইলে প্রাণ উৎক্রমণ হয় না, তখন ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যাহার ইচ্ছা রহিত, হৃদয়ে স্থিতি হইয়াছে সে ব্রহ্মস্বরূপ অমৃত পান করে। পূর্ব্বকৃত ফলের অনুবন্ধতে পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় ; সৎ অসৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রযুক্ত, জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত, তবে কি অসৎ পূর্ব্বে ছিলেন। তবে অবস্তু হইতে বস্তু উৎপত্তি কি প্রকারে, তবে সৎ পূর্ব্বে ছিল তাহা নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ সংস্কার রূপ বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মের কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই তবে সৎ ও অসৎ তুই নহে কারণ সৎ ও অসতের বৈধর্ম্ম দেখা যায়, সৎ বস্তুই অসৎ এই রূপ এক হইতেছে, সেই এক কোন বস্তু—পরব্যোম, তবে কি বুদ্ধি সিদ্ধ অসৎ হইতেছে ? সে যোগের দ্বারা যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা যে স্থিতি সেই অবস্তুর বস্তু, সুতরাং অসৎ ত্রিগুণ রহিত, নিরাকার তিনি দেব বস্তুত হইতেছেন, তিনিই কি প্রাণ, তিনি পরমাত্মা পরব্যোম, দেব অর্থাৎ আকাশই যাহার ঐশ্বর্য্য, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যবান ভগ, সেই ভগ দ্বারা কৃত ভাগ্য, ভাগধেয় বিধায়ক বিধি ; তাঁহারই নিয়মে হয় তন্নিমিত্তে তাহাকে নিয়তি কহে, যাহা কি, দেখা যায় না তন্নিমিত্তে অদৃষ্ট কহে, সেই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর রূপে দৃশ্যমান হয়। উপাদান বিশেষ দ্বারা সেই প্রজাপতি বিশেষ রূপে আগমন করেন এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে যত দিন মোক্ষ না হয় তত দিন আবদ্ধ থাকেন, এই রূপ পূর্ব্বকৃত ফলের অনুবন্ধ প্রযুক্ত পুনরায় উৎপত্তি হয়।

---

চরণাদিতিচেৎনোপলক্ষণার্থেতিকার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। তুমি যাহা বলিলে, যেমতে আইসে, সেই মতে যায়, তাহা নহে। আচরণ অর্থাৎ ক্রিয়ার জন্ত তাহা হইলে ঠিক নহে, কারণ কার্ষ্ণাজিনি ঋষি উপলক্ষণ অর্থাৎ চরণাদি বলিয়াছেন। উপলক্ষণ অর্থাৎ কিছু বলা হইয়াছে ও কিছু বলা হয় নাই।

এই রমণীয় চরণের—আত্মার—আগমন হইয়াছে, ইহাতে অনুশয়া—নিন্দা কিসের ?

ইহা যদি নিন্দা হইল, নিন্দার উপলক্ষণ হেতু চরণ এই শ্রুতি বলিতেছে তিনিই কূটস্থ এই আচার্য্যের মত অর্থাৎ ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ২ অনুবাক ৭ মন্ত্র ১ প্রপাঠক :—"ইদং হবির্জাতু ধানান্নদীফেণ মিবাবহৎ"। অর্থ :—এই ক্রিয়ার পর অবস্থাস্বরূপ ঘৃত যাহা যাতু—বায়ু, ধানান—পোষণ করা, এই বায়ুর পোষণ হয়, এই শরীর রূপ নদীর ফেণের ন্যায় বহন হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নদীতে শরীররূপ ফেণা বহিয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম এই বঞ্চনা ভাল বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যোনিতে, নিন্দনীয় কর্ম্মে শূদ্র যোনি প্রাপ্ত হয়। কুকুর, শূয়োর চাণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয় এইরূপ কার্ষ্ণাজিনি ঋষি বলেন। শূদ্র যোনি মধ্য যোনি হইতেছে।

---

আনর্থক্যমিতিচেন্নতদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। উপলক্ষণ কি অনর্থক হইতেছে, অনর্থক অর্থাৎ বিনা আবশ্যক। না, কপূয়া চরণের অপেক্ষা দ্বারা।

সেই চরণ শব্দ শুনিয়া বোধগম্য হইতেছে, তাহার পরিত্যাগের দ্বারা নিন্দার লক্ষণ জন্য, স্বীকার করাতে, অনর্থ প্রয়োজন শূন্যেতে হইল, এই যদি বল, তাহা হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে সেই চরণের অপেক্ষা করা হইল, কোন বস্তুর অপেক্ষা করিলেই কোন আচার থাকে না, এই রূপ স্মৃতিতে লেখা আছে যে সেই অপেক্ষার ভাবই তত্ত্ব, অর্থাৎ যেখানে কোন তত্ত্ব নাই, তিনি ব্রহ্ম, সূক্ষ্ম রূপে অণুস্বরূপে সকল বস্তুতে প্রবেশ করিয়া আছেন। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ অনুবাক ৮ মন্ত্র ১ প্রপাঠক :—"অয়ং স্তবান আগমদিমংস্ম প্রতিহর্যতঃ"। অর্থ :—অয়ং—অয়, ইন্ গমন করা যাহার দ্বারা সুখ আগমন করে অর্থাৎ এই ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় যায়, যেখানে সুখেতে ব্রহ্ম সংস্পর্শ করিয়া অত্যন্ত সুখ ভোগ করে, এই রূপ শুভাদৃষ্টের লোক হাজারের মধ্যে এক জন হয়, যিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। স্তবান—( স্তু—স্তুতি করা ) তাঁহারা মনে মনে স্তুতি করেন ও তাঁহার মহিমা জানিয়া গুণ বর্ণন করেন, আগম—( আ—গম, গমন করা ) যে শাস্ত্র—এক ক্রিয়া যাহা সকল শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, যাহার দ্বারা সমস্ত জানা যায়, প্রমাণ—"সিদ্ধংসিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্তু হিতংচাত্র পরত্রচ। আগমংশাস্ত্র মাপ্তানা মাপ্তাস্তত্ত্বার্থ বেদিনঃ"। অর্থাৎ সিদ্ধ—যিনি সমস্ত ব্রহ্মময় দেখিতেছেন ও হইয়াছেন অর্থাৎ যখন ব্রহ্ম সমস্ত করিতেছেন অথচ কিছু করিতেছেন না এই রূপ বোধ হইবে, যাঁহার তাঁহার কথা প্রামাণ্য কারণ তাহাতে ইহকালে ও পরকালে হিত হয়, আগম শাস্ত্র এই রূপ প্রাপ্ত হইয়া, আপ্ত তাঁহারা বলান ও তাঁহারাই তত্ত্বের রূপ জানেন। আরও বলিয়াছেন—"আগতং শিববক্ত্রেভ্যোগতঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে"। অর্থাৎ ক্রিয়া পাইয়া যাঁহার তিন নেত্র হইয়াছে—কূটস্থে

যিনি সদা থাকেন, আর যিনি ত্রিশূল—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সদা ক্রিয়া দ্বারা ধারণ করিয়াছেন তিনি শিব, তাঁহার মুখ হইতে নির্গত কথা গিরিজা অর্থাৎ প্রকৃতি কর্ণ দ্বারা শুনিতেছেন, ম—ইচ্ছাস্বরূপ দুইয়ের মধ্যে যিনি আছেন তিনি বাসুদেব, তন্নিমিত্তে আপ্ত ব্যক্তিদিগের কথাই আগম। আরও প্রমাণ :—"আকার সদৃশ প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ"। অর্থ :—আপনার রূপ দেখার নাম জানা আর সেই স্বরূপের দ্বারা সাদৃশ্য পদ পাওয়ার নাম আগম, যে আগমের দ্বারা সমস্ত জানা যায়, সেই উপদেশের দ্বারা পাওয়া যায় ; সেই আমি হইতেছি, প্রতি—বিখ্যাত হওয়া ; সেই ব্রহ্মের প্রতি—স্বরূপের প্রতি যায়, যাইতে যাইতে তাহাতেই পরিবর্ত্ত হইয়া যায়—সমাধি হয়। হৃত—( হৃ—লওয়া ) অশ্বমেধের ঘোড়া যেমত কেহ হরণ করিতে পারে না তদ্রূপ কোন মায়াস্বরূপ বিষয়েতে তাহার মনকে সমাধি হইতে হরণ করিতে পারে না এবং সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হইলে কাহারও উপেক্ষা থাকে না।

চাণ্ডাল অপেক্ষা নানা যোনি উত্তম, অধম আছে, ইহা অনর্থ নহে ; কারণ ভাল জন্মের অপেক্ষা করে।

---

সুকৃতদুষ্কৃতএবেতিতুবাদরিঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। বাদরি ঋষি বলিয়াছেন যে সুকৃত বিশেষের দ্বারা উত্তম যোনি আর দুষ্কৃত বিশেষে কপূয়া যোনি হয়।

বাদরি আচার্য্য চরণ শব্দ দ্বারা এই বুঝাইয়াছেন যে সুকৃত ও দুষ্কৃত দুই চরণ, এ যদি মান তবে শব্দের চিহ্ন আছে, তাহা হইলে ভালতে ভাল, মন্দতে মন্দ আবরণ আছে, সেই আবরণ রূপ বোধ হইল, যাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে সেই পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিলে, যে আরব্ধ ফল ভোগ করা বিষয় হইতেছে, এই শঙ্কা যে সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম ব্যতীত এ জন্মে অন্য কর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করে, অর্থাৎ চন্দ্রাদি দেখে, সকল শ্রুতিতে এই বলিয়াছে, তিনিই অন্নময় ব্রহ্ম, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন রূপ নাই, সমস্ত ব্রহ্মময়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৮ মন্ত্র ১ প্রপাঠক :—"যত্রৈবা মগ্নে জনিমানি বেত্থ্য গুহা সদামত্রিণাং জাতবেদঃ"। অর্থাৎ যেখানে এই অগ্নি—ক্রিয়ার দ্বারা যে কূটস্থস্বরূপ যে অগ্নি তাহাই জানিবার যোগ্য, তাহার মধ্যে নক্ষত্রস্বরূপ গুহা আছে, অত্রিণাং—( অত্রি, অৎ সতত গমন করা ) যাঁহারা এই ক্রিয়াস্বরূপ ধর্ম্মপথে সতত গমন করে তাহাদের এই জাত বেদ-স্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি হইতেছেন। এই অগ্নি হইতে বিশ্বসংসার হইয়াছেন যাহার মধ্যে অণু প্রবেশ করিয়া সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম, সেখানে সুকৃত দুষ্কৃত কিছুই নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

বাদরি ঋষি বলেন সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম দ্বারা উত্তমাধম জন্ম হয়।

---

## অনিষ্টাদিকারিণামপিচশ্রুতং ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। যে অনিষ্ট প্রভৃতি করে, তাহারও উর্দ্ধগতি ও অধোগতি শুনিতে পাই।

ইষ্টাপূর্ত্তাদি যজ্ঞ ব্যতিরিক্ত কর্ম করে তাহা হইলে, অনিষ্টাদি কর্ম কারী যাহারা, তাহারও যাহা কিছু উপক্রম কর্ম করিয়া চন্দ্র সম স্থায় হইয়া যায় এবং চন্দ্রলোকে যায়, ইহা শ্রুতিতে শুনিয়াছি। ইহাতে অনন্তর চন্দ্র গমন হয় বলা হইল অর্থাৎ চন্দ্র দৃষ্টি যুক্তি দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে দর্শন জন্য বলা হইল, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় চন্দ্রাদি দর্শন কিছুই নাই তখন নিজে না থাকায় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ অনুবাক ৯ মন্ত্র :— "ইদমাদিত্যা উত বিশ্বেচ উত্তরশ্মিং জ্যোতিষি ধারয়ন্ত। অস্যাদেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্ত সূর্য্যো অগ্নিরূতরা হিরণ্যং"। অর্থ :—ইদমাদিত্য—এই কূটস্থস্বরূপ আদিত্য, উত—বোনা, ক্রিয়া করাতে, ইহারি মধ্যে বিশ্ব-সংসারের দেবতা আছে, উত্ত—আর্দ্র, মগ্ন হইয়া চন্দ্রের রশ্মিস্বরূপ ব্রহ্মপদ পাইয়া—জ্যোতিষিধারয়ন্ত—সকল জ্যোতির যে কর্ত্তা ব্রহ্ম তাহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। এই রূপ দেখিয়া, অস্যদেবাঃ—ইহার দেবতা সকল, প্রদিশি—দুই দিকের মধ্য দেশে আছেন—পূর্ব্ব পশ্চিমের মধ্যে জ্যোতিস্বরূপ কূটস্থ আছেন। সূর্য্যস্বরূপ, অগ্নিস্বরূপ—যোনি মুদ্রায় কূটস্থে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে চারি দিকে অগ্নিস্বরূপ দেখা যায় এবং ওঁকার ধ্বনিস্বরূপ এক শব্দ হয় ( রূতবা ) হিরণ্যং—হিরণ্যস্বরূপ হইতেছেন। যখন সমস্ত এক হয় তখন কোন রূপ থাকে না।

ভাল করিলে ভাল হয়, মন্দ করিলে বৈধর্ম্ম হেতু মন্দ হয়, ইষ্টাপূর্ত্তি যজ্ঞ করিলে ভাল হয় আর অনিষ্ট কর্ম করিলে মন্দ গতি হয় কিন্তু সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে এই রূপ শোনা যায় তবে অশুভ কারীরাও চন্দ্রলোকে গমন করেন।

---

## সংগমনেত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরীহৌতদগতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। ইষ্টাপূর্ত্তাদি শুভ কর্মকারীদের স্বর্গ লোক বিশেষেতে শুভ ফলভোগ করিবার জন্য বিশেষ গতি হয়, সেই শুভ ফল ক্ষীণ হওয়াতে চন্দ্রলোক ইত্যাদি পাইয়া ব্রাহ্মণাদি যোনিতে পতন হয়। আর অশুভ কর্মকারীরা অশুভ কর্ম ভোগ করিবার জন্য যমলোকে গতি হয় তাহার পর শূদ্রাদি যোনিতে ক্রমে আইসে যোগীরা এই গতিকে দেখেন।

তু শব্দে এই বুঝায় যে, যে সমস্ত লোক নিষ্ঠাদিকারী তাহাদের চন্দ্রাদি দর্শন ও

তাহাতে গতি এক হওয়ার ব্যাবৃত্তি, সংযম নিয়মের দ্বারা এই শরীরেতে হয়। আর অনিষ্টকারীরা দুঃখের অনুভব জন্ম দুঃখেতে আরোহণ করে এবং দুঃখ বোধ হইলে তাহা হইতে অবরোহণ করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আরোহণ অবরোহণ কোথায়? আরোহণ অবরোহণের গতি আছে, ব্রহ্ম অচল, তাঁহার গতি নাই; যেমত রোগের গতি, সেই রূপ রোগাবসানে আরোগ্যের বশে হয়; এই রূপ যাহারা সংগমন করে, ভাল রূপে এক এক বিষয়েতে যায়, এই রূপ দেখাতে ভাল লোকের কথায় বিশ্বাস করায় এ সকল প্রত্যয় হয় না, কারণ এ সকল বিশ্বাসের গতি আছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ায় সকল স্থির হইযা যায়, কোন বিষয়ের গতি নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ অনুবাক ১১ মন্ত্র:—"হোতাকৃষ্ণেতুবেধাঃ"। অর্থ:—হোতা—যিনি ক্রিয়া করেন, কৃষ্ণেতু—( কৃষ—আকর্ষণ করা ) কূটস্থে থাকিলে অন্য দিকে মন—পাপ, হইতে আকর্ষিত হয়—তাঁহাতে থাকিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়, তিনি উৎকৃষ্ট সুখ নিষ্পাদনের কারণ, কূটস্থ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছেন। "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে"—ক্রিয়া করিলে ব্রহ্মপদে লীন হয় কূটস্থই লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপ, তাঁহাতে থাকিয়া বেধাঃ—বেধস্ বিধান করা, ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য সকলই তাঁহার মধ্যে—কূটস্থের মধ্যে আছেন এবং সকলেই সেই কূটস্থের ধারণা করিয়া আছেন, যাঁহার কোন গতি নাই, নিত্যই রহিয়াছেন।

এই রূপ গতি যোগীরা দেখেন—আরোহণ অবরোহণ গতি, দেবযান, পিতৃযান।

---

স্মরংতিচ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। ঋষিরা এই সকল কথা স্মরণ করেন।

স্মরংতিচ—স্মরণ করাতেও হয় যেমত ব্যাসাদি সংযম দ্বারা গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট রূপে সিদ্ধি হইয়াছে। তবে ক্রিয়া করিলে যে ব্রহ্মপদ তাহা সংযমেতেও হয়, তথাপি লোকের শরীরে দুঃখিত্ব কেন হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন সুখ দুঃখ নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ৩ অনুবাক ১৯ মন্ত্র:—"ব্রহ্মবর্ম্মমমান্তরং"। অর্থ:—ব্রহ্ম—( ব্রহ্মন্—বৃন্হ, মনুষ্য জাতি, বৃদ্ধি পাওয়া বা করা ) যোগের দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা পরমেশ্বর যাহা জানিলে জ্ঞান হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মতেজ হয়, এই রূপ তপস্যা করিয়া সৎ পদকে পায়, বর্ম্ম—শরীর, এই শরীরে সমস্ত দেখিয়া উচ্চতা পায়, মমান্তরং—ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি ব্রহ্মে মিলিত হওয়ায় আমি পৃথক হইয়া যায় সেখানে কোন বিষয়ের স্মরণ নাই।

আর মনু স্মৃতিতেও আছে (১), ব্রহ্মহত্যা (২), সুরাপান (৩), স্তেয় (৪), গুর্ব্বঙ্গনা-গমন,

এই সকল পাপে এই খানেই নীচ জন্ম হয়। (১) মিথ্যা কথা বলা, কূটস্থের নিন্দা, আত্মার অন্ত দিকে মন দেওযায়, শূয়র, গাধা, উঠ, গরু, ছাগল, মৃগ, পক্ষী, চাণ্ডালাদি জন্ম হয়। (২) ক্রিয়াবানের নিন্দা করিয়া অন্ত দিকে মন, ক্রিয়া নষ্ট করা, আর গর্হিত পান ভোজনে, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী হিংস্র জন্তু আদি জন্ম হয়। (৩) সোণা চুরি, লতা, জল জন্তু, হিংস্র পিশাচ আদি জন্ম হয়। (৪) স্ব যোনি গমন, কুমারি গমন, সখার পুত্রবধূ আদি গমন, তৃণ, গুল্ম, লতা ও ক্রুর কর্ম্মকারী আদি জন্ম হয়। এই সকল লোকের পরলোক গতি হয় না।

---

## অপিসপ্ত ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। সপ্ত নরকেতে ইহাদিগের গতি।

লোক কেবল কামের বশেতে রৌরবাদি সাত নরক ভোগ করে এই রূপ পৌরাণিকেরা স্মরণ করে। নম্র হইলেও সে চিন্তা যায় না অর্থাৎ চিত্রগুপ্তাদির স্মরণাদি যায় না, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় মরণাদির ভয় কিছু থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ৫ অনুবাক ২৪ মন্ত্র :—"স্বরূপমকরত্বচং। স্বরূপা নামতে মাতা, স্বরূপো নামতে পিতা। স্বরূপ কৃত্বেমোষাধসা স্বরূপামিদংকৃধি"। অর্থ :—স্বরূপ দেখিবে কিন্তু হাতের ত্বচাদি দেখিতে পাইবে না, এই স্বরূপ নাম তোমার মাতা ও পিতা এই স্বরূপের সাধন করিলে, সেই স্বরূপই এই কৃধি—( কু—পৃথিবী, ধৃ—ধারণা করা ) কূটস্থ তিনিই ব্রহ্ম।

রৌরবাদি সপ্ত নরক এই খানেই ভোগ হয়, শূকরাদি জন্ম গ্রহণ করিয়া। ইহা হইলে শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হইল, তাহাতে লেখা আছে অনেক অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ঘোর নরকে গমন হয়।

## তত্রাপিচতদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। চার মহাপাতকি প্রথমে সপ্ত নরকেতে গমন করে, ভোগ করে চন্দ্রলোকে ক্রমেতে গিয়া সেখানে দৃষ্ট ফল অর্থাৎ ভোগ দ্বারা নরকে দুঃখ ভোগ ব্যাপার হইতে এখানে আসিয়া জন্ম লয়েন ও মরেন এবং নরকেতে যান না, এই শ্রুতি স্মৃতিতে অবিরোধ হইতেছে।

তত্রাপি সেই মহা রৌরবাদি নরকের ব্যাপার, সেই যমের ব্যাপারে জানিয়া, তন্নিমিত্তে যমায় অন্তের চিত্রগুপ্তাদির তাহা বিরোধ হইতেছে। কারণ শঙ্কার দ্বারা মন্দ মতির সূচনার নিমিত্ত, ভাল ও মন্দ মার্গ এই দুই রাস্তার প্রকৃতত্ব প্রযুক্ত, এই দুই ভাল মন্দ ভিন্ন ব্রাহ্মণদের যে রাস্তা—ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে যাওয়া উচিত, সেখানে ভাল মন্দ ফলের

কোন বিরোধ নাই, সেখানে গেলে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, নিজেও ব্রহ্ম হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ২৮ মন্ত্র :—"প্রতীচীকৃষ্ণবর্ত্তনেসইহযাতুধান্ত" অর্থ :—প্রতীচী—( প্রতী—পশ্চাৎ, অনচ্—গমন করা ) পশ্চিম দিকে মেরুদণ্ডে সুষুম্নায় গমন করিয়া, কৃষ্ণবর্ত্তনে—মুক্তির রাস্তায় আকর্ষণ করিয়া, থাকাতে. সৎ—সম্যক প্রকারে, ইহ—ভূলোকে, যাতু—( যা—গমন করা ) এই রূপে গমন করেন, বায়ু দ্বারা যান, ধান্ত—আগম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন হন, সেখানে কোন বিষয়ের রোধ থাকে না।

দিষ্ট পুরুষ, সোণা চোরের প্রথমে ধোয়া পরে চন্দ্রলোক অনেক বর্ষ রৌরবাদির যাতনা ভোগ করিয়া, ভোগের ব্যাপার অবসান হইলে কুকুর শূকর জন্ম পাইয়া মরণ হয়, ইহা হইলেই শ্রুতি স্মৃতির অবিরোধ হইল ও ইহারই নাম তৃতীয় পন্থা ও কর্ম্ম হেতু দেবযান ও পিতৃযান হইতে অভেদ হইতেছে।

## বিদ্যাকর্ম্মণোরিতিতুপ্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যার দ্বারা দেবযান গতি হয় আর কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান গতি হয় এই প্রকারে দুইয়ের গতি হইয়াছে।

এই সকল পথ জানিবার কর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত হইতেছে, এ সকল পথও জানিবার বস্তু ব্রহ্ম, এ বিদ্যা এ সকল পথ হইতে অনেক দূর এবং অন্য বিদ্যা ইষ্টাপূর্ত্তি প্রভৃতি কর্ম্ম যাহা প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকাতে ভাবের অভাব হইতেছে আর যেখানে ভাব, সে ভিন্ন, সেখানে কোন শব্দ থাকে না, এই তৃতীয় স্থান দেখাইতেছে, তথাপি সেই ইষ্টাপূর্ত্তি যজ্ঞ পূরণার্থ পঞ্চ আহুতি দিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া চন্দ্র দর্শনাদি ও তথায় গমন করা উচিত। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় গমন করিয়া কোন কিছু প্রকৃতির কর্ম্ম করিবার আবশ্যক নাই তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩১ মন্ত্র :—"যোগেব দৃশ্যেম সূর্য্যং"। অর্থ :—যোগ—( যুজ—যোগ করা ) জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতেই ব্রহ্মেতে যুক্ত হয় ; এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেহের স্থৈর্য্যতা পায় এবং এই রূপ কৌশল দ্বারা উপযুক্ততা পায়। ভব-সাগর পার হইবার এই এক উপায়। দৃশ্যেম—আমার যে চক্ষু তিনিই সূর্য্য ( সৃ—আকাশে গমন করা ) কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি এই শরীবে ও আকাশে আছেন অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপে তিনি সর্ব্বব্যাপী।

বিদ্যার দ্বারা দেবযান গতি, আর ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মতে পিতৃযান গতি, প্রকরণ

প্রযুক্ত তাহার ভেদ হইতেছে। প্রথমে ধূম, মেঘ, পরে ধান এসব পুর্ব্বে বলা হইয়াছে তবে তৃতীয় পন্থাও পিতৃযান হইতেছে ?

## নত্রিতীয়েতথোপলব্ধেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। তৃতীয়েতে পিতৃযান গতি হয় না কারণ উপলব্ধি নিমিত্ত হইতেছে।

উপরের লিখিত তৃতীয় স্থানে আহুতির নিয়ম তাহাতেই বা কোথায়, সেখানেওত উপলব্ধি আছে, কিন্তু ব্রহ্মেতে থাকিলে নিজে না থাকায় উপলব্ধি নাই। আহুতির নিয়মাদি দেখার উপলব্ধি হয়, সেই দৃষ্টান্তে জীবান্তরেতেও সেইরূপ নিয়ম অনুমান হয়, অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন নিয়ম নাই। অন্য সকল বিষয়ে নিজে থাকায় নিয়ম আছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াতে নিজেও ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৩ মন্ত্র :—"স্যাম আস্ত সদাম্বিব"। অর্থ :—স্যাম—( স্যম—ধ্বনি করা ) ওঁকার ধ্বনি যাহা আপনা আপনি হয় তাহাই দীর্ঘ স্বরের যে মনেতে মন লয় হইয়া যায় তিনিই ব্রহ্ম। নিজে ব্রহ্ম হওয়াতে সেখানে কোন উপলব্ধি নাই।

তৃতীয় যানের কর্ম্মের গতি উপলব্ধি হয় না, যেরূপ পিতৃযানের গতি সেরূপ তৃতীয় যানের গতি নাই, এইরূপ উপলব্ধি হয় না। ইহার প্রমাণ কি ?

---

## স্মর্য্যতেপিচলোকে ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। লোকেতেও স্মরণ করা যায়।

মনুষ্যেরও কোন নিযম নাই, দ্রপদাদিরও ভিন্ন যোনি হইয়াও শরীরের উৎপত্তি দর্শন দ্বারা হয়। পুরাণেতেও কোন কোন দৃষ্টান্ত যাহা সব হইয়াছে তাহা দেখিয়া নিয়মের বহির্ভূত বাধা সকল দেখা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন বাধা নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৩ মন্ত্র :—"হিরণ্যবর্ণাঃ শুর্চয়ঃ পাবকায়া সুজাত সবিতায়া যগ্নিঃযা অগ্নিগর্ভ দধিরে সুবর্ণাস্তান আপঃ শংস্তোনা ভবন্ত"। অর্থ :—হিরণ্যবর্ণাঃ—কূটস্থের সোণার মত বর্ণ, শুর্চয়—যিনি সূর্য্যস্বরূপ যাহা উপদেশ দ্বারা চয়ন—সংগ্রহ হয়, পাবকায়া—( পু—পবিত্র করা ) ব্রহ্মস্বরূপ ক্রিয়ারূপ অগ্নি যাহা দ্বারা সমস্ত পবিত্র হয় যাহা বৈদ্যুতাগ্নি, সুজাত—যিনি শোভনরূপে জন্মিয়াছেন, সবিতা—কূটস্থ, যা—যাহা, যগ্নি—যিনি নিজের অগ্নিস্বরূপ, যা অগ্নি—যে অগ্নি, গর্ভদধিরে—অগ্নি ধারণ করা, যিনি, কূটস্থ অগ্নি ধারণ করিয়া আছেন, সুবর্ণাস্তান আপ - সেই আপব্রহ্মের সুবর্ণ—সুন্দর বর্ণ, শংস্তোনা ভবন্ত—যাঁহার দ্বারা মঙ্গল হয় অর্থাৎ ব্রহ্মপদকে পায়, নিজে না থাকায় স্মরণাদি কিছু থাকে না।

যে যেমত কর্ম্ম করে সেইরূপ ফল ভোগ করে, এজন্মে অধিক পুণ্য কর্ম্ম করাতে দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলের নাশ হইয়া উত্তম যোনি পায়, আর অধিক দুষ্কৃত করিলে তৃতীয় যান প্রাপ্ত হয়। আরও প্রমাণ দেখিতেছি।

---

## দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। দর্শন কারণ জন্যতেও।

স্বেদজ ও উদ্ভিজের পঞ্চ আহুতি উৎপত্তি হইতে পারে, কারণ তাহাদেরও উৎপত্তি দেখা যায়, তবে সকলের নিয়ম একইরূপ হওয়া আবশ্যক, যেমত মনুষ্যের সেইরূপ স্বেদজ ও উদ্ভিজেরও হওয়া চাই। অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কিছুরই বাধা নাই। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে সকল প্রকারের মনের বাধা দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুইয়েরই সমানরূপে শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কেবলই স্বেদজ, উদ্ভিজ নহে, অণ্ডজ জরায়ুজের ন্যায় উদ্ভিজের শ্রবণাদি কেন না হয়, কিন্তু তাহা হয় না তবে নিয়ম সমান নহে যাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মময়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৩ মন্ত্রঃ—"যা সাং বাজা বরুণো যাতি মধ্যেং সত্যানৃতে অবপশ্যং জনানাং যা অগ্নিং"। অর্থঃ—সেই আত্মশক্তি, বাজা—( বজ—গমন করা ) ক্রিয়া, যাহা করিলে কূটস্থতে যায় যাহার মধ্যে সত্য ব্রহ্ম জ্যোতিরূপ অণু নক্ষত্রস্বরূপ দেখা যায় এইরূপ যে সকল লোকের যাহার দ্বারা হয় অর্থাৎ আত্মা তিনিই অগ্নি—যে ক্রিয়াস্বরূপ অগ্নিতে সকল ভস্ম হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

যোগীরা এইরূপ দেখিয়া থাকেন, শুভাশুভ কর্ম্মকারীর পিতৃযান গতি, সোণাচোরের প্রথমে পিতৃযান গতি তাহার ভোগবসানে ফের এখানে আসিলে তৃতীয় স্থানে গতি, তবে উদ্ভিজ ও স্বেদজের কি গতি হইতেছে ?

## ত্রিতীয় শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। স্বেদজ আর উদ্ভিজের যে গতি হইতেছে তাহাতে অবরোধ হইতেছে।

তৃতীয় এই উদ্ভিজ শব্দের উৎপত্তি অর্থাৎ বলাতে কোন রোধ হইল না, এ স্বীকার পাইতে হইবে, যাহার পাপ কর্ম্মের নিমিত্ত সম্যক প্রকারে শোক ও খেদ জন্মায়, দুইয়েরই উৎপত্তি আছে, কারণ সেই দুঃখের উৎপত্তি আর উদ্ভিজের উৎপত্তির স্থান শব্দে মার্গ, পরস্বেন—পরের দ্বারা আনীত হইয়াছে, এই তৃতীয় শব্দ তিন সংখ্যার যোগেতে হইতেছে অর্থাৎ জন্মান, শোক ও খেদ এই তিনই বায়ুর কর্ম্ম কারণ এই তিনই শুনিয়া হইতেছে অর্থাৎ আকাশ দ্বারা শ্রবণ, শ্রবণ দ্বারা খেদ, তন্নিমিত্তে সেই আত্মার এই সকল বিবেচনাও

দুঃখ কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন শোক দুঃখ নাই সমস্ত ব্রহ্মময়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৭৩ মন্ত্রঃ—"যা অন্তরীক্ষে বহুধা ভবন্তি"। অর্থঃ—কূটস্থ ব্রহ্মকে ভিতরের দৃষ্টিতে দেখিলে অনেক রকমের রূপ দেখা যায়, আর যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই পরব্যোমের রূপ।

সম্যক প্রকারে শোককে দেয় যে স্বেদজ আর উদ্ভিজ, তাহাদের তৃতীয় স্থানে গতি রোধ হওয়াতে স্বভাবতঃ উৎপত্তি এই যদি হয়।

---

## সাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ।। ২২ ।।

সূত্রার্থ। স্বভাবের দ্বারা স্বেদজ আর উদ্ভিজের উপপত্তি আসিয়া পড়ে, এই উপপত্তি হয় তবে এ স্বভাব দ্বারা নহে, ইহার কারণ আরও কিছু হওয়া উচিত।

সেই আকাশাদির সমান ভাব সাভাব্যপ্রযুক্তঃ আকাশেরও সমান রূপের উৎপন্নতা আছে, আকাশের প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি আছে, যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে পর্য্যন্ত অবস্থিতি আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় উৎপত্তি প্রলয় দুই নাই, সমস্ত ব্রহ্ম হওয়াতে নিজে না থাকায় উৎপত্তি প্রলয় দেখে কে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৭৩ মন্ত্রঃ—"শিবেন মাচক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া তন্বোপস্পৃষতত্বক্‌মে"। অর্থঃ—শিবেন—তৃতীয় চক্ষু হইলে শিব হইলেন তখনই ব্রহ্ম দেখিলেন, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হইয়াছেন, তিনিই আমি অর্থাৎ ব্রহ্মময়।

স্বভাবেই যদি হয় তবে কি বিনা হেতুতে হয়, স্বেদজ উদ্ভিজ পুণ্যকারী হইলে স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, সে কি প্রকারেতে ?

---

## নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ।। ২৩ ।।

সূত্রার্থ। স্বেদজ আর উদ্ভিজ স্বভাব দ্বারা উৎপত্তি হয় তাহা নহে কারণ তাহাদিগের জন্ম ও মরণ অনেক দিন হইতে হইয়া থাকে। অণ্ডজ অনেক দেরিতে আর উদ্ভিজ বিশেষ করে শীঘ্র হইয়া থাকে।

আকাশাদির সমান রূপ প্রযুক্ত জীবের কেন দীর্ঘকালে নির্গমন হয়, ধান্যাদি যেমত শীঘ্র বাহির হয় না এই গুণ হইতেছে। তিল মাষকলায়ের এই গুণ কিন্তু বাহির হইতে বিলম্ব হয় না, দুই তিন দিনের মধ্যে বাহির হয়। আকাশের সমান গুণ প্রযুক্ত সমানরূপে বাহির হওয়া উচিত, একের বেশী অন্তের কম, কিন্তু যখন ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে সমানরূপে হয় তখন কম বেশী ও উৎপত্তি প্রলয় থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক

৩৪ মন্ত্রঃ—"ইয়ং বিরূপং মধুজাতা মধুনাত্বা খনামসি"। অর্থঃ—এই বিরূপ—বিশেষরূপে উৎপন্ন যে কূটস্থ যাহা এই শরীর হইতে হইয়াছে, মধুজাতা যে শরীর কূটস্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মধুনাত্বা খনামসি—যে কূটস্থের নাশ নাই—সমস্ত এক ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াতে সেখানে ইতর বিশেষ কিছু নাই।

স্বেদজ উদ্ভিজকে স্বভাব আপত্তি করিতে পারে না কারণ উহারা শীঘ্রই হয় এতৎব্যতীত দেরিতে হয়, কম ও দেরির কথা কি প্রকার?

---

## অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ। যাঁহার সকলে পিতৃযানে গিয়াছেন তাঁহাদের যে দৃষ্ট হইতেছেন তাহা শুক্র ও শোণিতে অধিষ্ঠিত হয়, ইহারই জন্য ফের জন্ম দেরিতে হয়, এতৎব্যতিরেকে যে দৃষ্ট পুরুষ উদ্ভিজ ও স্বেদজের হইতেছে তাহা বীজে দৃষ্ট পুরুষ প্রথম হইতে ছিল, তাহারই জন্য পিতৃযান গতি আর তৃতীয় স্থানের গতির এই বিশেষ হইতেছে।

ধান যব ইত্যাদি অপেক্ষা তিল মুগাদির জীব শীঘ্র অধিষ্ঠান হয়, অন্যতে অধিক দিনে অধিষ্ঠান হয়, তন্নিমিত্তে একের অধিক অন্যের কম, তবে এক শরীরেব জীবের অনুসুয়া ধানের জীবের হইতে পারে, সেইরূপ ধানের অনুসুয়া তিলাদির সম্ভব, সেইরূপ সুকৃত দুষ্কৃত ব্যাপারাদি ভাব ভিতরে উৎপত্তি হয় অর্থাৎ পাপ পুণ্যের কম বেশীর উৎপত্তির ভাব হয়, এইরূপ বলা কেবল দুঃখের অভিলাপ মাত্র। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কিছু নাই সব ব্রহ্মময় হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্রঃ-"মধোরধি প্রজাতাসি সানোমধুমতস্কৃধি"। অর্থঃ—মধো—যে কূটস্থ তাঁহারই ঐশ্বর্য্য গুণে প্রজাত হইয়াছে, সানো—সূর্য্য, মধুমত—যে সূর্য্য মধুর মতন প্রিয় যাঁহাকে পাইলে, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে, তৃপ্ত হয়।

যাহাদের পিতৃযান গতি তাহাদের ইষ্ট পুরুষ শুক্র শোণিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অনেক দেরিতে জন্ম গ্রহণ করেন, আর উদ্ভিজ ও স্বেদজের বীজ শীঘ্রই জন্ম গ্রহণ করেন এইরূপ তৃতীয় যান গতির বিশেষ হইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর হইল।

## অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ। স্বেদজ ও উদ্ভিজের বীজ কি কেবল পাপই হইতেছে? উত্তর না, কারণ বচন আছে।

পাপ করিলে স্বর্গ না হইয়া নরকে যায়, পশুদের স্বর্গে যাইবার কোন লক্ষ নাই, তন্নিমিত্তে তাহারা অশুদ্ধ ও তাহাদের পাপ আছে, এই যদি বল, তাহা হইলে পশ্বাদির

বৈদিক যাহা শব্দ আছে তাহা যখন শাস্ত্র প্রমাণে জানা হইয়াছে, সেখানেও মাষকলাইয়ের উৎপত্তির ভাব বিনা পাপে হইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্রঃ—"জিহ্বায়া অগ্রে মধুমোজহ্বামূলে মধুলকং মমেদহক্রতাবসো মম চিত্ত মুপায়সি"। অর্থঃ—জিহ্বায়া অগ্রে মধু—জিহ্বা উল্টাইয়া তাহার অগ্রে মধুর মত স্বাদ বোধ হয়, ওজহ্বা—বল পূর্ব্বক উঠাইলে, মূলে মধুলকং—জিহ্বামূলেও মধুর মত স্বাদ বোধ হয়, মম—আমার, এত—গমন করা, অহ—ব্যাপ্তি, ক্রতু—ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হয়, মমচিত্তমুপায়সি—আমার চিত্তের এই সাধন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় সেখানে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই নাই।

স্বেদজের যে কেবল পাপজ বীজ তাহা নহে কারণ ভোগের দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া পরে কোন পুণ্য থাকে তাহা দ্বারা আবার জন্ম হয়, তাহা নহে, কারণ আপন আপন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে অতএব স্বেদজ উদ্ভিজ কেবল পাপযোনি হইতেছে। তবে পিতৃযান গতি ব্যক্তিদিগের স্বকর্ম্ম ফলানুবন্ধন মাত্রের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয় এইরূপ নিয়ম যদি বল তবে সকলেরই সব ছেলে হইত।

---

## রেতঃ সিগ্যোগোথ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ। পিতৃযান গতিওয়ালার সেই সেই লোক ভোগ হইবার পর আপন আপন দৃষ্ট অধিষ্ঠান অধিষ্ঠিত হইয়াছে, শুক্র শোণিতে যখন একত্র হয় তখন রেত পাতন কর্ত্তার সেই প্রকারে পুত্রের জন্মের হেতু হইল, যে দৃষ্ট তাহারই যোগ হইতেছে।

মুগের জীবের ভাবান্তরে রেত হইতেছে, গরুর রেতের সিঞ্চনে যোগ—গরু হয়, মুগের আত্মাদি অনেক হওয়া প্রযুক্ত তাহাদের অবশেষ কাঁড়াতেই হয়, প্রকৃষ্টরূপে বাসিত অর্থাৎ অন্ন কুটে২ টুকরো২ হওয়াতে তাহাতে আর আত্মার যোগ হয় না, অনেক বহুস্বরূপে আত্মার বাস হওয়াতে; আত্মার এই ভাব আর তাহাতে থাকে না। ইহাতেও কিছুতে সেই আত্মার স্থিতি হইয়া তাহার যোগে ফের জন্ম হয়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্ম হওয়ায় আর জন্ম নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্রঃ—"মধুমন্মে নিক্রমণং মধু মন্মে পরায়ণং"। অর্থঃ—মধুমন্মে—কূটস্থই আমার নিক্রমণ—কূটস্থ হইতে আমি নির্গত হইয়াছি, আমাতে সর্ব্বদা সেই কূটস্থ আছেন, আমিও কূটস্থে সদা আছি, আমি ও তিনি দুই এক, যিনি ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে আছেন।

যাহাদের পিতৃযান গতি তাহাদের সেই লোকের ভোগাবসানে আপন আপন ইষ্ট অধিষ্ঠিত হইয়া শুক্র শোণিত বীজ জনকের সেচন হওয়াতে পুত্র জন্মায় অতএব শুক্র

শোণিতের যোগ হয়; শুক্র শোণিত বীজ ত সকলেরই এক রকমের, তবে ভেড়া গরু শূকর কুকুর নর ইত্যাদি দেহ বিশেষ কি প্রকারে হয়?

---

## যোনেঃ শরীরং ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ। যোনি দ্বারা শরীর বিশেষ হয়, তাহাতে শুক্র শোণিত কারণ নহে।

এইরূপ যোনির ক্ষোভবিশিষ্ট শরীরান্তর হইবার জন্য রমণীর সহিত রমণাদি কর্ম্ম করিয়া স্রাবণ অর্থাৎ আপনি নির্গত হয়, তন্নিমিত্তে শাস্ত্রাদি এই সকল জানায়; তাহারা জানিয়া তৃতীয় স্থান যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় মৃগাদির অবস্থিতির ভাব জন্য যে ক্ষোভ তাহা আর হয় না অর্থাৎ তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্র:—"বাচা বদামি মধুমৎভূয়া সংমধু সন্দৃশঃ"। অর্থ:— বাচাবদামি—বাক্য যাহা আমি বলি, মধুমৎভূয়া—যাহা কূটস্থ হইতে হইয়াছে, সংমধু— সেই কূটস্থ সম্যক প্রকারে দেখিয়া তাহাতে অবস্থিতি হওয়ায় তদ্রূপ হইয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়।

শরীর আকৃতি বিশেষে শুক্র শোণিত কারণ নহে, যোনি শরীরের বিশেষ হইতেছে, যে২ গর্ভ করা যোনি সেই ২ রূপ হয়; রজ বীর্য্যস্বরূপ ধাতু যেমন সোণা একই, যেরূপ ছাঁচে ঢালিবে সেইরূপ আকার হইবে।

---

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্তঃ।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## দ্বিতীয় পাদ।

প্রথম পাদে কর্ম্মফলের উৎপত্তি দেখায় বৈরাগ্য পদ দেখান হইল, বিরক্ত হইয়া তত্ত্ব পদার্থ নিরোপনের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ হইল। জাগরণাদির অবস্থা বলা জন্য স্বপ্নাবস্থার মত যে প্রকাশ তাহার বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছি।

---

সংধ্যে সৃষ্টিরাহহি ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ। স্বপ্ন স্থানেতে যেমত সুষুপ্তি দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পরলোক দ্বারা যেমত ভাগ্য হয়, শুক্র শোণিত যেমত যোনিতে সূক্ষ্ম শরীরী আত্মার শরীর দ্বারা পূর্ব্বজন্ম ও ভবিষ্যত জন্মের সন্ধিতে শরীরের সৃষ্টি হয়। সে কি প্রকারে হয়, যেমত বৃহদারণ্যক সূত্রেতে বলিয়াছে।

জাগরণ ও সুষুপ্তির সন্ধিতে যাহা হয় তাহার নাম সন্ধ্য, সেই সন্ধিই স্বপ্নের স্থান, সেখানে সত্যের ন্যায় রথাদির সৃষ্টি কি প্রকারে হয় কিন্তু নিশ্চয় করে সেই স্বপ্নের সময় সেখানে কোন রথ নাই। যাইবার এই এক উপরাস্তা সৃষ্টি হয়, এই রথের আবার বাহন সৃজন হয়, এইরূপ বলাতে ইহার কর্ত্তা কাহাকে গ্রহণ করা যাইবে, কিন্তু সত্যের মত বোধ হয়, বাস্তবিক সত্য ব্রহ্ম, স্বপ্নাদি সমস্ত মিথ্যা। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৫ অনুবাক ৩৩ মন্ত্রঃ—"ময়োরশ্মি মধুতরো মধুধান মধুমত্তরঃ"। অর্থ—সূর্য্যের রশ্মিতে কূটস্থ বিশেষ দেখা যায় কূটস্থই মধুর মত বোধ হয়, সেই কূটস্থেরই মত সমস্ত হয়, সেখানে স্বপ্নাদি কিছু নাই।

যোনি দ্বারা হয়, সে কখন হয়?

সন্ধি সময়েতে স্বপ্ন স্থানে যেরূপ সুষুপ্তি পরে আবার সৃষ্টি, অর্থাৎ যেরূপ ঘুমে থেকে উঠা, সেইরূপ অদৃষ্ট বশতঃ শুক্র শোণিত বীজ যেমত যোনিতে সূক্ষ্ম শরীরী শরীর হইতে পূর্ব্বজন্ম হইতে ভাবিজন্ম সন্ধিকালে সৃষ্টি হয়, এইরূপ বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন—"তস্যহবা এতস্যপুরুষস্য দ্বেএবস্থানে ভবতঃ"। ইহলোক, পরলোক আর সন্ধি তৃতীয় স্বপ্ন স্থান হইতেছে। সেই সন্ধি স্থানে থাকিয়া উভয় স্থান দেখে, এই স্থানই পরলোক স্থান, এইরূপে

যথাক্রমে পরলোক স্থান হয়। সেখানে আত্মাই কর্ত্তা, এই শরীরের শ্বাসস্বরূপ হিরণ্ময় পুরুষ, স্ত্রীপুরুষ সঙ্গমে আইসেন।

---

## নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। কোন২ পণ্ডিত বলেন যে পুত্রাদির কর্ত্তা আত্মা হইতেছেন।

এক স্বপ্নের শাখাতেই সংস্থানেতে সকল ইচ্ছার নির্ম্মাণকর্ত্তা আত্মা, তবে আত্মার অনন্তকাম, সেই ইচ্ছা পুরুষের, সেই পুরুষের নির্ম্মাণ ইচ্ছা দ্বারা হইতেছে কিন্তু মনোরথ মাত্রেই যে এইরূপ পুরুষের দেখা যাইবে, তাহা নহে। তবে পুত্রাদিরও এইরূপ কাম হইতেছে, এই শেষ স্থির হইল পৌত্রাদিরও এইরূপ কাম, কিন্তু এই সমস্ত স্বপ্নের ন্যায় মনেতে হয়, কর্ত্তার অভাবে কর্ত্তা মাত্র সত্যত্ব বোধ হয়, আর মনোরথেরও এইরূপ সত্যত্ব বলা যাইতে পারে, সেইরূপ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন মনোরথ নাই, নিজে না থাকায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। প্রমাণ বাক্যেঃ— "ভস্মান্ত গুঁং শরীরং ক্রতোস্মর কৃতগুঁস্মর"। অর্থঃ—কূটস্থ হইতে শরীর যাহা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর, আর যিনি করেন—আত্মা—তাঁহাকে স্মরণ কর—সেই আত্মাই সূক্ষ্মরূপে জগৎব্যাপক ১০ দিকে যখন ব্রহ্ম দেখে সেই বেদ, তাহারই ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠা হইতেছে, সেখানে কোন অনুভব নাই অর্থাৎ নিজে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াতে দুই নাই।

সেই আত্মাই পুত্র কন্যারূপ নির্ম্মাতা হইতেছেন। সেই যে সন্ধিস্থান সে কি?

---

## মায়ামাত্রং তু কাৎস্নে্র্য নানাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। সন্ধিতে যাহার সৃষ্টি হয় সে মায়া মাত্র সে সব রূপে অভিব্যক্ত নহে।

তু শব্দে স্বপ্নে রথাদির সত্যত্ব ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মায়াও মিথ্যা স্বপ্নও মিথ্যা। তদ্রূপ স্বপ্নেতে আপনার রূপ অভিব্যক্ত দেশ ৪০০ ক্রোশ তফাতে গিয়া উপস্থিত, কাল প্রযুক্ত রাত্রি দিন, অদিন পুণ্ডরীকে সংবৎসর ধ্যান অর্থাৎ শয়ন এ সব এক মুহূর্ত্ত মাত্র উপলব্ধি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আসিলে সে সকল কথা অপ্রকাশ বোধ হয়, কারণ তখন স্বরূপেতে আসে, তখন বরাবর সেই চিন্তার কোন বাধা থাকে না তন্নিমিত্তে তাহার কোন বিশ্বাস হয় না। স্বপ্নও মায়া মাত্র তাহার কোন পরমার্থ নাই। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ায় কোন স্বপ্নাদি মায়া মাত্রই নাই। প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪ অধ্যায় ৩ ব্রাহ্মণ ৬ সূত্রঃ—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব মাধ্বীর্ণ সন্তোষধী ভূঃ স্বাহা ভর্গোদেবস্য ধীমহি মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ মধুমান্ন বনস্পতির্মধুমাং

অন্তর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবোভবন্তনঃ স্বঃ স্বাহেতি সর্ব্বাশ্চ সাবিত্রী মন্বহে সর্ব্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্ততং।" অর্থ—তৎসবিতুর্বরেণ্যং—সেই কূটস্থ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ, মধুবাতা ঋতায়তে- মধু—( মন্ বোধ করা ) সেই কূটস্থকে ভাল বোধ করে, বাতা —বায়ু দ্বারা, ঋতায়তে—( ঋ গমন করা ) পরব্রহ্মে গমন করিয়া যে প্রকাশ হয়, মধুক্ষরন্তি —সেখান হইতে মধু ক্ষরে—মিষ্ট বোধ হয়, সিন্ধবঃ—ক্ষরণ মধু হয়, মাধ্বীর্ন—সেই মধু দ্বারা যে সুধা, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে নেশা হয়, সন্তোষধী—(সন্— সম্যক, তুষ—তুষ্ট হওয়া ) সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে সম্যক প্রকারে তৃপ্ত হয়, এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া ভূঃস্বাহা—মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্থির হয় ; ভর্গোদেবস্যধীমহি— কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষে বুদ্ধি স্থির থাকুক, মধুনক্ত মুতোষসো—মধুনক্ত—কূটস্থ মধ্যে রাত্রির অন্ধকার, মুতো—হৃষ্ট হওয়া, ষসো—ছয়, ছয় চক্র হইতে গিয়া মস্তকে দেখে শুনে প্রসন্ন হয়, মধুমৎ—কূটস্থ মধ্যে যে জলস্বরূপ ব্রহ্ম, পার্থিবং—সেই কূটস্থই রাজা, রজঃ—রন্জ, রং করা, কূটস্থ মধ্যে অনেক রকম রং করা আছে, মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা— কূটস্থ ও আকাশ ও পিতা, ভুবঃস্বাহা—স্বাধিষ্ঠানে স্থিতি, ধিয়োয়োন প্রচোদয়াৎ— সেইখানে বুদ্ধি স্থির থাকুক, মধুমান্ন বনস্পতি—সকল গাছে সেই কূটস্থই আছে, মধুমাং অন্তর্য্যঃ—কূটস্থই সূর্য্যস্বরূপ, সেই কূটস্থে থাকিলে মাধ্বী—নেশা হয়, গাবোভবন্তনঃ— আর জিহ্বা উঠে, স্বঃ স্বাহেতি—নাভিতে স্থিতি, সকলই কূটস্থস্বরূপ সাবিত্রী, তিনি সব কূটস্থময় এই মন্ত্র বলিতেছেন, আমি জানি সমস্তই ব্রহ্ম এই ভূঃ ভুর্বঃ স্বঃ সবই ব্রহ্মেতে স্থির থাকিয়া সব কর্ম্ম করিতে২ সব ব্রহ্মময় হয় সেখানে কোন কিছু অভিব্যক্ত হয় না।

সে মায়ামাত্র স্বান, সে সর্ব্ব প্রকারে অভিব্যক্ত করা যায় না, তবে সে মাত্র আকাশের ফুলের মত, সে স্বপ্নের মত হওয়াতে স্বপ্নও বিনা বস্তুর হয় না তবে স্বপ্নেতে অন্ন খাইলে তৃপ্তি হয় না। তবে পুত্র যে পিণ্ড দেয় তাহাতেও তৃপ্তি হয় না।

---

## সূচকশ্চহিশ্রুতেরাচক্ষতেচতদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। স্বপ্নেতে যে বস্তু দেখা যায় সে ভালমন্দ হইবার সূচক হইতেছে, কারণ শ্রুতি আছে আর পুরাণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

স্বপ্ন কিছু নহে অথচ সত্যের ন্যায় প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সূচনা সত্যের ন্যায় হয় তন্নিমিত্তে শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে যখন কাম্যকর্ম্মের আশ্রয়ে হন তখন আকর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণেরও অন্ত আছে, সেইরূপ স্বপ্নেরও অন্ত আছে, কিন্তু শ্রুতিতে স্বপ্নের অসত্যতা আছে—স্বপ্ন মিথ্যা বলিতেছে ; মিথ্যা হইলেও সত্যের মত সব দেখা যায়, তাহা জান। সে স্বপ্নের কথা জানিতে পারে, সে দেখিতেছে যে গরুর উপরে ষাঁড় চড়িতেছে, ও সেই

কথা বলিতেছে, সে শুনিতেছে, ও নিদর্শনস্থ যে বলিতেছে ও শুনিতেছে, দুইয়েরই সমান ; এই দুই প্রকার স্বপ্ন হইতেছে, যেমত আচ্ছাদিত কুমারীর ভুজের অনুভব, এ সেই প্রকারের কথা ও স্বপ্নই তদ্রূপ বোধ হইতেছে। কিন্তু পরমাত্মা কর্তৃক ক্রিয়মান স্বপ্ন সৃষ্টি আকাশাদির ন্যায় সত্যতা। কিন্তু জীব পরমাত্মার একতাতে সে অবস্থা হয় না, কিন্তু ঐ একতা ভিন্ন জীব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ হইতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ১০ সূত্রঃ—"বাগ্ধি বৃহতী তস্যা এষ পতি এব বৃহস্পতি যঃ প্রাণো প্রাণয়োঃ সন্ধি সব্যানো যো ব্যানঃ সাবাক"। অর্থঃ—স্বরস্বতী সুষুম্না তিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার পতি কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি বৃহস্পতি, যিনি প্রাণের প্রাণ, প্রাণের সন্ধির নাম ব্যান, সেই ব্যান বাক হইতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম।

স্বপ্নে যে সমুদয় রূপ দেখা যায় তাহা শুভাশুভ সূচক, কেবল মায়ামাত্র নহে, যে মায়া ব্যক্ত করিবার উপায় নাই, কিন্তু সে কোন বস্তু, যেমত অব্যক্ত আত্মা, অবস্তুভূত নহে, বস্তু যেমত লোকেতে তত্ত্বে দ্বারা জানা যায়। পক্ষী বলিলেই পক্ষী বুঝায়, এই প্রকার স্বপ্নেও রূপ দেখা যায়, অন্যরূপ শুভাশুভ সূচক ভাবের অনুপত্তি। কি কারণে শুভাশুভ সূচক জানা যায়, এইরূপ শ্রুতি আছে, স্বপ্নে স্ত্রী দেখে তবে ভাল আর কালদাঁতবিশিষ্ট কাল পুরুষ দেখে সে মন্দ অর্থাৎ সে মরে এই শুভাশুভ সূচক হইতেছে, ভাল স্বপ্নতে পরমাত্মাকে দেখা যায় না কেন ?

## পরাভিধ্যানত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্যবন্ধ বিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মা লক্ষ্য করে যে ধ্যান হইতেছে তাহা স্বপ্নেতে লুকায়িত থাকে, তন্নিমিত্তে পরমাত্মার অভিধ্যান ও তিরোহিত ভাব দ্বারা পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হয়।

নিত্য শুদ্ধত্ব আদি নাই কিন্তু তিরোহিত—আচ্ছাদিত, এক্ষণে যাহা দ্বারা সেই আচ্ছাদন হইতে প্রাদুর্ভাব হয় (ক্রিয়া) তাহার উপায় বলিতেছেন। ব্রহ্মেতে ধ্যান করিতে২ পরমাত্মাতে ধ্যানস্বরূপ নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, যাহাতে সাক্ষাৎকারের উৎপন্ন হয়। তু শব্দে উপায়ান্তর বুঝায়, সে উপায়ান্তর কোথায় যাহা দ্বারা এ বন্ধনের বিপরীত, অর্থাৎ নির্ব্বন্ধ ব্রহ্মেতে থাকা ? সেই পরমাত্মা আকাশের সহিত এ জীবের আত্মাতে না থাকার দরুন অজ্ঞান, যাহার দ্বারা সংসারবন্ধন, ইহারই বিপরীত মোক্ষ, তর্কের দ্বারা জানা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় বোধ হওয়াই ব্রহ্ম, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, যখন জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন নহেন এক হইয়া যায়, শুদ্ধ বুদ্ধের তিরোভাব নাই। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ্—"অন্নব্রহ্মেতি"—অর্থ—সমস্তই ব্রহ্ম, "যদমৃতা দেবা

স্তদমৃতে ভবতি”—যে ব্রহ্মেতে থাকিয়া দেবতারা অমর পদ পাইয়াছেন সেই অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ হয়।

সকলের পর যিনি সেই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করা ব্যক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এ পুরুষের বন্ধ মোক্ষ হয় না, যখন স্বপ্নে অন্যদিকে মন যায় তখনই বন্ধ। যে স্বপ্নে ব্রহ্মের একভাব দেখে অর্থাৎ যে স্বপ্নে কিছু দেখে না সেই মুক্ত। মুক্ত কি জীবিত থাকিতে না মরিলে ?

---

## দেহয়োদ্বাসোপি ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। স্বপ্নেতে পরমাত্মায় যাহার অভিধ্যান আছে ও তিরোহিত নহে, তাহার শরীর যোগ থাকায় ও না থাকায় সে পরমাত্মাই হইতেছে।

বা শব্দে তিরোভাব অর্থাৎ অদর্শন নিবারণ জন্য জীব ঈশ্বর ভিন্ন নিবৃত্তির জন্য সেও তিরোভাব, কারণ দেহের যোগেতে অহং মনুষ্যঃ ইত্যাদি অভিমান প্রযুক্ত পূর্ব্বের সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধ হয়, যাহা স্বয়ং প্রকাশত্ব হইতেছে। যাহা দেখা যায়—দেখা গেলেই এক হইল না তবে কাহার চিৎ অবস্থা অর্থাৎ কূটস্থে কাহার উপলব্ধি হয় তবে সম্ভাবিত এই যে উপলভ্য হয় না কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন উপলব্ধি হয় না। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩ সূত্র :—“দ্যৌরেব সাদিত্যো তৎ সাম নক্ষত্র চন্দ্রোপি” —অর্থ—আকাশের মত যে আদিত্য নক্ষত্র চন্দ্র অর্থাৎ কূটস্থ তিনি সামবেদ।

যে স্বপ্ন দেখে না সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকে সে জীবন্মুক্ত—সে বেঁচে থেকে মুক্ত, তাহার পক্ষে বাঁচা মরা দুই সমান। স্বপ্নেতে বুদ্ধি দ্বারা দেখে। কোথায় দেখে না ?

---

## তদভাবোনাড়িষুতচ্ছ্রুতেবাত্মনিচ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। স্বপ্ন দর্শনের অভাব হইতেছে, যখন আত্মা নাড়িতে স্থিত হয়, আত্মার বিষয়ে শুইয়া থাকে।

স্বপ্নের অভাব হইলে সুষুপ্তি, নাড়ি দেহের অন্তস্থিত তাহার মধ্যে ছিদ্র যাহা সুরলোকের—এই পুরিতে সেই নাড়িতে বেষ্টিত এবং হৃদয়ে আছে, তাহারই অন্তস্থিত আত্মা ব্রহ্ম, জীবের সহিত যাহার যোগ আছে, এই পুরিতে তাহার লাভ ; এই তিনও আত্মা ব্রহ্ম শরীর এ কোথায় যে নাড়িতে স্পর্শ হয় অর্থাৎ সুষুম্না নাড়িতে সুন্দররূপে চলায়মান হয়, সে পুরি অতি শ্বেতবর্ণ, সেই নাড়ি শরীরের মধ্যে ব্রহ্ম, বেদে বলে, তাহারই বিকল্পে অন্তর বাধা হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা সমস্ত এক। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩ সূত্রঃ—“এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষোদৃশ্যতে ইত্যাধিদৈবতং”।

অর্থ—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ—চারিদিকে সোণার মত আলো মধ্যে পুরুষ—দেখে থাকে ( যাহারা ভালরূপ ক্রিয়া করে ) ; ইহাকেই অধিদৈবত বলে ; সেই পুরুষই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইয়া যান।

যখন নাড়িতে আত্মার স্থিতি তখনই স্বপ্ন দর্শনের অভাব হয়, অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মার স্থিতি এই শ্রুতি, যাহা বৃহদারণ্যকে বলিযাছেন, যখন সুষুপ্তি হয় তখন কিছুই জানিতে পারে না, যেমত ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে হিতা নামে ৭২০০০ নাড়ি হৃদয়ে পুরিত হইয়া ভালরূপে স্থির থাকে, তখন যেন একটী কুমার বা মহারাজার বা মহাব্রাহ্মণের মত অতি দুঃখ নাশ হইয়া অতি আনন্দের অবস্থায় গতি হয় ও শুইয়া থাকে, কোন কামনা করে না ও স্বপ্ন দেখে না, যেমত চুল সাদা কাল সব আছে, সেই চুলের হাজার ভাগের এক ভাগস্বরূপ সুক্ষ্মরূপে আত্মা থাকে, আর যেমত বাজপাখী শ্রান্ত হইয়া স্থির থাকে, আত্মা সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় স্থির থাকে। যেখানে আত্মায় অভিভূত হইয়া আত্মা স্বপ্ন দেখেন না, আর সকল তত্ত্ব আত্মাতে থাকে, তিনি কিছুই দেখেন না ও শুনেন না, তিনিই বিজ্ঞানাত্মপুরুষ কূটস্থে থাকেন। কি প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার বিপরীত বোধ হয় অর্থাৎ অন্যদিকে মন যায় ?

———

## অতঃ প্রবোধাস্মাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। সুষুপ্তি হইতে পরে বোধ হয়, ইহা হইতে ফের প্রবোধ হয়।

আত্মার রশ্মির দ্বারা, যাহার দ্বারা উৎপত্তি হয়, এই আত্মার রশ্মির প্রকৃষ্টরূপে বোধ দ্বারা জীব হইয়াছে, তবে আত্মারই প্রাধান্য হইতেছে। পূর্ব্বের আত্মার সম্বন্ধ থাকায় ব্রহ্মেতে অভাব প্রযুক্ত আপত্তি বলা হইয়াছে, তাহার প্রতি বোধ হইতেছে, ইহার বা অন্যের অনুপপত্তি সে বিষয় স্থির হইতেছে না কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বোধ হয় না। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩ সূত্রঃ—“চক্ষুরেবর্গামাত্মা সামগীয়তে তদ্ব্রহ্ম তদেবরূপং তন্নাম ওঁ”। অর্থ—চক্ষুই আত্মা এই সামবেদে বলেন, সেই ব্রহ্ম, সেই রূপ, সেই নাম, এই শরীরের মধ্যে।

জন্মান্তরে কর্ম্মের অনুবন্ধন হেতু আত্মা ভাবাপন্ন হইয়া প্রতিবোধ হয়, “সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভূত সুখরূপমেতি। পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্মযোগাৎ সএবজীবঃ সইতি প্রবুদ্ধঃ”। এইরূপ কৈবল্যোপনিষদে লেখা আছে। যাহার অর্থ পূর্ব্বেই লেখা হইল। সে জীব কি মৃত পুরুষের মত পুনর্জ্জন্ম হয়, কর্ম্মভোগ করার পর রূপান্তর হয় ও প্রতিবোধ করে, সুষুপ্তিতেও কি সেই প্রকার ?

———

সএবতু কর্ম্মাণুস্মৃতি শব্দ বিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। যে জীব স্থুল শরীর হইয়া সুষুপ্ত হইয়াছে, সেই রূপেতেই সে জাগরিত হয়, কর্ম্ম অণুস্মৃতি শব্দ ও বিধিতে বোধ হয়।

পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে, তন্নিমিত্তে তিনি নিঃশেষ রূপে যান না ; তু শব্দ দ্বারা অন্য কিছু বারণ করিবে তাহা কি প্রকারে হইতে পারে। কর্ম্মাণুস্মৃতি শব্দবিধি অর্থাৎ যখন সমস্ত এক, তখন কর্ম্মের পশ্চাতে স্মরণ করিয়া থাকা পর জন্মে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা কি প্রকারে মনে থাকে। যেমত "পূর্ব্ব দিবসের ভোজনাদি" শব্দ দ্বারা সে ভোজনাদির দ্রব্যস্থিতি থাকে না, সেই সকল ভোজনাদি দ্রব্যের অণু আজ নাই, তদ্রূপ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের অণু ইহ জন্মে কি প্রকারে আসিতে পারে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম পূর্ব্ব জন্মেই হইয়া গিয়াছে, ইহ জন্মে তাহার ফলভোগ কি প্রকারে হইতে পারে, এই ফলরূপ ফল সিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব ? কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মও নাই কোন ফলও নাই, তখন সমস্ত এক ব্রহ্ম। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ অধ্যায় ২ সূত্রঃ—"ত্রয়ীধর্ম্ম স্কন্ধ যজ্ঞ অধ্যয়ন দান"। অর্থ—ত্রয়ীধর্ম্ম—ঋক্ যজু সাম,—প্রাণায়াম ও ওঁকার ক্রিয়া এই স্কন্ধ—( ক—মস্তক, ধা—ধারণ করা, অর্থাৎ ব্যূহ প্রধান ) এই পথে চলিলে কূটস্থ ব্রহ্ম রাজাকে পাওয়া যায় ; এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, যজ্ঞ—ক্রিয়া করা এক স্কন্ধ এই ঋগ্বেদ, দান—( দা—দান করা ) ক্রিয়াদান যাহা করিতেং ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি ত্যাগ হয়, ওঁকার ক্রিয়া যাহার দ্বারা মনের শুদ্ধি হয়, এই সামবেদ ; অধ্যয়ন—যজুর্ব্বেদ, অধ্যয়ন—বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা, অর্থাৎ জানিয়া দেখাশুনা, ষট্চক্রে ১২ আদিত্য দেখা, ব্রহ্মেতে থাকিয়া এইরূপ দেখা, দূর শ্রবণাদি শোনা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সব ব্রহ্ম হয় তখন আর দেখা শোনা কিছুই নাই, তখন কোন কর্ম্মও নাই।

সেই জীবই স্থুল শরীরে সুষুপ্ত হইয়া স্থুল শরীর রূপেতেই জাগরিত হয়, কর্ম্মের অণুস্মৃতি দ্বারা অর্থাৎ শব্দের দ্বারা জীব প্রতিবোধ করে। সেই পুরুষের শোয়ার রূপ সম্পত্তি পূর্ণ কি ?

---

মুগ্ধেঽর্দ্ধ সম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। মায়া দ্বারা পরিমোহিত হইয়াছে জীব উপাধি যে আত্মা তাহাকেই সুষুপ্তি কহে। তাহাতে অর্দ্ধেক সম্পত্তি অর্থাৎ সুখ হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মুগ্ধ হয়, মূর্চ্ছা হইলে যেরূপ অবস্থা সেইরূপ অবস্থা জীবের প্রাপ্তি হয়—সুষুপ্তি অবস্থার মত হইতেছে। এই সমুদয় আত্মার সম্পত্তি, এ অবস্থার শেষ হইলে তাহা কোথায় ? সে অবস্থা জাগরিত স্বপ্নবৃত্তির অবস্থার মত নহে, জ্ঞান রহিতত্ব অবস্থাও

নহে, কারণ সুষুপ্তিতে গাত্র কম্পন উপলব্ধি হয়, কিন্তু পুনরুত্থানে তাহার স্মৃতি হয় না। অতএব আসক্তি পূর্ব্বক জাগরণাদিতে তাহার প্রতিষেধ প্রযুক্ত অন্তত্রে প্রসক্তি সেখানেতে রূপ দেখা, এই সম্পত্তি সম্যক প্রকারে প্রত্যয় হওয়া এই তাহার শেষ হইল, সমস্ত ব্রহ্ম হওয়াতে ব্রহ্মই রূপ সম্পত্তি বলা হইল; কিন্তু জীব অর্থাৎ মায়া বিশিষ্ট তাহার ব্রহ্ম উৎপন্ন কি প্রকারে হইতে পারে; সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকা ও সকলেতে ব্রহ্ম দেখা কিন্তু একরূপ ব্রহ্মেতে স্থিতি হয় না, যেরূপই নিশ্চিত ব্রহ্মরূপ তংব্যতীত আর কিছু নাই। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫ অধ্যায় ২ সূত্রঃ—"স্তপ ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যকুলেবাস"। অর্থঃ—স্তপ—কূটস্থে থাকা, ব্রহ্মচর্য্য—সকলেতে ব্রহ্ম দেখা, আচার্য্যকুলে বাস—আত্মাকে সর্ব্বদা কূটস্থে রাখা, তাহা হইলে সকল ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যাহা আর কিছু দেখা শুনার সম্পত্তি থাকে না (ক্রিয়ার পর অবস্থায়)।

পূর্ণ নহে অর্দ্ধ সম্পত্তি সুষুপ্তিতে হয়, জীবের আত্মা মায়াতে মুগ্ধ পরিমোহিত হইয়া যাহা কৈবল্যোপনিষদে বলিয়াছেন:—"সএব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীর মাস্থায় করোতি সর্ব্বং"। তিনিই—আত্মা, মায়াতে পরিমোহিত হইয়া শরীরে থাকিয়া সমস্ত করিতেছেন। পরমাত্মা পূর্ণ সম্পত্তি তাহার পরিশেষে সুষুপ্তির অর্দ্ধ সম্পত্তি হইতেছে। ভাল, পরমাত্মা আপন স্থানে থাকায় অর্দ্ধ সম্পত্তি কি প্রকারে পূর্ণ হয়?

---

## নস্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। সুষুপ্তিতে পরমাত্মার স্থান হইতেও পূর্ণ সম্পত্তি নহে, কারণ সকল স্থানে এই দুই লক্ষণ থাকে।

সকলের পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা (পরমাত্মা) তাহার স্বভাবতঃ উভয় লিঙ্গে উভয় রূপ, স্থূল ও অণু, মনোময় প্রাণ শরীর ও পৃথিব্যাদির সঙ্গে যোগ হওয়া; উভয় লিঙ্গ কেন নয়? যদ্যপি তিনি চিহ্ন দ্বারা জানা গেলেন তবে শ্রুতিতে যে বলিয়াছে তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ইত্যাদিতে একই তিনি এইরূপ শুনা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্তই তিনি ব্রহ্ম। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫ অধ্যায় ৪ সূত্রঃ—"সর্ব্বমোঙ্কারং এবেদ গুঁ সর্ব্বং গায়ত্রী গায়তিচ ত্রায়তেচ"। অর্থঃ—এই শরীরই ওঁকার ইহা জানিলে সমস্ত জানা হইল, ক্রিয়াই গায়ত্রী স্বরূপ, ক্রিয়া করিলেই ত্রাণ পায়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে।

সুষুপ্তি আত্মা স্থানেতে থাকিয়াও পূর্ণ সম্পত্তি নয়, কারণ সর্ব্বত্রে দুই চিহ্ন, অর্থাৎ জাগরিত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে আত্মা, জীব মোহিত লক্ষণ ও সম্পত্তি লক্ষণ এই উভয় চিহ্ন যুক্ত হইতেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর হইল।

নভেদাদিতিচেন্নপ্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। জাগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বপ্ন স্থান অন্তপ্রজ্ঞ, আর সুষুপ্তি স্থান প্রজ্ঞ, এই ভেদ দ্বারা সুষুপ্তিতে মোহ না থাকার দরুন সর্ব্বত্রে যে দুই লক্ষণ হইতেছে তাহা নাই, যদ্যপি এরূপ কেহ কহে তাহা নহে, কারণ প্রত্যেকের অবচন দ্বারা সকল অবস্থাতে মোহ আছে।

ব্রহ্ম শব্দাদির দ্বারা জানা যায় না এই এক চিহ্ন, তাহার চতুষ্পাদ, ষোড়শ কলা, ইত্যাদি কোথায় পরব্রহ্মের ভেদ ইহা যদি হইল এবং পৃথিব্যাদি প্রত্যেক উপাধি কিন্তু শাস্ত্রেতে এক ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এ বচনটিই অত্যন্ত আদরণীয় তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বচন নাই। প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদ, অন্তরাকাশ, বহিরাকাশ, হৃদয়াকাশ আর পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ আকাশ এই সকলেতে যাহার অনুভব পদ হইয়াছে সে বেদ জানে অর্থাৎ সমস্ত দেখিতে পায় ও জানিতে পারে।

জাগরিত স্থানে আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ, আর স্বপ্ন স্থানে অন্তপ্রজ্ঞ, আর সুষুপ্তি স্থানে প্রাজ্ঞ এই সমস্ত ভেদ হইতেছে। সুষুপ্তিতে মোহের অভাব প্রযুক্ত সর্ব্বত্রে উভয় চিহ্ন নহে ইহা যদি বলি তাহা নহে, কারণ জাগরিত স্বপ্ন সুষুপ্তি স্থানেতে মোহ আছে, সুষুপ্তিতেও মোহ আছে। তিনেতেই মোহ আছে কি প্রকারে?

---

অপিচৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। কত বেদের শাখা পাঠী তিন অবস্থাতেই মোহের পাঠ করেন।

এইরূপ ভেদ দর্শন, নিন্দাদি পূর্ব্বক মৃত্যুকে উপক্রম করিয়া ব্রহ্মেতে থাকিলে, যাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই, যত ভেদ এক ব্রহ্ম শাখা হইতে হইযাছে, এইরূপ মনন হয়। অপিচ শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝায় যে নিশ্চয় অভেদ ব্রহ্ম হইতেছেন এবং যুক্ত ইহা তর্কের দ্বারা গম্যরূপ নহে, এক যেখানে সেখানে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। প্রমাণ বৃহদারণ্যক ১৮ খণ্ড ৭ অধ্যায় ৪ সূত্রে:—"স্থবিষ্টোধাতুস্তৎপুরীষমধ্যমোমাংসমেবচ, অনিষ্টস্থ-মনোজ্ঞেয়া ধাতুভূত প্রমুচ্যতে" কূটস্থব্রহ্ম তাহার রোহিতরূপ তেজ তাহার শুক্র-রূপজল হইতেছে আর কৃষ্ণবর্ণ অন্নব্রহ্ম হইতেছে, ক্রমশঃ আদিত্য চন্দ্র বিদ্যুৎরূপ, তেজের দ্বারা জল আর তেজের তেজত্ব বায়ু দ্বারা, এই বায়ু দ্বারা বাক্য এই বিকার, তেজের স্থিতি অস্থিমজ্জা বাক শুক্রের-স্থিতিতে মূত্র-রক্ত প্রাণ, কৃষ্ণের স্থিতিতে বিষ্ঠা মাংস মন, এইরূপে ব্রহ্ম স্থবিষ্ট ধাতু, তিনিই পুরীষ হইতেছেন আর মধ্যম ধাতুরূপ মাংস, আর অনিষ্ট ধাতুই মন, অনিষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বব্রহ্মময় এক।

কৈবল্যোপনিষদে বলে, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে:—"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং। স্ত্রিয়োন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ সএব জাগৃৎ পরিতৃপ্তমেতি।

স্বপ্নেপি জীবঃ সুখ দুঃখ ভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত বিশ্ব লোকে। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভূতঃ সুখ রূপমেতি"। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, যে সুষুপ্তি অবস্থাতে তমোরূপে অভিভূত হইয়া সুখরূপ প্রাপ্ত হয। মোহের কথা প্রত্যেক স্থানে আছে, তন্নিমিত্তে মোহ সকল স্থানেই সমান হইতেছে।

---

অপরূপবদেবহিতৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

স্ত্রার্থ। আত্মার অনুযাযিক সুষুপ্তিস্থান পরমাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মাতে অল্প মোহ আছে, ইহার নিমিত্ত অর্দ্ধ সম্পত্তি হইতেছে কারণ পরমাত্মাতে অধিক অংশ আছে, তন্নিমিত্ত অল্প মোহ আছে।

যে কারণ ব্রহ্মের রূপ নাই, তিনিই দেব, তিনিই আবার সগুণ ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, প্রধানত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রযুক্ত প্রধান, যখন সর্ব্বব্যাপক তখন সগুণ নিগু´ণ, দুই হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার রূপ নাই, এই প্রতিপাদন হওয়া প্রযুক্ত, অস্থূল অণুস্বরূপ ইত্যাদি প্রযুক্ত, এই সকল বাক্য দ্বারা সমন্বয় হইল, অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে স্থতরাং স্বগুণ বাক্য দ্বারা সেই অণুস্বরূপে সগুণেতে আছেন এই স্থির হইল স্থতরাং সকলেতেই ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ প্রপাঠক ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্রঃ—"মামিৎ কিলত্বং বনাশাখাং মধুমিতিমিব"। অর্থ মা-পরিমাণ, ইৎ-গতি, অর্থাৎ পরিমিত গতি সদা থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া সমানরূপে করিয়া চলিলে, কিলত্বং-সম্যকরূপে সিদ্ধিকে পায়, বনা শাখং-বন ও শাখা, মধুমতিরিব-কূটস্থতে দেখে ; সেই কূটস্থব্রহ্মই সর্ব্বত্রে দেখে।

পরমাত্মার যে অরূপ ক্রিযার পর অবস্থায় সেইরূপই সুষুপ্তির হইতেছে। সুষুপ্তিতে সেই ব্রহ্মেতে থাকা সম্পূর্ণরূপে হয না। সুষুপ্তিতে অল্প মোহ থাকে, কারণ তন্নিমিত্তে সুষুপ্তিতে অর্দ্ধ সম্পত্তি হইতেছে। অরূপ ন্যাযেতে অর্দ্ধ সম্পত্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মেতে লয় হয়, তন্নিমিত্তে নিজেও পূর্ণরূপে থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে মোহ প্রধান হওয়া প্রযুক্ত পুরুষোহং এইরূপ মোহ অর্দ্ধেক পরমাত্মার পুরুষে থাকে। পরমাত্মার প্রধানত্ব অর্থাৎ মহৎ হওযা প্রযুক্ত, পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্টান প্রযুক্ত মোহ অল্প হয়। যদি প্রাজ্ঞে, যাহার সকল এক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে মোহ থাকে, পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠানেতেও, তবে সুষুপ্তি অবস্থা ব্যর্থ হইতেছে।

প্রকাশবচ্চাবৈযর্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

স্ত্রার্থ। সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান জন্য পরমাত্মার আত্মাতে প্রধানত্ব হইতেছে, প্রকাশের ন্যায়।

যেমত্ত সূর্য্যাদির প্রকাশ দ্বারা অঙ্গুলাদির সোজা বেঁকা, অণুস্বরূপে আপনি সোজা বেঁকা, উপাধি ভেদে আত্মাই স্বগুণ হইতেছে, সেইরূপ বাক্যেরও বৈয়র্থ্য, অর্থাৎ যাহার যেরূপ অর্থ তাহার বিপরীত নিজে করিয়া লব। ঘটাকাশাদিরও নিদর্শনও তদ্রূপ সমানরূপ হইতে আপনাতে, কিন্তু বাস্তবিক আকাশ ও ঘটাকাশ দুই সমান, সেইরূপ অসত্যও রূপান্তররহিত, সেইরূপ সকলই একরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাস্বরূপ হইতেছে, তবে কেবল মনেরই বিভিন্নতাস্বরূপ ভ্রান্তি, তবে মনই ব্রহ্ম সর্ব্বময়। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ১ প্রপাঠক ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্র :—"পবিত্তা পাবিত্ত লোনেক্ষুণাগাং বিদ্বিসে"। অর্থ—পবিত্বা যে ব্রহ্ম পবিত্র করেন যাহার দ্বারা মন সর্ব্বত্রেতে ব্রহ্ম দেখিয়া পবিত্র হয় সেইরূপ দৃষ্টিস্বরূপ যে গঙ্গা নদী যাঁহাকে জানহ, যিনিই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম।

পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান দ্বারা, পরমাত্মা প্রধান প্রযুক্ত আত্মারও প্রধানত্ব হইতেছে। কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠানের অবৈয়র্থ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান ব্যর্থ নহে, কারণ ভিতরে প্রকাশ আছে। যেমত সূর্য্যাদির প্রকাশ তাহা ছাড়া হইতে পারে না, কারণ তাহার প্রকাশ ভিতরে আছে। সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান, ভিতরে চৈতন্য কার্য্যত্ব আত্মার হয়, তন্নিমিত্তে অন্ত নহে। প্রাজ্ঞ পরমাত্মা অধিষ্ঠিত সুষুপ্তি অবস্থাতে হওয়াতেও সেই আত্মাতে অধিষ্ঠানের ন্যায় পরমাত্মা থাকেন। কেবল সেই ব্রহ্মমাত্র তাহা থাকেন না।

## আহচ তন্মাত্রম ॥ ১৬ ॥

**সূত্রার্থ।** আত্মার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা হইতেছেন তাহাকে ছাড়িয়া পরমাত্মা কেবল থাকে।

তন্মাত্র—চৈতন্যমাত্র, যেখানে অন্য কোন রূপ নাই—ক্রিয়ার পর অবস্থা—যেখানে সমস্ত এক হইয়া গিয়াছে, কেবল পরব্যোমময়, এই শ্রুতি বলেন, এইরূপে মন কোন রূপে থাকে না তবে মনের স্থৈর্য্যের বারণ করে; কিন্তু এরূপ শ্রুতি বলেন না। এক রূপত্ব হইলে ফের আবার রূপান্তরের প্রতিষেধ হয়, এক হইলে দুই কি প্রকার হইতে পারে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১ প্রপাঠক ৫ অনুবাক ৩৪ মন্ত্র :—"যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্না পগা অসঃ"। যেমত কামিনীর প্রতি আমার মন তদ্রূপ হইয়া যায়, ব্রহ্মেতে আমার মন তদ্রূপ হউক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ হইয়া যাউক।

পরমাত্মার অধিষ্ঠান বিনা আত্মা পরমাত্মাতে কেবল থাকে, যাহা মণ্ডুকোপনিষদে আছে :—"নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং নপ্রজ্ঞান ঘন নব্যপদেশ্য মচিন্ত্য মব্যবহার্য্যমেকাত্মা প্রত্যয়সারং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"।

অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভিতরের কিছু জানা শুনা নাই; বাহিরেরও কিছু জানা শুনা নাই, ভিতর বাহির দুইয়েরই কিছু জানা শুনা নাই। জানাও নাই, না জানাও নাই, খুব ভালরূপে নেশাতে থাকা তাহাও নহে, কোন ব্যপদেশ নহে, চিন্তা করিয়া জানিবার উপায় নাই। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া কোন ব্যবহারের উপায় নাই, এক আত্মা এই প্রত্যয় সার হইতেছে। এই প্রত্যয়ে থাকিতে২ শান্তি পদকে পায় সুতরাং শান্তি পদ পাইয়া সুখ হয়, সুখ হইলেই মঙ্গল, সেই মঙ্গল ময় শিবস্বরূপ হয়। তখন আর অন্য কিছু থাকে না সুতরাং অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়। গায়ত্রীর এইরূপ চতুর্থ ভাব। তাহাই আমি মানিয়া সদা মনন করি। আরও প্রমাণান্তর আছে।

## দর্শয়তিচাথো অপিস্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। আচার্য্য তিন অবস্থা ব্যতীত পরমাত্মাকে দেখাইতেছেন।

অতএব রূপান্তর প্রতি সন্ধান দেখা যায়, এ অবস্থা নহে ইহা বলাতে কোন প্রতিষেধ নাই, স্মরণ করাতেই সৎ হইল তাহা নহে, এই সকল বোধের ভেদ হইতেছে। এ সকলও তত্ত্ব ব্যতিরেকে কি প্রকারে হইতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্ব তত্ত্বের মধ্যে আছেন। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ১ প্রপাঠক ৫ অনুবাক ৩৫ মন্ত্রঃ—"যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং সংজীবেষু ক্রন্ততে দীর্ঘ মায়ুঃ"। যিনি ওঁকার ক্রিয়া করেন তিনি জীবের মধ্যে দীর্ঘায়ু হন সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে লীন থাকা প্রযুক্ত।

আচার্য্য—কূটস্থ উপর্য্যুক্ত তিন অবস্থাতে আত্মা, যাহাতেও পরমাত্মার অংশ আছে, তিনি সেই আত্মার পর হইতেছেন। অর্থাৎ পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত ৫০ অঙ্গুলি ও নাভি হইতে গলা পর্য্যন্ত ২৪ অঙ্গুলি অর্থাৎ নাভি হইতে হৃদয় ৯, হৃদয় ৩, আর হৃদয় হইতে গলা ১২ অঙ্গুলি, আর গলা হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত ১০ অঙ্গুলি, ইহার উপর কূটস্থ যিনি চতুর্থ পদ, তিনি পরমাত্মা মাত্র সেই কূটস্থতে থাকেন যিনি তিনি সেই কূটস্থকে দেখান। এইরূপ স্মৃতিতেও বলিয়াছেন। আমি ভ্রূ পর্য্যন্ত তাহার পর কূটস্থ ব্রহ্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মের আদি নাই যেখানে আমিও নাই। সুতরাং আমি নাই যখন তখন তাহার পরই ব্রহ্ম; সেখানে সৎ ও অসৎ দুই নাই। যাঁহার পা হাত চক্ষু শির মুখ ও শ্রুতি হইতেছে, সকলের মধ্যে স্থিতি আছে, সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, সেই পরব্যোম সেখানে দিন রাত কিছুই নাই, তিনিই মহাদেব অক্ষর পরব্রহ্ম। তিনি অদ্বৈত কি প্রকারে?

অতএবচোপমাসূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। প্রথমের বচন দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় যেমত সূর্য্য এক হইতেছে কিন্তু জলেতে উপাধি জন্য অনেক দেখা যায়,—এইরূপ পরমাত্মা এক হইতেছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ জন্য অনেক বোধ হয়।

ব্রহ্মের একই রূপ বলা হইয়াছে, তাহা হইলে নানা রূপত্বের ও নিরাকৃতি. এই কারণে ভেদের উপমা প্রতীয়মান হইতেছে, যেমত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, আদি শব্দে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব প্রভৃতি, একই অনেক হইয়াছে এই শ্রুতিতে বলিয়াছে, স্বয়ং আত্মা জ্যোতিরূপ একই নিশ্চয়, এক বলিলেইত উপমেয় হইল, কেবল উপাধি ভেদেতে অনেক কিন্তু বাস্তবিক এক। প্রমাণ ঋকৃবেদ ৫ অষ্টক ২৮ মন্ত্রঃ—"শন্নোধাতা"। অর্থ—অন্ন ব্রহ্ম তিনিই পৃথক্‌রূপে সকলের মধ্যে অণু প্রবেশ করিয়া পৃথক্‌রূপে ভাসমান হইতেছেন যেমত ১০ সরার মধ্যেই সূর্য্য।

ইহার উপমা সূর্য্যের মত, উপাধি ভেদে ভেদরূপ দেখায়। এই শরীরের মধ্যেও সেইরূপ অজ আত্মা। একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে আছেন জলে চন্দ্রের ন্যায় একই অনেক দেখায়।

---

অম্বুবদগ্রহণাত্তু নতথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। জলেতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূর্য্যের ন্যায় অনেক বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে পরমাত্মা বোধ হয়।

বিনা ব্যবধান হেতু জলেতে সূর্য্যের মূর্ত্তি গ্রহণ করে, এইরূপ পরমাত্মার ভিন্ন উপাধি, পরমাত্মা অমূর্ত্তি—নিজের কোন মূর্ত্তি নাই সুতরাং সেরূপ হয় না। সূর্য্যাদির মত সমানতা হইতে পারে না অতএব সমানতার ভেদ হইতেছে। সেই ব্রহ্ম অণু প্রবেশ করিয়া সকলের মধ্যে আছেন, সূর্য্যের জলের মধ্যে থাকার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না কারণ সেখানে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য বস্তু নাই সুতরাং কে কাহাকে দেখে। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ২ অধ্যায় ১ অনুবাক ১ মন্ত্রঃ—"যেন স্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যত্ত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপে" অর্থ, সেই ব্রহ্মকে যিনি দেখেন তিনিই পরম অর্থাৎ যাহার পর আর কিছু নাই, সমস্ত এক হইয়া যাওয়াতে, সেই ব্রহ্মের গুহা যেখানে বিশ্ব সংসার এক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, যেখানে আর দেখা শুনা কিছুই নাই।

যেমত জলে সূর্য্য অনেক দেখায়, প্রতি আকৃতি; সেইরূপ পরমাত্মা ক্ষেত্রেতে উপাধি বিশিষ্ট প্রযুক্ত একই অনেক নহে, কি কারণ?

## বৃদ্ধিহ্রাস ভাক্তামন্তর্ভাবাৎ উভয় সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। কাল ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান মহৎ অহংকার আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী ইহা সকলের পূর্ব্ব ২ তে বৃদ্ধি হইতেছে আর উত্তর উত্তরেতে হ্রাস হইতেছে, তাহাকে ভোগ অর্থাৎ বহিয়া শিব তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। সেই বৃদ্ধি হ্রাসেতে সামঞ্জস্য দ্বারা আকাশের মত এক হইতেছে।

দেখিলেই দেখিবার কর্ত্তা কেহ আছে, দেখার কর্ত্তা ও দেখা এ দুই বস্তু সমান নহে। মনুষ্য যেন বুঝিল একই, সূর্য্য সরার জলেতে নানা রকমে পৃথকরূপে দৃশ্যমান হইতেছে, পশু পক্ষীরা এ দৃষ্টান্তে কিরূপ অনুধাবন করিতে পারে। অল্প ও বেশী চলায়মান জলে যেমত সূর্য্য দেখা যায় না সেই উড়ে যাইতেছে যে পক্ষী আপনি আপনাকে দেখিতে পায় না। অহংকারকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রহ্ম পদকে কি প্রকারে দেখিবে কারণ সেখানে দৃশ্যাদৃশ্য দুই এক, শরীরের মধ্যে যিনি ভিন্ন জীবেতেও তিনি, তখন এক ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ১ প্রপাঠক ১ অনুবাক ১ মন্ত্রঃ—"ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ সপিতুস্পিতাসৎ"। অর্থ হৃদয় প্রাণ মন কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্রস্বরূপ গুহা আছে তাহার মধ্যে যিনি সমস্ত দেখিয়াছেন তিনিই পিতার পিতা ও সৎ হইয়াছেন।

কাল যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের অণু আকাশের ন্যায় আছে, সেইরূপ কূটস্থের মধ্যে সোহং ব্রহ্মেতে, সেই ব্রহ্ম প্রধান, আকাশ বায়ু তেজ জল ভূমিতে পূর্ব্বে২ বৃদ্ধি ও উত্তরে২ হ্রাস থাকায়, পরমাত্মা পরব্যোম শিব অণুপ্রবেশ দ্বারা অন্তর্ভাব বিশিষ্ট থাকে, সেই উভয়ের বৃদ্ধি হ্রাসেতে আকাশের ন্যায় সমানরূপ, আকাশের ন্যায এক সূত্রবৎ মণিগণেতে যেরূপ সেইরূপ হইতেছে। এ কেবল যুক্তির কথা নহে।

## দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। আর যোগীরা দেখিযাছেন।

প্রথমে পুরুষ যিনি তিনি আপনার পুরে আপনার পক্ষ লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন, অমুক২ জীবের দ্বারা পরমাত্মাই প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া জীবের পরমাত্মা ব্যতিরেকে গ্রহণ কর্ত্তার প্রমাণ ভাব শোচনীয় হইতেছে, কারণ জীবও শিব ও শিবই পরমাত্মা ব্রহ্ম, তিনিও কিছু গ্রহণ করেন না, পূর্ব্বের সম্বন্ধে কোন বিশেষ জল ও সূর্য্য কিছুই নাই তখন আর বিশেষ নাই, যদি বল প্রধান হেতু কোন বিশেষ নাই তাহা নহে কারণ ব্রহ্মের সমন্ধ হেতু প্রাধান্যতা নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ১ মন্ত্রঃ—"মনঃ পিতা জনিতা সং উতবন্ধু র্ধামিনি বেদ ভুবনা বিশ্বা"। অর্থ—মনই পিতা, মন না থাকিলে

সৃষ্টি হইয়াও হইত না কারণ মন না থাকিলে কে দেখিবে, মন হইতেই ভাল মন্দ বিবেচনার উৎপত্তি, তিনিই বিশ্বসংসারের স্থান, তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ব্বে২ যোগীরা যোগের দ্বারা সমাধিতে একত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মার দর্শন প্রযুক্ত একই, না কি সেই প্রকার প্রতিবিম্বের ন্যায় একত্ব হইতেছে অর্থাৎ সকলের মধ্যে পরব্যোমের অনুসমানরূপে আছেন। দশ দশ গুণ ব্রহ্মের হওয়াতে মৃত্তিকাতে ব্রহ্মের লক্ষ গুণ হইতেছে তন্নিমিত্তে তাবৎ পরমাত্মাই হইতেছেন এই জ্ঞান, যাহা ছান্দগ্যোপনিষদে বলিয়াছেন "এতাবানস্য মহিমাতোজ্জ্যায়াংশ্চপুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বভূতানিত্রিপাদস্যামৃতংদিবি"। সেই পুরুষ সর্ব্বব্যাপক, এক পাদেতে বিশ্ব সংসার আর তিন পাদেতে অমৃত, দিবি আকাশবৎ রহিয়াছে।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বংহি প্রতিষেধতি ততোব্রবীতি চভূয় ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার ইয়ত্তা প্রমাণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিষেধ করিতেছে তাহার পর আমার বলিতেছে যে ইয়ত্তা নাই।

প্রকৃতি মূর্ত্তি অমূর্ত্তি রূপের দ্বারা যাহা এ সংসারে দেখা যাইতেছে পরমাত্মা তিনি কাহারও মিত্র নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কাহারও ভাব নাই, প্রকৃতিই এইরূপ ব্রহ্মেতে থাকার নিশ্চয় প্রতিষেধ করে।, এ নয় এ নয় বলিয়া নিবারণ করেন। ইহা দ্বারা কি প্রকার নিরাকরণ অর্থাৎ স্থির সাব্যস্ত হইতে পারে। ফের বলে ইহার দ্বারা প্রতিষেধ হওয়ার দরুন, ফের আবার অন্য কিছু পর ব্রহ্ম হইতেছেন বলিয়া থাকেন; নির্দ্ধারণ কিছুতেই হইতেছে না, কিছু বলা ও না বলা দুই সমান হইতেছে। কারণ যাহা বলিবে তাহা নহে বলিলেইত তাহার প্রতিষেধ আছে, যদ্যপি বল সত্য নাম এই বল, এই সত্য ব্রহ্ম এইরূপ পর২ কিছু স্থির করিতে পারিলে না, তখন চক্ষু যাহা দিয়া দেখিতেছ, সেই সত্য ব্রহ্ম হইল যদি বল তবে চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল ব্রহ্ম এইরূপে সকলেতে ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ প্রপাঠক ১ অনুবাক:—"অমৃতস্যতন্তু বিততং দৃশেকং" অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় অমৃতস্বরূপ যে তন্ত্র দেখাতেই সকল দেখা হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

ইয়ত্তা হইলে অনন্তের প্রতিষেধ হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মের ইয়ত্তা নাই উপরে তাহার যে মহিমা বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্রে আছেন, তাহার পর বিশ্ব সংসারের ভূত সমুদায় আদি করে, সদাশিব নাম (কণ্ঠ পর্য্যন্ত) ব্রহ্ম পুরুষের দুই পা অষ্ট লোকী (অষ্টদল পর্য্যন্ত নাভি পর্য্যন্ত) ভূ-পাদ; পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ লোক কৌমার লোক নাম ভুবঃ পাদ; আর শিরগ্রীব দশাঙ্গুল দ্যুলোক তৃতীয়পাদ, এই ইয়ত্তা রহিত পরিমাণ বচন।

অনাদি অনন্তের মধ্যে বিশ্ব সংসারের স্রষ্টার অনেকরূপ হইতেছে। এই প্রতিষেধ। আর কৈবল্যোপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্মযোনি অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্তরূপ শিবশান্ত অমৃত আদি মধ্য অন্ত বিহীন এক বিভু চিদানন্দস্বরূপ অদ্ভুত হইতেছেন। তাহাতেই ফের বলিতেছেন সেই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতত্ব দ্বারা অভাব হেতু সমস্ত হইয়াছে। আর ছান্দগ্যোপনিষদে বলিয়াছেন ; নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; নারদ বলিলেন আমি ঋক যজু সাম অথর্ব্ব, ইতিহাস পুরাণ, পিতৃ, রাশি, নিধি, বাকোবাক্য, একায়ন, দেব, ব্রহ্ম, ভূত, ক্ষত্র, নক্ষত্র, সর্প, দেব, জনবিদ্য, সমস্ত পড়িলাম, আমি সেই সোহং মন্ত্রও জানি, কিন্তু আত্মাকে জানি না, আমার এই শোক হইতেছে, আপনার সদৃশ লোক আমাকে এই শোক হইতে পার করিতে পারেন, এইরূপ আমি শোচনা করিতেছি আপনি এই শোক হইতে পার করুন। তিনি বলিলেন যাহা কিছু পড়িয়াছ সকলই নাম ( অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ) হইতেছে। যত কিছু পড়িয়াছ সকলের তাৎপর্য্য কেবল ক্রিয়ার পর অবস্থা নাম হইতেছে, সেই নামেতে যে পর্য্যন্ত না যাও সেই পর্য্যন্ত সেই নাম উপাসনা কর ; তখন যাহা কিছু ইচ্ছা করিবে তাহা হইবে। সেই নামব্রহ্ম উপাসনা কর ॥ ১ ॥

নারদ বলিলেন এ নাম আবার কি প্রকার তাহা বলুন। তিনি বলিলেন :—

বাক হইতেছে, সকল শাস্ত্র যাহা পড়িয়াছ ; বাক্যই নাম হইতেছে ( এ বাক্য নহে যে বাক্য দ্বারা অনুভব হয় ) যাহা দ্বারা সকল শাস্ত্র জানা যায় পঞ্চতত্ত্ব, মনুষ্য, পশু, বনস্পতি, অশ্ব, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য, অনৃত, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞত্ব, অহৃদয়জ্ঞত্ব বোধ হয়। যত্তপি এই বাক্য না থাকিত তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্য মিথ্যাদি কিছুই জানা যাইত না, সেই বাক্য অনির্ব্বচন অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাঁহাকেই উপাসনা কর, যাহাতে গেলে যথাকামচার হইবে অর্থাৎ যাহা বলিবে তাহা সত্য হইবে কারণ সত্য ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয় ॥ ২ ॥ নারদ বলিলেন এ বাক্য হইতে অধিক আর কি আছে ? তিনি বলিলেন :—

মন, যেমত মনেতে হাতের মধ্যে দুইটা আমলকী বোধ হয় সেইরূপ স্থিরমন ও চঞ্চলমন দুই অনুভব হয়, যাহা যোগীরা অনুভব করেন সেই মনের দ্বারা মন মন্ত্র ( ক্রিয়ার ) উপাসনা কর। এইরূপ সব করিয়া কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিলেই ইচ্ছা, মনই আত্মা, মনই ব্রহ্ম, সেই মনকে উপাসনা কর। যে পর্য্যন্ত মনেতে যাইতে পারিতেছ, সেই পর্য্যন্ত কামচারী হইবে, সেই মনব্রহ্মকে উপাসনা করিবে ॥ ৩ ॥

নারদ বলিলেন মন ব্যতীত আর কিছু যদি থাকে তবে আমাকে বলুন ? তিনি বলিলেন :—

সঙ্কল্প যাহা মন হইতে হয়, যখন সঙ্কল্প করে তখন মন বাচ নাম, সেই নাম মন্ত্র এক হয়, মন্ত্রে কর্ম্ম, তাহাতেই সমুদয়, এক হইতে সমস্ত সঙ্কল্প, আত্মা সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়া,

মিলিয়া থাকিয়া, দিবি পৃথিবী সমান রকম করিলেন, বায়ু ও আকাশ অর্থাৎ মাথা ও ধড় সমান করিয়া বায়ু ও আকাশ হইল। সমকল্পনা করিয়া জল ও তেজ হইল। তাহাতে মিলিয়া বর্ষা ( যে সঙ্কল্প অনিচ্ছার ইচ্ছা ) সে বর্ষার সঙ্গে মিলিয়া রহিয়াছে অন্ন, এই অন্ন সঙ্কল্প হইতে অন্নেতে মিলিত প্রাণ সকল সঙ্কল্প করায়, সেই সঙ্কল্পকে উপাসনা কর। সেই সঙ্কল্পই ব্রহ্ম তাহাকেই উপাসনা কর। এই সঙ্কল্প দ্বারা মন মিলিত হইয়া মনেতে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কোন ব্যথা থাকে না, যে পর্য্যন্ত সেই সঙ্কল্পেতে থাকে যেমত ইচ্ছা করে তেমত হয় ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন সঙ্কল্প হইতে আর কিছু আছে ? বলুন, তিনি বলিলেন :—

চিত্ত হইতে সঙ্কল্প, যখন চেতন হয় ( অর্থাৎ অচৈতন্যের চৈতন্য ) তাহা হইতে সঙ্কল্প মন বাক্য বাহির হয়, তাহা হইতেই নাম বাহির হয়। নাম ও মন্ত্র এক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, মন্ত্রেতে কর্ম্ম আছে। সেই চিত্ত যখন একেতে থাকে, চিত্তের দ্বারা আত্মাতে চিত্তের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিত্ত ( কূটস্থকে ) উপাসনা কর। সেই চিত্তই ব্রহ্ম, সেই ধ্রুব লোক ( নক্ষত্র ) তাহাতে থাকায় ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন ব্যথা থাকে না সুতরাং সিদ্ধ হয়, যে পর্য্যন্ত চিত্ততে থাকে যাহা ইচ্ছা করে তাহা করিতে পারে, সেই চিত্তই ব্রহ্ম তাহারই উপাসনা কর ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন চিত্ত হইতে অধিক কি ? তিনি বলিলেন :—

ধ্যান ( অর্থাৎ বিনা লক্ষে ধ্যান ) শরীরে ধ্যান হয়, হৃদযে ব্রহ্মে কারণ বারি পর্ব্বত, সেইরূপ মনুষ্য এক পাদাংশ ধ্যান পায় অর্থাৎ শরীরের স্থিরত্ব মাত্র সেই এক পাদ আর কূটস্থে স্থিরত্ব, পরব্যোম ও ব্রহ্মে স্থিরত্ব হয় না, অল্প হইলেই কলহ, খলতা, উপবাদ, সেই মনুষ্যের তিন ধ্যান পাদ হয়। ধ্যানের উপাসনা কর সেই ধ্যান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ধ্যানেতে গিয়া যথাকামচারি হয়, সেই ধ্যানব্রহ্মের উপাসনা কর ॥ ৬ ॥

নারদ বলিলেন, হে ভগবান আর কিছু অধিক আছে তাহা আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন :—

ধ্যান হইতে বিজ্ঞান বড়, বিজ্ঞান হইলেই ঋগ্বেদ জানা হইল অর্থাৎ সম্মুখের পূর্ব্ব-দিকের বায়ু স্থির হয়। যজু, সাম, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ, পিতৃ ( কূটস্থ ), রাশি ( জ্যোতিষ ), দৈব ( ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বলা ), নিধি ( চক্ষে কাজল দিয়া দেখা ), বাক্ অর্থাৎ কথাবার্ত্তা বলা, একে থাকা, দেব, ব্রহ্ম, ভূত, নক্ষত্র, ক্ষত্র, বিদ্যা, সর্প, দেবজন বিদ্যা, দিবি, পৃথিবী, আকাশ, আপ, তেজ, দেব, মনুষ্য, পশু, তৃণ, বনস্পতি, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য, অনৃত, সাধু, অসাধু, বংংসি, হৃদয়জ্ঞ, অহৃদয়জ্ঞ রস, ইত্যাদি বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় হঠাৎ সব জানা যায়, বিনা সাধারণ

জানার মত জানায়। সেই বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা কর, তাহা হইলে লোকে বিজ্ঞান সিদ্ধি হয়। তাহা জানিলে যথাকামচারি হয়, বিজ্ঞানব্রহ্মকে উপাসনা কর ॥ ৭ ॥

নারদ বলিলেন বিজ্ঞান হইতে অধিক কি বলুন? তিনি বলিলেন :—

বিজ্ঞান হইতে অধিক বল (যোগবল)। ১০০ বিজ্ঞানীর অপেক্ষা এক বলবান, যে বল ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা আপনি হয়। যখন বলী হয় তখন উঠে, পরিচরণ করে, পরিচরণ করিয়া উপসত্তা, উপসত্তা যুক্ত হইয়া দেখে, শুনে, বুঝে, কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা হয়। বলের দ্বারা পৃথিবীর স্থিতি, বলের দ্বারা কালের স্থিতি। স্বর্গ, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, তৃণ, বনস্পতি, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, বলেতে সব লোক, অতএব বলকে উপাসনা কর, সেই বলই ব্রহ্ম, যে বলেতে গেল সে যথাকামচারি হয় যে বলব্রহ্মের উপাসনা করে ॥ ৮ ॥

নারদ বলিলেন বল হইতে অধিক কি? তিনি বলিলেন :—

অন্ন, যাহা ব্রহ্ম, যাহা হইতে বল, তাহা ব্যতীত যদি ১৫ দিন থাকে অথবা তাহাকে না দেখে, শোনে, মনন করে, তবে অকর্ত্তা হইয়া অবিজ্ঞাতা হয়। সেই অন্ন খাইয়া অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মময় হইয়া যাওয়ায় সব দ্রষ্টা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা বিজ্ঞাতা হয়। অন্নকে উপাসনা কর তিনিই ব্রহ্ম। সে ব্রহ্মের ন্যায় হইয়া লোকেতে পান করিলে, যেরূপ জল পেটের মধ্যে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের অণুতে প্রবেশ করতঃ সব ব্রহ্মময় হয় ও সিদ্ধিকে পায়। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে থাকে সে যথাকামচারি হয়—যাহা ইচ্ছা করে, তাহা করে যে অন্নব্রহ্মকে উপাসনা করে ॥ ৯ ॥

নারদ বলিলেন ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে? তিনি বলিলেন :—

অন্ন হইতে আপ, সেই ব্রহ্মেতে থাকিয়া সুন্দররূপে ক্রিয়া না করে তবে প্রাণের ব্যথা হয় (যে অন্ন ব্রহ্মেতে আটকাইয়া না থাকে); আর যদি সুন্দররূপে ক্রিয়া হয় তবে আনন্দযুক্ত হইয়া প্রাণের বৃদ্ধি হয়, সমস্তই ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ অনেকেতে ব্রহ্ম বোধ হয়। সেই আপই সকল মূর্ত্তি হইতেছে। সেই আপ ব্রহ্ম না হইলে সকলে কি প্রকারে বদ্ধ থাকে। পৃথিবী (শরীর) অন্তরীক্ষ (হৃদয়াকাশ), আকাশ, পর্ব্বত, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, সেই আপই, ইহারই অমূর্ত্তি সেই আপ উপাসনা কর, যে আপব্রহ্মকে উপাসনা করে, সে সকল কামনা হইতে তৃপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত সেই আপব্রহ্মেতে থাকে, যে আপব্রহ্মের উপাসনা করে সে যথাকামচারি হয় ॥ ১০ ॥

ইহা অপেক্ষা অধিক কি?

তেজ, সেই তেজ হইতে জল, (কূটস্থ বৃহৎ) যাহা বায়ু দ্বারা গ্রাহ্য আকাশেতে অভয়পদ হইতেছে। তখন আর কোন শোচনা থাকে না সকলেরই নিপাত হয় ও ব্রহ্ম বর্ষা হয়, তেজই পূর্ব্বে যেথায় পরে আপ সৃজন হয়, তাহা উপরে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে চরণ করে,

রশ্মি বিদ্যুৎ স্বরূপে হইয়া চরণ করে, সেই বিদ্যুৎ দ্বারা শব্দ হয় ও বর্ষা হয়, অতএব তেজ পূর্ব্বে পরে আপ, সেই তেজকে উপাসনা কর, সেই তেজই ব্রহ্ম, সেই তেজেতেই সকলের তেজ প্রকাশ ও সকল অন্ধকারের নাশ করায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই তেজে যে পর্য্যন্ত থাকে, সে যথাকামচারি হয়। সেই তেজব্রহ্মের উপাসনা কর ॥ ১১ ॥

ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে ?

আকাশ, সেই আকাশেই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, আকাশের দ্বারা বলায় ও শোনায় প্রতিধ্বনি শোনায় আকাশেই রমণ করে, আকাশের দ্বারা জন্মায় ও আকাশ জন্মান, সেই আকাশকে উপাসনা কর পরে আকাশের অনুরূপ হইয়া সিদ্ধ হইবে। যে আকাশে যে পর্য্যন্ত থাকে সে কামচারি হয়, সে আকাশব্রহ্মকে উপাসনা কর ॥ ১২ ॥

ইহা অপেক্ষা অধিক কি ?

স্মৃতি। যাহা হইতে আকাশ হইয়াছে। যে অনেক ব্রহ্মের স্মরণ করে সে কিছু শোনে না, মনন করে না। এই স্মরণ দ্বারা সব জানা যাইতেছে। যে স্মরণ ব্রহ্মকে উপাসনা করে সে কামচারি হয়। তন্নিমিত্তে স্মরণব্রহ্মকে উপাসনা কর ॥ ১৩ ॥

আর কিছু অধিক আছে ?

আশা। আশাতেই ক্রিয়া করে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে। ও অন্যান্য ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম করে। পুত্র, পশুর ইচ্ছা করে। ইহ লোক ও পরলোকের ইচ্ছা করে। আশাকে উপাসনা কর। যে এই আশাব্রহ্মকে উপাসনা করে, আশার দ্বারায় সমুদায় কামনা উদ্ধার করে, আপনি আশীশস্বরূপ হয়। যে পর্য্যন্ত সেই আশায় থাকে সে পর্য্যন্ত সেখানে কামচারি হয়। আশা অর্থাৎ নিরাশার আশা ॥ ১৪ ॥

আশা অপেক্ষা আর কিছু অধিক আছে ?

প্রাণ। প্রাণ হইতেই আশা হইয়াছে। যেমত কুমারে চাকের নাভি, সেই চাকের উপর সমস্ত হয় সেইরূপ এই প্রাণেতেই সমস্ত সমর্পিত হইয়াছে। প্রাণের দ্বারা প্রাণ আইসে। প্রাণই প্রাণকে দেয়, প্রাণের দ্বারা দেয়। প্রাণই পিতা, মাতা, ভগ্নি, ভ্রাতা, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ হইতেছে। সেই যদি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বষা, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ সকলই প্রাণের হইতেছে। ক্রমশঃ অধিক সেই প্রাণই হইতেছে। সেই প্রাণই তুমি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বষা, আচার্য্য ( কূটস্থ ) ব্রহ্মও তুমি হইতেছ। যদ্যপি প্রাণকে এ সকল হইতে উৎক্রমণ করে প্রাণরূপ শূলের দ্বারা মাস দহন হয়, এইরূপ বলিয়া থাকেন যে প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বষা, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ হত্যাকারী, তুমি প্রাণ হইতেছ ক্রিয়া না করিলে ; প্রাণ দ্বারা সমস্ত হইতেছে, সেই প্রাণই তুমি, তুমি দেখ, মনন কর এবং জান

আর বাদি হও। তুমিই এই বলিতেছ, অতি বাদ করিতেছ সেই প্রাণই অতি বাদি হইতেছেন অন্য কেহ নহে ॥ ১৫ ॥

ইহার অধিক কি?

সত্য। সত্য কি? যে ব্রহ্মকে জানে সে সত্য বলে, ক্রিয়ার পর অবস্থা বিজ্ঞান যাহা হইলে সত্য বলে। বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্য ॥ ১৬ ॥

বিজ্ঞান কি? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন মন মানে ও তাহাতে মত্ত হয়, সেই মত্ততাতে মতি হয়, সেই মতিই জিজ্ঞাসিতব্য হইতেছে ॥ ১৭ ॥

মতি কি? যখন শ্রদ্ধা হয় তখন মতি হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রদ্ধা কি? যখন নিষ্ঠা হয়, নিঃশেষরূপে নেশার পর স্থিতি, তাহারই নাম নিষ্ঠা; তাহা হইলে শ্রদ্ধা হয়। ভালরূপ স্থির হইলেই শ্রদ্ধা হয় ॥ ১৯ ॥

নিষ্ঠা কি? যখন ক্রিয়া করে তখন নিঃশেষরূপে স্থিতি হয়, ক্রিয়া না করিলে স্থির হয় না, ক্রিয়া করিলেই স্থির হয় ॥ ২০ ॥

কৃতি কি? কি করিতে হইবে? যখন সুখ হয়, এই লাভ হইতেছে তখন করে। সুখ, সুন্দর ব্রহ্মেতে যখন বাহিরে ও ভিতরে, যখন ভিতরে হৃদয়েতে স্থিরত্ব লাভের অনুভব হয়, তখন সুখ বোধ হয় তন্নিমিত্তে ক্রিয়া করে। যখন ব্রহ্মেতে থাকে না, সেই অসুখ, তাহা হইলে ক্রিয়া করে না। সুখ কি জিজ্ঞাসিতব্য ॥ ২১ ॥

সুখ কি? ভূমা সেই সুখ, তাহা অল্পে সুখ হয় না অধিক নেশা হইলে সুখ বোধ হয় ॥ ২২ ॥

ভূমা কি? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমানরূপে ব্রহ্মতে থাকে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, ওঁকার ধ্বনি ব্যতীত শোনে না, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু জানে না, তাহারই নাম ভূমা। ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অন্য কিছু দেখে, শোনে, জানে, এই অল্প যে ভূমা হইতেছে তাহার অমৃতপদ অল্পই হয় অর্থাৎ অল্পক্ষণ ব্রহ্মতে স্থিতি হয় ॥ ২৩ ॥

সে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহার স্থিতি কিসে হয়? আপনাতেই আপনি থাকে। যদি আপনাতে আপনি না থাকে, তবে গো অশ্বতে মহৎ ব্রহ্ম হওয়া প্রযুক্ত দেখে। হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত জায়গা সকলেতে সেই মহৎ ব্রহ্ম আছেন। আমিই সব বলিতেছি না, এই বলিতেছি অন্য অন্যতেও প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই ব্রহ্ম শূন্যরূপে অধঃ, ঊর্দ্ধ, পশ্চাৎ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, তিনিই নিশ্চয় করিয়া সমস্ত হইতেছেন, আমিই সে আদেশ, আমিই নিচে উপরে, পূর্ব্ব পশ্চাৎ দক্ষিণ উত্তরে, আমিই এসব যাহা কিছু এইরূপ আদেশ জানিবে। আত্মা অধতে, উপরে, পশ্চাতে, পূর্ব্বে, দক্ষিণ উত্তরে, আত্মাই এসব

অর্থাৎ আমিই সব। সেই আমি এইরূপ দেখিতেছি, মনন করিতেছি, জানিতেছি আত্মার দ্বারা স্থির থাকায়। মিথ্যা মিথ্যা সকল সংসার ধর্ম্ম, ক্রীড়া এটা হইতে ওটা এই আত্মাই অর্থাৎ আমিই খেলা করিতেছি। আমিই স্বরূপ, মিথুন, স্থিতি, আনন্দ আপনার আপনি স্বর অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা হয়। যে এইরূপ আনন্দ লাভ করে সে সকল লোক কামচারি হয়। যে এরূপ না করে সে অনেক দূরে থাকে ও দুঃখেরই বস্তুই সব জানে। সে ক্ষয়কে পায়। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়া গেলে সকল লোকেতে কামচারি হয়। সে তাহাই দেখে, মনন করে ও জানে যে আত্মা হইতে প্রাণ। আত্মা ( ছেলে হওয়াতে ) অর্থাৎ আমিই প্রাণস্বরূপ ছেলে হইয়াছি। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আকাশ, সে আমি কূটস্থের তেজ আপ আমি। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আসা ও যাওয়া আমি, অন্ন ব্রহ্ম, যোগবল আমি, বিজ্ঞান, ধ্যান আমি, অর্থাৎ সর্ব্বদা বিনা ধ্যানে ধ্যান লাগিয়া আছে। কূটস্থও আমি, নিঃসঙ্কল্পের সঙ্কল্প আমি, আমি থাকাতেই মন, কথা, মনকে ত্রাণ করা, ক্রিয়ার পর অবস্থা, কর্ম্ম, ক্রিয়া। এইরূপ জানা এই সব আত্মা হইতেছে। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে সে মৃত্যুকে দেখে না, কারণ যে মরিবে ( শ্বাস ) সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মেতে লীন হয়। রোগও দেখে না কারণ রোগকে ব্রহ্ম দেখেন। দুঃখকেও দেখে না কারণ দুঃখকেও ব্রহ্ম দেখেন। মন ব্রহ্মেতে থাকিলে অন্য দিকে যায় না। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখে সে সবই ব্রহ্ম দেখে সকলই এক হইয়া, এক ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয় তখন সকলই পায় সকলই হয়। এইরূপে সে একধা আত্মাময় হয়। আবার ত্রিধা অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষম্না, সত্ত্ব, রজ, তম, অর্থাৎ এক আত্মা শ্বাস নাকে দুই দিকে ২॥০ দণ্ড করিয়া যায়। বাম দিকে তম, দক্ষিণ দিকে রজ, মধ্যে সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট হয়। আবার পঞ্চধা অর্থাৎ পঞ্চ গ্রন্থীতে গিয়া পাঁচ নাম ধারণ করিয়াছে; মূলাধার-গুহ্যদ্বার অপান বায়ু, সাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূল, ব্যানবায়ু, মনিপুর—নাভি সমান বায়ু, অনাহত—হৃদয় প্রাণ বায়ু, বিশুদ্ধাক্ষ—কণ্ঠ উদান বায়ু। কূর্ম্ম, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, নাগ, কৃকর। বাতকর্ম্ম, জৃম্ভন দ্বারা সকল শরীরে যে বায়ু যায়, ওঁকার ধ্বনি দ্বারা যখন বায়ু স্থির থাকে, আর যে বায়ু দ্বারা চক্ষের পলক পড়ে ও গলায় ঢেকার উঠেছে সপ্তধা—সপ্তস্বর—ঋষভ, ধৈবত, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, যে যে স্থানে গেলে স্বর বাহির হয়—জিহ্বা, দন্ত, নাক, ওষ্ঠ, তালু, কণ্ঠ, শির, ক্রমশঃ গর্দ্দভস্বর, বুদ্ধিতে, নাকেতে, রসদাতা, ধিমা, তাহা হইতে নীচে, সকল অপেক্ষা নীচে। শুভ ইচ্ছা, সুবিচারণা, তন্মনসা, সত্ত্বাপত্তি, আসক্তি, পদার্থ ভাবনি, তুরিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম স্থির বুদ্ধিতে বোধ হয়।

নবধা—নয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নয় প্রকার বায়ু আছে। ফের ১১ অর্থাৎ উপরের নয়

আর ঊর্দ্ধ আর অধঃ। এক শত নাড়ি হৃদয়ে দশ নাড়ি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এক নাড়ি যাহা মস্তকে ভ্রূ মধ্য যায়, বিশ হাজার নাড়ি, সহস্র দল পদ্মেতে বায়ুর ধাক্কা মস্তকে পাইতেছে। দুই হাজার রকমের বায়ু হইতেছে। পঞ্চভূত শরীরের পঞ্চতত্ত্বে আর পঞ্চ মহাভূতে এই দশ গুণিত দুই হাজার অর্থাৎ বিশ হাজার রকমের বায়ু সহস্রারে আছে। তাহার শুদ্ধিতে সত্ত্ব শুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি ধ্রুব হয়। তৎপর সকল গ্রন্থির বিমোক্ষণ হয়, অন্ধকারের পারে যায়। যে ষটচক্রে থাকে সেই দেখে। ভূমেতে যে অনেক সুখ সে কি চন্দন মাখিলে যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ সুখ? সে অব্যক্ত।

---

## তদব্যক্ত মাহহি ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ। শ্রুতি প্রোক্ত ভূয় যে সুখ বলিয়াছে সে অব্যক্ত হইতেছে।

সেই ব্রহ্মকে বলা যায় না তিনি রূপাদি হীন অব্যক্ত কি প্রকারে, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ বলিয়াছে, যে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ হয় না, চিত্তের দ্বারা স্মৃতি হয় না; ব্রহ্ম অব্যক্ত এইরূপ শ্রুতিতে সমস্ত লেখা আছে। দেখিবার সত্তাতে কি প্রকারে বিশ্বাস হইতে পারে? কখন অপ্রত্যক্ষতাই পরব্রহ্মের রূপ হইতেছে। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ২ প্রপাঠক ১ অনুবাক "সমানে যনোবধৈরয়ন্ত"। অর্থ—সমান অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দেখা এইরূপ যাহার ধারণা তাহারই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

সকলেতেই ব্রহ্ম হওয়াতে অব্যক্ত, প্রমাণের অগম্য। যাহা প্রমাণ গম্য নহে তাহা কি প্রকারে বিজ্ঞেয় হইতেছে।

---

## অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ। যোগ সমাধিতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানেতে সে অব্যক্ত বোধ হইতেছে।

সম্যক প্রকারে আরাধনে ভক্তি ধ্যান প্রণাম আদি অনুষ্ঠান করিয়া—এইরূপ সংরাধ্য মনুষ্যে, এইরূপ সংরাধ্য মনে সেই যোগী ব্রহ্মকে কি প্রকারে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখে, এই শ্রুতিতে বলিতেছে যে আত্মা আত্মাতে মিলেছে, সেই দেখে দেখিবার ইচ্ছা করিলে, তিনি নিষ্কল ইত্যাদি হইতেছেন, অনুমান স্মৃতি জ্যোতি দেখে, সংসারেরও আরাধনাতে নানারূপ দেখা, যেমত ভিতরের তেমনি বাহিরের, ব্রহ্মেরই সমস্ত রূপ যেমত আত্মার বিশেষ, সেইরূপে বিশেষ ব্রহ্মের রূপ দেখে, বাস্তবিক ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেতে এক। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ২ মন্ত্রঃ—"দিব্যো গন্ধর্ব্বো ভুবনস্য যস্পতিরেকঃ"। অর্থ—কূটস্থের মধ্যে গন্ধর্ব্ব লোকের পতি যে ব্রহ্ম তিনিই এক।

সংরাধনেতে সমাধিতে প্রত্যক্ষ অনুমানেতে জানা যায়। ক্রিয়া করিয়া সেই

অব্যক্তকে জানা যায়, যাহা তুর্বাসা উপনিষদে লেখা আছে। কূটস্থের মধ্যে ২৪ প্রকারের যোগ আবার ২৫ ও ২৬ প্রকারের যোগ আর অধ্যক্ষ ২৭, পুরুষ ২৮, তাহাতেই লোক ৩০, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই আট অঙ্গ, তাহা তীব্র মৃদু মধ্যম এই ২৪ প্রকারের যোগ, এক স্থানে ব্রহ্মের ধ্যান ২৫, আর একই রকমের নেশায় থাকা ২৬, কূটস্থে থাকা ২৭, উত্তম পুরুষে থাকা ২৮, সদাই কণ্ঠে থাকা ২৯, সেই উত্তম পুরুষ লোক প্রাপ্তি এই ৩০, যাহা জানিলে কোন বিষয়ের শোচনা থাকে না, সমস্ত শিব অর্থাৎ মঙ্গল হয়, সদাই জ্ঞানেতে থাকা এই ২৯ হইতেছে আর ৩০ কে জানিলে অমর পদ পায়। বৈষ্ণব যোগে অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ২৪ তত্ত্বের যোগের পর থাকাতে সেই ২৫, যেখানে ক্ষেত্র আত্মাস্থিতি জানে, সেই পরমাত্মাকে শিবস্বরূপ জানে। প্রত্যক্ষ অনুমানে প্রমেয়, কিন্তু লৌকিকে অপ্রমেয় হইতেছে। যোগীরাই দেখিতে পান। পূর্ব্বে পাশুপত, পরে বৈষ্ণব মত, তুইয়েতেই স্থিরত্ব বিশেষ কি ?

প্রকাশাদিবচ্চ বৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ। প্রকাশ ইত্যাদির মত কোন ভেদ নাই আর অব্যক্তের প্রকাশও হয়, কর্ম্মতে অভ্যাস দ্বারা।

যেমত সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশ ও অন্যান্য চন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ সেইরূপ কর্ম্মই উপাধির হইতেছে, কোন বিশেষ কারণের ন্যায় তাহাতেই ভাসমান হইয়া আটকিয়া থাকে। কিন্তু সেটা স্বাভাবিকী নয়, বিশেষরূপে আত্মায় থাকা ছাড়িয়া দেয়, কেবল উপাধি নিমিত্ত এ আত্মার ভেদ হইতেছে। স্বতঃ কেবল এক আত্মাই, তন্নিমিত্তে বেদান্তের অভ্যাসেতে এক জীব আর প্রাজ্ঞ এ তুই জনেরই কোন ভেদ নাই প্রতিপদ্যমান হইতেছে, কূটস্থ অক্ষরে সমস্ত দেখা শুনা এবং হোম কর্ম্মাদি করা এ সকল উপাধি হইতেছে, এই প্রকাশ হওয়াতে উপাধিতে স্থিতি হইয়া, ভিন্নরূপেণ বিষয়েতে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ প্রকাশের ন্যায় স্বরূপেতে ময়লা নাই, তিনি সকলের পর হইতেছেন। তিনি আদি তাহার অবলম্বনে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে, তাহার পর আর কিছুই নাই, সুতরাং কিছুতেই আর ভাব যায় না, তিনি পরমেশ্বর তাঁহার আবার কোথায় ভাব হইবে, অভ্যাস দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই; এই শেষ হইল, তথাপি পরিচ্ছন্ন যে জীব তাহার কি প্রকারে অনন্ত পরমাত্মার সহিত ঐক্য ভাব সুসম্পন্নরূপে হইতে পারে, তাহা নহে, এ কেবল যুক্তিমাত্র। যখন এক হয় তখন আর তুই থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৩ অষ্টক ৩ অধ্যায় ১৮ মন্ত্রঃ— "অপ্সরাস্বপি গন্ধর্ব্ব আসিৎ"। অর্থ —অপ্সরা— স্বর্গ বেশ্যা যাহারা যোগীদিগের মন চলায়মান

করিতে আসিয়া থাকে, তাহারাও সেই কূটস্থের রূপ হইতেছে অর্থাৎ যত রূপ দেখ সকলই সেই ব্রহ্মের রূপ।

প্রকাশাদির ন্যায় অবিশেষ হইতেছে, আর প্রকাশ হইতেছে, ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ( শ্বাস ) আর পরমাত্মা কূটস্থ লোকেতে লিঙ্গ অলিঙ্গ প্রমাণের দ্বারা জানার দরুন ব্রহ্ম অজ্ঞেয় এবং বিশেষ হইযাও সত্য অবিশেষ, বিশেষ ভাব হইতেছে, কারণ প্রকাশাদির ন্যায়, যেমত অর্কের প্রকাশ, সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে আর অগ্নির আলো অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, যেমত চন্দ্রের জ্যোৎস্না চন্দ্র হইতে ভিন্ন নহে, একই; এইরূপ আত্মা পরমাত্মাতে। ক্ষেত্রজ্ঞ শ্বাস দ্বারা অনুমান কি প্রকারে হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহা ব্রহ্ম দর্শনেতেই প্রত্যক্ষ হয়, তবে প্রকাশ জন্য ব্যক্ত হইতেছে এই যদি হয়? কর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা প্রকাশ হয অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে প্রকাশ হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ গূঢ় হইতেছেন, পরমাত্মা শিব অব্যক্ত, কারণ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তন্নিমিত্তে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ চিহ্নতে ( আপনাতে আপনি স্থিতি বোধ ও মহিমা অনুভব করিয়া ) অনুমান হয়, ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ যোগ সমাধি দ্বারা প্রকাশও হয়। ২৪ তত্ত্বের পর ২৫ তত্ত্ব ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন, ২৬ তত্ত্ব ঋগ্বেদ ( পূর্ব্বদিগে স্থিরভাবে শ্বাষা মধ্যে মধ্যে চলে ) তাহা দেখে, ২৭ যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দক্ষিণদিকে স্থির ওঁকার ক্রিযা দ্বারা, পরে পশ্চিমদিকে সামবেদ ওঁকার ধ্বনি শুনিযা ব্রহ্ম পুরুষকে দেখে, সেই ২৯ সদাশিব অর্থাৎ সদাই গলায় আটকিয়া থাকে, সেই বিষ্ণু পুরুষ ঊর্দ্ধ্বাস্নাতে দেখে তখন পরমাত্মাকে দেখে, তখন প্রকাশ হয়। এই পরমাত্মা প্রকাশ স্বরূপ হইতেছেন। কোন চিহ্ন দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞে প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান হয না, যেমত প্রকাশের দ্বারা অর্ক প্রত্যক্ষ দেখে, বাহিরের আলোক দ্বারা চন্দ্রিকার দ্বারা চন্দ্রিমা দেখে।

অতোনন্তেন তথাহি লিঙ্গং ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ। যে রকমেতে সেই অনন্ত পরমাত্মার চিহ্ন হইতেছে কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার কার্য্য হইতেছে, তাহার নিমিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার লিঙ্গ হইতেছে।

যে নিমিত্তে যাহা বলা হইল, সেই তাহার চিহ্ন, ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই হয়, এই ক্ষণে আপনার বিশুদ্ধ হইলে ভেদাভেদের বাদ উত্থাপন হয়। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন এক হওয়াতে ভেদাভেদ থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৩ অষ্টক ৩ অধ্যায় ১৮ মন্ত্রঃ—"যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাধীয়ং শৃতসে জায়দেবী"। অর্থ—যাবৎ—যে পর্য্যন্ত, ঈশে—ঈশ্বরী অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি লীন না হয়েন, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা ইচ্ছাস্বরূপকে বন্দনা না করেন অর্থাৎ তাঁহার কীর্ত্তির অনুভব না করেন, ইমাধীয়ং—এই পরিমাণে যখন

বুদ্ধি হইবে, শৃতসে জায়দেবী—যখন এই পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন দেবী যে প্রকৃতি তাহাকে জয় করিয়া এক পুরুষ ব্রহ্মেতে স্থিতি হয়।

২৪ প্রকারের যোগ করিয়া ২৫ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা বিষ্ণু ( স্থিতি ) অনন্ত ( সর্ব্বদা ) দেখে, সেই অনন্ত দ্বারা, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা দ্বারা পরম ব্রহ্মের অনুমান করে। অনুমান ত চিহ্নের দ্বারা হয়, অনন্তের দ্বারা অনুমান কি প্রকারে হয়? চিহ্নের দ্বারা যে প্রকারে তিনি অনন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, বিষ্ণু, পরমাত্মা অব্যক্ত শিবের অনুমানের চিহ্নের কার্য্যত্ব প্রযুক্ত হইতেছে যাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলিয়াছেন সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম যে কূটস্থের গুহা মধ্যে দেখে, সে সকল কামনাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া দেয়, এই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ কাল ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধানাদি সমস্ত সৎ অণুপ্রবিষ্ট প্রযুক্ত সত্য বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা জানা যায় সেই পরমাত্মার জ্ঞান সাধনের চিহ্ন, সেই যোগ সত্য জ্ঞান, এই অনন্ত, যোগেরও অন্ত আছে, বিজ্ঞানের অন্ত নাই। ক্ষেত্রজ্ঞের অণুরূপে পরিসঙ্খ্যা আছে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কূটস্থ ব্রহ্ম গুহাতে অব্যক্ত প্রকৃত লইয়া যায, পরব্যোমেতে প্রতিষ্ঠিত এই রূপ যে জানে সে সমস্ত কামনাকে পশ্চাৎ ফেলে, ব্রহ্মকে পরমাত্মার সহিত তৃপ্তিকে পায় এই চিহ্ন হইতেছে। তবে কি প্রকারে প্রকাশাদির ন্যায় অবিশেষ উপপদ্যমান হয়।

## উভয় ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ। দুইয়ের লিঙ্গ লিঙ্গি ভাব দ্বারা ভেদ হইতেছে, দুইয়েরই ব্যপদেশ হইতেছে যেমত সর্প ও তাহার কুণ্ডলী।

তু শব্দের দ্বারা এই বুঝায় যে যিনি সংরাধ্য ও সংরাধক উপাধির ভেদে ব্যাবৃত্তি; তুমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে ধ্যাতৃ ও ধ্যেয় ভাবের পর তিনি, সেখানে যাওয়া ও না যাওয়া নাই অর্থাৎ দুইয়েরই অভাব, যেখান হইতে সমস্ত হইযাছে, তুমিই সেই, ব্রহ্ম হইতেছ; আমিই ব্রহ্ম, একের উভয়েতে থাকা এই ত জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ ব্যপদেশ হইতেছে যেমত সাপের কুণ্ডলাকার অত্যন্ত ভিন্ন নয়, পৃথক দেখাতে দণ্ডায়মান হইলে সেইরূপ উপলব্ধি হয়, এইরূপ জীবেরও নিত্যত্ব। বাস্তবিক জীব যখন মায়া রহিত হয় তখন শিব ব্রহ্ম।

লিঙ্গ, লিঙ্গি ভাবের দ্বারা ভেদ, প্রকাশাদির ন্যায়, আত্মা পরমাত্মার বিশেষ ভাব হইতেছে, সাপের কুণ্ডলি পাকিয়া থাকার ন্যায় উভয়েতে ব্যপদেশ হওয়ার নিমিত্ত। যেমত সর্প কুণ্ডলি পাকাইয়া আছে। যেমত সর্প নিজ দেহতে কুণ্ডলি পাকায় কুণ্ডলিটাও সর্প, সর্প ছাড়া কুণ্ডলি নহে। সেইরূপ পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে এই লিঙ্গ হইতেছে। সর্পেরই অঙ্গাবয়ব মণ্ডল হইতেছে, সর্পময় নহে এ বিশেষ হইতেছে, অবিশেষ নহে, আরও দৃষ্টান্ত আছে।

## প্রকাশাশ্রয় বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ। আতপ তেজ বিশেষ, তাহার আশ্রয় যে সূর্য্য তাহাও তেজ বিশেষ তন্নিমিত্তে দুই অবিশেষ হইতেছে।

অথবা প্রকাশের যে আশ্রয়ের ন্যায় সেই ব্রহ্মের প্রতিপত্তি যেমত সূর্য্যের আশ্রয়ে সূর্য্যের তেজ, সে সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে, উভয়েতেই তেজ অবিশেষ অথচ ব্যপদেশ আছে। যতদিন ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণ এক না হইতেছেন ততদিন ব্রহ্ম সম্পাদন হয় না। প্রমাণ যেমত নদী সমুদয় সমুদ্রে গিয়া মিশে; সেইরূপ সমস্ত আত্মা ব্রহ্মসমুদ্রস্বরূপেতে মিশে, কিন্তু ব্রহ্ম কোন তত্ত্ব নহে। যেমত লবণ জলে মিশিলে জল হইয়া যায়, সেইরূপ আমি ব্রহ্মেতে মিশিলে ব্রহ্ম হইয়া যাইব। এই শরীরের মধ্যে যে পুরুষ আছেন তিনিই ব্রহ্ম।

আতঃপর প্রকাশ তেজ বিশেষ, তাহার আশ্রয় সূর্য্য, তেজ বিশেষ হইতেছেন, প্রকাশটা অবিশেষ হইতেছে, প্রকাশ আশ্রয় হইতে কারণ তেজ প্রযুক্ত ইহাতেও বিশেষ আছে, যেমত প্রকাশ সর্ব্বব্যাপী সেরূপ সূর্য্য সর্ব্বব্যাপী নহেন।

## পূর্ব্ববদ্বা ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ। প্রথমে যে থাকে সে ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয় তাহাকে পূর্ব্ববৎ বলে।

বা শব্দে ভেদাভেদ নাই বুঝায়; কিন্তু যে রকম পূর্ব্বে কিছু ছিল না কেবল প্রকাশের ন্যায়, কোন বিশেষ নাই, সেখানে কোন ভেদ নাই এই শ্রুতি, সেখানে এরূপ ভেদাভেদের পক্ষ কি প্রকারে হইতে পারে, সেখানে সমস্তই এক। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৩ অধ্যায় ১৩ মন্ত্রঃ—"উর্দ্ধংকেতু সবিতা দেব অর্চ্চন জ্যোতি বিশ্বস্মৈ ভুবনানি কৃণ্বন। আপ্রাত্থাব পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্যো রশ্মি শ্চেকিতান"। অর্থঃ—উর্দ্ধং প্রাণ, উপরে উঠে, কেতু—বাস করা, প্রাণ উপরে উঠে মস্তকে বাস করে, তাহা হইলে সূর্য্যের মধ্যে যে দেবতা পুরুষোত্তম আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চন করে অর্থাৎ তদ্গত চিত্ত হয়, তাঁহার জ্যোতি বিশ্ব ব্যাপক, সমস্ত ভুবন তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সেই দেবতাতে থাকিতে থাকিতে মহাদেবস্বরূপ হইয়া যায়, সূর্য্যের রশ্মিস্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়, চেকিতান—নেশায় শিবের মতন।

পূর্ব্বে যেরূপ থাকে অনন্তরেতেও অর্থাৎ পরেতেও পূর্ব্বের ন্যায় রূপান্তর হয়। যেমত ঘটটা মাটি, কুণ্ডলটা স্বর্ণ'ই উপাদান হইতেছে, সেইরূপ পরমাত্মা (কূটস্থ) উপাদান, পূর্ব্বে; পরে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ আত্মা (শ্বাস) প্রাপ্ত হইয়াছে তন্নিমিত্তে পরমাত্মাই আত্মা। তবে কর্ম্মাবদ্ধতে কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ হউক। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এই বিরোধ, কর্ম্ম করা এই

রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। পরমাত্মার অবিশেষ আপত্তিতে ক্ষেত্রজ্ঞের ভাব হইতেছে। ইহা কি প্রকারে সম্ভব ?

## প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ। প্রতিষেধ হইবার জন্য।

দেখে শুনে এই স্থির হইল এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর নাই। যখন ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই তখন ব্রহ্মের ব্যতিরিক্তই ব্রহ্মের প্রতিষেধ হইতেছে। অর্থাৎ অন্য বস্তুর জ্ঞান থাকায়, ব্রহ্মেতে না থাকায়, বাধা হইতেছে, এই শ্রুতির ভেদ ; ব্রহ্মেতে না থাকার দরুন ভেদাভেদ হইতেছে, সেই ভেদাভেদও বলিবার উপায় নাই। যাহা বলা যায় না তাহার থাকা ও না থাকা দুই সমান, কারণ ব্রহ্মেতে থাকায় ব্রহ্মের কথা কিছু বলিবার উপায় নাই নিজে না থাকায়। অন্যদিকে মন দিলে সেখানে থাকার প্রতিষেধ হইল। ব্রহ্ম কিছু ভিন্নই হইতেছেন এই শ্রুতিতে বলিতেছে ; ব্রহ্ম বলিবার উপায় নাই বলিয়া সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ তৎব্রহ্ম এই শ্রুতিতে বলিয়াছে। সে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তও আছে, অন্য দিকে মন দেওযায়, ইহাও শ্রুতিতে বলিতেছে। কিন্তু যখন এক তখন আর কোন প্রতিষেধ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৩ অধ্যায় ১৯ মন্ত্রঃ—"হক্ষা অণুক্ষত্র মহান্না মন্য তদ্রেন্ধং বৃত্রং সরসা জঘন্বান সৃজঃ সিন্ধুং রহিণাং জগ্রসাণাং"। অর্থঃ—হ—পরমাত্মা, ক্ষা—লয় হওয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে লয় হওয়ায় অণুস্বরূপ হইয়া যায় ত্রাণ পায়, এইরূপ মহৎ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ায় অন্য আর কিছু—থাকে না ; তদ্রেন্ধং—তৎবিশিষ্ট হইয়া, বৃত্রং ওঁকার ধ্বনি শোনে, সরস—এইরূপ মিষ্টতা রস পাইয়া, জঘন্বান—আনন্দ জনক স্থান সৃজন হয়, যাহারা সদা ব্রহ্মেতে থাকে তাহারা সমুদ্রতে নির্জ্জনে মজা লোটে।

যেমত দ্রব্য ও গুণের বিজাতীয় আরম্ভকত্ব প্রতিসিদ্ধ হইতেছে, সজাতীয় আরম্ভকত্ব নিশ্চয়ই দ্রব্যগুণের সাধর্ম্ম হইতেছে তন্নিমিত্তে দ্রব্য সকল দ্রব্যান্তর আরম্ভ হয়, গুণেরও গুণান্তর আরম্ভ হয়। কিন্তু পৃথিব্যাদি দ্রব্য হইতে জনাদি ভিন্ন দ্রব্য আরম্ভ হয় এই প্রতিষেধ হইতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা দ্রব্যও সংজ্ঞ না হইয়াও বিজাতীয় আরম্ভ করে না। তবে আত্মাই পরমাত্মা এ কি প্রকারে বলে।

---

## পরমতঃ সেতুন্মান সম্বন্ধ ভেদ ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ। উপাদান এই অব্যক্ত হইতে পরোব্যক্ত পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। কারণ সেতু ব্যপদেশ, অনুমান ব্যপদেশ, সম্বন্ধ ব্যপদেশ ও ভেদ ব্যপদেশ দ্বারা অব্যক্ত যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ।

পরমেশ্বরের পর অন্য কিছু আছে এ কি প্রকারে হইতে পারে। একটী খেয়ালি পুল বিবেচনা করিলে তাহা বাধা হইলে অগ্রসর হইতে পারে না সেইরূপ পুরুষের মধ্যে পুরুষ, চক্ষুর মধ্যে চক্ষু এই সকল উপদেশ দ্বারা পাওয়া যায়, সেখানে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৩ অধ্যায় ২৫ মন্ত্রঃ—"অয়ং পন্থা অনুবত্তি পুরাণো যতো দেবা উদয়ায়ত্তি"। অর্থ—ক্রিয়াস্বরূপ রাস্তাতে ব্রহ্মের অণু সমস্ত আছে, তিনিই পুরাণ পুরুষ, যেখান হইতে দেবতারা উদয় হয়, যত দেবতা সবই ব্রহ্ম।

উপাদান হইতে যে অব্যক্ত পর ক্ষেত্রজ্ঞাত্মার পর শ্রেষ্ঠ তন্নিমিত্তে তাঁহার নাম পরমাত্মা। কি প্রকারে পরত্ব? সেতু উন্মান সম্বন্ধ ভেদ ব্যপদেশ হইতেছে। সেতু ব্যপদেশ যাহা শ্বেতাশ্বেতবোপনিষদে লেখা আছে;—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন মিবানলং। ক্রিয়ার পর অবস্থায় বরাবর আটকিয়া থাকা, যেমত জলন্ত কাঠের আগুণ ঐ পারে যাইবার পুল হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে সেতু বলিয়াছেন। মণ্ডুকোপনিষদে লেখা আছে, যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুঃ। অর্থ—মনেতে যখন সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপ আসিয়াছে, যে প্রাণের সহিত সেই এক ব্রহ্মকে জানে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কেবল আত্মাতেই থাকে, তখন কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, তাহার এই সেতু, যাহার দ্বারা পারে যায়, অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয়। আর ছান্দগ্যোপনিষদে বলিয়াছেন,—"অথ য আত্মা স সেতু র্বিধৃতি রেষাং লোকনাম সম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যু ন শোকো ন সুকৃতং"। অর্থ—যে সদা আত্ম ক্রিয়াতে থাকে, সেই সেতু, তাহাতে দিন রাত থাকিলে তাহার জরা মৃত্যু শোক কিছু থাকে না ও সুকৃতও থাকে না, সব পাপ হইতে অপহত হইয়া ব্রহ্ম লোকে যায়, সে সৎ কে জানে, আর ব্রহ্মে বিদ্ধ হইয়া, সে উপতাপী হইয়াও উপতাপী হয় না। এইরূপ সেতু নিষ্পাদন হইল এইরূপ একবার করিলে ব্রহ্ম লোকের প্রকাশ হয়। আর উন্মনি ব্যপদেশ পুরুষ সূক্তে আছে;—এতাবানস্য মহিম তোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত। স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলং। এই দশ অঙ্গুল অতিশয় বচন দ্বারা, অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত, জানা যায়। সকল পুরুষ আপন আপন অঙ্গুলির ৮৪ অঙ্গুলি হয়, পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত ৫০, ভূলোক প্রথম পাদ, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ২৪, ভুবলোক দ্বিতীয় পাদ, কণ্ঠের উপরে শির গ্রীব অর্থাৎ ভ্রূ পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলি স্বর্লোক তৃতীয় পাদ, এই ত্রিপাদ পুরুষ। সম্বন্ধ ব্যপদেশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—যদিদং কিঞ্চ তৎসর্ব্বং সৃষ্টা তদেবাণু প্রবিশৎ। ব্রহ্ম যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া আপনি অণু প্রবেশ করিয়া আছেন। এই সমুদয়

ভেদ ব্যপদেশ হইতেছে। এ কি সব অণু প্রবেশিত, সকলের মধ্যেই সমানের স্থায় কি প্রকারে ভূ ভূর্বস্বঃ স্বরূপের দ্বারা ভেদ ব্যপদেশ উপপন্ন হয় ?

## সামান্যাত্তু ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ। সকলের মধ্যে অণু প্রবেশ জন্য সমান ধর্ম্ম দ্বারা ভূম্যাদি ব্যপদেশ বুদ্ধির নিমিত্ত, পায়ের মতন হইতেছে।

তু শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়, তৎব্যতীত অন্য কিছু কি প্রকারে ব্যাবৃত্তি হইতে পারে। তন্নিমিত্তে যে কেবল সেতু শব্দ সেও ব্রহ্ম, যখন সমস্ত ব্রহ্ম তখন এক। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৩ অধ্যায় ৮ মন্ত্রঃ—"ধিরা সুহিষ্ঠা কবয়ো বিপশ্চিৎ স্তান বরাণা ব্রহ্মণা বেদয়োমসি।" অর্থঃ—যে সকল পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুন্দররূপে সন্তোষেতে থাকেন তাঁহারা আপনা আপনি জানিয়া ব্রহ্ম হইয়া যান।

সকলের মধ্যে প্রবেশেতে সমানত্ব প্রযুক্ত ভূম্যাদির ব্যপদেশ এই বুদ্ধ্যার্থ হইতেছে।

---

## সামান্যাৎ বুদ্ধ্যর্থ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ। সকলের মধ্যে অণু প্রবেশ জন্য সমান ধর্ম্ম দ্বারা ভূম্যাদি ব্যপদেশ বুদ্ধির নিমিত্ত, পায়ের মত হইতেছে।

স্থির বুদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবার নিমিত্ত উপাসনা, কিন্তু সেখানে নিদর্শন অর্থাৎ কোন একটা লক্ষ্য আছে যেমত পাদ, একটা পা উঠাইয়া রাখিবার স্থান দেখিয়া অন্য পা উঠায় ও মনের দ্বারা বাক্যাদি বলার কোন একটা লক্ষ্য থাকে, অথবা মূল্য দিয়া যাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে এমত দ্রব্যাদি ক্রয় করা ; তদ্রূপ উপাসনাতে কোন কিছু লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করে। এইরূপ সম্বন্ধ ভেদ হইতেছে। তবে ইহাতে কি প্রকারে ব্যপদেশ সম্ভব। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে তিনি আবার ভিন্ন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? যে উপাসনা করিতেছে ও যাহাকে উপাসনা করিতেছে যত দিন এক না হয় তত দিন দুই ; দুই হইলেই মধ্যে ব্যপদেশ আছে, কিন্তু যখন এক ব্রহ্ম তখন কোন ব্যপদেশ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ২৫ মন্ত্রঃ—"ত্বামগ্নে হুতায়ব সমিধিরে প্রত্ন প্রলাশ উত্তয়ে"। অর্থঃ—তুমি প্রাণ অপানস্বরূপ হব্যবাহন-অগ্নি, হুতায়ব—তোমার আকর্ষণ দ্বারা সকল বস্তু হইতে অপহরণ হইয়া এক ব্রহ্ম হইয়া যায়, সমিধিরে-অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া প্রকাশ হয়, যখন সমস্ত এক ব্রহ্ম দেখে, প্রত্ন—সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক হওয়াতে বিস্তারিত হইয়া যায়, প্রলাশ—পরে আপনার আনন্দে আপনি নৃত্য করিতে থাকে, উত্তয়ে—এইরূপে ক্রমশ আনন্দ বৃদ্ধিকে পায়, এইরূপ করিতে করিতে এক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

পায়ের ন্যায় যেমত কোন বস্তুর পাদাদি অংশ ব্যপদেশ হয় সেইরূপ। যগুপি পরম ব্যোম সামান্য রূপ হয় তবে কি প্রকারে হংস (শ্বাসের) ভেদ হয়?

## স্থান বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

**সূত্রার্থ।** সেই পরব্যোমের পরম ব্যোমরূপ ধর্ম্ম দ্বারা সকলেতে সমান ধর্ম্ম থাকাতে ও স্থান বিশেষ জন্য অধ, মধ্য উর্দ্ধভাগেতে পাদাদির ন্যায় ধর্ম্ম জন্য ব্যপদেশ হইতেছে; যেমত প্রকাশাদি।

ক্রিয়ার পর অবস্থার স্থান অন্যান্য স্থানের মত হইবে, সে কিছু বিশেষ রূপ হইবে, সেখানে কোন বিষয়ের লক্ষ্য নাই, তন্নিমিত্তে বুদ্ধি নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত কোন কিছু নাই তজ্জন্য কোন উপাধি রহিত; সে সুষুপ্তাবস্থা, তাহার আবার পরিমাণ আছে, তন্নিমিত্ত লোকের হয়। কিন্তু তাহাতে রতি হয় না। দুই থাকিলে ত রতি হইবে, যখন এক তখন কে, কাহার সহিত রতি করিবে, তখন দুই না হওয়াতে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন এক নহে তখন দূষণ অর্থাৎ দুই এবং ভেদের পক্ষ, তাহা হইলে তাহার স্থান সূর্য্য মণ্ডল, তাহাতে স্বরূপ দেখায, সেই উপদেশ; যেমত এক সূর্য্যের প্রকাশে, যেমত সমস্ত উপাধি যোগ জন্মায়, সমস্ত দ্রব্যের ভেদ দেখায়, এক ব্যতীত উপাধি দ্বারা যে এক পরম ব্রহ্ম তাহার ব্যপদেশ হয়। আদি শব্দ দ্বারা এইরূপ বুঝায় যেমত ছুঁচের সূতা পাশস্বরূপ হইতেছে, সেইরূপ উপাধির উপেক্ষা হইতেছে। সেইরূপ সংসারস্বরূপ পাশ থাকিলেও ব্রহ্মেতে থাকিতে পারে, যেমত ছিদ্রেতে সূতা থাকাতে ছুঁচের আইসা যাওয়ার কোন বাধা হয় না। তন্নিমিত্তে মুখ্য সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া লোকে উপচরণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ স্বীকার করে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মময, কোন প্রকাশ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ২৫ মন্ত্রঃ—"গ্রহপতিং বরেণ্যংত্বামগ্নি অতিথিং পূর্ব্বং বিশঃ সোচিষ্কে সংগ্রহপতিং নিষেদিবে বৃতং কেতু পুরুরূপং ধনস্পৃতং সুশর্ম্মাণং স্ববশং জরদ্বিষং। রত্ন ধাতমং।" অর্থঃ—গ্রহপতি—সূর্য্য কূটস্থ, তিনি বরেণ্যং—শ্রেষ্ঠ, তিনি অগ্নি বৈশ্বানররূপ হইয়া, চতুর্বিধ অন্ন পচন করিতেছেন, তিনি অতিথি—সতত গমন করিতেছেন, নয়ন পথের গোচর হইতেছেন, গুরু বাক্যের দ্বারা যাহাতে থাকিলে, সমুদায় পূর্ব্বং—ব্রহ্মের দ্বারা পূরণ হয়, বিশ—সকলেতে ব্রহ্ম প্রবেশ হয়, সঃ—তিনি বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া যান, কূটস্থে থাকিতে ২ নিষে—সর্ব্বদা, দিবে—স্বর্গে, সদা আনন্দে থাকে, বৃতং—বড় কেতু—বাস করে অর্থাৎ সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে, পুরুরূপং—এইরূপ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ সকলেতে দেখে, ধনস্পৃতং—ধন অষ্ট বিভূতি উৎপন্ন হয়, স্পৃশন্—বোধ হয়, সুশর্ম্মাণং—এইরূপ সুখে সুন্দররূপ থেকে স্ববশং—

আপনার বশে থাকিয়া জরদ্বিষং—সংসাররূপ বিষকে পুড়িয়া ফেলেন। রত্ন—শ্রেষ্ঠ, ধাতমং—গুণ বিশিষ্ট হন, অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

সেই পরমাত্মা পরব্যোম রূপত্ব প্রযুক্ত সমস্ত সমানত্ব হইয়াও স্থান বিশেষ জন্য অধঃ মধ্য উর্দ্ধভাগেতে, অধোভাগের দ্বারা নাভির অন্তে আট স্থান হইল, ভূর্ভূর্বস্ব মহজন তপ সত্য বিষ্ণু লোক স্থিতিপদ ক্রমেতে হইতেছে, তন্নিমিত্তে অধস্ব প্রযুক্ত স্থূল হইতেছে, উপাধি বিশেষ জন্য। মধ্যম ভাগে কৌমার লোক, ঋগ্বেদাদি করিয়া পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ সব কুমার হইতেছেন, প্রথম ভাগ হইতে সূক্ষ্ম হইতেছে। উর্দ্ধভাগ স্বর্লোক অমৃত স্থান। এইরূপ স্থান বিশেষ প্রযুক্ত পাদবৎ ভাবের দ্বারা প্রকাশের ন্যায় ব্যপদেশ হইতেছে। যেমত সূর্য্যমণ্ডলে একই প্রকাশ কিন্তু লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপ ব্যপদেশ আছে। এইরূপ চন্দ্রমণ্ডলের চন্দ্রিকা এবং বহ্নির প্রকাশেতেও দেখা যায়। ইহাতে ত এক উপপত্য হয় না, কি এই একই আকাশ ভেদের দ্বারা হয়?

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ। এক ভেদের উপপত্তির জন্যও পাদবৎ ধর্ম্ম হইতে ব্যপদেশ হইতেছে।

আকাশের স্বরূপ সম্বন্ধ নিশ্চয় করিয়া মনেতেই বোধ হয়, আকাশ পীতবর্ণ নহে, এই আকাশের যত উপাধি আছে তাহার যখন ব্রহ্মেতে প্রলয় হয়, অর্থাৎ উপাধি রহিত ব্রহ্ম হয়েন, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উপপত্তি হয়, কিন্তু সে উপপত্তি নগরের উৎপত্তির ন্যায় উপপত্তি হয় না। উপপত্তির সম্বন্ধ এইরূপ, ভেদ দেখিয়াও ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু দেখি না। স্বর্গাদি দেখার নিবৃত্তি নিমিত্ত জ্ঞানের যে সকল হেতু বলা হইল, ইহা দ্বারা যে স্বপক্ষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম পক্ষ সিদ্ধি একরূপেতে হইতে পারে না। যাহা কিছু নয়, তাহাই ব্রহ্ম, ইহা বলিলে কি ব্রহ্ম সিদ্ধি সম্পাদন হয়, যখন সকলেতেই এক ব্রহ্ম দেখিবে তখন ব্রহ্ম সিদ্ধি হইবে। যখন সমস্তই ব্রহ্ম তখন আর স্বপক্ষ কোথায় বিপক্ষই বা কোথায়। প্রমাণ যোগতত্ত্বোপনিষদ ২ সূত্রঃ—"কূর্ম্মবৎ পাণি পাদাভ্যাং শিরস্যাত্মানি ধারয়েৎ। এবং সর্ব্বেষু দ্বারেষু বায়ুঃ পুরতঃ ২। নিষিদ্ধেতু নবদ্বারে উচ্ছ্বসন্নিশ্বসন্তথা। ঘট মধ্যে যথা দীপ নির্ব্বানং কুম্ভকং বিদুঃ। পদ্মপত্র মিবাচ্ছিন্ন মূর্দ্ধ বায়ু বিমোক্ষণে। ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটস্থং তত্ত্বেয়স্ত নিরঞ্জনং"। অর্থ; কাছিমের মত হাত পা জড় সড় করিবে, আত্মাকে মাথাতে নিঃশেষ রূপে ধারণ করিবে, এইরূপ সকল দরজা দিয়া বায়ুকে পুরণ করিয়া ২ নয় দরজাকেই বন্ধ করিবে। এইরূপ উর্দ্ধশ্বাস হইলে বিশ্ব সংসারকে দেখিতে পায়। ঘটের মধ্যে দীপ যেরূপ, এইরূপ কূটস্থকে শরীর মধ্যে দেখিতে পায়, যাহাকে নির্ব্বাণ কুম্ভক বলে,

পদ্মপত্রের স্থায় আচ্ছাদিত কূটস্থ তাঁহাকেই বলে। উর্দ্ধেতে বায়ু লইয়া গেলে এইরূপ দেখায়, ভ্রুর মধ্যে ললাটস্থ যে তেজ তাহাকেই নিরঞ্জন বলে, নিরঞ্জনই ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বব্যাপক।

একের ভেদের উপপত্তি হইলেও পাদভাব ব্যপদেশ হয়। একটী দীপ দেখিতেছি, তাহার কলিকা ( শিশ ) নীলবর্ণ, ঘটে নীল রঙ্গে উর্দ্ধেতে যাইতেছে, সেও অগ্নিবর্ণ হইতেছে। এইরূপ কালক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান ও মহাবিষ্ণু, বিষ্ণু, ব্রহ্মার তিন নাম হইতেছে কি ?

---

## তথ্যান্য প্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ। সেইরূপ পরমাত্মা পরব্যোমের ত্রিপাদ ব্যপদেশ হইতেছে, সেই প্রকারে অন্যান্যেব প্রতিষেধ হইল।

যেমত আকাশে পুল ইত্যাদির ব্যপদেশ অনবচ্ছিন্ন উপপন্ন হয়, সেইরূপ, সেই বাধা হইতেছে, সূর্য্যাদি ব্রহ্মের ও অন্যের প্রতিষেধ প্রযুক্ত ব্রহ্মের তিন প্রকার পরিচ্ছেদ হইল, শূন্যত্বের অভাব জন্য, পরে অন্য কিছু ভিন্নই হইতেছেন, ব্রহ্ম এইরূপ অনুমান, যখন সমস্ত এক তখন কোন প্রতিষেধ নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২ প্রপাঠক ২ অনুবাক ১০ মন্ত্রঃ— "সূর্য্যমৃতং তমসো গ্রাহ্যা অধিদেবা মুঞ্চন্তো অসৃজন নিরেণসঃ।" অর্থ, সূর্য্য কূটস্থ, কূটস্থে থাকিতে ২ ইচ্ছা রহিত হইলে অমৃতপদ প্রাপ্ত হয়, তমসোঅগ্রাহ্য—তমোগুণে আবৃত হইলে কূটস্থ ব্রহ্মেতে থাকে না, অধিদেব—অন্তর পুরুষকে ত্যাগ করে, সৃষ্টি করেন এবং তাহার ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছা অনিচ্ছার ইচ্ছা, অর্থাৎ সঙ্কল্প রূপিণি ব্রহ্ম শক্তি।

এই প্রকারে পরমাত্মা পরব্যোমের ত্রিপাদ ব্যপদেশ হইতেছে। পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ; এই ব্যপদেশ সেই প্রকারে অন্য সমস্ত পাদ নির্দ্দেশের প্রতিষেধাদির প্রকাশাদিবৎ ভাবের দ্বারা পাদবৎ ভাবের উপপত্তি হইতেছে। অন্য শরীরেও তিন রকমের ভাগ, নাভ্যন্ত ভূ তাহার পর ভুব, মাথায় স্ব এইরূপ ব্যপদেশের দ্বারায় বিশ্বভূত স্থান কণ্ঠাদির অধ সর্ব্বাঙ্গেতে আছে, আর অমৃত স্থান মাথায় আছে। তাহা যদি হইল তবে অংশের দ্বারা গূঢ় রূপে সকল দেবতাই সকল স্থানে আছেন ? তাহা নহে !

---

## অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ। এইরূপ প্রতিষেধের পরমাত্মা পরব্যোমের সর্ব্বত্র গতি হইতেছে আয়াম শব্দ, শব্দ আদি দ্বারা।

এইরূপ সেতু আদি খেয়ালি নিরাকরণে এবং অন্য কোন প্রতিষেধেতেও সর্ব্বগতত্ব পাওয়া যায় না, শূন্যের তিন রকমের পরিচ্ছেদ তর্ক মাত্রেতেই কি ? যেমত আয়াম শব্দ,

ব্যাপ্তি বচন শব্দ হইতেছে, ( প্রাণায়াম শব্দতে সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে ) অর্থাৎ যত আকাশ আছে, সর্ব্বত্র ব্যাপক, নিত্য, নিগুর্ণ ব্রহ্ম, সেই পদার্থ কোন চিহ্নের অধিক, কিঞ্চিৎ হইতেছে, সেই নিগুর্ণের কোন কর্ম্মফল সেখানে নাই অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ফল পরে যাহা কিছু সেতু ইত্যাদি দেখা যায় সমস্তই অনাদি ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ২ প্রপাঠক ২ অনুবাক, ১৩ মন্ত্রঃ—"আয়ুর্দা অগ্নেজরসংবৃণানো ঘৃত প্রতিকো ঘৃত পৃষ্ঠো, অগ্নে ঘৃতং পীত্বা মধুচারু গব্যং পিতেব পুত্রা নাভি রক্ষিতাদিম। পরিধত্ত ধত্তনো বর্চসেমং জরামৃত্যু কৃন্তত দীর্ঘমায়ু।" অর্থঃ—এই প্রাণস্বরূপ অগ্নি ইনিই আয়ুকে দেন, জরসং—যিনি সকল রসকে জীর্ণ করেন, ঘৃততে আবৃত হইলে পূর্ণরূপে জলে পরেও ঘৃত খাইবে, এইরূপ অগ্নি দ্বারা ঘৃত খাইয়া, মধু ও গব্য জিনিস খাইয়া, পিতাই পুত্র জন্মান, যিনি চারদিক হইতে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যাহার তেজে জরা মৃত্যু ছেদন হয় ও দীর্ঘ আয়ু হয় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিলে সব হয়।

ইহা দ্বারাও সেইরূপ, অন্য প্রতিষেধ দ্বারা পরমাত্মা পরব্যোমের সর্ব্বগতত্ব হইতেছে, অন্যের নহে, কারণ আয়াম শব্দাদির জন্য, আয়াম শব্দে দীর্ঘ ও আবরণও আছে, যাহা বলিয়াছেন, "সভূমি সর্ব্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলং।" সেই বায়ু পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবৃত থাকিয়া কণ্ঠ হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত স্থিতি আছে। অন্যের ভূমির সহিত ভুব লোক, বিশ্বভূত স্থান হওয়াতে আপনার সঙ্গে আবৃত হইয়া অতিশয় বচন, দশ অঙ্গুলি হইতেছে। আদিতে সর্ব্বত্র ধ্যান গূঢ়ত্ব ব্যাপীত্ব প্রযুক্ত আদি শব্দ আছে, যাহা বাজসনেয়োপনিষদে বলিয়াছেন:—"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগদিত্যা রাসোহধ্যাস।" ঈশ মহাদেব পরব্যোম ইনিই সমস্ত যাহা কিছু জগতে চলে যাইতেছে, এইরূপ আবাস অধ্যাস হইতেছে। আর শ্বেতাশ্বেতবোপনিসদে বলিয়াছেন, সর্ব্বানন শিরোগ্রীব সর্ব্বভূত গুহাশয়। সর্ব্বব্যাপি স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সকলের মুখে, মাথা ও গলার মধ্যে কূটস্থের মধ্য থেকে সর্ব্বব্যাপি অর্থাৎ সব শরীরের মধ্যে আছেন, তন্নিমিত্তে শিব সর্ব্বত্রেতে আছেন। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ইহার অর্থ গীতাতে লেখা আছে। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ। কূটস্থের মধ্যে পরব্যোম সর্ব্বভূতের মধ্যে গুপ্তরূপে আছেন, যিনি সব শরীর মধ্যে অন্তরাত্মারূপে আছে, যিনি সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, আবার যিনি সকল ভূতের মধ্যে অণুস্বরূপে বাস করিয়া আছেন। তিনি চৈতন্যরূপে চক্ষেতেই আছেন, কেবল কুম্ভক গুণ রহিত ইড়া পিঙ্গলা সুষম্না রহিত, ব্রহ্ম নাড়ীতে আছেন। যাহা হৃদয়ে ১০০ নাড়ীর উপরে এক নাড়ী, উর্দ্ধাত্মায় আছেন। বেদের মতে অর্থাৎ যাঁহারা জানিয়া আছেন

তাঁহাদিগের মতে যাহা কিছু করা যায়, সকলই স্থিতির প্রীতি নিমিত্ত করিয়া থাকে, পরে কর্ম্মফল সেই স্থিতিরই অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মারই লাভ হয়।

---

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ। এই শিবপরমাত্মার দ্বারা ফল লাভ হয়, উৎপত্তি জন্য।

সুখ দুঃখের ফল পরমেশ্বরের দ্বারা ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? তিনি শুভাশুভ স্বতন্ত্র করিয়াছেন, শুভাশুভ জানিয়া সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। কেবল তর্ক মাত্র, এই আশঙ্কা, এইরূপ ফল যথার্থ হয় কি, কেবল মিথ্যা আশঙ্কা মাত্র কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় শুভাশুভ কিছুই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদে ১ অনুবাক ৩ কাণ্ড, ১ প্রপাঠক ২ মন্ত্র :— "অয়মগ্নি রমুহ্যা নিচিত্তানিবোহৃদি বিবোধমন্বোকস্ প্রবোধ মস্তু সর্ব্বতঃ"। অর্থ; এই প্রাণ-স্বরূপ যে অগ্নি, উনি হরিদ্রাবর্ণ চিত্তেতে বোধ হয় কূটস্থে থাকিলে, হৃদয়েতে ইহার বোধ হইলে, সকল বস্তুরই বোধ হয়, যখন সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

পরমাত্মা শিবই কর্ম্মের ফললাভ করেন, কারণ যুক্তি হইতেছে,—বিষ্ণুই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, কর্ম্মের কর্ত্তা ও কর্ম্মফল ভোক্তা, সুষুপ্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানেন (প্রাজ্ঞ), ভালরূপ ক্রিয়া করিয়া আনন্দ লাভ করেন, তন্নিমিত্তে তাহাকে আনন্দভুক্ বলা যায়, ভালরূপে করা, (সুকৃত) তাহার ফল আনন্দ। স্বপ্নে সূক্ষ্ম ভূততেজ প্রবিবিক্তভুক্, সুকৃত, অসুকৃত ফল, সুখ দুঃখ প্রবিবিক্ত হইলে ভোগ করে। আর জাগৃতে স্থূলভূত বৈশ্বানর স্থূলভুক হইতেছেন, ভাল মন্দ কর্ম্মের ফল বাহে ভোগ করে; কি প্রকারে আপনার প্রদেয় ফল শুভাশুভ ফল হয়, শুভ ফলই সকলে ইচ্ছা করে, অশুভ যাহা দ্বারা দুঃখ আপনিই ভোগ করে; সে কি স্বয়ংই দেয়? ফলদাতা আত্মা ব্যতীত অন্য কেহ আছে এই উপপত্তি হয় তন্নিমিত্তে পরমাত্মাতে ফল হয়। স্বকর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধন মতে, এরূপ যুক্তিমাত্রত ফল নহে।

---

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ। শোনাও যায়।

অন্নাদি যাহা মাটিতে হয় তাহাও ঈশ্বরের প্রেরিত, গমন করে, এইরূপ স্মৃতি বলিয়া থাকে, ঈশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মও নাই ও ফলও নাই কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৫ অধ্যায় ১ ঋচা :—"ঋতস্যগোপা বধিতিষ্ঠোরথং সত্যধর্ম্মা পাপরমে ব্যোম্নি"। ঋত—পরব্রহ্ম, তাহাতে ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় গমন করাতে গোপ্তন, যে ব্রহ্ম তাহাতে স্থির হইয়া থাকিয়া মনের গতি স্থির

হইয়া যায়, তিনিই সত্যধর্ম্ম, তাঁহাতে থাকিলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে অন্য দিকে মন দেওয়া যে পাপ তাহাও ব্রহ্মেতে লীন হয়।

শোনাও যায়। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে। অর্থাৎ পরমাত্মাই স্বয়ং সুকৃত হইতেছেন, কূটস্থ হইতেই এ আত্মা হইতেছে। ছান্দগ্যেতে বলিয়াছেন "তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি।" অর্থাৎ যখন পূর্ণ হয় অপ্রবর্ত্তি যাহাদিগের তাহারা কল্যাণকে পায়, যে এ রকম জানে। এই অর্থ অন্য ঋষির বাক্যের সহিত একার্থ হইতেছে।

ধর্ম্মং জৈমিনিরতএবঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ। জৈমিনি ঋষি বলেন, পরমাত্মা পরব্যোম দ্বারা ধর্ম্ম হয়।

জৈমিনি ঋষির মত এই যে ঈশ্বরই ধর্ম্মের ফলদাতা, অতএব শ্রুতির এইরূপ উপপত্তি, যে জ্যোতিষ্টোমাদির উপপত্তির যদ্যপি ঈশ্বরই দাতা হয়েন, কর্ম্ম না করিলেও তিনিই দেন, সুখ দুঃখাদির কর্ম্ম করিলেও দেন না, তিনি ত স্বতন্ত্র, দেওয়া নেওয়ার মধ্যে নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৫ অধ্যায় ১ ঋচা:—"যমিত্রমিত্রাবরুণা রথোযুবং তস্মৈবৃষ্টি মধুমৎপিন্বতে দিবঃ।" অর্থঃ – মিত্র সূর্য্য অর্থাৎ কূটস্থ, তাহার মধ্যে বরুণস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন, এই উভয় মিত্র ও বরুণযুক্ত সে নিশ্চিৎ করিয়া জানিও, ঋষ্টি—দ্বিধার খড়্গ—অর্থাৎ যাহার দুই দিকে ধার, পাপ ও পুণ্যকে কাটে এবং ক্রিয়া করিয়া মাধুর্য্যযুক্ত অবস্থায় থাকে, পিন্বত—আবৃত দিব:—আকাশ অর্থাৎ যে আকাশের আকাশ, ব্রহ্ম, যিনি কিছু দেন না ও লয়েন না।

অতএব পরমাত্মা কূটস্থ, সুকৃত আত্মারূপে আপনিই জন্মান, পরব্যোম পুরুষেরই ফল ধর্ম্ম, এই জৈমিনি বলেন। সেই সুকৃত ( আত্মা ) স্বয়ং পরমাত্মা তিনি ঋগ্বেদাদি চারি বেদ, তাঁহারই নাম নিয়তি। নিযতিই এইরূপে পূর্ব্বে অসৎ, ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশের অভাবেতে, স্থূলপুরুষে প্রথমে জায়মান, কালাদি বশের দ্বারা হয, কিঞ্চিৎ বিশিষ্টরূপে থাকে। তাহার পর বেদবিহিত কর্ম্ম সমস্ত ক্রমে করিয়া পরমাত্মার সুকৃতির অর্চ্চনাদি, সমাপ্ত হইলে, সেই দৈবনিযতি ধর্ম্মরূপের দ্বারা অভিনিষ্পাদন হয়। বেদবিহিত কর্ম্ম সকল বিনাসুকৃতে পরমাত্মায় আপনি সেই দৈবনিয়ত্তি সংজ্ঞা হইতেছে। সেই পোড়া চালের ভাতের বিক্লেদের মত, অধর্ম্মের রূপেতে অভিনিষ্পাদ্যমান হয়। এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের পূর্ব্বে অসতই বস্তু, কর্ম্ম সকলের উৎপত্তি দেখাতে অবস্তু নহে, উপাদানক বস্তু উপপদ্যমান হইতেছে না, না প্রকৃত ক্রিয়া গুণব্যপদিষ্ট বস্তু বলা যায়। নিয়তি মাত্র বলা যায়, এইরূপ গৌতম বলিয়াছেন। "নাসন্নসন্ন সদসত্তসদসতো বৈধর্ম্ম্যাৎ।" উৎপত্তি দর্শনপ্রযুক্ত অবস্তু

নহে। অনুপাদানক বস্তু উপপদ্যমান হয় না, না প্রকৃত ক্রিয়াগুণ ব্যপদিষ্ট বস্তু বলা যায়, নিয়তিমাত্র বলা যায়।

## পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতু ব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ। বাদরায়ণ ঋষি বলেন কি, ফলের কারণ ধর্ম্ম হইতেছে, কারণ হেতুর ব্যপদেশ জন্য।

তু শব্দে এই বুঝায়, ইহার কর্ম্মফল দিবার, ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা নহেন, ব্যাবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরই ফলের দাতা, বাদবায়ণ আচার্য্যের মত এই, কি প্রকারে হেতুর ব্যপদেশ জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলের হেতু ঈশ্বর হইতেছেন। এইরূপ শ্রুতি বলিতেছেন যে যে যেমত করিবে তাহার সেইরূপ ফল হইবে, এইরূপ স্মৃত্যাদির ব্যপদেশ দেখা যাইতেছে, হেতুর কারণ ব্যপদেশ হইলেই হেতুর ব্যপদেশ, তন্নিমিত্তে হইল অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মের ফলের হেতু কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৫ অধ্যায় ১ ঋচা:— "সংবাভ্রাবস্থ ভুবনস্থ বাজথো মিত্রাবরুণাবিদথে স্বর্দৃশা"। অর্থ, সম্যক প্রকারে ব্রহ্মেতে থাকাতে ত্রিভুবনেতেই ব্রহ্ম দেখে, কূটস্থের মধ্যে যে ব্রহ্ম তাহাই দেখে ও জানে, স্বর্গের আকাশের মত নির্ম্মল ব্রহ্ম।

ঋগ্যন্তর বাক্যের দ্বারা একার্থ সংস্থাপন করিতেছেন, ফলের প্রবৃত্তির দোষ জনিত অর্থফল হইতেছে। সুখ অসুখ তাহার পূর্ব্বের কারণ ধর্ম্ম এই কথা বাদরায়ণ বলেন, কারণ হেতু ব্যপদেশ প্রযুক্ত; ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের হেতু প্রযুক্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যপদেশ প্রযুক্ত, কর্ম্মের পূর্ব্বফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরফল সুখাসুখ হইতেছে। পচনাদি ক্রিয়াফলের ন্যায়। যেমত পাকের ফল প্রথমে চাল পরে ভোজন, সেইরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয়ের পূর্ব্বফল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে সুখ এই চরম ফল। এইরূপ পরমাত্মারাধন ধর্ম্মানুকুল ব্যাপার বিশেষ, যজনাদি ক্রিয়া, যেমত পাকাদি ক্রিয়া হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

———

# তৃতীয় অধ্যায়।

## তৃতীয় পাদ।

### সর্ব্ব বেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্য বিশেষাৎ ॥ ১ ॥

স্থত্রার্থ। বেদের শেষ ভাগকে বেদান্ত বলা যায়, সর্ব্বশাস্ত্র দ্বারা একই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, চোদন শব্দে ব্রহ্মজিজ্ঞাস্থর নিয়োগ বচনকে বলা যায়, আর আদি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তর বচন, তাৎপর্য্য হইতে এ দুইয়েতে ভেদ নাই।

সমস্ত জানার পর যে স্থিরত্বের বিশ্বাস, বিজ্ঞান যাহাকে বলে, যেখানে সকল প্রকারের বিজ্ঞান আছে, সেই বেদান্ত, অর্থাৎ সকল জানার অন্ত, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা, তাহাতে থাকিলে বিশ্বাস অর্থাৎ বিগত শ্বাস হইয়া যায়, যাহা আপনাআপনি হয় স্থতরাং প্রত্যয় অর্থাৎ সেই অবস্থাতে সর্ব্বদা থাকিতে ইচ্ছা হয়। স্থতরাং তখন বোধ হয় যে প্রাণই স্থির হইয়া বিজ্ঞানপদ হইয়াছে। যে বিশেষ জানার কথা অব্যক্ত, যাহাই সমস্ত বেদান্তের প্রত্যয়ের বিজ্ঞানপদ। সমস্ত অর্থাৎ স্থিরত্বজ্ঞান ১, ব্রহ্মেতে থাকিয়া ভিতরে সমস্ত দেখা শুনা ২, আর ক্রিয়ার পর অবস্থা যেখানে কিছুই নাই, না আলো না অন্ধকার ৩, আর বাহিরে যে দ্রব্য দেখিতেছে তাহার অণুর মধ্যে ব্রহ্ম দেখিতেছ, এবং ভিতরে যে সকল দ্রব্য দেখিতেছ তাহা সমস্ত ব্রহ্মের অণু-মিলিত হইয়া আকার বিশিষ্ট হইতেছে। স্থতরাং বাহিরে ও ভিতরে ব্রহ্ম দেখিতেছ, এই সাধন চতুষ্টয়, অর্থাৎ ভূ-ভূর্ব্বঃ আর কূটস্থ অর্থাৎ মাটিতে থাকিলে—ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অল্পক্ষণ স্থির থাকে, তাহার পর ব্রহ্মেতে থাকিয়া দেখে, শোনে, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকে, পরে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে, বাহিরে ও ভিতরে ব্রহ্ম দেখে। এইরূপ সাধনচতুষ্টয়ের এক এক করিয়া জানিয়া, সেই সমস্ত হয়। তবে কি প্রকারে ইচ্ছা বিশেষ হইল, আদি শব্দে এই বুঝায়, যে সংযোগ রূপ সেই শ্রেষ্ঠ, আদি ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ, যাহার গুণ ও কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ সকল বলে কে? প্রাণই বলিতেছেন অতএব প্রাণই আদি ও শ্রেষ্ঠ, প্রাণই ব্রহ্ম। প্রমাণ, ঋগ্বেদ ৪ অষ্টক ৫ অধ্যায় ১ ঋচা :—"সূর্য্যো জ্যোতিশ্চিত্রমায়ুধং"। কূটস্থের জ্যোতি আশ্চর্য্য স্বরূপ, এই প্রাণ স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিলে, অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ব্রহ্ম।

নানা লোকে নানাবিধ জানার অন্ত নানাবিধ শব্দের দ্বারা শোনা যায় নানাবিধ ব্রহ্ম।

ঋগ্বেদাদি চারিবেদ তাহাদিগের অন্ত—শেষভাগ বিদ্যাশাস্ত্র দ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা সমস্ত বেদান্ত প্রত্যয় এক হইতেছে। সেই সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা আপনা আপনি হয়, সে পরমানন্দ আকাশ। কারণ ব্রহ্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করায় যে নিয়োগ বচন ব্রহ্ম আদি হইল, আর তাহার সিদ্ধান্ত আদি বচন, এই সমস্ত বিষয়ে ব্রহ্ম বিষয়ত্বের অবিশেষ হইতেছে। জিজ্ঞাসা আর উত্তর দুই এক বিষয়েরই হইতেছে। সকল প্রশ্নই ব্রহ্ম জ্ঞানার্থ, উত্তর সমস্তও ব্রহ্মোপদেশার্থ।

———

## ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। সমস্ত বেদান্ততে এক ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না, যদ্যপি কেহ এরূপ কহে তাহা নহে, প্রশ্নেতেও ব্রহ্মেরই উত্তর বচন হইতেছে। কথা দুই, বিষয় এক হইতেছে।

বাজসনেয়, ছান্দোগ্যাদিগের পঞ্চাগ্নিভেদ যাহা তাহা এক নয় ইহা যদি বল তাহা নহে, কারণ একই বিদ্যা ব্রহ্ম যাহা ভেদের দ্বারা সর্ব্বত্রে, তাহা দোষের কারণ নহে, কারণ অগ্নির পাঁচ নাম, কিন্তু অগ্নি সামান্য নাম বোধ হইতেছে। অন্যত্র জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত গুণের ভেদ নাম একই, যেমত বড় ও ছোট মানুষ, মানুষ একই। কিন্তু মানুষ একই তাহার আর কোন ভেদ নাই, শিরি ভেদাদি ধর্ম্ম ভেদ মাত্র বিদ্যা, কিন্তু যত বিদ্যা সমস্ত এক মাত্র বিদ্যা ব্রহ্ম জ্ঞান। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৪ কাণ্ড ১ প্রপাঠক ১ মন্ত্রঃ—"সতশ্চ যোনি সতশ্চ বিহ্ব"। অর্থ—যত যোনি সমস্ত ব্রহ্ম যোনি তিনিই বিভু অর্থাৎ অনন্ত যোনি, অনন্ত বিভু সকলই ব্রহ্ম।

যেমত ব্রহ্ম কি জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর বলিলেন "অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচ," এ অন্য বিষয় হইতেছে। পরে জিজ্ঞাসায়, "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যত প্রযন্ত্যভি সম্বিশন্তি তদ্ব্রহ্ম," এই জিজ্ঞাসাতে ভেদ নাই, সব বেদান্ত প্রত্যয় এক হইতেছে, ব্রহ্মই, ইহা যদি বল তাহা নহে, কারণ একস্যমপি ; জিজ্ঞাসা ও উত্তর দুই হইল, কিন্তু উভয়েতেই ব্রহ্ম বিষয় এক হইতেছে। তন্নিমিত্ত সর্ব্ব বেদান্তের প্রত্যয় এক, উত্তর এক বিষয় নহে, পৃথক হইতেছে।

## স্বধ্যায় স্যততথাত্বে নহি সমাচারেধিকারাচ্চ স্বরবচ্চতন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। অনাদি রূপে ব্রহ্মের উপাসনাতে, যাহার নিমিত্ত ফল বিশেষের পাঠের তেমনিই নিয়ম হইতেছে, যেমত প্রথমে বলা হইয়াছে তবে অনাদি ব্রহ্মের উপাসনা

করাতে, সেই অন্নাদি ব্রহ্মের প্রাপ্তি ফলের নিয়ম হইতেছে কারণ অধিকারের নিমিত্ত তাহারই ন্যায় উহার সেই ফল হয় যেমত স্বরের নিয়ম হইতেছে।

পড়াতে যে ধর্ম্ম তাহার দ্বারা ব্রহ্ম কি জানা যায় না, একই প্রকার স্বাধ্যায় ধর্ম্মত্ব দ্বারা সম্যক প্রকার আচরণ করা যেমত বেদ পড়া, ব্রত উপদেশ, অথর্ব্ব বেদের পর ( ব্রহ্ম ) গ্রন্থ পড়া, ইহা বেদের ব্রতত্ব ; এইরূপ অনন্ত ব্রত আছে তাহা পড়িয়া এসব করিয়া ছন্দাদি অর্থাৎ কূটস্থের বিষয় অধিকার করা। এ সমস্ত বিষয়ের মত নিয়ম হইতেছে। তাহার প্রধান নিয়ম মস্তকে ; সেখানে নিদর্শনের স্থান, সেই খানে চিন্তা করে কূটস্থে শুয়ে থাকে, এক অগ্নি, সে সকল কাজের কথা কথার কথাতে কিরূপ সম্ভব হইতে পারে, ক্রিয়ার পর অবস্থাই কাজের কথা। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ৪ কাণ্ড ১ প্রপাঠক ৮ মন্ত্রঃ— "ভুতানামধিপতির্ব্বভুব"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে সকল ভূতের কর্ত্তা ব্রহ্ম হইয়া যায়।

ফল বিশেষের নিয়মানুসারে অন্নাদিরূপে সমাচরণ করে। "অধিকারাচ্চ"—যে যে ব্রহ্মের উপাসনাতে ফল পায়, তাহারই উপাসনা করে, একের উপাসনাতে ফল বিশেষ হয়। "স্বরবচ্চ"—যেমত উদাত্তাদি স্বরে একই পদের উচ্চারণ ফল বিশেষ হেতু হইতেছে। যেমত ওঁকার ক্রিয়া বিশেষে ফল বিশেষ হইতেছে। স্বর বিশেষে ; তাহার প্রমাণ কি ?

## দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। আরও দেখান হয়।

সকল জানার যে পদ ব্রহ্ম তাহাই সকলের এক বিদ্যা ; সেই যথার্থ, শঙ্কা দ্বারা অনুমান মাত্র দেখায়, কিন্তু পূর্ব্বের সম্বন্ধে এক বিদ্যা নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা, সে ত নিষ্প্রয়োজন এই শঙ্কা হইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখা শুনা কিছুই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ৪ কাণ্ড ১ প্রপাঠক ১২ মন্ত্রঃ—"বোহয়েদ মরুন্ধতি"। অর্থ—বোহয়েদং —পার হইবার নৌকা অরুন্ধতি। অরুন্ধতি তারার মত যাহা ক্রিয়া করিতে করিতে দেখা যায় সেই পার অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যাইবার নৌকা, সেখানে গেলে সব ব্রহ্মময় হয়।

সব বেদান্তের এক মত ইহা কঠোপবল্লিতে আছে। "সর্ব্ব বেদায়ত পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বানি যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবিমী"। ওঁ ইত্যেতত। ওঁ এই শরীরই সমস্ত বেদান্তের পদ, আবার অন্ন প্রাণ মন ইত্যাদি এক মত, তবে ত ভিন্ন ভিন্ন মত হইতেছে। সকল বেদান্তের মত এক কি প্রকারে ?

---

উপসংহারোর্থা ভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। অন্নপ্রাণাদি ব্রহ্ম আদি করিয়া আনন্দ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জানা উচিত। কারণ এই ভার্গবী-বারুণী-বিদ্যা পরব্যোম শিবেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এই উপসংহার পরব্যোমেতে বলিয়াছেন। কারণ বস্তুর ভেদ না হওয়ার জন্য উপাদানের কোন ভেদ নাই। কোন শাখাতে সমান ক্রমেতে সকল রকমের প্রকার বলিয়াছে। আর কোন শাখাতে কিছু বাঁকিয়া এক প্রকারে কহা যায়।

শাখান্তর জ্ঞানের অনেক রকম ধর্ম্ম শাখা, তাহাতে উপদেশ পাইয়া যে সকল গুণ, তাহাতে শাখান্তর বিজ্ঞান উপসংহার স্বীকার করিতে হইবে। সেখানে কার্য্য কোথায় ও অর্থের প্রয়োজনই বা কোথায়, তবে কোন প্রয়োজন জন্য বিশিষ্ট জ্ঞানের উপকার অভেদ হইল। প্রয়োজন জন্য ক্রিয়া করিলেও ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর অপ্রয়োজন জন্য ক্রিয়া করিলেও ক্রিয়ার পর অবস্থা, উভয়েতেই সমান। এখানে সেই এক জ্ঞানের স্থিতিতে, এই নিদর্শন বিধি শেষ হইতেছে, বিধি শেষের সকলের, যেমত অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের, শাস্ত্রান্তরে, যে সকল লোক শুনে অন্য রকম কর্ম্ম করিয়া উপসংহার হয়, পূর্ব্বের সম্বন্ধে সেই বিশেষ হইতেছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাওয়া সেও প্রাণেরই জানা হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত এক হইয়া যায়, সে অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া এ কথা বলা মিথ্যা হইতেছে, সে অবস্থায় না গিয়া তাহার কথা বলা বৃথা সেখানে গেলে যে বলিবে সেও ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ব বেদ ৪ অনুবাক ৫ কাণ্ড ১২ প্রপাঠক ১৭ মন্ত্রঃ— "সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্ম জায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদ হ্রিণিয মনেঃ অনুবর্ত্তিতা বরুণোমিত্র আসীদ অগ্নিহোতা হস্ত গৃহানিলায়"। অর্থ—সোমো—সু, প্রসব করা, ক্রিয়া করিতে করিতে যাঁহার চন্দ্র উৎপন্ন হয়, তিনিই শিব, রাজা—রণজ্—প্রকাশ পাওয়া, যাহার চন্দ্র ভালরূপ প্রকাশ হয়, সেই চন্দ্রই রাজা, প্রথমে তাঁহাকেই দেখা যায়, জায়া—( জন্ উৎপন্ন হওয়া ) ক্রিয়া করিতে করিতে মনুষ্যতে ব্রহ্ম চন্দ্ররূপে প্রকাশ পান, যেমত স্ত্রীতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মে, প্রমাণ "পতি ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহজায়তে। জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাৎ জায়তে পুনঃ"। অর্থ—পতি স্ত্রীর মধ্যে আপনিই জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ ব্রহ্ম চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ হন, ফের গমন করত সেই চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছাদিত হন এবং আচ্ছাদিত হইয়া হ্রিণিয়মনে—মনেতে লজ্জিত হয়; শূন্যেতে এত ভারি চমৎকার, আমি কি দেখা শুনার অহঙ্কার করি; তাহার পর কূটস্থের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহার পর ক্রিয়া করিয়া পরে বায়ু দ্বারা স্থিরত্ব ব্রহ্মপদকে পায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলিয়াছেন:—অন্নং প্রাণ ইত্যাদিতে আনন্দ ব্রহ্মকে জানায়, আনন্দই সকল ভূত হইতেছে, আনন্দেতে জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকে আনন্দেতেই লয় হয়।

এই কূটস্থ জানাতে সব হয়। শেষ সব পরমব্যোম ঈশ শিবেতে পরমাত্মাতেই অন্নাদি করিয়াছে অর্থের ভেদ নাই, বস্তুত অভেদ। যেমত উপাদান ভেদে কলসি সরা হাঁড়ি ইত্যাদি সকলই মাটি। তবে বিজ্ঞানমানন্দ ব্রহ্ম অধিক বলে ; কেহ অল্পেতে মর্ম্ম বলিয়াছেন, কেহ বিশেষে বলিয়াছেন।

## অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক এ সকলকে ব্রহ্ম বলা যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতেছে কারণ সে সমস্ত শব্দ দ্বারা বোধ হয়, ইহা এক নহে এরূপ কেহ কহে তাহা নহে, অবিশেষ জন্য এক হইতেছে।

উৎগান—ওঁকার ধ্বনির কর্ত্তৃত্বপদ হইতেছে, কারণ ওঁকার হইতে সমস্ত হইয়াছে, ভালরূপ গান ওঁকার ধ্বনির কথা বাজসনেয় ছান্দোগ্য প্রত্যয় করাইয়া ছিলেন, ইহারা ওঁকারের উপাসনা করিয়াছিলেন, সে কেবল শব্দ ভেদমাত্র, কিন্তু তাহা নহে, কারণ তাহাতেও সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাকে প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়া করিলেও ক্রিয়ার পর অবস্থাকে প্রাপ্ত হয় ; তবে উভয়েতে কোন বিশেষ নাই, দেবাসুর সংগ্রামে তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ শেষে উভয়েরই স্থিতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম। প্রমাণ আত্মোপনিষদঃ—অক্ষর, তাহা প্রাণায়াম, প্রত্যাহাহার, সমাধিতে দেখা যায়, ক্রিয়া দ্বারা অনুমান হয়, তাহা এই—"ন জায়তে নম্রিয়তে ন স্থচ্যতে ন দহ্যতে ন কম্পতে নির্গুণ সাক্ষীভূত শুদ্ধো নিরবয়ব আত্মা কেবল সূক্ষ্মো নিষ্কলো, নিরঞ্জনো শব্দ স্পর্শ রস রূপ গন্ধ বর্জ্জিতো নির্ব্বিকল্পো নিরাকাঙ্ক্ষ, সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্যো, অবর্ণশ্চ নিষ্ক্রিয় এব পরমাত্মা নাম পুরুষঃ," এই পুরুষকে পরমাত্মা বলে।

এ সকল ভূত যাহা হইয়াছে, অন্নাদির ভেদেতে পরব্যোমেতে উপসংহার হয়, তবেই অন্যথা হইল, কারণ, শব্দ জন্য "অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে"। যে সকলকে খায় সেই অন্ন, "প্রাণিতীতি প্রাণঃ, যেন মনুতে তন্মনঃ, যেন বিজানাতে তদ্বিজ্ঞান-মানন্দয়তীত্যানন্দঃ, শৃণোতি যেন তচ্ছ্রোত্রং, বক্তনয়েতি বাগিতি"। শব্দের দ্বারা অন্যথা যদি বলি তাহা নহে অবিশেষাৎ যে অন্ন সেই প্রাণ মন বিজ্ঞান শ্রোত্র বাক্ সেই আনন্দ ; এ সব অবিশেষ প্রযুক্ত। বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন "অন্নং নাম বিশ্বং বিভ্রদ্বিশ্বস্তয়োবা, প্রাণন্ প্রাণঃ পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, বদনবাক্ মন্বানোমনঃ," ইহার এক একটি পরব্যোমে অন্ন বুঝায় তন্নিমিত্তে অবিশেষ হইতেছে, একই সকল বেদান্তের প্রত্যয় হইতেছে। অন্ন ব্রহ্ম সকল প্রকরণে জানা, সেই মন সেই বিজ্ঞান যাহা বলা হইল। অন্নময়াদি পাঁচ তাহা

ছাড়া প্রাণময় ইহা দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্বের আত্মা পর পর তাহার দ্বারা পূর্ণ উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ উত্তরোত্তর সকলের পর শ্রেষ্ঠ ; তবে বাক্ই শ্রেষ্ঠ কেন না হয়।

নবা প্রকরণ ভেদাৎ পরোবরীয়স্ ত্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। অন্নময়ী যে আত্মা আনন্দ হইতেছে, সেই আনন্দ যেমত পরোবরীয়ান্ অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রকরণ ভেদ জন্য, তাহারই মত বাক্ ব্রহ্ম হয় নাই।

বিদ্যা ( ব্রহ্ম ) এক কি প্রকারে, ছান্দোগ্যে বলিতেছে, ওঁ এই এক অক্ষর তাহার গান করিবে ও প্রাণায়াম করিবে। বাজসনেয় ও কেতু বলেন, এক ব্রহ্মই কর্ত্তা তাঁহারা কোন গান করেন না। অতএব প্রকরণ ভেদে শ্রেষ্ঠ ভেদ, তবে কে শাখাতে নিদর্শন হয় সেই শ্রেষ্ঠ ; তবে আকাশই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনিই আদি ধর্ম্মি, তিনিই হিরন্ময়কোষ, এই শ্রুতি বলিতেছে। আদি ধর্ম্ম ও পরস্পরের গুণের উপসংহার নাই। সকলেতেই, সকল অংশেতে, সকল গুণ আছে। সেই গুণাতীত আকাশের আকাশ নির্গুণ পরব্যোম ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ১ মন্ত্রঃ—"মুস্তকষে দিবো অস্য প্রসংতাশ্চিনা হুবে জরমাণো অর্কঃ"। অর্থ—মুস্তকষে মোক্ষক অর্থাৎ মোক্ষের কর্ত্তা, দিবো পরব্যোম, এই ব্রহ্মেতে প্রকৃষ্ট ও সম্যকরূপে থাকায় তিনিই চিৎস্বরূপ কূটস্থ হন, তাহাকেই ব্রহ্ম বলে। জর-বৃদ্ধ সূর্য্যের মধ্যে যে পিতামহ স্বরূপ পুরুষ তিনিই ব্রহ্ম।

প্রকরণ ভেদ জন্য এই উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতেছে।

———

সংজ্ঞায়াশ্চেত্তদুক্তমস্তিতু তদপি ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। অন্ন প্রাণাদি যে ব্রহ্ম হইতেছে তাহা সংজ্ঞা দ্বারা বলা গিয়াছে, যদ্যপি এরূপ কেহ কহে তাহাও ঠিক হইতেছে।

প্রাণ বলিলেও প্রাণ এক নাম হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাণ তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিলে, তখন কোন বিদ্যা নাই ; তবে জানাতে অভেদ, কারণ যে জানিবে সে এক হইয়াছে এ যদি বলি, আবার ইহাও নিরাকরণ অথবা প্রকরণ ভেদাদি ইহাও সংজ্ঞা একই ব্রহ্ম হইতেছে, প্রসিদ্ধ কার্য্যেতে সমস্ত ভেদ আছে, অন্যের অপেক্ষা কোনটা শ্রেষ্ঠ, যেমত অগ্নিহোত্রাদি, দর্শ পূর্ণমাসাদিতে কণ্টক যজ্ঞে, এসকল আছে, আর পূর্ব্বের কথার সম্বন্ধে ওঁকার অর্থাৎ শরীরে কূটস্থ অক্ষর দেখা, এই সকল উদ্গিথ অর্থাৎ করা, ছান্দোগ্যে এই সকল বিদ্যা ভেদ বলিয়াছেন। সেই ওঁকার উদ্গিথেরও কোন বিশেষণ দেখা যাইতেছে না, ব্রহ্মেরই মত দেখাও যায় না, অপবাদও নাই, একও বলা যায় না, কারণ এক বলিলেই দুই হইল, দুই না হইলে এক বলে কে। এ সকল বুদ্ধির সন্নিধিতা হইতেছে, সেখানে কোন বুদ্ধি নাই

তিনি বুদ্ধির পর ব্রহ্ম। প্রামণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ৫ মন্ত্রঃ—"অবাতো যো বরং হেষি জোষমনু"। অর্থ—অবাতো—যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় বায়ু চলায়মান হয না, অর্থাৎ বায়ু স্থির থাকে, এই শ্রেষ্ঠ হইতেছে, ইহাকে যে মাথায় বহন করে, সেই এই ব্রহ্মের অণুস্বরূপ হইতেছেন, যিনি জগন্ময়।

সংজ্ঞা বচনেতেও ত আছে। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন, এ লোকের গতি কোথায়? আকাশে। সকল ভূত আকাশ হইতে উৎপত্তি ও আকাশেই লয় হয তন্নিমিত্তে আকাশই শ্রেষ্ঠ, তন্নিমিত্তে ইহারই উপাসনা করে। আকাশই আদি ইহা কি প্রকারে নাম হইল?

## ব্যাপ্তেশ্চ সমংজসং ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। সর্ব্বত্রে পরব্যোম পরমাত্মার ব্যাপ্তির জন্য, নামের দ্বারা যে ভিন্ন হইয়াছে অন্নাদি তাহাতে সামঞ্জস্য আছে।

চ শব্দের অর্থ অধ্যাস ও অপবাদ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা ও অন্য দিকে মন দেওয়া, উভয়েতেই যখন এক ব্রহ্ম দেখে, সেই ঐক্য অর্থাৎ এক এইরূপ ব্যাপ্তের নিরাকরণ হইতেছে, সাধারণেতে ব্রহ্ম দেখা এই জানা আবশ্যক, ওঁকারেতেও সেইরূপ হওয়া এইরূপ উদ্গিথ শব্দ বিশেষণ হইতেছে। ওঁকার ধ্বনি ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা দুই এক, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন লক্ষিত বস্তুতে মন নাই, অন্যতে ওঁকারধ্বনিতে মন, অক্ষরূপে উভয়েতেই ব্যাপ্তত্ব গ্রহণ হইতেছে, কিন্তু ওঁকার উদ্গিথ বিশেষণ হইতেছে, কারণ সব প্রাণের ব্যাবৃত্তি হয় তবে এ যেমত বিশেষ ইহা অপেক্ষা আরও বিশেষ হইতেছে, অন্য কিছু যাহাতে বিশিষ্ট গুণ আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যেখানে কিছু নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ২১ মন্ত্রঃ—"ত্বমগ্নি ইন্দ্ধত্বেন সঃ"। অর্থ—আপনার বৈশ্বানর স্বরূপ অগ্নি অর্থাৎ প্রাণ যাহার ক্রিয়া করা, যাহার বৃদ্ধি হইলে প্রাণায়াম হয়। পরে প্রাণের প্রাণ ব্রহ্ম স্বরূপিনী সুষম্নাতে যায় এবং সেখানে গেলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতি স্বরূপ কূটস্থ দেখা যায় যিনি গায়ত্রী ছন্দস্বরূপা চতুর্থপাদ ব্রহ্ম, যেখানে গেলে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও শ্বেত দ্বীপ নিবাসী উত্তম পুরুষে লীন হয়। পরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা পুরুষকে দেখে এবং তাহাই হইয়া যায়। এবং অভ্যাস করিতে করিতে ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছা রহিত হয়, এবং তাহা হইলেই ব্রহ্মপদ পায় এবং তাহাতে থাকিতে থাকিতে তাহাই হইয়া যায়। তখন অব্যক্ত ব্রহ্ম পদ সামঞ্জস্য হয়।

সর্ব্বত্রতে আকাশের মধ্যে পরব্যোম, তিনি কূটস্থ স্বরূপ শিব, যিনি পরমাত্মা ব্যাপিত হইয়া একই অন্ন ব্রহ্মময় সকলেতে আছেন এই সমঞ্জস পর ব্রহ্মের উপসংহার করিয়া আছেন,

ইহা অসমঞ্জস নহে অর্থাৎ সমস্তই এক ভিন্ন নহে। কি প্রকার অভেদেতে সত্য ভেদের দ্বারা ব্যাপ্তি হয়?

---

সর্ব্বা ভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। যে আনন্দাদি বলিব, সেই সমস্ত আনন্দ প্রভৃতি সবকে অভেদ জন্য ভিন্ন হইতেছে। অর্থাৎ সকলেতে যে আনন্দ আত্মা অভেদ হইতেছে, আনন্দ প্রভৃতি নাই।

এই সকল শিষ্টাদি অর্থাৎ শান্তি পদ প্রাপ্ত লোকেরা, যেখানে গুণ বলেন না সেখানে স্থিরত্ব পদ কি প্রকারে হইতে পারে, সকলের অভেদ হওয়া প্রযুক্ত, কারণ সেখানে সমস্ত এক ব্রহ্ম হইয়াছে। ব্রহ্মেতে থাকায় অভেদ প্রযুক্ত প্রাণের একতা হয়। তখন প্রাণের বিশেষণত্ব হইতেছে। সে কোন ভিন্ন শাখাতে গিয়াছে। অবশিষ্ট গুণ সমুদয় উপসংহার প্রযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মেতে সবিশেষত্ব কিছুই নাই, তন্নিমিত্তে সে শাখান্তর গিয়াছে তাহা নহে। কারণ সেখানে আনন্দাদিরও উপসংহার হয়। সেখানে এক ব্রহ্ম ব্যতিত আর কিছুই নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ২৮, ২৯ মন্ত্রঃ—"শন্নোধাতা"। "ব্রহ্মশন্ন"। অর্থ—শন্ দান করা, সেই সূর্য্য কূটস্থ সব দান করেন অর্থাৎ যিনি ধাতা সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনিই আবার ব্রহ্ম, যখন সমস্ত এক হইয়া যাইতেছে।

এই সকল বক্ষ্যমান আনন্দাদি সব, ভেদেতে অন্যত্র বুঝাইতেছে। সব অভেদ পরমব্যোমেতে আছে। সকল অভেদ অন্যত্রে কোথায় এক হয়?

---

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। আনন্দাদি ধর্ম্ম প্রধানের হইতেছে।

শাখান্তরে আনন্দাদি ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা বন্ধ, সেখানে উপসংহার কি প্রকারে করেন, সেখানে ত সব অভেদ, আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই, তখন সমস্ত এক, এই যদি বলি, তবে প্রিয় মাথাতে নেসা থাকাতে উপসংহার প্রাপ্তি সকলের হয়, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ২৯ মন্ত্রঃ—"শন্ন স্বরূপমিতয়োভবন্তু"। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে তদ্রূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়।

প্রধানের সমানরূপ হয় সত্ত্ব রজ তম, লক্ষণের ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিতের অব্যক্তের সকল অভেদ হইতে অন্তের আনন্দময়ের, আনন্দাদির প্রিয় মোদ, প্রমোদ হইতেছে। ভাল অব্যক্তত্বের, ক্ষেত্রের আত্মা সমত্ব তম রজ সত্ত্বের যোগ হওয়াতে আনন্দ হয়, তাহার প্রিয়ই শিব মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ প্রাপ্তি হয় না এই ইচ্ছায় বলিতেছেন।

---

## প্রিয় শিরস্বাদ্য প্রাপ্তিরূপ চয়াপচয়ৌহি ভেদে ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। একই আনন্দ সুখ হইতেছে, সেই আনন্দময়ীর প্রিয়ই এই আনন্দের প্রভেদ হইতেছে, শিবের আনন্দের প্রভেদই মোদ হইতেছে। এই দক্ষিণ পক্ষ, আর তাহারই আনন্দ প্রভেদ প্রমোদ হইতেছে, যাহা উত্তর পক্ষ, ইহারই নিমিত্ত আনন্দময় প্রধানের প্রিয় শির আদির প্রাপ্তি হয়, কারণ আনন্দের প্রিয় মোদ ও প্রমোদেতে আনন্দেরই উপচয় আর অপচয় হইতেছে, তবে উপচয় আর অপচয়ে কি আছে? আনন্দের অংশের উপচয়েতে প্রিয়, আর আনন্দের অংশের অপচয়েতে মোদ এবং তাহারই উপচয়েতে প্রমোদ।

প্রিয় শিরস্বাদি অর্থাৎ নেসাতে রূপের সংহার অপ্রাপ্তি কি প্রকারে, একাগ্রতার ভেদ হইলে উপচয় ও অপচয় হয় অর্থাৎ কখন বেশী ও কখন কম নেসা হয়। আর যদি অভেদত্ত হয় তবে নেসার তারতম্যে স্বয়ং ব্রহ্ম থাকে না। ভোক্তার ভেদেতে করিয়া নেসা করে চিন্তা করে বলা হইয়াছে। তবে অসত্য কামনা করে ইহাতে অপ্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। তবে নেসাতেও এইরূপ আনন্দেরও উপসংহার জানিবে এক ব্রহ্ম হইলে উপচয় আর থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্ঠক ২৯ মন্ত্রঃ—"শন্ন প্রশবো সমবস্তবেদি"। অর্থ—কূটস্থ হইতে সকল বস্তু হইয়াছে ইহা জানিও।

একই আনন্দ সুখ হইতেছে, সেই আনন্দময়ের প্রিয়ই আনন্দ প্রভেদ হইতেছে, শিবেরই আনন্দ, প্রভেদই মোদ দক্ষিণ পক্ষ, সেই আনন্দেরই প্রমোদ উত্তর পক্ষ হইতেছে, এই প্রাপ্তি হয়, মাথার নেসার উপচয় অপচয় ভেদেতে, আনন্দের উপচয়ে প্রিয, আর তাহার অপচয়ে মোদ, আর উপচয়ে প্রমোদ, এই আনন্দ প্রিয় মোদ প্রধানেরই হইতেছে। ভাল এইরূপ আনন্দময়ের প্রভেদ হইতেছে, প্রিয়াদি কি নিমিত্ত পৃথক হইল?

---

## ইতরেত্বর্থ সামান্যাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। আনন্দের প্রিয়াদি অর্থ পৃথকই হইতেছে, সামান্য অর্থ হইবার নিমিত্ত।

তু শব্দে অনুপসংহার্য্যত্বের আবরণ বুঝাইতেছে, অন্য কিছু ভিন্ন যাহাকে লোকে ব্রহ্ম কহে, যেমত আনন্দাদি, তাহাতে উপসংহার কোথায় যখন আনন্দই রহিয়াছে, সকলের উপসংহার কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ আনন্দের সহিত ব্রহ্মের সামান্যতা, আনন্দই যদি হইল ব্রহ্ম কোথায়? ব্রহ্ম এক, কথায় যখন তখন যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার, কিন্তু পদার্থের কার্য্যেতে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায়, নিজে না থাকায় দ্বিগুণ হইয়া এক হইয়া যায়। যে এক চক্ষু কাণা সে অন্য চক্ষুতে অধিক দেখে; যে কোন রোগ

প্রযুক্ত এক কাণে ভাল শুনিতে পায় না, সে অন্য কাণে অল্প শব্দ অধিক শোনে। দুই মিলিয়া এক হইলে সে একের অধিক গুণ ও বল হয়। আর যখন এক হয় তখন আর দুই থাকে না। যখন এক ব্রহ্ম তখন আর দুই কোথায়, সেই ব্রহ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পর হইতেছেন। তবে ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, ইহা দ্বারা এই বোধ হইতেছে ইন্দ্রিয়েতে ব্রহ্ম নাই কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ২৯ মন্ত্রঃ—"শন্ন ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভূ"। অর্থ—কূটস্থের পরে থাকিতে থাকিতে উত্তম পুরুষ সর্ব্বব্যাপী শম্ভূ, ব্রহ্ম কর্ত্তা, যেখানে থাকিলে সমস্ত মঙ্গল হয়।

আনন্দের ইতর প্রভেদে প্রিয় মোদ প্রমোদ আনন্দই হইতেছে, কারণ সমান অর্থ হইতেছে। প্রয়োজন সামান্য প্রযুক্ত, প্রয়োজন আনন্দ, আনন্দত্ব সামান্য হইতেছে, তন্নিমিত্ত প্রিয়াদি বলা হইয়াছে। আনন্দ কি ধ্যানের প্রয়োজন? আনন্দ বিনা কি ধ্যান হয় না?

## অধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার অধ্যানেতে প্রিয় আদির প্রয়োজন নাই।

সকল ইন্দ্রিয়ের পর ব্রহ্ম এইরূপ পরম্পরা পুরুষকে বলিয়াছেন, তাহা কেন না প্রতিপাদ্য হয়, কারণ প্রযোজনের অভাব প্রযুক্ত (যখন এক তখন কোন প্রয়োজন নাই) কোন প্রযোজন না থাকায়, পুরুষেরও প্রতিপাদ্য হইতেছে না। পুরুষকে সম্যকরূপ ধ্যান করিলে পুরুষকে দেখা প্রতিপাদ্য হয়। ধ্যান করাই ইন্দ্রিযের কর্ম্ম এই পাদন হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন রূপ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অষ্টক ১৪ মন্ত্রঃ—"আত্মা সহস্রমাশতং যুক্তারথে হিরন্ময়ে ব্রহ্ম যুজোহরয ইন্দ্রকেশী নবতু সোম পীতয়"। অর্থ—অনন্ত আত্মা সকলের মধ্যে কূটস্থ ব্রহ্ম আছেন। যিনি কূটস্থে থাকেন, তিনি মহাদেবের রূপ হযেন। কূটস্থ মস্তকে থাকায় ফের সোমকে পান করিয়া এক নূতন বিচিত্র অবস্থা হয়, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

পরমাত্মার ধ্যানেতে প্রিয় মোদ প্রমোদ সকলের প্রযোজন নাই। দুঃখ থাকিতে শান্তি হয় না। পরমাত্মার ধ্যান করার প্রয়োজন শান্তি হইতেছে, সে আনন্দ হইলে হয়। ভাল শান্তিত মনের, আর আনন্দ আত্মার, তবে কি প্রকারে ধ্যানের দ্বারা আনন্দ প্রয়োজন হয়?

———

## আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। অধ্যান হইয়াছে যে শান্তি তাহাতেই আত্ম শব্দ আছে, ইহারই নিমিত্ত শান্তি প্রয়োজন হইয়াছে, আনন্দ থাকাতে সেই শান্তি হয়।

গুঢ় আত্মার প্রকাশ হইলেই পুরুষ, যাহা কেবল আপনার আত্মার শব্দ মাত্র বলিলেই হয়, কারণ সে কচিৎ দেখা যায়, তাহার যে গুঢ়ত্ব অর্থাৎ গুপ্তত্ব এই প্রতিপাদ্য হইল, কিন্তু ইহা পরম্পরা হইয়া আসিয়াছে, স্বতন্ত্র অর্থাৎ আপনা আপনি হয় না, কিছু করিলে হয়। যদ্যপি বল এ কিছু ভিন্ন রাস্তা, তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে সকলকে অতিক্রম করিলে ধ্যান করিবার উপায় থাকিল না। তিনি ত ধ্যানগম্য; তিনি ধ্যানগম্য হন না এ কি প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব সম্বন্ধে একই প্রকার বলা হইয়াছে, সেখানে বাক্য ভেদযুক্ত নহে, আত্মাই প্রথমে ছিলেন এবং হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম তাহাও স্বীকার করা চাই। এ সকল বাক্য ভেদ মাত্র, আবার ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন বাসুদেবই বিজ্ঞানময়; আর বাজসনেয় বলিয়াছেন এক বাক্য ভাব দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় জানা, তাহাও ত জানিবার উপায় নাই কারণ নিজেও ব্রহ্ম হওয়াতে সমস্ত ব্রহ্মময় তখন কে জানিবে? প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ১০ মন্ত্রঃ—"প্রব্রহ্ম পূর্ব্ব চিত্তয়েঃ"। অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্ম তখনই হয় যখন যাহা কিছু করিতেছ পূর্ব্বের মত সমস্ত করিবে, অথচ সকলের মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান থাকিবে।

ধ্যানেতে যে শান্তিত্ব সে আত্মা শব্দ দ্বারা শান্তি প্রযোজন হইতেছে তাহা আনন্দ হইলে হয়। ধ্যানের ক্রম কঠবল্লি উপনিষদে বলিযাছেন-"যচ্ছে বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছে জ্ঞানমাত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তচ্ছান্ত আত্মন"। সর্ব্বদা আত্মাতে থাকায় শান্তি-পদকে পায়। প্রথমে বাক্য মনেতে, মন প্রাজ্ঞতে, প্রাজ্ঞ জ্ঞানেতে, জ্ঞান আত্মাতে, আত্মার জ্ঞান মহতে সংযম করিবে, এইরূপে আত্মার শান্তি হয়। ভাল যাঁহাদের আত্মা শান্তিপদ পাইয়াছেন তাঁহাদের আত্মা শব্দ দ্বারা কাহার গ্রহণ হইবে? দেবের আত্মশক্তি ব্রহ্ম পরম পরমাত্মা দেব পরমাত্মা, চিৎ সম্প্রসাদ, ক্ষেত্র আত্মা তিনি প্রাজ্ঞ উপাধিতে প্রাজ্ঞ সুষুপ্তি স্থান, তাহাই পঞ্চভূত উপাধিযুক্ত, তৈজস স্থান, স্বপ্ন স্থান, সেই স্থূল ভূতোপাধি বৈশ্বানর জাগরিত স্থান।

---

## আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার অধ্যানেতে আত্মার গ্রহণ হইল, উত্তরের নিমিত্ত ইতরের ন্যায়।

আত্মাই প্রথমে ছিলেন, তবে এখানে আত্মা পরমাত্মাকে গ্রহণ করার নাম গ্রহণ (এইরূপ গ্রহণ যোগীদিগের প্রত্যহই হয়), কি প্রকারে অর্থাৎ সেই আত্মাই পরমাত্মা,

তবে সৃষ্টির প্রসঙ্গ, যেমত ব্রহ্ম হইতে সব সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ আত্মা হইতে পরমাত্মা হইয়াছে, এই আত্মারও সৃষ্টির প্রসঙ্গ হইতেছে। তিনি যে সমস্ত দেখেন, আত্মা পরমাত্মাকে দেখেন, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখা দেখি নাই সমস্ত এক ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ১৮ মন্ত্রঃ—"অহং সূর্য্যইবাজনী"। অর্থ—আমি সূর্য্যের ন্যায় অর্থাৎ কূটস্থ, আমার জন্ম নাই।

পরমাত্মাকে ধ্যানেতে আত্মাকে গ্রহণ করার নাম গ্রহণ হইতেছে কারণ উত্তরে পরমাত্মা আছেন। বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন "আত্মৈবেদমগ্রমাসীৎ পুরুষবিধ" আত্মাকে দেখে, আমিই সেই, পরে আমি আমি বলে সমস্ত বলিতেছে। আত্মাই পূর্ব্বে ছিল পরে দেবদত্তাদি নাম কি প্রকারে হইল? "ইতরবৎ" যাহা বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন। আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, তাহারই ইচ্ছায় অনেক প্রজা জন্মিয়াছেন এক হইলে ইচ্ছা কোথায়, আর সমস্ত যাহা হইয়াছে সমস্তই সেই, তবে প্রতি আত্মার গ্রহণ কোথায়?

অন্বয়াদিতি চেৎস্যাদবধারণাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। যে আত্মা প্রথমে আছে, সেই অণু প্রবেশ করিয়া এই পৃথক আত্মা হইল, কেহ যদ্যপি এইরূপে বলে, উত্তর, অবধারণ জন্য অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া।

আমরা তোমরা এ সমস্ত কেন বলা যাইতেছে, যাহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা জানার নিমিত্ত অর্থাৎ বাপ ও ছেলে দুই পরমেশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু বাপ ছেলে বলিয়া সন্তানকে মানেন, সন্তানও বাপকে পিতা বলিয়া মানেন। এ যে প্রকারের সম্বন্ধ, এরূপ সম্বন্ধ কি পরামাত্মা বলা যাইতে পারে, ইহা যদি বল তাহা নহে, কারণ পরমাত্মা শব্দ দ্বারা পরমাত্মা কি প্রকারে বোধ হইতে পারে। যেমত বাপকে বাপ বলিলে বাপ জানিতে পারিল; পরমাত্মাকে পরমাত্মা বলিলে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার কারণ আত্মা এক এই ধারণা, আপনি নাই সুতরাং পিতা পুত্র কোথায়? অর্থাৎ সৎ শব্দে আত্মাকে গ্রহণ করিলে, যাহা ভিন্ন হইতেছে। বাজসনেয় বলিয়াছেন আত্মা কি প্রকার, যে প্রকার সেই প্রকার; যেমত আত্ম শব্দতে শব্দ দ্বারায় আত্মার গ্রহণ হয় না সেইরূপ কি কেবল কথায় বলা, উত্তরেতে, এই আত্মা ইনিই সব, এই বলাতেই কি সকলের উপসংহার হইল, তবে সেই আত্মাই ব্রহ্মদেব হইলেন, অর্থাৎ বলাতেই ব্রহ্ম সম্বন্ধ হইল, এইরূপ আত্মার গ্রহণ এই যদি বলি তাহা নহে কারণ তাহাতে শুনিয়া জানা যায় না। কেবল এক বিজ্ঞান দ্বারা জানা। সকলের বিজ্ঞান তিনিই ব্রহ্মদেব। প্রথমে ক্রিয়া পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তখন বাক্যের শেষ হয় ও সন্দেহ যায়। আর যেখানে বাক্য তখন থাকে না তিনিই ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ১৮ মন্ত্রঃ—"অন্তঃ সমুদ্রমুত্তশ্চকিত্বা অবপশ্যতি"। অর্থ—ক্রিয়ার পর

অবস্থায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়, সমুদ্রের যেমত জলই জল, সেইরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্ম এইরূপ আটকিয়া থাকিয়া দেখে।

যে আত্মা অগ্রে ছিলেন তিনিই অণু প্রবেশ করিয়া পরিণামে তিন প্রকারের হওয়ায় তেজ অপ অন্ন আশ্রয় করিয়া ক্রমেতে প্রত্যগ আত্মা ( ছেলে ) হইলেন। তদেবস্যাৎ, তিনিই হইলেন কারণ অবধারণ প্রযুক্ত। "আত্মৈবেদমগ্রমাসীদেকএবেতি" এই এব শব্দ দ্বারা অবধারণ প্রযুক্ত অন্য বস্তু হওয়ায় প্রতিষেধ হইতেছে। ভাল সেই কি এই আত্মা অবশিষ্ট কি বিশিষ্ট হইতেছেন ?

## কার্য্যাখ্যানদ পূর্ব্বম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার রূপ যে এই পৃথক্ আত্মা এ অপূর্ব্ব হইতেছে কারণ এই আত্মা পরমাত্মার কার্য্য বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম, পরে সেইরূপ পায়, ছান্দোগ্য শিষ্যকে এইরূপ বলিয়াছেন, এখানে কর্ম্ম ও ফল দুই ভেদ হইয়াছে, তবে এক ব্রহ্ম নহে। আর বাজসনেয় বলেন, মনই সব, তাহা ধ্যেয় কেন নয়, কারণ মনই সকল কার্য্যের কারণ তন্নিমিত্তে মনই ব্রহ্ম। স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম ইহার মধ্যে কোনটী বিধান হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহাই অগ্রে করা এই মত হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থা যেখানে অধ্যয়ন নাই অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা কিছু স্থির করিবার উপায় নাই এমত স্থানের চিন্তাকে পাইয়া থাকা এই বিধেয়, আর যদি মনেতে মন মিলে গেল আর বায়ু স্থির হইয়া পরব্যোমেতে মিলে গেল তখন চিন্তার বিধান থাকিল না সুতরাং অব্যক্ত আর মনের অগ্রে কোন চিন্তার বিধান থাকিল না, ইহাত কথা মাত্র, কথাতে বিধান হয় না কার্য্যেতেই হয়। যখন কার্য্য করাতে বিধান হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইল, সেই কোন কথাও নাই এই যখন নিশ্চয় হইল, তবে দুই জানা চাই ও দুই বিধি হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য গুণের উপসংহার তাহা নহে। সব থাকিবে অথচ সব ব্রহ্ম এই এক ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ অনুবাক ৬ খণ্ড ১৩০ মন্ত্রঃ—"উণ্যাদযৎমন্নং উদন্তরীক্ষমাদয় অগ্ন উন্মাদয়াম্বমষ্টৌমান সোচতু"। অর্থ— ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ প্রাণাযাম করিলে উর্দ্ধেতে অর্থাৎ মস্তকে বায়ু গমন করে তাহা হইলে মত্তভাকে পায়, তাহারই নাম নেসা, সাধুরা হিন্দিতে মৌজ বলে। যখন সেই বায়ু স্থির হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়, এইরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া, এইরূপ বৈশ্বানর আত্মা, মস্তকে গিয়া উন্মাদয়ন্থে গিয়া—অগ্নি তিন প্রকার, ভৌম, দিব্য, জঠর ; কাষ্ঠাদি পার্থিব দ্রব্য দ্বারা যে অগ্নি তাহাকে ভৌম অগ্নি বলে ; আর উল্কা জল বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুত্যাকার দিব্য অগ্নি

হইতেছে ; আর উদরের অগ্নিকে জঠরাগ্নি কহে, এই ক্রিয়ারূপ অগ্নি দ্বারা ব্রহ্মেতে থাকিয়া ( অষ্টৌমান ) অষ্ট সিদ্ধ হয়। অষ্ট সিদ্ধিতে যুক্ত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সোচনাতে ( ব্রহ্মেতে ) থাকে। সেখানে তখন কোন কর্ম্ম নাই ও ফলাফল নাই।

এই প্রত্যগ আত্মাতে পরমাত্মার যেরূপ, সে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরব্যোমের রূপ সেরূপ নহে, কারণ কার্যাখ্যানাৎ, কার্য্যরূপে এই আত্মার শরীরাদি কার্য্য পৃথিবীর ন্যায়। তবেইত ভেদ হইল।

## সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। অভেদ জন্য এই আত্মা পরমাত্মার তুল্য হইতেছে।

বাজসনেয় বলেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শাখা ভেদে গুণের উপসংহার হয়, এইরূপ সাণ্ডেতে বলিয়াছিলেন, শাণ্ডিল্য এইরূপ জানিয়া বলিয়াছেন যে সমস্তই মনোময়, মন গেলেই গুণ বোধ হয়। বৃহদারণ্যকেও মনোময় বলিয়াছেন। ইহা জানিয়া সুতরাং সকলেরই এক মত, সকলেরই এক গুণেতে যাওয়ায় সকলেরই উপসংহার হয়। কিন্তু ক্রিয়াতে কূটস্থের দুই মণ্ডল, তবে চিন্তা করাতে এক হইল না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন রূপই নাই তখন এক। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ অনুবাক ৪ খণ্ড ৫ মন্ত্রঃ—"যজ্ঞেন যজ্ঞময় জন্তরাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমাগ্যাসন"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ভিন্ন ক্রিয়া আছে অর্থাৎ স্থিরে চলা, ( স্থিতেশ্চলতি তত্ত্বতঃ ) সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে সেই ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

প্রত্যগ আত্মাতে ( ছেলেতে ) পরমাত্মা সমান হইতেছেন, কেন, এইরূপই অভেদ প্রযুক্ত।

## সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার অণু প্রবেশ সম্বন্ধ জন্য উপাদানের উপাদেয়তে অভেদ হইতেছে। তেমনই পরমাত্মার আত্মাতে অণুপ্রবেশ জন্য সম্বন্ধে অভেদ হইতেছে।

উপনিষদে বলিতেছে, যিনি সব হরণ করেন তিনি হরি, তিনি ব্রহ্ম, আর শাণ্ডিল্য সূত্রে বলিতেছে, ব্রহ্মকে জানার নাম ব্রহ্ম ; বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, যখন সেই ব্রহ্মেতে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে সকল লীন হয়, সেই এক ব্রহ্ম হওয়াতে সকল গুণের উপসংহার হয়। এই অন্যত্রও অন্য প্রকার এক ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে, যেমত সূর্য্যে চক্ষুতে, কিন্তু উপনিষদে বলিতেছে, সেই ব্রহ্মের ভাগ নাই, যাহার ভাগ নাই তাহার চিন্তা কোথায়, কারণ

এক হইলে কে কাহার চিন্তা করিবে, তন্নিমিত্তে ব্রহ্মের একটী নাম অচিন্ত্যরূপ, কিন্তু এক সর্ব্বত্র হওয়ায় সূর্য্য চক্ষুতেও আছেন, সর্ব্বত্র এক স্বরূপে আছেন বলিয়া একের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র আছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ অনুবাক ৪ খণ্ড ২৬ মন্ত্রঃ—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুঢ়মস্যপাংসুলে"। অর্থ—ইদং—এই, বিষ্ণু—স্থিতি, চক্র—রাজা, অর্থাৎ কূটস্থস্থিতি বিষ্ণুরূপ রাজা হইতেছেন। ত্রেধা—সত্ত্ব রজ তমগুণ বিশিষ্ট যে আত্মা সেই গুণকে নিদধে—ছেদন করিয়া যে পদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্থিতি, যাহাতে লীন হইলে সমুদায় নাশ হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

পরামাত্মার অণু প্রবেশ দ্বারা সম্বন্ধ প্রযুক্ত উপাদানের উপাদেয় অর্থাৎ যেমত সাঁচা (ছাঁচ) তেমনই গড়ন, দুই অভেদ হইতেছে।

## নবাবিশেষাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার সমান আত্মা প্রভৃতি সকল সম্বন্ধের অভেদ জন্য সমান হইতেছে, অবিশেষ জন্য।

যাহা উপরে লিখিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম সর্ব্বত্র থাকা, তাহা কোথায় নয়, আদিতে, হরিতে, চক্ষুতে, সর্ব্বত্রই সেই ব্রহ্ম আছেন, তবে লয়ের বিশেষ, কোন ক্রিয়াতে লয় কম, কোন ক্রিয়াতে লয় বেশী। আর যত উপনিষদে ক্রিয়া ভেদে কর্ম্মের বিভাগ আছে, কিন্তু স্থান ভেদ জন্য ধর্ম্ম ভেদ অন্যত্র লইয়া যায় না অর্থাৎ ধর্ম্ম একই, সকল প্রকারের ধর্ম্ম সেই ব্রহ্মেতে লইয়া যাইবে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ অনুবাক ৪ খণ্ড ২৬ মন্ত্র :— "তদ্বিষ্ণো পরমপদং সদাপশ্যন্তিস্যুরয়ঃ চক্ষুরাততং।" অর্থ—সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কূটস্থ যাহারা স্যুর অর্থাৎ ক্রিয়া করে তাহারা যোনিমুদ্রায় আকাশের মত এক চক্ষু যাহা প্রকাশ হয় তাহা দেখে। সে চক্ষুর অণুর মধ্যে ত্রিলোক, সেই তিন লোকের মধ্যে মর্ত্ত্যলোক, তাহার মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, তবে সমুদয়ই এক ব্রহ্ম হইল।

পরমাত্মা সমান সমভাবে আত্মাদির সম্বন্ধ প্রযুক্ত অভেদ অবিশেষ হেতু। অবিশেষ কি প্রকারে?

## দর্শয়তি চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ। আর দেখানও হইয়াছে, শ্বেতাশ্বেতবোপনিষদে লেখা আছে।

সেই সেই দেবরূপ ইত্যাদি দেশস্থানভেদে ধর্ম্মভেদ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াতে

দেবতাদের দর্শন হয়। রাজাদির স্থানভেদে ধর্মভেদে প্রসিদ্ধি হয়, পূর্ব্বে যে সকল বলা হইয়াছে, যত বিষয় আছে, সূর্য্যে দেখায় তাহার উপসংহার হয়, এখানে ব্রহ্মকে জানিয়া সকল বিষয়ের উপসংহার হয়। এইরূপ উদাহরণের বিপরীত স্থান ব্রহ্মেতে থাকিয়া সমাধি অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ অনুবাক ৪ খণ্ড ৩৭ মন্ত্র—"ধম্বসোপম কেবলোনান্যাসাং কীর্ত্তয়শ্চনঃ"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিস্বরূপধারণাতে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কেবল কূম্ভকে থাকিয়া অন্য কোন কীর্ত্তন করে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম।

শ্বেতাশ্বেতবোপনিষদে লিখিয়াছেন "নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাপ্য-ধিকশ্চদৃশ্যতে"। তাহার কার্য্য ও করণ কিছুই নাই, তাহার সমান নাই অধিকও দেখা যায় না।

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপিচাতঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ। এই পরমাত্মাশিবের সকলেতে অনুপ্রবেশজন্য যে সম্বন্ধ হয় তাহারই জন্য সকলের সম্ভৃতি, দ্যৌ ব্যাপ্তি হয়।

ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ বীর্য্য সম্যক প্রকারে ধারণপ্রযুক্ত, আর তিনি সকলের অগ্রে, তাঁহা হইতেই সমস্ত, তন্নিমিত্ত তিনি শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, তিনি পরব্যোমস্বরূপ হইতেছেন, তাহাতেই একতান অর্থাৎ একাগ্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যাওয়া অন্য বিষয়ে না যাওয়া এবং সেই ব্রহ্মের অণুস্বরূপ নিশ্চয়রূপে সকল বস্তুতে দেখে ও পুরুষেতে সর্ব্বদা থাকে, ( যাহাকে আধিদৈবী বলে )। যাহা করিতেছেন সেই পুরুষই করিতেছেন আমি কিছু করিতেছি না এইরূপ জ্ঞান সদা থাকা উচিত। তাহারই উৎপত্তির ক্ষমতা হয়, কারণ ব্রহ্মেতে লীন হইলে ব্রহ্ম হইয়া যায় সুতরাং যাহা ইচ্ছা করে তাহা হয়। এইরূপ পরব্যোমকে পাইয়া সেই ব্রহ্মেতে থাকা ধর্ম্ম হইতেছে। তন্নিমিত্ত অধ্যাত্ম ক্রিয়া হইতেছে। যাহাতে সূক্ষ্ম ব্রহ্মেতে থাকিয়া প্রকাশ হয়, তাহার জানায় যে বিদ্যা, এই দেখা শুনারও উপসংহার হওয়া চাই। তাহা কি প্রকারে হইতে পারে; কারণ ব্রহ্মেতে থাকিলেই দেখা যায়। স্থানভেদে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অসাধারণ জ্ঞান হয়, যেখান হইতে সমস্ত হইয়াছে। ইহাতে থাকিয়া লীন হইয়া এক ব্রহ্ম হয়। প্রমাণ নৃসিংহ উপনিষদ ৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য—সদৈক রস আনন্দ ঘন স্বপ্রকাশ সর্ব্বতোমুখো মহাদেব মহেশ্বর। রস শব্দের অর্থ স্বাদ, যখন এক রস তখন কোন স্বাদ নাই, পরিবর্ত্তন হইলে রসের স্বাদ বোধ হয়। যখন কোন স্বাদ নাই তখন কোন রস

নাই, তখন এক অব্যক্ত রস, সে রস পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা সর্ব্বদাই থাকে। সেই গাঢ় নেশাতে থাকিয়া গাঢ় আনন্দ হয়। তখন নিজেরই প্রকাশ; তাহা হইলে নিজ আমি আর থাকিল না, সুতরাং ব্রহ্মেতে লীন হইয়া গেল, তখন সর্ব্বব্যাপক হইয়া গেল, তাহা হইলে সর্ব্বত্র মুখ হইল অর্থাৎ এক স্থানে থাকিয়া সর্ব্ব শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ বোধ করিতে লাগিল, সে করা চেষ্টা করিলে হয় না আপনা আপনি হয়। যেমত বসিয়া রহিয়াছে হঠাৎ কোন লোককে দেখিয়া তাহার চরিত্রের বিষয় সমুদয় জানিতে পারিলাম। কেহ বিপদে পড়িয়া ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে কোন কথা বলিতেছে শুনিতে পাইলাম। কেহ ভালরূপে ধ্যান করিতেছে তাহাকে দেখিলাম। কেহ সুগন্ধ পুষ্পের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতেছে তাহার ঘ্রাণ নাকে আসিতেছে। কোন দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক দিতেছে তাহার স্বাদ জিহ্বায় বোধ হয়। এই বায়ু সর্ব্বগত স্থির হইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোন স্পর্শের বোধ হইবে না; ব্রহ্ম সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান; কিন্তু কেহ ব্রহ্মস্পর্শ বিবেচনা করিতে পারে না, এস্পর্শও ব্রহ্ম স্পর্শের ন্যায় হইতেছে, কারণ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে সেও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অণু সকল বস্তুতে প্রবেশ করতঃ সর্ব্বব্যাপক মহাদেব অর্থাৎ মহৎ আকাশের মধ্যে সেই ব্রহ্মের অণুপ্রবেশ করতঃ মহেশ অর্থাৎ সকলের কর্ত্তা হয়। যাহা ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারে; কিন্তু কিছুরই ইচ্ছা থাকে না কারণ তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই নিজেও নাই সুতরাং কে কিসের ইচ্ছা করে।

অতঃপর পরমাত্মা শিবের সর্ব্বত্র প্রবেশপ্রযুক্ত সকলের মধ্যে থাকায় সমস্ত হইতেছে। ব্রহ্মের ব্যোমস্বরূপ ব্যাপ্তি হইতেছে। যাহা বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন, সেই এই আত্মা সকল ভূতের অধিপতি অর্থাৎ সকলের মধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধি করেন, কর্ত্তা ও সমস্ত দেখিয়া সকল ভূতের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন। যেমত সকল কর্ম্ম, রথের চাকার মধ্যে লোহার উপর ভর, সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মের উপর নির্ভর। এই আত্মাতে সমস্ত ভূত, সকল আত্মাতেই সমর্পিত হইতেছে তন্নিমিত্ত ইনিই সম্ভূতি হইতেছেন। আর যখন আমিই সেই উত্তমপুরুষ দেব, সমস্তই আমি, এইরূপ মানে, সেই ইহার পরম লোক এইরূপ স্বর্গে অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত বোধ হয়; এই দ্যৌ হইতেছে। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি," এই দ্যৌ হইতেছে। অন্তর্যামি ব্রহ্মের ব্যাপ্তি পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সেই পরমাত্মাপুরুষের নিরূপণে যেমত ছান্দোগ্যাদিতে পাঠ সেইরূপ কি অন্যত্রও আছে?

### পুরুষ বিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মার সম্ভৃতি দ্যৌ আর ব্যাপ্তি সকলেতে আছে, পৃথক পৃথক উপনিষদেতে আম্না অর্থাৎ পাঠ হয়। তাহারই নিমিত্ত পুরুষ বিদ্যাতে ভেদ নাই।

তাণ্ডিন, পৈঙ্গিন গুপ্ত রহস্যতে পুরুষের লোপ হইয়া যাওয়ায় পুরুষের বিভাগ হইল। চন্দ্রদর্শন, ক্রিয়া করিয়া নেশায় থাকা আর ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সদা থাকা, এই তিনের উৎপত্তি করিয়াছেন। এই সকল কল্পনা মাথাতে না থাকার নাম দীক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা, এইরূপ অবস্থাতে থাকাতে পুরুষের থাকা হয়, এই জানার নাম ধর্ম্ম। তাহাতেই পণ্ডিতেরা তাঁহারই যজ্ঞ করেন অতএব পুরুষে থাকার নাম যজ্ঞ। আর তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভিন্নই বলিতেছেন যে পরিকল্পিত ধর্ম্ম যাহা হইতেছে (আত্মা) তাহার ইচ্ছা দ্বারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিলে সকল বিষয়ের সংহরণ হয়, তবে কি প্রকারে সকল সংহার হইলে, তাণ্ডি, পৈঙ্গির বচন হইতে অভ্যাস দ্বারা যাহা নির্গত হইয়াছে, যখন তাহার দ্বারা তাহাই অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাতে থাকা (প্রণায়াম) আত্মযজ্ঞ, যে যজ্ঞের কর্ত্তা আত্মা; অর্থাৎ আত্মাই যজমান, আত্মাই পুরোহিত—ক্রিয়া করিলে শরীর ভাল থাকে, শ্রদ্ধাস্বরূপ পত্নি, এই পত্নির সহিত সদা সঙ্গ করা উচিত অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সদা ক্রিয়া করিবে। কিন্তু পূর্ব্বের সম্বন্ধে পুরুষই ক্রিয়া করিয়া জানা এবং তাহাতেই চিন্তা করিতে করিতে গমন করা, যখন তাহাতে লীন হইল তখন ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছু থাকিল না, যত সন্নিকৃষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ করিয়াছে। প্রমাণ কণ্ঠবল্ল্যাখ্যোপনিষদঃ—"ইন্দ্রিয়েভ্যপরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরংমনঃ। মনসস্ত পরাবুদ্ধি বুদ্ধিরাত্মা মহান্‌পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষোপরঃ। পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্টা সা পরাগতি"। অর্থ—প্রথমে ইন্দ্রিয়রূপে, রূপে মন না দিলে রূপ দেখা যায় না, সুতরাং রূপের পর মন হইতেছে, মন আবার স্থির থাকে না, স্থির মনের নাম বুদ্ধি, আত্মা স্থির হইলে বুদ্ধি স্থির হয় (ক্রিয়ারদ্বারা) তখন নেশাতে থাকায সর্ব্বং মহৎ ব্রহ্মেতে থাকে ব্রহ্মেতে নিজে থাকিতে থাকিতে তাহাই হয়, তখন আর বলে কে? সে অব্যক্ত ব্রহ্মপদে থাকিতে থাকিতে এক পুরুষ দেখা যায় সেই পুরুষই সমস্ত স্থিতি স্বরূপ ব্রহ্ম।

পরমাত্মা হইতে সমস্ত আর স্বর্গতে (কণ্ঠ হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত) সমস্ত, আর পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অন্যান্য আম্নার পাঠেতেও আছে। "পুরুষাবিদ্যায়ামিব" যেমন পুরুষের পরমাত্মা শিবের বিদ্যার তাণ্ডিন পৈঙ্গিন শাখা আম্নার যে রূপ পাঠ হইতেছে, এইরূপ অন্যান্য শাখার আম্না হইতেছে। ভাল এ শোনা যায়, তাহার ছায়াতে পুরুষ বিদ্যোপনিষদ আরম্ভে, ভেদ বচন হইতেছে।

———

## বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ। সেই সেই উপনিষদের স্থলেতে বেদাদির অর্থের ভেদ জন্য সকলের বস্তুতঃ সমান পাঠ হইতেছে।

ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন ( সর্ব্বে প্রবিধ্যে ) অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্ধ অর্থাৎ ভিতরে অধিক বাহিরে অল্প বোধ হয় কি না, ভিতরে থাকায় বাহিরের যন্ত্রণা আর বাহিরে থাকায় ভিতরের যন্ত্রণা ; যখন ভিতর ও বাহির এক তখন কোন যন্ত্রণা নাই, কেবল সুখই সুখ। ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতে এইরূপ হয় এই বেদের মত হয় এবং তাহার শাখা ও উপনিষদ পাঠ করিলে কিছুই জানিতে পারে না এবং কোন বিষয়ের উপসংহারও হয় না। যাহার হৃদয়ে বেদাদির অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থের ভেদ রহিয়াছে তাহার উপসংহার কোথায়? পূর্ব্বের বলার সম্বন্ধে বিদ্যার নিকটে শ্রুতি ও মন্ত্রের সন্নিধানে থাকায় অর্থ ভেদ সামর্থ্য প্রযুক্ত সকল বিষয়ের উপসংহার হয় না। সেইরূপ ধ্যানের সন্নিধানে শ্রুতিরও যাহা কিছু থাকুক না কেন, তাহার ভিন্ন বস্তুতে জ্ঞান হইলেই হানি সম্ভব তাহা হইলে উপসংহার আর হইল না। যখন একরূপ হইবে তখনই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইবে, তখন আর ভেদ থাকিবে না। প্রমাণ কম্বলবল্লাখ্যোপনিষদঃ—"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। অনাদ্যন্তং তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচাপত্য মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে"। অর্থ—শানিত ক্ষুরের ধারের অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপ, তাঁহার উপরে বা মধ্যে প্রবেশ করা কিম্বা তাঁহাকে অতিক্রমণ করা অর্থাৎ তাঁহা অপেক্ষা ছোট না হইলে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং তাঁহার অর্থাৎ সেই কেল্লার মধ্যে যাইতে না পারিলে তাঁহার বিভূতি সমুদয় কি প্রকারে অনুভব হইতে পারে? লোকে ছোট হইবার ক্রিয়া না করিলে ছোটও হয় না এবং তাঁহার মহিমাও অনুভব করে না ; কিছু না করিয়া ফলভোগের ইচ্ছা আশ্চর্য্য কথা। অতএব সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করতঃ লীন হইয়া যাহা তাহাই ব্রহ্ম এই কবিরা বলিয়াছেন। যাঁহারা নূতন কথা বলেন তাঁহারা কবি। নিজে ব্রহ্মে লয় হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে শব্দের দ্বারা বলিবার উপায় নাই, স্পর্শ করিবার উপায় নাই, এক হইলে কে তাহাকে স্পর্শ করে। রূপ উভয়েতে, এক হইলে রূপ কোথায়? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহার রূপ নাই তাহার নাশ কোথায়? দুই হইলে রসাস্বাদন, এক হইলে রস কোথায়? সুতরাং নিত্য, অরসের এক রস নিত্য ; দুই থাকিলে গন্ধ, এক যখন তখন গন্ধ কোথায়? এইরূপ অবস্থাকে ব্রহ্ম কহে। যাঁহার আদি নাই তিনিই মহৎ ব্রহ্ম, তিনিই নিশ্চিতরূপে সকলের পর। এইরূপ অবস্থায় থাকিলে নীচ যে সেও মৃত্যু মুখ হইতে মুক্ত হয়, কারণ তখন সমস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের মৃত্যু কোথায়?

সেই সকল উপনিষদের প্রারম্ভে বেদাদি অর্থ ভেদ প্রযুক্ত সকলেরই সমান আত্মা বস্তুতঃ হইতেছে। সে এই প্রকার—অথর্ব্ববিদ্যার পুরুষবিদ্যার উপনিষদারম্ভে সব হৃদয়কে প্রবিধ্য করিয়া ধমনী মাথায় লইয়া গিয়া, প্রবৃজ্য ত্রিধা প্রযুক্ত, (তিন প্রকারের, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্নার, হওয়াতে) আর তাণ্ডিন পুরুষ বিদ্যোপনিষদারম্ভে দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞমিত্যাদি মন্ত্র—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আকাশ স্বরূপ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। শাট্যায়নদের পুরুষ বিদ্যোপনিষদের আরম্ভে, শ্বেতাশ্বো হরিত নীলোহস ইত্যাদি মন্ত্র—এখন এক ঘোড়া যাহা শ্বেত হরিত নীল তিনিই কূটস্থ। কঠ, তৈত্তিরীয় বিদ্যোপনিষদের আরম্ভে, শন্নোমিত্র শংবরুণ শম্ন ইন্দ্রো. বৃহস্পতিরিত্যাদি মন্ত্র—ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থই সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি। মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য এক বস্তু হইতেছে। ভাল যদি এইরূপ ভেদ থাকিয়াও কোন হানি নাই তবে ভেদ পাঠ কেন?

হানৌতুপায়ন শব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ স্তুত্যুপগানবত্তদুক্তং ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ। তণ্ডি ইত্যাদি শাখা ভেদের দ্বারা মোক্ষতে পাঠ করিয়াছে, উপগমন শব্দের বিশেষ জন্য, যেমত কুশাচ্ছন্দ স্তুতির উপগান করিয়াছে।

ক্রিযার পর অবস্থায় পাপ পুণ্য হইতে ধৌত হইয়া যায়। প্রথমে যে ধ্যান তাহার আর উপায় নাই, হইলে আপনা হইতে হয়, সে অব্যক্ত। সূত্রে তু শব্দে কেবল কুম্ভকের হানি বুঝায়, এইরূপ অথর্ব্ববেদে শোনা যায়; উপায় তখন থাকে না কি প্রকারে, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে ব্রহ্মেতে লীন হওয়াতে উপায় শব্দেরও শেষ হইয়াছে। কৌষীতকি রহস্যে তাহার বিষয়ে বলিয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সে সুকৃত দুষ্কৃত সব বিশেষরূপে ধৌত হইয়া যায়, তাহাকেই প্রিয় বলিয়া জানে তজ্জন্য সুকৃত বলে, যাহা অপ্রিয় তাহা দুষ্কৃত। অথবা ধূঞ কম্পনে ধাতু তাহার অর্থ চলন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় পাপ পুণ্য ধুইয়া যায়—অর্থাৎ চলে যায় (হানি হয়)। যেমত ঘোড়া ধুইলে তাহার রোঁয়া চলে যায় না, সুকৃত দুষ্কৃত ও ধোয়া হইতে যাওয়া অসম্ভব, সেই পাপ পুণ্যের হানি হইল না। মন হইতে তাহার পরিত্যাগ হইল তবে উপায়ের শেষ কিরূপে হইতে পারে, উপায়ের শেষ হইলে হানি হইল। সত্যাঙ্কুশ ছন্দতে বলিয়াছেন, স্তুতি উপগান কহেন, এই উপমান হইতেছে। মাল্লবিরার মধ্যে কুশাবানও এইরূপ বলিয়াছেন। শাট্যায়নী নামে ঋষি বলেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আকাশ বিশেষ হইতেছে। কুশানা কহেন, এই বাক্যই চিত্ত স্বরচ্ছন্দ সাম হইতেছে। পৈঙ্গি ঋষি বলেন, সূর্য্য বিশেষ হইতেছে; জ্ঞান হইলে কোন বিশেষ থাকে না, সমস্ত এক হইয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বে বিশেষ থাকে; যেমত ষোড়ষি স্তোত্রে কালের নিশ্চয়ে সময় বলা হইয়াছে। সেই সময়ই প্রাপ্তি ব্রহ্মের হইতেছে। তাল্লবিরা

মাধুর্য্যরূপ গান করে এই বিশেষ হইল। সেইরূপ কৌষীতকির উপায়ও বিশেষ হইতেছে। তাহার দ্বাদশ লক্ষণ তাহাতে বাক্যের শেষ হইয়াছে তন্নিমিত্তে বিধি এক দেশ হইতেছে। এইরূপ প্রজাপতিরও ১৭ প্রকার যজ্ঞ। আমি যজ্ঞ করিতেছি ইহা হইলে দুই হইল, দুই হইলেই একের প্রতিষেধ হইল। তবে বিকল্পে প্রাপ্তি অর্থাৎ যজ্ঞ রহিতে প্রাপ্তি। জৈমিনি বলেন, তু শব্দে বিকল্পে বারণ কি প্রকারে হইতে পারে, তবে দোষ। দোষ হইলে এক প্রদেশ কি প্রকারে হইবে, কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ আর যেখানে অহঙ্কার সেখানে ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে পাপ পুণ্য উভয়েরই পরিত্যাগ আদ খানা অর্থাৎ পাপের পরিত্যাগ ; ক্রিয়ার পর অবস্থায় পাপ ও পুণ্য উভয়েরই নাশ। যখন এক ব্রহ্ম তখন আর পাপ পুণ্য কোথায়? প্রমাণ কণ্ঠবল্লাখ্যা উপনিষদ্ উত্তরবল্লী—"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্যজন্তো নিহিতো গুহায়াং। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতং। মহন্তং বিভুং আত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি"। অর্থ—ব্রহ্ম অণুর অণু সকলের মধ্যে অণু হওয়াতে মহতের মহৎ ; আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্তম্ভন করিয়া দিব্য চক্ষেতে জ্যোতির গুহাতে নক্ষত্রস্বরূপ দেখে, সেখানে অশরীরের শরীর এমত পুরুষকে দেখে, যিনি সদাই আছেন। তুমি তাঁহাতে না থাকিলেও তিনি আছেন। আত্মাকে এইরূপ মহৎ বিভু মানিয়া পণ্ডিতেরা কোন শোচনা করেন না অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মময় জগৎ জ্ঞান করেন।

তণ্ডি শাখাদিতে হানির আয়াতে ভেদের দ্বারা বলিয়াছেন, উপায়ন শব্দ বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ উপগমন—কোনরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত, যেমত কুশাচ্ছন্দতে উপগান বলা হইয়াছে ; আর ভাল্লবি শাখায় কুশা শব্দে বনস্পতি বলা হইয়াছে। বনস্পতি বিশেষণ হইতেছে। শাট্যায়ণ শাখায় বলিয়াছেন ঔদুম্বর কুশ, তন্নিমিত্ত সেখানে বনস্পতি, উদুম্বর বৃক্ষ বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই বৃক্ষাকার শরীর, ইহাতে থাকিতে থাকিতে আপনা আপনি বিনা ফুলে ফল হয়। উপগান সকল সাধারণে ক্রিয়া বলা হইয়াছে, শাস্ত্রেতে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য। হানি মোক্ষে এইরূপ সামান্য বচনে প্রাপ্তি ও বিশেষ বচনেতে প্রাপ্তি দুই এক বলিয়া বুঝা চাই। যেমত মোক্ষে তাণ্ডিন শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "অশ্বইব লোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবামি"। অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এখানে পুণ্য ত্যাগ বলিয়াছে। অথর্ব্ববেদে পাপ পুণ্য হইত বিধুত হইয়া নিরঞ্জন পুরুষ সমানরূপ প্রাপ্ত হয়। এখানেও পাপ পুণ্য ত্যাগ বলিয়াছে উভয়ই ত্যাগ করিবে তাহা বলে নাই। শাট্যায়ন তাহার পুত্রাদি জন্মায়, সুহৃদ, ভাল কর্ম্ম করিয়া পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করে। কৌষীতকি পাঠ করেন সুকৃত দুষ্কৃত ত্যাগ করিয়া, কারণ প্রিয় কি তাহা জানিতে না পারায় সুকৃত করে, অপ্রিয় দুষ্কৃত ত্যাগ করিবে, পরে পুণ্যে উপগমন, তন্নিমিত্তে পাপ পুণ্য দুই ধৌত করা

উচিত। এইরূপ ঘোড়ার রোঁয়া, পাপ পুণ্য ধুয়ে এই উপায়ন শব্দ বিশেষ প্রযুক্ত সকল আম্নাতে তুল্য হইতেছে। এইরূপে কি প্রকারে ভগবান পাপ পুণ্য হইতে মুক্ত করেন? যেমত আগুণে কাঠ দিলে তাহা পোড়ে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম্ম ভস্ম হয়।

---

সাম্পরায়েতর্ত্তব্যাভাবাত্তথাহ্যন্যে ॥ ২৭ ॥

**সূত্রার্থ**। সম্প্রায় তাহারই প্রাপ্তিতে সেতু অর্থাৎ শিবের পার হইয়া তরতব্যো সেতু শেষের অভাব জন্য এইরূপ ভিন্ন শাখা বিশিষ্ট পাঠ করে।

সম্যক প্রকারে পরব্রহ্মতে থাকা, ক্রিয়ার পর অবস্থার নাম সামপরায়; দেহ পরিত্যাগে তাহা হইতে অবসর হয়। মরিলেও দুষ্কৃত সুকৃতের হানি হয়। কিন্তু একই পুরুষার্থের মার্গতে কি প্রকারে বিরাজ হয়। তৎব্রহ্মের অভাবে যে জ্ঞান সুকৃত দুষ্কৃতের উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার অভাব হইতেছে, যাহা অন্ত স্থান, সেখানে সকলেরই হানি হইতেছে। যেমত অশ্বের রোম ধোয়াই ময়লার পরিত্যাগ মানা হইল অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থাই পরব্রহ্ম পরব্যোম স্বরূপ। প্রমাণ কন্থলবল্লাখ্যা উপনিষদ উত্তরবল্লী—"প্রজ্ঞানেবমপ্নুয়াৎ স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যন্তি মহান্তং বিভুমাত্মানং নত্বাধীরো ন শোচতি"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মেতে লীন হইয়া থাকার নাম প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞানেতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। সে অবস্থা এই, শুইয়া উঠিলে যে অবস্থা আর জাগরণের পর শোবার পূর্ব্বের যে অবস্থা এ উভয়ের এক অবস্থাও দেখে না; কেবল মহৎ ব্রহ্মেতে লীন এবং সকল বস্তুতে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ দেখে। তিনি সর্ব্বব্যাপক বিশ্বরূপ উত্তম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া যায় তখন আত্মা পরব্যোম নির্ম্মল ব্রহ্মকে দেখে, তাঁহাকেই সদা নমস্কার করে। তিনিই সদা ধীব অর্থাৎ ধারণাবিশিষ্ট লোক স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন, কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না অতএব কোন বিষয়ের শোচনাও থাকে না।

সম্যক পরং ব্রহ্ম অমৃত জ্যোতি কূটস্থস্বরূপ হইতেছেন, গায়ত্রী তাহাকে পাইয়া, পরম ব্যোম পুরুষ তিন পাদ সেতু দিয়া পার হইবার তিন খোপ, সেই সেতুর শেষভাব যখন তখন পুণ্য পাপ স্থান ব্যাহৃতি ও অব্যাহৃতি অর্থাৎ ক্রিয়া ও অক্রিয়া, শরীরে না থাকা আর ক্রিয়া শরীরে থাকা, যাহা পুণ্য সুন্দর হৃদয়ে থাকাতে হয়। তাহা না জানাতেই পাপ হইতেছে, এরূপ কোন শাখাধ্যায়ী পাঠ করেন। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন যে আত্মাই সেতু হইতেছে, লোক সকল তাহাকে ধারণ করিযা পার হইয়া যায়। এই আত্মাতে সদা থাকিলে জরা মৃত্যু শোক দুষ্কৃত সকল পাপ হইতে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্ম লোকে যায় আর বদ্ধ হয় না, যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সে কিছু বিশেষ বাক্য একথা কেন বলা যায়?

---

## ছন্দতত্ভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ। আচার্য্যেরা শাস্ত্রের উপদেশেতে বিস্তার আর অবিস্তার ক্রম ও প্রকরণ দ্বারায় বচন আপনার ইচ্ছাতে বলিয়াছেন।

ছন্দতঃ ইচ্ছা পূর্ব্বক এই শরীরে কূটস্থ দেখিয়া ব্রহ্মেতে চরে বেড়ান অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্রহ্মাণু দেখা, এইরূপ সাধনের অবসর হইলে পরিত্যাগ, তবে ক্রিয়ার দ্বারা এই সকল বিষয় হইতে পরিত্যাগ ও ক্রিয়ার পরিত্যাগ পরে এইরূপ উভয় নিমিত্ত নৈমিত্তিক এক নিমিত্ত বলেন আর তাণ্ডি শাঠ্য অন্য নিমিত্ত বলেন এই বিরোধ। পূর্ব্বের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শরীরের পরিত্যাগে সুকৃত দুষ্কৃতের পরিত্যাগ ইহাতেও নিমিত্ত নৈমিত্তিকের অবিরোধ, শরীর না থাকিলে পাপ পুণ্য নাই সুতরাং ইহার দ্বারা এক শরীর ধারণে সগুণ ব্রহ্ম আর মরিলে নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক, কথায় ব্রহ্ম প্রতিপাদকের বিরোধ হইতেছে। ইহাতে সগুণ আর নিগুর্ণেতে রূপের সংহার, এরূপ উভয় বিরোধ কিন্তু ক্রিযার পর অবস্থায় সগুণ নাই নিগুর্ণ নাই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। প্রমাণ কণ্ঠবল্লাখ্য উপনিষদে উত্তরবল্লী—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো জ্যোতিরিতিবাধুমক মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"। অর্থ—ক্রিয়া করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ ভ্রূর মধ্যে জ্যোতির মধ্যে বিনা ধোঁয়ার দীপ শিখার ন্যায় তাহার মধ্যে আত্মা থাকেন, তিনিই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম।

কেহ বিস্তার পূর্ব্বক আর কেহ অবিস্তার পূর্ব্বক বলেন এইরূপ আপন আপন ইচ্ছা, তন্নিমিত্ত উভয়েরই বচনের অবিরোধ হইতেছে এমত ইচ্ছা কেন হয়?

## গতেরর্থবত্বমুভয়থান্যথাহি বিরোধঃ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বচনেতেও অমৃত প্রাপ্তির প্রয়োজন আছে। তাহাতে পাপ পুণ্য ত্যাগের যে ভিন্ন বচন সে বচনে প্রয়োজন নাই এই কারণ অবিরোধ হইতেছে।

দেবতার প্রতি মনের গতি হইলে আপনার যে পথ তাহা কি? আত্মায় থাকাই কি প্রয়োজন? উভয়েতে সগুণে নিগুর্ণেতে অবস্থিতি কোথায়? নিগুর্ণেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় গতি দেখিতেছি, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় গতি দেখা যাইতেছে। কূটস্থেতে থাকিয়া পুণ্য পাপ হইতে ধৌত হইয়া যায় ও সাম্যতা পায় এই বিরোধ হইল অর্থাৎ কোন রূপ দেখা, ইহাও গতি ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় সে গতি নাই এ উভয়েতেই বিরোধ হইল। অন্যত্র মন যাওয়াতে শ্রুতি বিরোধ হইল। কারণ ব্রহ্ম এক তাহা উপপন্ন হইতেছে যখন এক তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর গতি নাই। প্রমাণ বৃহন্নারায়ণো-পনিষদঃ—"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ

নমোনমঃ"। অর্থ — ঋত যে তিনিই সত্য ব্রহ্ম, তিনিই সকলের পর, তিনিই বিশ্বরূপ পুরুষ বিশ্বেশ্বর হইতেছেন। সেই পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গল, ঊর্দ্ধরেত তাহার হয় যিনি সর্ব্বদা নেশায় থাকেন তাঁহার চক্ষুও বিরূপ অর্থাৎ উপরে উঠে থাকে, তিনিই বিশ্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার অর্থাৎ তিনিই আমি, তখন আমিই আমাকে নমস্কার করি।

উভয়ে অল্প ও বিস্তর বচনে, গতি, অমৃত পদের প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন সেখানে পাপ পুণ্য নাই; ইহার কিছু প্রয়োজন নাই, ইহা বলিলে তবে কি প্রকারে? সবিশেষ নির্ব্বিশেযেতে অভাব হইলেই প্রয়োজনের অভাব হইল তাহা হইলে আর গতি হইল না, গতি প্রযোজন হইতেছে। অতএব বচনের অবিশেষ হেতু অর্থাৎ অল্প বিস্তরের অবিশেষ হেতু অবিরোধ হইতেছে। অন্য কিছু বলিলে বিরোধ হইতেছে, গতি বচনে ভিন্ন বলা হইল তাহা হইলে বিরোধ হইল গতি উভয় অর্থবত্ত্ব প্রযুক্ত অবিরোধ হইতেছে।

———

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ। অবিরোধ উপপন্ন হইতে পারে তাহার লক্ষণের প্রয়োজনের বোধ হওয়াতে, যেমত লোক হইতেছে।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা এই শরীরের অঙ্গ হইতে হয়, তাহার উভয় ভাব হইতেছে, অর্থাৎ কখন আটকিয়া থাকে কখন থাকে না। এই দুই যখন না থাকে তখন তাহার লক্ষণ জন্য উপলব্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? আর যদি কিছু উপলব্ধি হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম লক্ষণ বিশিষ্ট ও কারণ ভূত হইলেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা সে যেমত পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া থাকা, সেই পালঙ্কের উপর শুইয়া থাকিতে জানা বিদ্যা হইতেছে। ইহাতে সগুণের উপলব্ধি হইতেছে কিন্তু নির্গুণের নহে কারণ সেখানে কিছু না কিছু নিদর্শন হইতেছে। তবে লোকের ন্যায় দেখা শুনা হইল, যেমত এক গ্রামকে পাইয়া রাস্তার তল্লাস করে, সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় গিয়া রাস্তার অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বের কথার সম্বন্ধে সগুণ নির্গুণ জানা মুখ্যাবস্থা; যখন যাইবে তখন প্রকৃষ্টরূপে পরব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ সগুণ অর্থাৎ গুণ সহিত মন যখন না যাইবে তখনই অবস্থিতি হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম ব্যতীত কোন কিছুই নাই। প্রমাণ বৃহন্নারায়ণ উপনিষদ: —"আযাতু বরদাদেব্যং অক্ষর ব্রহ্ম সংম্মিতিং গায়ত্রীচ্ছন্দসা ম্বতেরেদং"। অর্থ— কূটস্থ আসুন, যাঁহার আসাতে মঙ্গল হয় এবং যাহা ইচ্ছা কর তাহা পাওয়া যায়, তিনি পরব্যোমস্বরূপ সকল বস্তুতে ওতপ্রোত অর্থাৎ সকল বস্তুর তাঁহা হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয়। এক এক ব্রহ্মের অণুর মধ্যে ত্রিলোক এই রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মাস্বরূপে সর্ব্বব্যাপক এক সকল আত্মাতেই কূটস্থ অক্ষয় ব্রহ্ম পরব্যোমস্বরূপ, তিনিই সম্যক প্রকারে স্থিতি হইলে

গায়ত্রীছন্দ স্বরূপ এই শরীরেই দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বৃহৎ কূটস্থ স্বরূপ এই মত, এই ব্রহ্ম; ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গতির উভয়থার্থবত্ত্বপ্রযুক্ত অবিরোধ উপপন্ন হইতেছে কারণ, "কারণ তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ"। যেমত ঘোড়ার লোম ধোয়া এইরূপ পাপের লক্ষণ, এই রূপ বিধান পুণ্য পাপ ধোবে। এইরূপ লক্ষণার্থ, ছেলে হওয়া যেমত এক লক্ষণ হইতেছে। সেই সুকৃত দুষ্কৃত ধোবে। এই সকল লক্ষণার্থের এক অমৃতেরই উপলব্ধি হয়। কি প্রকারে এক অমৃতেরই উপলব্ধি হয়? লোকবৎ, যেমত লোকের গতি বিশেষ হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পঞ্চগতি লিখিয়াছে যথা—ক্রিয়া করিলে দেবলোক প্রাপ্ত হয়, কূটস্থে থাকিলে বৈরাগ্য হয়, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মত্যাগ করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় যাহা বৈরাগ্যদ্বারা প্রকৃতির পর হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় কৈবল্য প্রাপ্তি হয়, এই ৫ গতি হইতেছে। ক্রিয়া, কূটস্থে থাকা, ব্রহ্মেতে থাকা, পরব্যোমে থাকা, কৈবল্যক্রিয়ার পর অবস্থা।

## অনিয়মসর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ। সকল গতির নিয়ম নাই এই অবিরোধ হইতেছে, শব্দও অনুমান দ্বারা।

সকল সগুণের উপাসনার শ্রুত গতিরও শ্রুত অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি, সেই ধ্বনিতে থাকিয়া যে সকল স্থানে গতি সেই গতির অনিয়ম যখন দেখা যায় তখন প্রকরণ অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক করাতে অবিশেষ কোন বিশেষ নাই। নিয়মপূর্ব্বক আর ভাল রূপ করাতে বিশেষ কোথায়। ভাল রূপ করা কি প্রকার? শব্দ ( ওঁকারধ্বনি ) অনুমানের দ্বারা শোনা, সেই শব্দই শ্রুতি, সেই শ্রুতিতে থাকিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপ, তাহারই উপাসনা করে এই অবিশেষেণ গতি হইতেছে। অনুমানত স্মৃতি দ্বারা, শুক্ল কৃষ্ণের গতি অর্থাৎ কূটস্থ দেখা যায় না অর্থাৎ এরূপ নিত্যই হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র এই বলিয়াছেন, আপনার গুণ জানা এই গতি, কিন্তু নির্গুণে এরূপ পূর্ব্বে বলেন নাই। এরূপ নিয়ম উপপন্ন হয় না। জ্ঞানীদিগের, ব্যাসাদিরও এ শরীরের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, নির্গুণজ্ঞানে বিদেহ কৈবল্য হয় না, সগুণ ক্রমেতে মুক্তি হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন শব্দ বা অনুমান নাই, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। প্রমাণ বৃহন্নারায়ণোপনিষদঃ—"ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধিমহি ধিয়োয়োন প্রচোদয়াৎ"। অর্থ—ওঁকাররূপ এই শরীর তাহাতে তৎব্রহ্মপদ কূটস্থ স্বরূপ যে সূর্য্যদেব সেখানে আমার বুদ্ধি স্থির থাকুক।

দেবতাদিগের অর্থাৎ ক্রিয়াবানদের ও সাধারণ লোকদিগের গতির অনিয়ম দেখা যায়। কতকালে প্রাপ্তি হয় তাহার কোন নিয়ম নাই কারণ যে যেমত ধ্যান করে তাহার

সেই মত প্রাপ্তি হয়, তন্নিমিত্ত ধ্যানের কোন নিয়ম নাই। অতএব লোকাদির গতি প্রযুক্ত পুনরায় এই সংসারে আবর্ত্ত হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অমৃত পদে সদা থাকায় পুনরাবৃত্তি হয় না। এই রূপে জানায় সকল শাখায় অবিশেষ হইতেছে তন্নিমিত্ত অবিরোধ হইতেছে, "কারণ শব্দানুমানাভ্যাং," শব্দও অনুমান জন্য অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনিও ব্রহ্মেতে থাকা যাহা প্রশ্নোপনিষদে লেখা আছে। কত দিনে ওঁকার ধ্বনি শুনিয়া প্রাপ্তি হয়, এই শরীর ও ব্রহ্ম যখন এক হয়, তখন সমস্ত এক হয়; সেই সত্য। এইরূপে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মেতে থাকিয়া মহিমা অনুভব করে। যদি দ্বিমাত্র মন সম্পাদন হয় তাহা হইলে মনের দ্বারা অন্তরীক্ষে যাইতে পারে। এই রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে যায়। এই রূপে ক্রমশ গাঢ় হইয়া এই শরীরে যে পুরুষ আছেন তাহার মধ্যে থাকে ও সর্ব্বদা যোনিমুদ্রায় দেখে ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় কত কাল থাকে?

## যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ। অধিকারী সেই লোকে সেই পর্য্যন্ত থাকেন যে পর্য্যন্ত সেই লোকের অবস্থিতি থাকে।

অধিকারীদিগের নিঃশেষ রূপে যোগেতে পরমেশ্বরেতে বর্ত্তমান, ব্যাসাদি আরব্ধ ফলের দ্বারা কর্ম্ম সকল অনিচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থিতিতে অবস্থান আছেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এক দিকে থাকাতে যে ফল সেও কি একটা ফল হইল না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছু কালের নিমিত্ত থাকাতে ফল হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত অধিকার সেই পর্য্যন্ত অধিকারীর স্থিতি তাহার সম্বন্ধে প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলের ফল শরীরান্তরে সম্ভব; তন্নিমিত্ত ধর্ম্মান্তর নিমিত্ত নহে এই বলিয়াছেন। এই রূপ এই সংসারে প্রকৃষ্টরূপে পড়াতে উপলক্ষণের নিষেধ হইতেছে এবং সকল প্রপঞ্চেতে নিষেধ সিদ্ধি হইতেছে। শাস্ত্রান্তরীয় নিষেধ সকলের শাস্ত্রান্তরে ব্রহ্ম প্রমাণ দৃষ্টান্তরের দ্বারা উপসংহার হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সবই ব্রহ্ম হওয়াতে সকলেরই উপসংহার হইল। প্রমাণ বৃহন্নারায়ণোপনিষদঃ— "নমোন্মনায়নমঃ"। অর্থ—যাহারা উন্মনী অবস্থাতে ব্রহ্মেতে লীন হন তাঁহারা সদাই আপনাকে আপনি নমস্কার করেন।

যে যে কর্ম্ম যজ্ঞাদি তপ অর্থাৎ কূটস্থ ধ্যান করে, কাম্যকর্ম্ম সংন্যাস করে, বৈরাগ্য করে, সে সেই তত্ত্বেতে থাকায় কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম ফলাদির অধিকারী হয়। তাহাদিগের তত্ত্ব কর্ম্মজ ধর্ম্মনিয়মিত স্বর্গলোকাদিভোগ কাল যে পর্য্যন্ত অধিকার সেই লোকে অবস্থিতি

থাকে পরে পুনরায় আবৃত্তি হয়। ভাল কৈবল্যে যাহারা গিযাছে, যাবদাধিকার অবস্থিতি থাকিবে।

অক্ষরধিয়াংত্ববরোধঃ সামান্য তদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ। পরম পুরুষজ্ঞানী লোকের অবরোধ হইয়াছে ; সামান্যের এবং তদ্ভাব জন্য উপশদের মত ; উপশদ অর্থাৎ পুরোডাশ তাহা বলা হইয়াছে।

যাহাদের বুদ্ধি কূটস্থ অক্ষরে তাহাদের অস্থূল বুদ্ধি প্রযুক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবরোধ স্বীকার করিলে কি প্রকারে বিশেষ ধর্ম্মের নিরাকরণের সামান্য সেই ব্রহ্মের হইতে পারে। অর্থাৎ কিরূপে সামান্য ও বিশেষ সমান হইতে পারে ; ব্রহ্মের এক ভাব, তন্নিমিত্ত সর্ব্বত্রও সত্ব হওয়ায় নিকটে নিদর্শন হয়, যেমত জমদগ্নি পুরোডাশ বলিয়াছেন অর্থাৎ যজ্ঞের পূর্ব্বে যাহা দেওয়া যায় তাহাকে পুরোডাশ বলে, সেই স্থির মন তাহাই সৎব্রহ্মেতে দিবে, সেই পুরোডাশকেই ব্রহ্ম বলেন। সেই পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র সকলের ব্রহ্ম অগ্নিতে হবন করিবার সময় "হোত্রবেরধ্বর" ইত্যাদি মন্ত্র যাহার অর্থ এই হোমকে ধারণ কর, অর্থাৎ এই শ্বাসকে ধারণ কর। অতএব ধারণা হইলেই সম্বন্ধ হইল। মনের প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য ধারণা করিবার নিমিত্ত, মন ও অঙ্গ সমস্ত কূটস্থে লইয়া যাওয়া যখন বিশেষ হইল তখন অক্ষরের উৎপত্তি হওয়াতে সেই ব্রহ্মের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয়। প্রথমকাণ্ডে বলা হইয়াছে যে গৌণ ও মুখ্যের ব্যতিক্রমে যেখানে মুখ্যেতে ব্রহ্ম জানা যায়। যজুর্ব্বেদে আমার মন্ত্রাদিতে তাহার মুখ্য ফলের সম্বন্ধ আছে। তাহাতেও এক ব্রহ্মের জ্ঞান কেবল এক অক্ষরকে জানা এই বিদ্যা হইতেছে, তাহারই দ্বারা উপসংহার হয় ; কেবল বিদ্যার ভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ কিন্তু সকলেরই পরিণাম এক ব্রহ্ম। প্রমাণ বৃহন্নারায়ণোপনিষদঃ— "তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধিমহি তন্নোরুদ্র প্রচোদয়াৎ"। অর্থ—সেই কূটস্থের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ তাহাকেই আমি জানি মহাদেব অর্থাৎ বিরাট পুরুষ ; সেইখানেই আমার বুদ্ধি থাকে, তিনিই রুদ্র, তিনিই কাল স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক।

কূটস্থ অক্ষরেতে যাঁহাদিগের বুদ্ধি স্থির আছে, পরব্যোম পরম পুরুষকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের অবরোধ সেই পুরুষে পরমাত্মাতে লয় হওয়া প্রযুক্ত মরিবার সময় রোধ থাকা প্রযুক্ত পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা চিৎসংপ্রসাদ উপাধিরহিত হইয়া পরে পরব্যোম সমানভাব হয়। তখন পরব্যোমে এক হইয়া আত্মা পরমাত্মার এক ভাব হয়। কৈবল্যের এইরূপ দ্বিধা গতি, সমান ব্রহ্মের মত সকল বস্তুতে দেখাও তদ্রূপ হওয়া

এই দুই ভাব হইতেছে, পুরোডাশ অর্থাৎ মহাদেবে এক ভাব হয়, তিনিই অমৃত পুরুষ অব্যয় আত্মা, তাহার পর ক্রিয়াতে সব দেখিয়া সামান্য ভাব কি প্রকার?

---

## ইয়দামননাৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ। এই আত্মা অর্থাৎ মন্ত্র হইতেছে।

দুই শ্বাস রজ তম তাহার পর সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট সুষুম্নায় থাকিতে থাকিতে ঋত ব্রহ্মেতে থাকেন ও অমৃতপান করেন, এই রূপ হইলে যে জানা হইল তাহাতে ঐক্যতা কোথায়? ইয়ত্তা অর্থাৎ এই তাহার পরিছিন্নতা অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় নেশার এক পরিছিন্নতা দেখা যাইতেছে; কারণ দুই সংখ্যা দেখা যাইতেছে, এক ক্রিয়ার পর অবস্থা আর এক ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা, এই রূপ উপদেশে উভয়েতেই অমনন দেখা যাইতেছে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় মন না থাকায় ব্রহ্মেতে লীন হয় এবং ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় মন কিছুতে লাগিয়া থাকে না, উভয়েতেই অমনন হইল। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে যে অমৃতপান তাহাতে কোন লক্ষণ বুঝা যাইতেছে। উভয়েতেই ভোক্তা, সেখানে অমৃত খাওয়া, এখানে সন্দেশ খাওয়া; এ উভয়ের পর যে ব্রহ্ম তাহাতে থাকায় এক থাকা হইতে হইতে এক হইয়া যায়। সেই এক হওয়াও থাকে না সকল রূপেতে এক দেখা এই অভ্যাস করিতে করিতে এক হয়। প্রমাণ হংসোপনিষদ প্রথমসূত্রে সনৎকুমারকে গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্ম বিদ্যা কি? প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাদেব এইরূপ বলিয়াছেন—"হংসস্যগতি বিস্তারং ভক্তি মুক্তি ফল প্রদং"। হংসের, শ্বাসের গতি বিস্তার করাতে অর্থাৎ প্রাণায়ামেতে ভক্তি মুক্তির ফল পাওয়া যায়। "ভূমুখায় স্বাধিষ্ঠানং ত্রিপ্রদক্ষিণীকৃত্য মণিপূরকঞ্চ গত্বানাহতমতিক্রম্য বিশুদ্ধ প্রাণাগ্নিরুদ্ধ্যা জ্ঞানমনুজ্ঞায় মন ব্রহ্মরন্ধ্র ধ্যায়েন ত্রিমাত্রোহমসিতেব সর্ব্বদাধ্যায়ন্নথোনাদমাধার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্তং শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশং সবৈ ব্রহ্ম পরমাত্মেত্যুচ্যতে হমিতি বীজং স ইতি শক্তি সোহমিতি কীলকং"। অর্থ—মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত উঠিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ অর্থাৎ তিনবার আপনা-আপনি উঠিবে, পুনরায় সেই সঙ্গেতে নাভিতে লইয়া যাইবে, পরে হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া, গলায় প্রাণ স্বরূপ অগ্নিকে রোধ করিবে, ঐরূপ জ্ঞান অনুগামী মনকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যান করিবে। এই রূপ তিনবার অর্থাৎ সর্ব্বদা আমি ব্রহ্ম ধ্যান করিয়া পরে নাদ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় আভা, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে পরমাত্মা কহে। হকার তাঁহার বীজ ও স শক্তি, এ উভয়ের সদা মৈথুন করিবে, আর সোহং যখন কীলক হইল তখন সদাই ব্রহ্মেতে আটকিয়া থাকিবে। দিন রাত্রির মধ্যে মনুষ্যের ২১৬০০ শ্বাস যায়, হৃদয়ে দৃষ্টি রাখিবে ও বিন্দু দেখিবে, উন্মনীতে তুরীয়াবস্থা হইবে। কোটি প্রাণায়াম

করিবে তাহা হইলে আপনাআপনি শব্দ শুনিতে পাইবে বীণ, ঘণ্টা, শঙ্খ, তন্ত্রিনাদ, তালনাদ, বেণু, মৃদঙ্গ, ভেরী, মেঘ শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মেতে লয় হয়। পরে স্বয়ং জ্যোতি শুদ্ধোবুদ্ধো নিত্য নিরঞ্জন শান্ত আপনা হইতে আপনি প্রকাশ হয়। তখন সদাই ব্রহ্মেতে লীন থাকে।

সেই পুরুষকে সদা উর্দ্ধায় দ্বারা ভাবিতে ভাবিতে বীতশোক হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে বলিয়াছেন—"যদা পশ্য পশ্যতে রুমবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। অর্থাৎ কূটস্থ দেখা। যখন দেখা যায় তখনত উপাধি আছে, আর ব্রহ্ম বিনা উপাধি তবে সামান্য কি প্রকারে ?

## অন্তরাভূতগ্রামবৎস্বাৎমনঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ। যাহাদিগের অক্ষরেতে জ্ঞান হইয়াছে তাহাদিগের সামান্যের প্রাপ্তির অবরোধ হইয়া যায়। সে সামান্য ভাবকে প্রাপ্ত হয়, যেমত ভূত গ্রাম পরমাত্মার মধ্যে থাকেন।

উষস্তকূহোড় ব্রাহ্মণ দ্বারা এই জানা, তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, আত্মার ভিতরের সকলের ভিতর, অথচ দুই নয়, এই রূপ তাঁহার মতের শেষ হইতেছে। কিন্তু এই পঞ্চভূত এই গ্রাম, এই রূপ নিদর্শন ব্যতিরেকে যেমত ভূত গ্রাম পৃথিব্যাদির সর্ব্বান্তরত্ব হয় না, কারণ ভিতরে কিছু দেখিতেছি না অথচ বলিতেছি ভিতরে সব দেখিতেছি, এই রূপ আত্মাকে আত্মা দ্বারা সর্ব্বান্তরত্ব হওয়া হইতেছে। তাহা হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম এক, এক হইলে তাহার আর ভিতর বাহির কোথায় ? তখন একই দেব তৎব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের ভিতরে সেই রূপ এক অর্থাৎ কোন লক্ষ্য নাই অথচ ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৭ খণ্ড ৩ অনুবাক ৫০ মন্ত্রঃ—"ইতে অগ্নিং সাবস্থং নমোভিরিঃ প্রসক্তোবিচয়ৎ কৃতং নঃ রথেরিবঃ প্রভরেঃ বাজয়ৎভিঃ প্রদক্ষিণং মরুতাং স্তোমমৃধ্যাং"। অর্থ—এই অগ্নি অর্থাৎ প্রাণ বায়ু তিনিই সকল জীবের মূলাধার, তাঁহাকেই নমস্কার, তাঁহাকেই ভয় কর, তাঁহাতে প্রকৃষ্ট রূপে আসক্তি পূর্ব্বক তাঁহারই অনুসন্ধান করিয়া এক হইয়া যাও ; এইরূপ করিয়া নঃ অর্থাৎ এইরূপ সাদৃশ্যকে পাইয়া যেমত রথের মত প্রকৃষ্ট রূপে হয় অর্থাৎ মন যেখানে ইচ্ছা করে লইয়া যাইতে পারে, এই রূপ গমন করিয়া ওঁকার ক্রিয়া করিবে তাহাই স্তোম অর্থাৎ প্রশংসনীয় ঋদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্ম।

যে কূটস্থ অক্ষরের ধ্যান করে তাহার অবরোধের দ্বারা সামান্য প্রাপ্তি হয়। সে সেই

পরব্যোম পরমাত্মা, তাহা কূটস্থের মধ্যে আছে, সে আপনার আত্মার ভিতরে, তেজ অপ অন্ন উপাধি সব সমান ভাব হয়, যেমত ভূত গ্রামের হয়, যেমন পঞ্চ ভূত মধ্যে পঞ্চ মহাভূত সদাশিবাদি অন্ত ভূতাদি গ্রাম হইতেছে অর্থাৎ যেমত পঞ্চতত্ত্বের এই শরীর তাহার মধ্যে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পঞ্চপ্রেত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, শ্বাস একই, স্থানে স্থানে নাম ধারণ করিয়াছে ; সেই রূপ কূটস্থেরও তেজ অপ অন্ন সব মিলে উপাধি রহিত ক্রিয়ার পর অবস্থার পরব্যোম ও কূটস্থের পরব্যোম সামান্য হইতেছে, যাহা আপনারই আত্মার অন্তর মধ্যে আছে। সেই ভাবেও পরব্যোমের সেই উপাধি হইতেছে অর্থাৎ এই রূপ হইলে এই রূপ হয় এই ভেদ মাত্র কিন্তু বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম কূটস্থে ও ব্রহ্মে, কিন্তু উপাধি ভেদ মাত্র। প্রশ্নের এই উত্তর হইতেছে।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মা পরব্যোমের স্বরূপ হইতে ভিন্ন প্রকারের সামান্য দ্বারা অক্ষর জ্ঞানী লোকের অবরোধেতে অভেদের অনুপপত্তি হইয়া থাকে, যদ্যপি এরূপ কেহ কেহ তাহা নহে। ইহার নিমিত্ত কি ভিন্ন উপদেশের মত বলা যাইতে পারে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া এক হয়। পরমাত্মার সহিত মেলাতে আত্মার ভেদ উপপত্তি হয় না, ইহা যদি বল তাহা নহে। যেমত তাণ্ডিণ বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি," তুমিই সেই ব্রহ্ম, তিনি এক নূতন রকমের উপদেশ ভেদ, তাহাতেও এক ব্রহ্ম জানা যায়, সেই রূপ ক্রিয়ার পরাবস্থার হয়। পূর্ব্বের বলার সম্বন্ধে লোকে আদরের জন্য অভ্যাস করে আর পরে যাহা বলিলাম তাহাতে আদরের নিমিত্ত লোক করে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায়ও ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৭ খণ্ড ৩ অনুবাক ৫০ মন্ত্রঃ—"আয়ুর্গো বিশ্বতে দধৎ যমগ্নির্বরেণ্য উদয়স্তমস স্পরি রোহন্তনাকমুত্তমং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তমং"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা এই আয়ু হইতেছে ; গো-ব্রহ্ম শিব স্বরূপ হয়, বিশ্ব সংসারে প্রবেশ করে, দধৎ-ধারণ করে, যিনি এই প্রাণ স্বরূপ অগ্নিকে ধারণ করেন, যিনি এক ধারণ করিবার যোগ্য, এই ধারণা যখন ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হইতে উদয় হয়, তাহা হইলে অন্ধকারের উপর আরোহণ করে, স্বর্গ লোক যাহা সকলের উত্তম, তাহা পায়, এখানে সূর্য্য স্বরূপ কূটস্থ, তাহার মধ্যে নারায়ণ আছেন, সেখানে গিয়া উত্তম জ্যোতি প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম।

পরমাত্মা পরব্যোমের স্বরূপ প্রযুক্ত তদ্‌ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্মের অণুপ্রবেশ সকলেতে সমানত্ব প্রযুক্ত যাহাদের বুদ্ধি কূটস্থ অক্ষরেতে আছে, অবরোধের দ্বারা অভেদের অনুপপত্তি

হইতেছে অর্থাৎ ভেদ হইতেছে, ইহা যদি বল তাহা নহে, কারণ উপদেশান্তরবৎ, উপদেশ ভেদ কিন্তু বস্তুত এক। ক্রিয়ার পর অবস্থা ও কূটস্থে সামান্ত ভাব প্রাপ্তি হইলে তবে ব্যতিহার হইতেছে, অর্থাৎ দুই বলিতেছে যখন, তখন দুই আবার উভয়েতেই এক। তবে দুইত এক নহে।

## ব্যতিহারোবিশিংষন্তিহীতরবৎ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ। যাহার নিমিত্ত পরস্পরে এক রূপ ক্রিয়া বিশেষ করিয়া বলিতেছে ইতরবৎ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জায়গা যেমত দক্ষিণায়ণে সূর্য্যের প্রভা কম হয় আর চন্দ্রের বৃদ্ধি হয় আর উত্তরায়ণে চন্দ্রের কম হয় আর সূর্য্যের বৃদ্ধি হয়।

শ্বাস যখন স্থির হইয়া যায় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন আমিই ব্রহ্ম এই রূপ বুদ্ধির ন্যায় ঈশ্বরেতে আত্ম বুদ্ধি, ইহা আবার যখন না থাকে তখন দুই প্রকার বুদ্ধি হয়, এক ক্রিয়ার পরাবস্থা ও তাহার পরাবস্থা, এই রূপে অনেক বুদ্ধি, এই করাতে যে নিদর্শন হইতেছে, এই নিদর্শন ও ক্রিয়ার পরাবস্থার মত, যে যত সর্ব্বাত্মাদি বুদ্ধি করে, সেই রূপ কি? কারণ সেই ব্রহ্মই আমি, আর আমিই সেই ব্রহ্ম, এই বিশেষ হইতেছে। আর পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে জীবই ব্রহ্ম এই রূপ অন্যান্য সব আত্মত্বকে বলিয়াছেন, কেবল নির্দ্দেশ ভেদ প্রযুক্ত দুই রূপে মতি কর্ত্তব্য এই বলিয়াছেন; ইহাতেও জয় হয়। আল্লা বলাতেও কেবল ফল ভেদের নিদর্শন প্রযুক্ত বিদ্যাভেদ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিলে অন্য দিকে মন যায় না যখন সব ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৭ খণ্ড ৯ অনুবাক ১০৫ মন্ত্রঃ—"সর্ব্বং তদস্তু মে শিবং নহি তদৃশ্যতে দিবা"। অর্থ—সবই ব্রহ্ম, আমিই সেই শিব ব্রহ্ম যেখানে দিবা দেখিবার উপায় নাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম।

পরস্পর এক জাতীয় হওয়ার নাম ব্যতিহার, পরস্পর মিলে থাকার নাম এক অর্থাৎ এ উহাতে মিশে আছে, ও ইহাতে মিশে আছে। যেমত দক্ষিণায়ণে সূর্যের প্রভা কমে ও চন্দ্রের বাড়ে ও উত্তরায়ণে সূর্য্যের বাড়ে আর চন্দ্রের কমে, দুই এক ভেদ নহে, তবে কে ব্যতিহার করে?

---

## সৈবহি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ। সেই শক্তি তেজ অপ অন্নের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনেতে রূপান্তরকে পাইয়া সত্যাদি হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থার যাহা হেতু তাহা সত্য, তিনিই কূটস্থ সূর্য্য স্বরূপ, সেই কূটস্থ স্বরূপ মধ্যে পুরুষ হইতেছেন তিনিই এক, তদ্ব্যতীত কেহই নহে, কারণ তিনিই সত্য কিন্তু প্রকৃতির আকর্ষণে সেই সত্য হইতেছে। অর্থাৎ ক্রিয়াদি না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না। কিন্তু সকল গুণ উভয় ক্রিয়ার পর অবস্থা সেও এক গুণ, আর শরীরের ত্রিগুণ, এই উভয়ের উপসংহার করা চাই; পূর্ব্বের লেখার সম্বন্ধে সেই ব্রহ্মই সত্য, প্রকৃতির আকর্ষণের দ্বারা রূপের অভেদ হওয়া প্রযুক্ত অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়াতে আর কোন রূপ থাকে না, সুতরাং সকল গুণের উপসংহার হইতেছে, এই রূপ রূপ ভেদে গুণের ভেদ হইতেছে এবং উভয়েরই উপসংহার হইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৯ খণ্ড ২১ অনুবাক ২১ মন্ত্র:—"সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ চক্ষুংসি বিশ্বং সত্যং শ্রদ্ধা প্রাণ বিরাট শিবঃ"। অর্থ—কূটস্থ স্বরূপ দিব্য চক্ষু দ্বারা ঋত ও সত্য ব্রহ্ম দেখা যায় সেই চক্ষের মধ্যে তখন বিশ্ব সংসার সত্য বলিয়া বোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম, সেই শ্রদ্ধাই ব্রহ্ম তিনি প্রাণ স্বরূপ জগৎ ব্যাপক, বিরাট স্বরূপ শিব হইতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মময়।

সেই শক্তিই দেবতা তেজ অপ অন্ন ক্রিয়া বিশেষ রূপ নিয়মের দ্বারা রূপান্তরকে পাইয়া সত্যাদি হয়। সেই সত্যাদির কি ক্রিয়া উভয়েতেই হয়?

---

## কামাদীতরত্রতত্রচায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ। সেই শক্তি যাহা পরব্রহ্মেতে আছে তাহাকে ছাড়িয়া সত্যাদিতে কামাদি ব্যতিহার হয়।

সত্য কাম অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মেতে থাকায় হয় অনিচ্ছার ইচ্ছা, আবার ইহাও শোনা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইহা উত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার হয়; যাহা বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, যখন সেই তিনকে বশ করিয়াছে তাহাতে সকলের উপসংহার হয়। ছান্দোগ্যে বলিতেছে, সবই যখন ব্রহ্ম তখন উপসংহার কি প্রকারে হইবে? এক এক ক্রিয়ার এক এক আয়তন অর্থাৎ স্থিতির বেড়; উপাসনাতেও স্তুতির রূপ মাত্র কিন্তু গুণের লোপ হয় না ইহা বলা হইয়াছে, সেই রূপ এখানেও। সেই রূপ প্রাণাগ্নি হোমেতেও গুণের লোপ হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় সব গুণের লোপ হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৯ খণ্ড ২১ অনুবাক ৩০ মন্ত্রঃ—"যোতিথিনাং স আহবনীয় বেশ্মনি স গর্হপত্যো যস্মিন্‌পচন্তি স দক্ষিণাগ্নি"। অর্থ—যে সতত গমন করে, অর্থাৎ ক্রিয়া করে সেই হোম করিবার যোগ্য, যে অগ্নি গৃহের পতি হইয়াছেন; ক্রিয়া করার নাম গার্হপত্য অগ্নির হোম, সেই অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় পচন হয় অর্থাৎ তাহার বল থাকে না, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি কহে, সে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম।

সেই কূটস্থের অর্থাৎ শক্তি পরমব্রহ্মের যে সব আয়তন তাহার ব্যতিহার অর্থাৎ তেজ অপ অন্নের মধ্যে ব্রহ্ম, ইহা ভিন্ন সত্যাদিতে কামাদি হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকায় কোন কামাদি নাই; ইহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন, যদি এই ব্রহ্মপুরে দহর, ( ব্রহ্ম ) কূটস্থই ঘর হইতেছে; দহর এই অন্তর আকাশ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে আকাশ, তাহার যে অন্ত তাহার অন্বেষণ করা আবশ্যক, সেখানে কে আছে যাহার অন্বেষণ করিবে? যত কিছু এই আকাশে আছে, সমস্তই অন্তর হৃদয়াকাশে আছে। স্বর্গ ও পৃথিবী দুই অন্তর আকাশেতে আছে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র সমস্তই ব্রহ্মেতে আছে। সে হনন হয় না, এই সত্য ব্রহ্মপুর, ইহাতে কাম সমাহিত হইয়াছে তাহা দ্বারা আত্মা পাপাত্মা। ভাল যদি সত্যে ক্ষেত্রজ্ঞে কামাদি ব্যতিহার, তবে প্রাণাগ্নি হোত্রে, আর যেখানে উপবাস ব্রত সেখানে প্রাণাগ্নিহোত্র লোপ হইতেছে। প্রাণাগ্নিহোত্র বিধান ছান্দোগ্যোপনিষদে বলিয়াছেন অর্থাৎ ক্রিযার দ্বারা অন্ন পরিপাক করা ( প্রাণায় স্বাহা ) প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয় চক্ষুর তৃপ্তি হইলে কূটস্থের তৃপ্তি কূটস্থের তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি ও সকলের তৃপ্তি. এই ব্রহ্ম বর্চস ( ব্যানায় স্বাহা ) ব্যানের তৃপ্তি হইলে শ্রোত্রের তৃপ্তি শ্রোত্রের তৃপ্তিতে চন্দ্রের তৃপ্তি; চন্দ্রের তৃপ্তিতে দিশ তৃপ্তি তাহার তৃপ্তিতে সকলের তৃপ্তি, সেই তেজের নাম ব্রহ্ম বর্চস হইতেছে। পরে ( অপানায় স্বাহা ) অপানের তৃপ্তিতে বাক্যের তৃপ্তি অর্থাৎ কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, বাক্যের তৃপ্তিতে শ্বাসের তৃপ্তি, শ্বাসের তৃপ্তিতে পৃথিবীর তৃপ্তি, সমস্ত তৃপ্ত হওয়াতে সেই তেজ সেই ব্রহ্ম বর্চস হইতেছে। ( সমানায় স্বাহা ) সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয় মন তৃপ্ত হইলে পর্জ্জন্য তৃপ্ত হয়, অর্থাৎ কূটস্থ, কূটস্থ তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের তৃপ্তি অর্থাৎ শরীরের অগ্নি তৃপ্ত হইলে সব তৃপ্ত হয়, তাহার দ্বারা যে তেজ সেই ব্রহ্ম বর্চস হইতেছে। পরে ( উদানায় স্বাহা ) উদানের দ্বারা ত্বচার তৃপ্তি, ত্বচার তৃপ্তিতে বায়ুর তৃপ্তি, বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি, সেই আকাশের অণুর তৃপ্তিতে যে তেজ তাহা ব্রহ্ম বর্চস হইতেছে। এইরূপ যে জানে ও প্রাণায়ামাদ্বারা অগ্নিহোত্র করে তাহার সব মায়াদি সব ব্রহ্ম হওয়ায় ভস্মীভূত হয় যেমত সব আগুন ছাই হয়। চণ্ডালের অন্নও এই অগ্নিতে ভস্ম হয়। যেমত বালক সর্ব্বদা মাতাকে দেখে সেইরূপ সকল ভূত এই অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, ইহা প্রাণাগ্নি হোত্র হইতেছে। এই রূপ করিয়া স্থিরত্ব পদ পাওযাতে উপবাসের লোপ হইতেছে না। উপবাস ও প্রাণায়াম ইহার মধ্যে কোনটা নির্দ্ধারিত করা চাই; নিয়মের দ্বারা?

## আদরাদ লোপঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ। প্রাণাগ্নিহোত্রের বিধি কথা বলাতে, আদরের সহিত উপবাসেতে তাহার লোপ হয় না।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মপদ হয় এজন্য ক্রিয়ার আদর, কিন্তু আবার ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় মন চলায়মান দেখা যায়, কিন্তু যোনিমুদ্রায় কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্মও দেখা যায়। তাহার পর বালকের ন্যায় পুরুষ তাহাতেই ভালরূপ আদর পূর্ব্বক থাকা এই পূর্ব্ব পক্ষ হইতেছে, যে সমুদয় কিরূপে লোপ হইতেছে যখন রূপাদি দেখা যায়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকিতে পারিলে মন অন্য দিকে যায় না কেবল ব্রহ্মে ে থাকে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৩০ মন্ত্র ৯ খণ্ড ৩ অনুবাক:—"গুহা ত্রিণি নিহিতানেঙ্গ ভয়ন্তি তুরীয়ং বাচোমেণ্‌য্যাবদন্তি"। অর্থ—যোনিমুদ্রায় নক্ষত্রস্বরূপ যে এক গুহা দেখা যায়, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মাণুর মধ্যে থাকা এক গুহা, এবং তাহাতে স্থিতি করিয়া সকল দ্রব্যের মধ্যে সেই ব্রহ্মের অণু সে দেখে; এই তিন গুহা, ইহাতে থাকিয়া অভয় পদ পায়; সেই তুরীয় অবস্থা অর্থাৎ যত মনুষ্য সব বলেন আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ পওয়া বলেন না যে আত্মা সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ।

প্রাণাগ্নিহোত্রের যে বিধি তাহা উপবাসের দ্বারা লোপ হয় না কেন?

---

## উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ। ৪১।

সূত্রার্থ। প্রাণাগ্নিহোত্র যাহা আহার হইতেছে, তাহারই স্থিতিতে প্রথম গ্রাস ইত্যাদি আহুতিতে কোন কোন প্রশংসা বচনের দ্বারা উপবাসেতে তাহার লোপ হয় না।

যে খাদ্য দ্রব্য প্রথমে আইসে, পরে ভোজন করাতে ভোজন হইল কিন্তু প্রাণাহুতি দিলে ভোজন হয় না, তবে ভোজন লোপ হইল না অর্থাৎ ভোজন থাকিল অর্থাৎ যাহা কিছু ভোজ্য দ্রব্য উপস্থিত হইল সেই ভোজন করিবার দ্রব্য হইতেছে, এই ভোজন দ্রব্য হইতে প্রাণস্বরূপ অগ্নিতে হবন করায় অগ্নি হোত্র নাম নিষ্পত্তি হইতেছে? কি অন্য কোন দ্রব্য খাওয়ায় অগ্নিহোত্র দ্রব্য মুখে বলা হইতেছে। তবে ভোজনের লোপেতে অগ্নিহোত্রের লোপ হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বের বিষয় স্মরণ করিয়া নিত্যই ভোজন করা প্রাণস্বরূপ অগ্নির আশ্রয় হইতেছে, এইরূপ অগ্নিহোত্র যিনিই তিনিই নিত্য অগ্নিহোত্র বলা হইয়াছে নিত্যই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া উপাসনা করা এই ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৩ অনুবাক ৩০ মন্ত্রঃ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণামগ্নিমহে রথো দিব্যস সুপর্ণো গুরুত্ব মান একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। অর্থ—এই চক্ষুতে কূটস্থ তাহার মধ্যে যে কৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, আর জ্যোতিস্বরূপ অগ্নি সেই মহারথস্বরূপ, এইরূপ দিব্য মূর্ত্তি যিনি গরুড়স্বরূপ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি হওয়াতে হইয়াছে তাহারই উপর কূটস্থের স্থিতি হইয়াছে, তখন মাথায় ভার হইয়াছে সেই ভার ক্রিয়ার পর অবস্থার এক ভাব হইয়া থাকে। তিনি সৎব্রহ্মেতে থাকিয়া যত বস্তু আছে সকলেতেই ব্রহ্ম বলে।

প্রাণাগ্নিহোত্রের আহার উপস্থিত হইলে প্রথম গ্রাসের আদিতে আহুতি দিবে, তাহার দ্বারা তৃপ্ত হইয়া উপবাসের লোপ হইতেছে না, তবে প্রাণায়াম আর উপবাসের মধ্যে কোনটা কর্ত্তব্য ?

তন্নির্ধারাণানিয়মস্তদ্ দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্য প্র[illegible]ং ॥ ৪২ ॥

স্থত্রার্থ। অগ্নিহোত্র আর উপবাসের মধ্যে নিয়ম দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র আর উপবাসের অবধারণ করে নাই কারণ শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা করিয়াছে।

উপরের লিখিত কর্ম্মগুণ যেমত আত্মা নির্দ্ধারণ করেন, যেমত গানের রস মিষ্ট, তমগুণ প্রভৃতি নিত্যবৎ কিন্তু নিত্য থাকা নিয়ম নহে, কারণ যে সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে অনুষ্ঠানকে কি প্রকারে দেখিবে, অর্থাৎ যে স্থিতিতে রহিয়াছে সে স্থিতিকে কি প্রকারে দেখিবে, ও নিয়মই বা কি প্রকারে দেখিবে, দুই করা হয় না, ইহা দেখিয়া আটকিয়া থাকায় দুই করার হেতু হয়, পৃথক ফল হইবেই হইবে অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা অতিশয় হয়, যে সেই বিদ্যাই করে বা শোনে উভয়েরই ফলের ইচ্ছায় উপাসনা, গো দোহনের ন্যায় করে অর্থাৎ ক্রিয়া করে। পূর্ব্বের বলার সম্বন্ধে সকল কর্ম্মেরই ফলের ভেদ আছে, কর্ম্মাঙ্গের নিত্য অনিত্য রূপের দ্বারা প্রয়োগের কোন ভেদ নাই ইহা বলা হইয়াছে। সে রাস্তা একই ( বায়ু ) প্রাণ যাহা তত্ত্বের ভেদের দ্বারা প্রাপ্তির লক্ষণ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন হয় কারণ ফলের একতা প্রযুক্ত উপাসনা প্রয়োগ এক অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তাহাই ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ৭ খণ্ড ৩ অনুবাক ৩০ মন্ত্রঃ—"অগ্নিযমংমাতরি শ্বানমাহ"। অর্থ—এই বৈশ্বানরস্বরূপ যে অগ্নি ইনিই আবার যম-স্বরূপ, এবং তিনিই বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম।

প্রাণাগ্নিহোত্র ও উপবাসের মধ্যে, না কেবল নিয়মের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য না উপবাসই নির্দ্ধার্য্য কারণ শাস্ত্রেতে দেখা যাইতেছে প্রাণাগ্নিহোত্র ও উপবাসব্রত বিধি হইতেছে। প্রাণাগ্নিহোত্র করণে সেই ফল উপবাসে ও প্রতিবন্ধ করে, আর উপবাসেতে প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রতিবন্ধ হয়। পৃথক ফল হেতু প্রতিবন্ধ হয় না, প্রাণাগ্নিহোত্র এক বিধি আর উপবাসের ফলের এক বিধি। উপবাসে যে ফল আর প্রাণাগ্নিহোত্র ফল যাহা প্রতিবন্ধ হইতেছে তবে উভয় ফল উপবাসে হউক। ( প্রাণায়ামেতে যে সব দেখে উপবাসেতেও সেইরূপ অনেক দেখায় বটে কিন্তু ভিন্ন রূপে দেখায় )।

## প্রদানবদেবতচ্চুক্তং ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ। যে যে উপবাস ব্রত নিয়মে করার উপযুক্ত উক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণাগ্নিহোত্র প্রদানের ন্যায় ফল হয়।

বাজসনেয় বলিয়াছেন যে কথা অপেক্ষা প্রাণ অধিক এই অবধারণ হইয়াছে। অধ্যাত্ম অধিদৈব প্রকাশ হয় ও পঞ্চতত্ত্ব এবং ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন যে বিদ্যা বায়ু ও প্রাণের ধারণা, এই দুই এক, কিন্তু বায়ু ও প্রাণ ভিন্ন স্বরূপ হইতেছে, বিদ্যার ভেদ যেমত এক অগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতঃ প্রবৃত্তি ভেদ, সেই প্রকার এক রূপেরই নিদর্শন, ইন্দ্রাদি রূপাদি, সেও ব্রহ্মের রূপ, সকল দেবতার মধ্যে এক ব্রহ্ম। হেলার দ্বারা সকল বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়; প্রাপ্ত হইলে যে পরিত্যাগ সে শব্দ মাত্র, সে নেশা থাকেই থাকে, তাহাকে কি প্রকারে বারণ হইতে পারে? যখন পৃথক জ্ঞান হয়, সকল প্রকারের শেষ জ্ঞান, জ্ঞেয় কূটস্থকে জানা এই এক ব্রহ্ম। প্রমাণ পরমহংসোপনিষদঃ—"জ্ঞান দণ্ডোধৃত যেন এক দণ্ডি স উচ্যতে। কাষ্ঠ দণ্ডধৃত যেন সর্ব্বাশি জ্ঞানবর্জ্জিতঃ"। অর্থ—জ্ঞান—আত্মায় থাকাস্বরূপ দণ্ড যে ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে সেই ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে এবং তাহাকেই দণ্ডি বলা যায়, আর যে কেবল কাষ্ঠ দণ্ড ধারণ করে সে সকল জ্ঞান বর্জ্জিত।

যে যে উপবাস ব্রত নিয়ম দ্বারা কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে সেও প্রাণাগ্নি হোত্রের ন্যায় আহুতি প্রদানের ন্যায় হইতেছে অর্থাৎ উপবাস—অন্য দিকে মন দিয়া থাকা (ব্রহ্মেতে) তাহাতে যাহা কিছু দেখা যায় তদ্রূপ ক্রিয়াতেও দেখা যায় ব্রহ্ম। যদ্যপি উভয়েরই বল তুল্য হইল, প্রাণাগ্নিহোত্র না করিয়া উপবাসের বিধি হইতেছে। যেমত উপবাসে প্রাণাগ্নিহোত্র ফল ও উপবাসের ফল দুই হয়, সেইরূপ প্রাণাগ্নিহোত্রেতেও উভয় ফল হউক?

---

## লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ। যাহার নিমিত্ত অভ্যধার অর্থাৎ ভোজন আর উপবাসের মধ্যে উপবাসই ভাল হইতেছে, অধিক লিঙ্গের জন্য।

বাজসনেয় গুপ্ত অগ্নির কথা যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ক্রিয়া করা যাহা করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ব্রহ্মে থাকে, যেখানে ৩৬০০০ আত্মার অগ্নি অর্থাৎ ৩৬০০০ নাড়ী আর ইহার বিপরীত গমন ৩৬০০০, এই ৭২০০০ নাড়ী যাহা তন্ত্রে উক্ত আছে, মনই চিত্ত (কূটস্থের) মধ্যে থাকাতে সেই এক অগ্নি অর্থাৎ প্রাণ বায়ু, কেবল স্থানে স্থানে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে, তিনি স্বতন্ত্র হইতেছেন, তিনি ক্রিয়াতে অণুপ্রবেশ কি প্রকারে

করিবেন? সেই ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাহার চিহ্ন হয়, সেই সকল অপেক্ষা অধিক, সেই-রূপ অগ্নিরও চিহ্ন হইতেছে। প্রকৃষ্টরূপ ক্রিয়া করাতে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে কর্ম্ম তাহার মধ্যে প্রবেশ করার দরুন সেই ক্রিয়াই বলবান হয়, সেই ক্রিয়াই ভালরূপ করিলে বলবান হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আকর্ষণ হয়, তাহা ক্ষণে দুর্ব্বলতাকে পায় সুতরাং সে ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে না, কিন্তু সর্ব্বদা প্রাণায়াম করিলে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে তিনিই ব্রহ্ম। প্রমাণ পরমহংসোপনিষদঃ—"সযাতি নরকং ঘোরং মহারৌরবমেবচ"। অর্থ—যে আত্ম দণ্ড ধারণ না করে সে মহারৌরব নরকে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকিলে কেবল সংসারে নরক ভোগ মাত্র।

ক্রিয়া করাতে সে সময়ে প্রাণ ভিতরে ভিতরে চলে ও তৃপ্ত বোধ হয় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় ও ভিতরে ভিতরে প্রাণ থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় বল বেশী, কারণ ক্রিয়াতে স্থৈর্য্যতার চিহ্ন অল্পই বোধ হয়, আর উপবাস অন্যত্র বাস করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অধিক স্থৈর্য্যতার অনুভব হয়। এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার সময় অন্য দিকে যায় ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন অন্য দিকে যাওয়া বোধ হয় না, নিজে ব্রহ্মেতে লয় হওয়ায় সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হয়; এইরূপ অল্প ও বিস্তর ধর্ম্মকত্ব বোধ হইতেছে। ভাল, প্রত্যহ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহার অপেক্ষা থাকা অর্থাৎ ক্রিয়া করা চাই; আবার সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তিও কর্ত্তব্য, যাহা প্রধান হইতেছে, কারণ ক্রিয়ার সময় সংকল্প আইসে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিকল্প অর্থাৎ আপনি ব্রহ্মেতে থাকায়, সেই নেশাতে থাকা, যাহার নাম ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান ও যোগ হইতেছে। যাহারই নাম উপবাস তাহাতে প্রাণাগ্নিহোত্র অর্থাৎ সে সময়ে ত আটকিয়া থাকে, প্রাণাগ্নিহোত্র অর্থাৎ নিশ্বাস ও শ্বাস কি প্রকারে হইতে পারে?

---

পূর্ব্ব বিকল্পঃ প্রকরণাৎস্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ। প্রকরণ জন্য পূর্ব্ব প্রাণ অগ্নিহোত্রের সর্ব্বদা করিবার যোগ্য থাকাতে প্রাপ্ত হইয়াছে যে প্রাণ অগ্নিহোত্র কাহার বিকল্প হইতেছে যেমত মনের ক্রিয়া আর শরীর ও বাক্যের চেষ্টা এই ক্রিয়াতে মানস ক্রিয়াতে বিকল্পের বিধি হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও চিত্তাদি ক্রিয়ার রূপই হয়। কিন্তু কি প্রকারে ক্রিয়া করায় পূর্ব্বে ক্রিয়াময়স্বরূপ অগ্নি অর্থাৎ বায়ু যাহার স্বভাব গতি, তাহা স্থিতিকে পায় অর্থাৎ সঙ্কল্প ছাড়িয়া বিকল্পকে পায়, এইরূপ বিশেষ বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়, সেই বুদ্ধিই বা কি প্রকারে ক্রিয়াময় অগ্নির অর্থাৎ ক্রিয়া করাতে বিরূপ (স্থিতি) হয়। তাহা ভাল রূপ করিলে ক্রিয়ার রূপ হয়। সেই যে ক্রিয়ারূপ হয় তাহাকে দেখে, বলিতেছেন, মনের মত, যেমত

দশ রাত্রে দশম দিনে, পৃথিবীর বিপাকে পৃথিবীর পাত্রে, সমুদ্রের চন্দ্র, যাঁহার প্রজাপতি দেবতা, এই গ্রহণ করায় এই গ্রহণের আস্বাদন হরণ হইয়া যায়, যাহা কিছু খায়; তখন মন অন্য রূপ নাম ধারণ করেন। সেত মনেরই কল্পনা মাত্র, শরীরে এইরূপ নানা কল্পনা বায়ুর দ্বারা হয়। কেবল প্রকরণে অর্থাৎ ক্রিয়াতে চিহ্নের বাধা করে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন চিহ্ন নাই। প্রমাণ পরমহংসোপনিষদঃ—"আত্মা আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে স যতিঃ সং যোগী জ্ঞানী পূর্ণানন্দ একরূপ একরস"। অর্থ—যে আত্মা দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা আত্মাতে আটকিয়া স্থির ভাবে থাকে, তাঁহারই সকল ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া যায়, তাঁহাকে যতি বলে, এইরূপ সংযম করিলে যোগী হয় অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মাতে যোগ হয়, যোগ হইলেই এক ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি, তাহা হইলেই পূর্ণানন্দ তখন একই রূপ হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্ম রসে মগ্ন হইয়া এক রস হয়।

পূর্ব্বে প্রাণাগ্নিহোত্র ক্রিয়া নিত্যই কর্ত্তব্য প্রযুক্ত তাহার প্রাপ্তিতে তাহার বিকল্প হয় অর্থাৎ ক্রিয়া না করা, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হয়। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে নিত্যই উপবাস ব্রত হয়। এখানে মনে মনে ক্রিয়া হয় অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ভিতরে ভিতরে সূক্ষ্ম রূপে চলে, বোধ হয় না যে চলিতেছে, কিন্তু শ্বাসে মন দিলেই বোধ হয় চলিতেছে। আর যদি না চলিত তবে প্রাণ থাকিত না। এইরূপ স্থিতি যাহা ক্রিয়া দ্বারা হয় তাহার নাম যোগ ধারণা অর্থাৎ চুম্বক পাথরে লোহা লাগাইলেই তাহাতে লাগিয়া যায় ও বরাবর তাহাতে লেগে থাকে। সেই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা পরমাত্মাতে লেগে আটকিয়া থাকে। এইরূপ থাকিতে বরাবর আটকিয়া থাকিয়া সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ মনে মনে আটকিয়া থাকে ও সকল কর্ম্ম করে। এইরূপে উপবাসেতে প্রাণাগ্নি কর্ম্ম মনে মনে হয়। ক্রিয়া শরীরের চেষ্টা মনের দ্বারা ও বাকচেষ্টা ও ওঁকার জপ এ সকল করিয়া তাহার পর ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়া না করা, এই বিকল্প মানস কর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিধি হইতেছে। ভাল শরীর ক্রিয়া বিকল্পে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মানসিক ক্রিয়া কি প্রকারে বিধি হইতেছে?

---

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ। অতি দেশের জন্য পূর্ব্ব বিধির বিকল্পেতে পরবিধি উপবাস ব্রত বিধি হইতেছে, উপবাসের শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য।

জগৎ আত্মময় ব্রহ্ম, তিনিই এক; এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্ত তিনি এবং পূর্ব্বে সেই ব্রহ্ম ছিলেন, এ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে, এ কোন দেশ নহে। কিন্তু তাহারও পরিহার হয় অর্থাৎ সে নেশাও থাকে না, তাহার পরে যে অবস্থা সেই ব্রহ্ম এই

সিদ্ধান্ত হইতেছে। প্রমাণ আনন্দবল্লি উপনিষদ ৮ সূত্র:—"অন্নংহি ভূতানাং শ্রেষ্ঠং আত্মাময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়"। অর্থ—যত এ শরীরের মধ্যে আছে তাহার মধ্যে কূটস্থ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মাস্বরূপ হইয়া সকল আত্মার মধ্যে আছেন। আত্মা জগৎ ব্যাপক, কারণ সকল ভূতে আত্মা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম যাহা হইতে সমস্ত উৎপত্তি। অতএব সকল ভূতের মধ্যে আত্মাস্বরূপ আছেন, আত্মাই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং সকল ভূতেতে আত্মাময়। আত্মাই মন, কারণ আত্মা না থাকিলে মন কোথায়, অতএব আত্মার সর্ব্ব ব্যাপকত্ব উপরে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এক্ষণে যদি আত্মাই মন হইলেন তবে মনই সর্ব্বব্যাপক, অতএব সমস্ত মনোময় সুতরাং মনের দ্বারা সমস্ত দেখা যায়। মনোময় হওয়াতে অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তখন মন ও আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হয়, তখন মন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, মনও সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং সমস্ত মনোময়। মন দিলেই সেই বস্তুর লক্ষ্য হয় মন না দিলে সে বস্তু থাকিয়াও নাই। সেইরূপ যোগীদিগের মন ব্রহ্মেতে থাকায সংসারে থাকিয়াও নাই। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে বিজ্ঞানময় হয়, অর্থাৎ সেই নেশাতে থাকিয়া সকল কর্ম্ম করিযাও কিছু করে না। যেমত মাতালের কর্ম্ম, নেশার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে আমি কিছুই করি নাই। তদ্রূপ যোগীরা সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না; এইরূপ বিজ্ঞানময় হওয়ায় অর্থাৎ সর্ব্বদা নেশা থাকে, আর সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না এইরূপ বিজ্ঞানময়ে থাকিতে থাকিতে সদা আনন্দে থাকে, সুতরাং যে অবস্থায় থাকে তাহাতেই আনন্দ হয় এবং সে আনন্দময় হইয়া যায়। আত্মা মন বিজ্ঞান আনন্দ সমস্তই ব্রহ্ম হইলেন ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক সুতরাং আনন্দও সর্ব্বব্যাপক।

অতি দেশ তাহার নাম, যেমত অন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করাতে অন্যত্র অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা, এই অতিদেশ হইতেছে, তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বিধি বিকল্পে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিযার পর অবস্থা যাহা পর বিধি হইতেছে তাহাকে উপবাস কহে। সেই উপবাস ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রত, ক্রিয়া করিয়া হয়। চেষ্টা করা কি প্রকার?

## বিদ্যৈবতু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে বিদ্যাই গ্রহণের যোগ্য; নির্দ্ধার জন্য, নির্দ্ধার অর্থাৎ জাতি গুণ শ্রেষ্ঠ জন্য।

তু শব্দে অগ্নির ক্রিয়া বোধ হইতেছে অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া প্রাণায়াম, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তাহার বারণ হইতেছে। যখন ক্রিয়ারূপ বিদ্যাই বা কোথায়, বিদ্যা চিৎ হইতেছে

অর্থাৎ সেই ক্রিয়াই ( আত্মা ) পরমাত্মা চিৎস্বরূপে লীন হয়, তখন আত্মার নিঃশেষ রূপে ধারণা হব, সেই ধারণা অসংহকৃত নহে, আত্মা কূটস্থের সহিত আছেন, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম-স্বরূপে আছেন, এইরূপ নির্দ্ধারণ হইতেছে ; ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে যে আত্মার বাধা তাহা হয় না অর্থাৎ তিনি সুষুম্নার স্বরূপে সূক্ষ্ম রূপে স্থিত হইয়া চলায়মান হয়েন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরমাত্মাতে আত্মা সদা লীন থাকায় ব্রহ্মস্বপদ প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ আনন্দবল্লি উপনিষদঃ—"সোঽকাময়ত বহুস্যাম প্রজায়েযেতি সৎ তপো তপ্যপ সতপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বং সৃজত, যদিদং সর্ব্বং সৃজত, যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্টা, তদেবাণুপ্রবিশৎ তদণুপ্রবিশ্য সচ অন্যচ্চা ভবতি, কক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যং ভব্যদিদং কিঞ্চিৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে"। অর্থ—সেই ব্রহ্মের অনিচ্ছার ইচ্ছায় তিনিই অনেক রূপ হয়েন এইরূপ সৃষ্টি করিযা অনেক অর্থাৎ সকল রূপের মধ্যে অণুপ্রবেশ করেন, সৎ অসৎ রূপের মধ্যে তিনি সকল ভাল ও মন্দের মধ্যে আছেন অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক।

বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্ম জানা ও না জানার মধ্যে ব্রহ্ম জানাই গ্রাহ্য, নির্দ্ধারণ প্রযুক্ত অর্থাৎ নেশা হওয়ায় কাযে কাযেই গ্রাহ্য। ইহা কথিত হইয়াছে যে মনের দ্বারা ক্রিয়া করায় চিৎ অর্থাৎ কূটস্থ সেইখানেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি জানা হইতেছে, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। আরও বলিয়াছেন সংযত চিত্তে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ায় আটকিয়া থাকা মনের আত্ম ব্যাপারেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার ব্যাপারেতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় অনুবন্ধন হয়। এইরূপ যাহার হয় সে মন স্থির করিযা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকে, মনের দ্বারা মনের যোগ, অন্যত্র যাওয়া অগ্রাহ্য করে অর্থাৎ মন অন্য দিকে লইয়া যায় না, মনের দ্বারাই স্তব করে, মনের দ্বারা খায়, যাহা কিছু কর্ম্ম করে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, মনের দ্বারাই করে এই রূপ সে মনোময়, মন চিত্ততে থাকায় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকায় সে সমস্ত করিয়াও কিছু করে না। ফেরত কিছু করে ?

---

## দর্শনাচ্চ। ৪৮।

সূত্রার্থ। লোকেতে দেখাও যায়।

লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের ক্রিয়ার পর অবস্থায় শেষ হয়। সহকারী মন অন্য বস্তুর যাহার চিহ্ন আছে, তাহার অপেক্ষা করেন ইহা লিঙ্গ সূত্রে বলা হইয়াছে। তবে কোন বস্তুর চিহ্ন ক্রিয়ার পর অবস্থার কখন বাধক হয়। কিন্তু ভালরূপ সর্ব্বদা ক্রিয়া করাতে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন থাকে। প্রমাণ আনন্দবল্লি উপনিষদঃ—"অসৎ বাইদমগ্রমাসীৎ ততোবৈসদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়ং কুরুত তস্মাৎ তৎসুকৃতমুচ্যতে,

তৎস্বকৃতংরসো সহ্যেবায় লব্ধানন্দি ভবতি"। অর্থ—প্রথমে কিছু ছিল না ব্রহ্মব্যতীত, পরে ব্রহ্মই অণুপ্রবেশ করিয়া সৎরূপে প্রকাশ হয়েন, তখন আত্মাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বব্যাপক হইলেন সেই আত্মার ক্রিয়ার নাম সুকৃত হইতেছে, সেই ক্রিয়া করিয়া অমৃত রস স্বাদ করিয়া আনন্দ লাভ করেন ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সদা আনন্দেতে থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকেন।

লোকে দেখা যাইতেছে অনেক তেজের হওয়াতে তেজ বলে, জল অধিক হওয়াতে জল বলে, মাটি অধিক হওয়াতে মাটি। সেইরূপ ব্রহ্ম অধিক হওয়াতে ব্রহ্ম।

## শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ। শ্রুতি স্মৃতির বলবান জন্য উপবাস ব্রতের বাধা নাই।

ভালরূপ ক্রিয়া করিলে কোন বাধার কারণ হয় না। কারণ কোন চিহ্ন হইলে বাধা হইবে, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন চিহ্ন নাই, তখন নিজে না থাকায় কোন বাধা নাই তখন স্বতন্ত্র হইতেছেন অর্থাৎ আপনার নেশায় আপনি মগ্ন, মন ও চিত্তাদি কোথায়, তখন সমস্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া গিয়াছে, কারণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ বলবান হইয়াছে। কারণ সকল বেদের চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষ্য চিৎ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মেতে তিনি সর্ব্বদা আত্মা স্বরূপে সর্ব্বব্যাপক তন্নিমিত্তে তিনিই সর্ব্ব ভূতের মধ্যে অণু প্রবেশ করিয়া সকলের মধ্যেই আছেন, সর্ব্বব্যাপক হওয়াতে বাক্যের মধ্যেও আছেন। এইরূপ চিত্ত হয়, এইরূপ সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রসিদ্ধ হইলে সেই ব্রহ্ম পদ হইল, না কি ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা। ক্রিয়া করিয়া হউক বা ক্রিয়া না করিয়া হউক, ক্রিয়ায় পর অবস্থায় ব্রহ্ম। প্রমাণ ভৃগবল্লি উপনিষদঃ—"প্রাণোব্রহ্ম ইতি, মনোব্রহ্মেতি বিজ্ঞান ব্রহ্মেতি, আনন্দ ব্রহ্মেতি, প্রাণাপানয়ো কর্ম্মেতি, যশ্চ অয়ং পুরুষে যশ্চা সবো আদিত্যে" অর্থ—প্রাণ স্থির হইলে ব্রহ্ম, প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মন সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইল। প্রাণ ব্রহ্ম যখন অবধারণ হইল তখন মনও ব্রহ্ম; পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞান পদ তাহাও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রহ্ম; প্রাণ ও অপানের কর্ম্ম এই ক্রিয়া হইতেছে, এই ক্রিয়াতেই ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়। এই কর্ম্ম হইলে আর সমুদয় অকর্ম্ম হইতেছে। লোকে অকর্ম্ম করিবে কিন্তু ফল চায় কর্ম্মের। এই পুরুষে কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ যাহা দেখিতেছ সেই আদিত্য যেমন আপনার শরীরে ক্রিয়া দ্বারা ত্রিভুবন দেখা যায়, তদ্রূপ সূর্য্য দর্শনে ত্রিভুবন দর্শন হয়। ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই ব্রহ্ম কারণ ব্রহ্মের অণুপ্রবেশ সকলের মধ্যেই আছে।

ব্যাস বলিয়াছেন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সকল পৃথক পৃথক অনুবন্ধন দেখাইয়াছেন, তাহাতে

বিরোধ হইতেছে। তাহার মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ শ্রেষ্ঠ হইতেছে, প্রাণাগ্নিহোত্র আর উপবাস ব্রত ফের বলা হইয়াছে। শ্রুতির ন্যায় দেখাতে অবাধ হইতেছে।

---

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বদ্দৃষ্টশ্চতদুক্তম্॥ ৫০॥

স্থত্রার্থ। দৃষ্ট ও বাধা রহিত হইতেছে অনুবন্ধাদি জন্য তাহা বলা হইযাছে, মন চিত্ত প্রভৃতির যাহা বোধ করিবার যোগ্য, ক্রিয়া বোধ করিবার যোগ্য ক্রিয়াবান ক্রিয়াতে মন অনুবন্ধ করে, ইত্যাদি কথা দ্বারা অনুবন্ধ উক্ত হইয়াছে। যেমত এক বুদ্ধি হইতে অন্য বুদ্ধির বিভিন্নতা।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও যখন চিদাদিতে বদ্ধ থাকে, ক্রিয়ার অবয়ব যে স্থিতি প্রভৃতি অর্থাৎ মনের মধ্যেই রকম রকমের স্থিতি বোধ হয়, এই সকল বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারায় সে এই অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, এইরূপ স্থিতি সম্পাদন যাবত থাকে, আদি শব্দে এই বুঝায়, সকলের অতিক্রম করিয়া যে দেশ তাহা নহে। ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পশ্চাৎ অর্থাৎ ক্রিয়াতে প্রবেশ অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্ম অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারের যত বস্তু ভস্ম হয়, যাঁহারা এইরূপ সামঞ্জস্য করিযাছেন তাঁহারা স্বতন্ত্র হয়েন এবং তাঁহাদের প্রজ্ঞা পৃথকত্বর ন্যায় বলিয়া থাকেন এই তাহাদের নিদর্শন ; যেমন প্রজ্ঞান্তরদিগের শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা যাহারা জানেন, পরস্পরের কর্ম্মের পৃথকত্ব হইতেছে। সেইরূপ তবে প্রকরণের আকর্ষণের উৎকর্ষতা দেখা আবশ্যক, তবে কি প্রকারে এই ক্রিয়াই করিবে বলিয়া স্থির করিবে, যে বস্তু দেখিবে তাহাতে মন আবেশ করিবে অর্থাৎ মন প্রবেশ করিবে এইরূপ রাজস্থয় প্রকরণে পড়া অর্থাৎ জানা হইয়াছে, সকল প্রকরণ অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রকরণ হইতেছে, তিনবর্ণের ( ওঁ ) অনুবন্ধন অর্থাৎ ওঁকারে স্থিতি, তাহাকেই রাজস্থয় বলে। প্রথম কাণ্ডেতেই যাহা আবশ্যক তাহা করা হয়, এ যদি বলা যায় তাহা নহে কারণ প্রণব কেবল বর্ণ সংযোগ মাত্র হইতেছে। অগ্নির প্রয়োগ অষ্ট প্রকৃতির দ্বারা হিরণ্যবর্ণ কূটস্থ দক্ষিণ দিকে দেখা যায়, এই রাজস্থয়ের প্রকরণে পড়া হইয়াছে অর্থাৎ জানা হইয়াছে এইরূপ হইতেছে ইহা নহে এইরূপ রাজস্থয় বার্হস্পত্য যজ্ঞ, সব অনুমানের দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন যজ্ঞ নাই। প্রমাণ গরুড়োপনিষদঃ—"চক্ষুষামোক্ষগতি" অর্থাৎ চক্ষুস্বরূপ যে কূটস্থ তাঁহাতে থাকিলে মোক্ষ হয় অর্থাৎ এক দিকে থাকিতে থাকিতে কীট ভৃঙ্গের ন্যায় তদ্রূপ হইয়া যায় পরে সকল হইতে মোক্ষ হয়।

দেখাতেও বাধা নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকায় দেখা, আধান, চয়ন, স্তবন, ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে সব করিয়াও কিছু করিতেছে না, ক্রিয়া দ্বারা মন

সকল বিষয় হইতে চিত্ত কূটস্থেতে অনুবন্ধন হয়, আটকিয়া থাকে, সেই প্রজ্ঞান্তর পৃথক রূপে দেখে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয় ও সব দেখে, ক্রিয়ার পর অবস্থা যদি পৃথক হয় তবে সামান্যতে বাধা হইতেছে।

---

## ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধে মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ। প্রজ্ঞান্তরেতে পৃথক অর্থের নির্দ্দেশ থাকাতেও প্রয়োজনের সামান্য ধর্ম্ম জন্য উপলব্ধির বাধা নাই। মৃত্যুর ন্যায় যাহার নিমিত্ত লৌকিক আপদ হয় না। লোকেতেও শরীরের ক্রিয়া জন্য অগ্নির দ্বারা অন্ন পাক করিয়া ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত হয়, মনের ক্রিয়াতে তৃপ্ত হয় না।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মেতে যেরূপ স্থিরতা, সেইরূপ স্থিরতা সংসারে সামান্য রূপে ব্রহ্মের অণুস্বরূপে সকল বস্তুতে দেখা, সে ক্রিয়ারই এক অঙ্গ হইতেছে। মনও চিদাদি তাহারা কি প্রকারে কোথায় কোন অঙ্গেতে থাকে আর কিরূপেই বা সামান্য অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকার ন্যায় উপলব্ধি হয়, যেমন মৃত্যুর ন্যায়; সেই এ মৃত্যু পুরুষ ও বৈশ্বানর অগ্নির মৃত্যুত্ব হয়, তখন এক ব্রহ্ম হয়, সেইরূপ যাহা এ লোকে অগ্নি, তবে লোকের অগ্নির ভাব আপত্তি হইতে পারে। সেইরূপ অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য হইলে লোকের দৃষ্টান্ত হয়, তবে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহুতি দেয় না এইরূপ লোকের অগ্নিত্ব প্রতীয়মান হয়, তবে অন্যত্র অহং বাক্যে সেই ব্রহ্ম আমি, সেইরূপ অনুভব মাত্র। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন অনুভব নাই। প্রমাণ গরুড়োপনিষদঃ—"ত্রিয়ম্বক ললাট বক্ষ স্কন্ধ"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন নেশা ললাট বক্ষে ও স্কন্ধে হয় তখন ব্রহ্মেতে লীন হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পৃথক রূপ নির্দ্দেশেতে ও প্রয়োজন সামান্য উপলব্ধির বাধা নাই, প্রাণাগ্নিহোত্র আর উপবাসেতে, ক্রিয়ার পর অবস্থা মৃত্যুর ন্যায় হইতেছে; সেখানেই পুরুষ আছেন, শ্বাস না থাকায় মৃত্যু, তাহাতে অগ্নি আদিত্যস্বরূপ পুরুষ হইতেছেন। পুরুষ মৃত্যু হেতুত্ব সামান্য উপলব্ধি হইতেছে। লোকের আপত্তি নাই, ভাত রান্ধার ন্যায় ক্রিয়া; ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়া হয়। লোকাপত্তি কি?

---

## পরেণচশব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ। পর লোকেতে উপদেশের সেইরূপই হইতেছে। পর লোক কর্ম্মেতে শরীরের কর্ম্ম ও মনের কর্ম্ম, মধ্যেতে মনের কর্ম্মের প্রাধান্য, সেই প্রাধান্য জন্য অনুবন্ধ হয়, ইহারই নিমিত্ত লোকাপত্তি নাই।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ব্রহ্মেতে লীন হওয়া সেই লোক হইতেছে, সেই অগ্নিস্বরূপ, যাহার দ্বারা সমুদায় ভস্ম হইয়া যাইতেছে। তিনিই চিৎস্বরূপ, তাঁহার পরই ব্রহ্ম অর্থাৎ চিত্তও যখন চিৎ ব্রহ্মেতে মিলে অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া যান, সেই কেবল কুম্ভক বিদ্যা, তাহাই জানা চাই, তাহাতেই বিদ্ধ হইয়া সেই বিদ্যাতে রোহিত অর্থাৎ লোহিত বর্ণ মণ্ডল যাহা ঘটের মধ্যে দেখা যায় তাহাতে থাকায় অমর পদ পায়, এই সকল যখন সামান্য ব্রহ্মেতে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় তখন আর অনুবন্ধন কোথায়? কিন্তু পুনরায় কর্ম্মের অনুবন্ধনে পড়ে, ক্রিয়ার দ্বারা যে স্থিতি হইয়াছিল তাহা পুনরায় হয় তখন মন চিত্তাদির পুরুষার্থত্ব বলা যায়, এই ক্ষণে পুরুষের ভাবাদি বর্ণন হইল কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ভাবাদি নাই। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"রমন্তে যোগিনোনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি ইতি রাম পদেনাসৌ পবং ব্রহ্ম বিধিযতে"। অর্থ—যোগীরা অনন্ত ব্রহ্মেতে থাকিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করেন, আত্মা চিত্তেতে রাখিয়া, এই রাম পদ পরব্রহ্ম স্থির।

উপদেশ পাইয়া ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, তাহা জানাই পারলৌকিক কর্ম্ম তাহা জানিয়া শরীরের ও মানসের ব্যাপার যাহা হয়, মানস ব্যাপার বলবান হইতেছে। কারণ মন ব্রহ্মেতে লীন হওয়াতে অনন্ত হইয়াছে তন্নিমিত্ত মনের বল অধিক হইতেছে। সেই ব্রহ্মের অণুতে থাকায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুবন্ধ হয়। সেখানে কোন লোকাপত্তি নাই। কথিত আছে "মনঃ কৃতং বিদ্ধি ন শরীরং কৃতং কৃতং। যেনৈবালিঙ্গতে কান্তা তেনৈবালিঙ্গতে সুতা"। যাহার দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে তাহারই দ্বারা কন্যাকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু মনের গতিকে স্ত্রী আর মনের গতিকে কন্যা। মনের গতি অধিক হইলেই গতি যেমত ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনের গতি অধিক হইয়া আটকিয়া থাকাতেই ব্রহ্ম। অধিক হওয়া প্রসঙ্গে ব্রহ্মের হইতেছে, না কি বস্তুর আধিক্যতা।

---

## এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ। এক এক মহর্ষি শরীরে আত্মার স্থিতি হওয়ার জন্য আত্মার বাহুল্য ধর্ম্ম বলেন।

যদ্যপি এক বল তবে দেহ ব্যতিরিক্ত মন পরমাত্মাতে লীন হইয়া এক হয় তখন ব্রহ্ম; যখন এক না হয় তখন চঞ্চল মন সে অসত্ব হইতেছে। আত্মার ক্রিয়ার দ্বারা না জানার নাম জানা হইতেছে, সে এক প্রকার ভাব শরীরে হয়। তখন সেই ভাব থাকে না তখন শরীরেই অভাব হয়। তবে এই শরীরেই জ্ঞানাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ক্রিয়ার পর পরাবস্থা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন আত্মা পরমাত্মাতে লীন হওয়ায় শরীরে বোধ থাকে না সুতরাং সেই শরীরের অবস্থার বোধ কি প্রকারে

হইতে পারে তখন সমস্ত অবস্থাও ব্রহ্ম। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদ:—"চিন্ময়স্য দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনাং"। অর্থ—ব্রহ্মময় তাঁহা হইতে নিষ্কল অবস্থা যাহা প্রাপ্ত হয়, এই শরীরে ইহারই উপাসনার কার্য্যের নিমিত্ত ব্রহ্মের সব কল্পিত রূপ হইতেছে যাহা দেখা যায় তাহারও মধ্যে ব্রহ্ম আছেন।

কোন কোন মহর্ষি এই শরীরে আত্মায় আটকিয়া থাকায় শরীরাদিরও আধিক্যতা বলেন। শরীর পঞ্চ মহাভূত বিকার, সমুদয়ই আত্মা হইতেছেন, চৈতন্য অধিষ্ঠান ভূত হইতেছে, মন আহঙ্কারিক ভৌতিক অবিদ্যাজ্ঞান আহঙ্কারিক বিষয় হইতেছে, গুণ ত্রয় বিকারভূত ন্যায় জানিবা, আর মহত্তত্ত্বময়ী অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ জ্ঞান যখন বিলক্ষণ রূপে হইতেছে। আত্মার তিনগুণ লক্ষণযুক্ত হইতেছে, ইডা পিঙ্গলা সুষম্না, সত্ত্ব রজ তম। আত্মাত শরীর ব্যতিরিক্ত নহে, সংযোগ দ্বারা শরীরাত্মক সকলের চৈতন্য হইতে প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

---

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ। ৫৪।

সূত্রার্থ। শরীরাদিতে আত্মার ভেদ হইতেছে, কারণ আত্মার স্থিতি জন্য শরীরাদির শুক্র ইত্যাদি বীজ দ্বারা উৎপত্তি হয়। আর আত্মার বীজ হইতে উৎপত্তি না হইবার জন্য আত্মা নিত্য হইতেছে উপলব্ধির মত।

এই দেহও আত্মা ব্যতিরেক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার ভাব ক্রিয়ার পর অবস্থা কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ তখন ব্রহ্ম হওয়াতে কোন বিষয় না থাকায় ভাব কোথায়? এই দেহের ভাবেতে ও জানার চেষ্টাদি আছে, কিন্তু অভাব প্রযুক্ত তাহাদিগের হওয়া অসম্ভব; ইহা দ্বারা এই বোধ হইতেছে দেহের ধর্ম্ম চেষ্টাদি করা স্থির হইতেছে সেই চেষ্টা দ্বারা এই শরীরে উপলব্ধির ন্যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় হয় ভূত ভৌতিকের অনুভব বিষয়ত্ব প্রযুক্ত, কিন্তু বিষয়ী, যিনি আত্মা, তিনি নহেন কারণ দেহের ধর্ম্ম প্রযুক্ত বিষয়েতে পতিত হয়, সেই প্রাণ কর্ম্মের চেষ্টাদির অর্থাৎ ক্রিয়া করা এ দেহের ধর্ম্ম নহে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে, শরীর ও আত্মাব অভেদেতে আত্মার ধর্ম্ম অসম্ভব হইতেছে, কারণ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে এক শাখা হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার ধর্ম্ম প্রাণাদি কর্ম্মের দ্বারা যাহা হইয়াছে তাহা যে প্রাণ ব্যতীত অন্য শাখা হইতেছে তাহা নহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদ:—"মনানান ত্রানান মন্ত্রং সর্ব্বাবাস্থে বাচক"। অর্থ—প্রাণায়াম দ্বারা যে চঞ্চল মনকে স্থির করে এই মনের ত্রাণের নাম মন্ত্র, সকলে ইহার কথা বলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

শরীরাদি সমুদয় আত্মা ব্যতিরিক্ত নহে কারণ সেই ভাবের ভাবিত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ শরীরাদিতে সেই আত্মার ভাব আছে কারণ সেই আত্মার ভাবের দ্বারা শরীরাদি যোনির আর্ত্ত ও শুক্রাদি বীজ হইতেছে, তাহারই দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে, ইহার অভাব হইলে সে বীজ উৎপন্ন হয় না; আত্মা নিত্য, উপলব্ধির ন্যায় নহে, উপলব্ধি এই, যেমত অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষতে পরিণত হইয়া চক্ষু আদির দ্বারা রূপ দেখা যায় সেরূপ নহে। ভাল আত্মা দ্বারা পরস্পর বদ্ধ সমুদয়াত্মক পুরুষ হইতেছেন তবে আবার পুনরায় কি আত্মা শরীরাদি ব্যতিরিক্ত হইতেছে?

---

অঙ্গাবরদ্ধাস্তু ন শাখাস্থহি প্রতিবেদং ॥ ৫৫ ॥

সূত্রার্থ। যাহার নিমিত্ত সৎপুরুষ অঙ্গ দ্বারা অববদ্ধ হইয়া হাত পায়ে প্রত্যেকে বোধ করায় বিজ্ঞান করে না তাহারই নিমিত্ত শরীরাদির দ্বারা আত্মা পৃথক হইল।

ওঁকারধ্বনি—সেই অক্ষর যাহা অঙ্গেতেই আছে তাহা পঞ্চবিধ—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, নাদ, বিন্দু; উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ, নাদ, বিন্দু, কূটস্থ অক্ষর, জ্যোতি, ব্রহ্ম, মহাদেব, চন্দ্র বিন্দু, প্রণব অর্থাৎ এই শরীর আদি হইতেছে, ইহা জানিয়া উপাসনা করা উচিৎ। আপনারই শাখাতে উৎগাথা করা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও ওঁকার ধ্বনিতে থাকা এই উভয়েতে কোন বিশেষ নাই, উভয়েতে স্থিতি আছে এই শ্রুতি হইতেছে; তু শব্দে এই বুঝায় যে সেখানে নিয়ম ভেদের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা যদি বল তবে অন্যান্য বেদ যাহারা পড়ে তাহাদিগের অন্যত্র অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরিগ্রহ হইতে পারে, যিনি পড়ুন আর যাহা করুন সকলকে শেষে ক্রিয়ার পর অবস্থায় আসিতে হইবে। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদ:—"যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ। তথৈব রাম বীজস্থং জগদেতচ্চরাচরং"। অর্থ—যেমত যে একটী বটবীজের মধ্যে বড় এক বট বৃক্ষ আছে, তদ্রূপ রাম বীজ ব্রহ্মের অণুমধ্যে চর ও অচর জগৎ আছে। যখন ব্রহ্মের অণুমধ্যে মন প্রবেশ করে তখন এইরূপ দৃশ্য গোচর হয়।

সব পুরুষই অঙ্গে অববদ্ধ হইতেছে, হাতে পাযে, যাহা শাখা, তাহাতে বোধ হয়। প্রত্যেককে জানার দ্বারা জানা যায় না অর্থাৎ হাত পায়ের বোধ হাত পায়ে নাই অন্য কেহ বোধ করিতেছে। তন্নিমিত্ত শরীরাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা হইতেছে। আর দৃষ্টান্ত বলিতেছি।

---

মন্ত্রাদিবদ্বা অবিরোধঃ ॥ ৫৬ ॥

সূত্রার্থ। মন্ত্র ব্রাহ্মণাদিতে পদ ও বর্ণের দ্বারা অববদ্ধ সমুদয়েতে অর্থ থাকে, হর এক

পদেতেও হ্রেক অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণতে থাকে না, সেইরূপ আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইতেছে। ইহার নিমিত্ত অবিরোধ হইতেছে।

বা শব্দ শঙ্কা নিরাকরণার্থ বোধ হইতেছে। মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, তাৎপর্য্য ফল গ্রহণ জন্য সেইরূপ অন্যান্য ক্রিয়া করার ও উদ্দেশ্য ফল, তাহা হইলে এক ব্রহ্মের বিরোধ হইল। এই সব উদ্দেশ্যের পর যাহা এক ব্রহ্ম উপাসনা সেই ধর্ম্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।" প্রমাণ রাম তাপিনী উপনিষদঃ—"জীববাচি নমো নাম বাত্মা রামেতি গীয়তে"। অর্থ—ক্রিয়া করাই আত্মারাম হইতেছেন।

বেদের ব্রাহ্মণের যে মন্ত্র সে পদ ও বর্ণেতে অববদ্ধ সমুদয়েতে আছে তাহার প্রতি পদ ও প্রতি বর্ণেতে অর্থ জানিয়া, জানায় সেইরূপ আত্মা শরীরাদি ব্যতিরেকের অবিরোধ হইতেছে। তবে কি আত্মাই সব হইতেছে?

———

## ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি। ৫৭।

সূত্রার্থ। সকল হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায়. এইরূপই শ্রুতি দেখা যায়।

পৃথিবীতে প্রাচীন পাঠশালাদি ঘোড়ার মুখের মত বৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ আত্মা প্রাণ তাহার হোম—প্রাণায়াম করার কথা বলা হইয়াছে এইরূপ হোমের ন্যায় হোম, এইরূপ নিদর্শন হইতেছে এইরূপ করিতে করিতে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দেখায়, এই শরীরেতেই অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেখা যায় যে যেমত শ্রুতি বলিতেছে সেইরূপই মাথায় দেখায়; আর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সত্যস্তেজ প্রকাশ হইতেছে। এইরূপ প্রকাশ বিশিষ্ট আকাশ লোক, সেইরূপ অন্য লোক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার লোক হইতেছে। ব্রহ্ম উপাসনা এক। প্রমাণ "যত্র তারকং ব্রাহ্মণঃ নিত্যমধীতে স মৃত্যুং তরতি"। অর্থ—যেখানে তারকব্রহ্ম, সেখানে যে সদা থাকে সে মৃত্যু হইতে পার হয়।

যাহার সমস্ত ব্রহ্মময় হইযাছে তাহাকে ভূম্ন কহে। তাহার বাহ্য ভাবেও মহতো-মহিয়ান হওয়ায় সকল অপেক্ষা বড় ব্রহ্ম হইয়া যায়। যাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে বলিয়াছে —সকল যজ্ঞ হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞ বড়। কি কি হইতে বড়?

———

## নানা শব্দাদি ভেদাৎ। ৫৮।

সূত্রার্থ। নামাদি নানা শব্দের ভেদেতে উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠত্বতে পরমাত্মার সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতির বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন, এক কিরূপে হইতে পারে; যখন শব্দাদির ভেদ হইতেছে। আদি শব্দে রূপাদিকে বুঝাইতেছে আর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন সে শব্দ কিছু ভিন্ন হইতেছে, সে কিছু ভিন্ন উপাসনা, এক ব্রহ্ম আকাশবৎ প্রমাণের অভাব। প্রমাণ কৈবল্য উপনিষদ ১ খণ্ড—"শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহি"। অর্থ - গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতঃ ব্রহ্মেতে থাকিয়া তদগত চিত্ত হওয়াতে যোগ দ্বারা প্রাপ্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়।

নামাদি ক্রিয়ার পর অবস্থা, নানা শব্দ ভেদের দ্বারা উত্তরোত্তর অধিক হয় অর্থাৎ তাহাতেও ক্রিয়াদি হয়, পরে পরমাত্মাতে মিশিয়া সর্ব্ব ব্রহ্মময় হইয়া তাহাতে যুক্ত হয়।

---

## বিকল্পোবিশিষ্ট ফলত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

সূত্রার্থ। যে যে কর্ম্মেতে ফলের বিশেষ নাই সেই সেই কর্ম্মেতে বিকল্প বিধান হয়।

যে সকল বিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎকার ফল হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থার বিপরীত কারণ দেখা শুনাতে বিশিষ্টতা নাই অর্থাৎ অস্থিরতা হয়, আর এক ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে ফল ও এক, কারণ তাহাও দর্শন করা যায়, তন্নিমিত্ত উহাও দেখা যায় ইহাও দেখা যায়, দেখা উভয়েতেই আছে, তন্নিমিত্ত এক; যদ্যপি এক বল তবে অন্যের বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে কারণ ক্রিয়ার পরাবস্থায় এক ভাব দেখা যায়, ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় আর সাক্ষাৎকারে ইষ্ট মূর্ত্তি দেখা এ এক ভাব; যেখানে একের বিপরীত দ্বন্দ ভাব অনুভব হয়, ইহাতেও স্থির নাই উহাতেও স্থির নাই কিন্তু ক্রিয়ার পরবস্থায় কোন কিছু দেখা শুনা নাই। প্রমাণ কৈবল্য উপনিষদ ১ খণ্ডঃ—"অনন্ত মব্যক্তমচিন্ত্যরূপং শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মযোনি"। অর্থ - সকল হইতে রহিত যে ফাকাঘর তাহার আর অন্ত নাই, যেখানে দৈবাৎ গেলে সমুদায় দেখা যায় সেই অবস্থার জ্যোতি প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি নিশ্চয়ই অনন্ত কারণ যত দূর দেখ তত দূরই দেখিতে পাইবে, অব্যক্ত কারণ, যে প্রকাশ দেখিলে তাহা বর্ণন করিবার যোগ্যতা নাই কারণ তৎসম প্রকাশ কিছুরই নাই, তাহা যখন কোন বস্তুর মত নহে তখন তাহা কি প্রকারে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি বল সেই প্রকাশ চিন্তা করিয়া মনে আনিয়া দেখি, তাহা হয় না কারণ তিনি নিজেই চিৎস্বরূপ, তুমি যদি নিজে তাহাই হইলে তবে কিসের চিন্তা করিবে, তবে যদি বল দেখা কি প্রকারে হয়, হঠাৎ তাহার কৃপা হইলে স্বপ্রকাশ হয়, সুতরাং অচিন্ত্য রূপ হইতেছেন, যে প্রকাশে থাকিলে শিবস্বরূপ হয় অর্থাৎ যিনি প্রকাশ বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাহার সুখ দুঃখ দুই সমান রূপে ভোগ করিতেছেন, তাহার উভয়েতেই মঙ্গল তন্নিমিত্ত মঙ্গলস্বরূপ অর্থাৎ ডমরুর দুই দিকে সমান আওয়াজ। এবং সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণকে সমান রূপে ধারণ করিয়া আছেন,

ক্রিয়ার পর অবস্থায় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁহার বিভূতি হইতেছে, রুদ্রাক্ষ ধারণ অর্থাৎ সকল বস্তুকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট শিব হয়েন, সব মঙ্গল হইলেই শান্তি, যখন সমস্ত মঙ্গল হইলেই শান্তি, যখন সমস্ত মঙ্গলময় তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু নাই তখন আর কোন কিছুরই ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা রহিত হইলে তিনি শান্তিস্বরূপ হইলেন। প্রাণ বায়ুর স্থিরত্ব হইলে অমরপদ পাইলেন সেই অমর পদ ব্রহ্ম যোনি অর্থাৎ সেই স্থিতি পদ হইতেই ব্রহ্ম, সেই যোনি হইতে সমুদয় উৎপত্তি ও সেখানে সমুদয় লয়; এ সংসারে একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে যে ব্রহ্মের খুটী প্রাণকে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া আছে, সে গতায়াত হইতে মুক্ত।

যেখানে যেখানে কর্ম্ম ফলের অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ এক হইয়া মিলিয়া না যায়, সেই সেই স্থানে কর্ম্ম বিকল্পে বিধি হইতেছে। নামাদি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বত্র কামচার ফল অবশিষ্ট হইয়াও এক ব্রহ্মেতে যাওয়ায় কামচার বিকল্পে হয় না। ইহাতে এক প্রশ্ন আছে।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্নবা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬০ ॥

সূত্রার্থ। যত কাম্য কর্ম্ম যেমত অভিপ্রায় সমুচ্চয় করে বা না করে, পূর্ব্ব ক্রিয়ার উহাতে কিছু ভাব হয় না।

তু শব্দে কাম্য কর্ম্মের বিকল্প ব্যাবৃত্তি বুঝায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা বুঝাইতেছে; কাম্য অবিদ্যা, যেমত কামের মনন করার নাম কাম হইতেছে তাহাকে অনতিক্রম করিবার পথকেই কামানতিক্রম কহে, সেই ইচ্ছা তিন কালেরই হইতে পারে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, বিনা হেতুতে অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা বিনা ইচ্ছাতে হয় তন্নিমিত্ত তাহা অহেতু বলা হইল অর্থাৎ হটাৎ হয়; ক্রিয়ার পর অবস্থায় হেতু ও ফল দুই এক; তখন ইচ্ছারও অভাব ফলেরও অভাব, তবে কেবল আত্মাই সত্য, নিয়মানুসারে ফলের ভিন্নতা দেখা যাইতেছে সুতরাং ঐকান্তিকী কি প্রকারে হইতে পারে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় পারে, কারণ সেখানে নিজে না থাকায় ইচ্ছাদি কিছু থাকে না। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"ত্বমাদিমধ্যান্ত বিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দস্বরূপমদ্ভুতং"। অর্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক এক বিভু, যিনি আপনাপনি আপনি হয়েন তখন চিত্তে আনন্দস্বরূপ, যাহা অদ্ভুত, তাহা উৎপত্তি হয় অর্থাৎ তখন সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

পূর্ব্ব হেতুর অভাব প্রযুক্ত কামনা করা একেবারে হয়, যেমত পুত্র কামনা, ধন কামনা, ইহাতে পূর্ব্বকামনার অভাব হইতেছে, উত্তর কামনার পুত্রকামনাতে সেই ফলের কর্ম্ম

করে ; ধনকামনা যদি না থাকে ধন কামনা করে না, ধন ফল কর্ম্ম যদি থাকে তবে করে। এক কর্ম্মে অনেক ফল অঙ্গের বিধি ইহা কি প্রকার ?

---

## অঙ্গেষু যথাশ্রয় ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সূত্রার্থ। যে কর্ম্মেতে যেমত ক্রিয়ার ক্রম উক্ত হয়, সেই ক্রিয়াতে সেই প্রকার আশ্রয় করিয়া যে শাস্ত্র হইতেছে তাহারই উক্ত ধর্ম্ম সকল অঙ্গেতে সেই ক্রিয়ার হইতেছে।

ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, ক্রিয়া করা ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয় হইতেছে। স্তোত্রাদি পড়িতে প্রাণায়াম হয় অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয় স্তোত্রাদি, এইরূপ প্রত্যয় হইতেছে ; ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সকলের আশ্রয় অর্থাৎ তদ্ব্যতীত কিছু হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা ছাড়া কিছু নহে, এইরূপে সর্ব্বব্যাপক বিষয়ের সহায়েতে মন, আবার সেই মন আত্মায় স্থির হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"উমা সহায় পরমেশ্বরং প্রভুং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং"। অর্থ—উ—শিব, মা লক্ষ্মী আত্মার ধন এই শরীর, যিনি সকলের পর ঈশ্বর ( ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি ) তাঁহার সহায়ে তাঁহাকে পায়, প্রকৃষ্ট রূপে পায় ; তখন তৃতীয় চক্ষু কূটস্থ দেখেন, সেই তৃতীয় চক্ষু ; সমুদ্রস্বরূপ সংসার, ক্রিয়া দ্বারা মন্থন করিয়া বিষয়স্বরূপ বিষ, ষোড়শ দলে বায়ু যাওয়াতে বিষয় বিষ পান গলায় পান করিয়াছিলেন যিনি তিনিই নীলকণ্ঠ, সংসার বিষ জ্বালা হইতে শান্তিপদকে পাইয়া কাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না তখন কেবল ব্রহ্ম যোনিতে থাকে।

যে কর্ম্মের যে ক্রিয়া ক্রম হইতেছে সেই অধিকরণ হওয়ায় তাহার আশ্রয় ভাব অঙ্গেতে সেই ক্রিয়া করায়। কারণ কি ?

## শিষ্টেশ্চ ॥ ৬২ ॥

সূত্রার্থ। আচার্য্যেরা অনুশাসন জন্য গ্রন্থের ক্রম করিয়াছেন।

যেমত তিন বেদ স্তোত্রাদির আশ্রয় করিয়া শিষ্য হয় সেই শিষ্য হওয়া পর্য্যন্তই শেষ হইতেছে। এবং ঐ সীমা হইল, আশ্রয় বশতঃ দুই হওয়া প্রযুক্ত এক ব্রহ্ম হইল না। এই রূপ বিশ্বাসের আশ্রয়, যিনি যাহাতে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন তাহার সীমা আছে, সীমার অন্ত হইলে অন্য দিকে মন যায় কেন ? পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ, ক্রিয়ার পর অবস্থার কিঞ্চিৎ মাত্র ছিদ্র পাইলে অন্য দিকে মন যায়, তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া শেষে মানিয়া লয় ; তত্রাপি এক ব্রহ্ম মানিয়া লওয়া হইলে দুই হইল, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক এবং সেই এক

হওয়া অভ্যাস করিতে করিতে এক ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ— "সমস্ত সাক্ষী তমসঃ পরস্তাৎ স ব্রহ্মঃ স শিবেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাটঃ সএব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স আত্মা পরমেশ্বরঃ"। অর্থ—সমস্ত বস্তুতে কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্ম, এ কেবল মুখের হওয়া, যখন সকল বস্তুতে আত্মা জগন্ময় অণুস্বরূপে প্রবিষ্ট হন তখন কার্যের হওয়া; তখন কূটস্থ-স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হন, সেই কূটস্থই সর্ব্বত্র দেখে এইরূপ চক্ষের মতন সর্ব্বত্র দেখে, ইহার নাম সাক্ষীস্বরূপ অর্থাৎ আপনার চক্ষের মত সকল বস্তুতে দেখা। তিনি অন্ধকারের পর, যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের ও অগ্নির আলো নাই, অথচ সব দেখা যায়, তিনিই ব্রহ্ম, শিব, ইন্দ্র, অক্ষর, পরম, রাজা, বিষ্ণু, প্রাণ, আত্মা এবং তিনিই পরমেশ্বর তিনিই সকল বস্তুতে অণুপ্রবেশ করিয়া আছেন তন্নিমিত্ত সর্ব্বব্যাপক ধ্রুব ব্রহ্ম; তাহাতে থাকিলে অন্য বস্তুতে মন যায় না। অন্য বস্তুতে মন গেলেই ক্লেশ, তাহা না হইলে শিবমঙ্গলস্বরূপ হন। যখন মন মনেতে থাকিল তখন সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া আপনিও ব্রহ্মেতে লীন হন, সেই অক্ষর অর্থাৎ যাহার নাশ নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থা, যাহা সর্ব্বদাই অনুস্বরূপে আছেন। তোমার সেই অবস্থাতে না থাকায় তোমার নাশ তিনি যেমত তেমনই আছেন। পরম অর্থাৎ তাঁহার পর আর কিছুই নাই, তিনি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও এক হইল, একের পর থাকিলেত দুই, কি প্রকারে এক ভিন্ন দুই হইতে পারে সুতরাং তিনি সকলের পর। তিনি সকলকে সর্ব্বপ্রকারে স্বভাবের দ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন তন্নিমিত্ত তিনি রাজা, তিনি বিষ্ণুস্থিতিস্বরূপে সর্ব্বত্র আছেন। প্রাণস্বরূপে চরাচরে সকলের হৃদয় মধ্যে আছেন। সেই প্রাণই আমি আমি বলে। সেই আমি-যখন জগন্ময়ে মিলে তখন সেই আত্মাই পরমাত্মাতে লীন হয় তখন তিনি পরমেশ্বর হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন।

ক্রিয়াবান আচার্য্য শিষ্ট যাঁহারা তাঁহাদের অনুশাসন এই হইতেছে অঙ্গেতে ভাব আশ্রয় করে। শিষ্ট কোথায়?

## সমাহারাৎ ॥ ৬৩ ॥

সূত্রার্থ। ক্রিয়ার যথা অনুক্রমেতে ব্রাহ্মণেরা দেব সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য।

সদনাদি ঋষি হৃদয়েতে হোম করিয়া সমাহরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর হোম কর্ম্ম করাতে আপনার কর্ম্ম করিয়া সেই হোমকর্ম্ম সমাহরণ করেন। বাহিরের হোম ও ভিতরের হোম দুই সমান কারণ উভয়েরই চিহ্ন বোধ হইতেছে। বাহিরের হোমে অগ্নি আদি চিহ্ন ও ভিতরের হোমে মূর্দ্ধ্যাদি চিহ্ন। উভয়ে চিহ্ন থাকায় দুই এক। কিন্তু

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে নিজে ব্রহ্মে লীন হওয়ায় কোন চিহ্নই নাই। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনং জ্ঞাত্বা তং মৃত্যু মৃত্যেতি নান্য পন্থা বিমুক্তয়ে"। অর্থ—সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি সকলের মধ্যে অণুপ্রবেশ করিয়া আছেন বলিয়া তাহার নাম সর্ব্বং অর্থাৎ যাহা হইয়াছে ও হইবে সকলই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে ও ব্রহ্ম হইতে হইবে সুতরাং ব্রহ্মই সব তিনি নিত্যই আছেন ও থাকিবেন এইরূপ মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ কিছুই নাই ও নিজেও নাই এইরূপ মৃত্যু হইয়া বিশেষ রূপে বাঁচিয়া মুক্ত হয়। এই এক রাস্তা ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই।

ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহারই অনুষ্ঠান আনুপূর্ব্বিক করিয়া এক ব্রহ্মস্বরূপ হইযা তাহারই প্রচার, শিষ্টদের এই অনুশাসন হইতেছে।

গুণ সাধারণ্য শ্রুতেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

সূত্রার্থ। যদি এক ক্রিয়াতে বিভিন্ন ক্রিয়া ক্রম হয় তথাপি সব অঙ্গেতে যথাশ্রয় ধর্ম্ম হইতেছে। সামান্য শ্রুতির নিমিত্ত।

বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান আর ত্রিগুণ এই দুই ব্রহ্ম বিদ্যার আশ্রয় ওঁকার এই শরীরে হয়, তিন বেদ সাধারণ যে ব্রহ্ম তাহারই উপলক্ষ করিয়া বলে অর্থাৎ সকলেরই এক সাধারণ পথ, সেই পথ অতীত হইলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় গেলে, ঋক যজু সাম এই তিনের বা কর্ম্মের গুণ সকল পড়া অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র বা বেদের মন্ত্র পড়া, এইরূপ সকল প্রয়োগ সাধারণ হইতেছে। কারণ সকল এক ব্রহ্ম পথ প্রদর্শক এবং শ্রুতিরও এই-রূপ, তখন সকলই সমান রকমে ব্রহ্মের আশ্রিত। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আশ্রয় আশ্রিত দুই নাই। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"সর্ব্ব ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা"। অর্থ—সকলভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম অণুস্বরূপে ব্রহ্ম আছেন তিনি সকল ভূতে অর্থাৎ সকল জীবে আত্মাস্বরূপে আছেন। সুতরাং সকল জীবই আত্মাতে আছেন। আমি উহাতে, উহা আমাতে, অতএব দুই এক আত্মা ব্রহ্ম। এইরূপে সকলের পর যিনি তাঁহাকে দেখিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহাতেই এক হইযা থাকেন, কোন হেতুর জন্য নহে। অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়।

বিভিন্ন ক্রিযা ক্রম যদিও হয় সেও এক ক্রিয়ার অঙ্গেতে যেরূপ আশ্রয় ভাব হইতেছে, সেইরূপ ভাব অর্থাৎ সকল রকমে প্রাণায়ামের ও ব্রহ্মের ভাব আছে, যেমত বেদ ভেদে অর্থাৎ নানারূপ জানার ভেদে সন্ধ্যা বন্দনাজ ভেদ হয অর্থাৎ স্থান ভেদে সুষুম্নায় মূর্ত্তিভেদ দেখা যায় সেই সুষুম্না একই হইতেছে জানিও। সেইরূপ উক্ত প্রকারের দ্বারা ইতি

কর্ত্তব্যতা কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে, সকল প্রকারেতেই প্রাতঃ সন্ধ্যা ( ক্রিয়া ) রাত্রির পাপক্ষয় কারণ আর সায়ং সন্ধ্যা ( ক্রিয়া ) দিনের পাপ ক্ষয় কারণ, এই সাধারণ ফল এই শ্রুতি অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বকে জানিয়াছেন তাঁহাদিগের শ্রীমুখাৎ শোনা কথা তাহা প্রামাণ্য। শিষ্ট কি ভাবের সহিত হয় ?

অঙ্গে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আশ্রয় ভাব তাহাও নহে, তবে সে কোথায় ? তাহার সহভাব অর্থাৎ তদ্রূপ এক হইয়া যাওয়া ব্রহ্ম হইতেছে।

## নবাতৎসহ ভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৫ ॥

সূত্রার্থ। সমুদয় অঙ্গেতে যথাশ্রয় ভাব নাই, তৎসহ ভাব শ্রুতির জন্য।

ধর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি করিলেও যেমত অন্য দিকে মন যায়, ক্রিযার পরাবস্থার পরাবস্থায় সেইরূপ মন যায়। মন উভয়েতেই চঞ্চল, যদ্যপি উভয়েতেই এক এরূপ নিয়ম না হয় তবে কি প্রকারে স্থিরত্ব হইতে পারে, স্থিরত্বের সহভাব কি প্রকারে হইতে পারে, ইহাত বেদে নাই, সুতরাং এরূপ সমভাব বেদে নাই সুতরাং বেদ প্রমাণ সমান নহে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমান ভাব কারণ সেখানে কোন ভাব নাই। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"আত্মানমরণিং প্রণবঞ্চোত্তরারণিং ধ্যান নির্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ"। অর্থ—আত্মা এক কাঠ ও প্রণব দ্বিতীয় কাঠ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিবে, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে সদা থাকিয়া সংসার পাশ হইতে অর্থাৎ এদিক ওদিক মন দেওয়াস্বরূপ যে পাশ তাহা হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা সংসার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতে সদা থাকেন ও থাকিতে থাকিতে তাহাতেই লীন হন।

পৃথক পৃথক ফল শ্রবণ জন্য মহিমা সেই ব্রহ্মের হইতেছে।

## দর্শনাচ্চ ॥ ৬৬ ॥

সূত্রার্থ। এরূপ দেখাও যায়।

ব্রহ্ম দৃষ্টব্য, ব্রহ্ম দেখা চাই, এই শ্রুতি, তাহাতেও উপর্য্যুক্ত প্রকারে অসহভাব, তাহাতেই ব্রহ্মের অণুবিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"সএবমায়া বিপরিমোহিতাত্মা শরীর মাস্থায় করোতি সর্ব্বং। স্ত্রিয়ন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ সএব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি"। অর্থ—সেই আত্মা বিকল্পে আপনাতে

আপনি না থাকিয়া, যাহা অন্য বস্তুতে মন দিয়া মায়াতে আবৃত ও মোহিত হইয়া শরীরে থাকিয়া আত্মা সমস্ত করে। স্ত্রী ও পানাদি বিচিত্র ভোগে রত হইয়া যে ভোগ, তাহা বিচিত্র। কাহারও দধি না হইলে ভোজন হয় না, কেহ মেলা না দেখিয়া থাকিতে পারে না, কেহ সারঙ্গের বাজনা শুনিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বলেন গোলাপের আতর ভাল বোধ হয়, কেহ স্তন স্পর্শে আনন্দিত হয়েন, এইরূপ দধি খাওয়া, মেলা দেখা, বাজনা শোনা, আতর শোঁকা, স্তন স্পর্শ করা ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য বিচিত্র ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য বস্তুতে মন দিয়া সকলের আত্মা মোহিত হইয়া এ সংসারে আছে এই জাগৃত পরিতৃপ্তি হইতেছে; সেইরূপ ব্রহ্মে ভিতরের দৃষ্টি হওয়াতে পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে।

আর সেই সকল প্রত্যক্ষ দেখাতেও সেই ব্রহ্মপদের অনুভব হয়; দেখাও যাইতেছে, ক্রিয়া বিশেষে শাখা ভেদে ক্রিয়ার ক্রমভেদে পৃথক ফল প্রাপ্তি হয়।

তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## চতুর্থ পাদ।

পূর্ব্বপাদে ব্রহ্ম বিভার গুণের উপসংহার নিরূপণ করা হইয়াছে এই ক্ষণে তাহার কর্ম্ম সকলের করাই পুরুষার্থ সাধন নিরূপণ করা হইতেছে, যাহাতে কেবল কুম্ভকই পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

**পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥**

সূত্রার্থ। পুরুষের ক্রিয়া সাধনেতে প্রয়োজন জন্য পুরুষার্থ বলা যায়, বেদ বচন জন্য সেই পুরুষার্থের মধ্যে যে অত্যন্ত পুরুষার্থ হইতেছে তাহাকে মোক্ষ বলে, এই কথা বাদরায়ণ ঋষি বলেন।

বেদান্ত বিহিত জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ হয়, বাদরায়ণ আচার্য্য এইরূপ মানেন, তবে কি প্রকারে ওঁকার শব্দের দ্বারা প্রাণ পায় অর্থাৎ সংসার হইতে পার হয় এবং আত্মাকে জানে এই শ্রুতি বলেন, ধ্বনিরন্তরগত জ্যোতি, জ্যোতিরন্তরগত মন, সেই মন ব্রহ্মেতে বিশেষ রূপে লয় হয় সেই পরম পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদ:— "আধারমানন্দমখণ্ড বোধ যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ যত্রৈব তেজসি মনসি বিশ্বমস্বাত্যভাব বিরহেন যোগিনাং"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থার যে ব্রহ্ম তিনি সকলের আধার, তাহাতে থাকিলেই আনন্দ হয়, এবং সমস্ত অখণ্ড ব্রহ্মময় বোধ হয় যাহাতে এই শরীরের স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সেই ব্রহ্মে লয় হয়। যেখানে মনের তেজেতে নিশ্চয় বিশ্ব সংসার দেখে, সেখানে কোন কিছুই নাই তাহারই অভাব হওয়াতে যে বিরহ তাহাতেই যোগীরা থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম।

যে কর্ম্মের যে ফল হইতেছে অনন্ত তাহার কি নাম? পুরুষের ক্রিয়া সাধন প্রয়োজন, তাহাতে নানা পুরুষার্থ হয়; কারণ শব্দ ত বেদ বচন প্রযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম জানিয়াছেন, এইরূপ বাদরায়ণ বলেন, শব্দ আর কিছুই নহে কেবল যাহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা হইয়াছেন তাঁহারা আপ্ত, তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই শব্দ, সেই উপদেশ, যাহা পরম্পরায় প্রাপ্তি হয়, যাহা বেদ স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে আছে। থাকিলে কি হয় গুরু বাক্যের দ্বারা বিনা উপদেশে প্রাপ্তি হয় না; তাহা প্রাপ্ত হইতে অত্যন্ত দুঃখ জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পুরুষার্থ মহাদেবকে পাইয়া মোক্ষ যাহাতে হয় অর্থাৎ ক্রিয়া উপদেশ করেন। সে এই—

"তরতিশোকং আত্মবিদিতি" যিনি আত্মাকে জানেন তিনি শোক হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাকেই পর ব্রহ্ম জানিও, তিনিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে জানিয়া পরম পদকে পায়। আরও অন্য ঋষির বাক্যেতে সমন্বয় হইতেছে।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থ বাদো যথান্যেম্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। সমুদায় ক্রিয়ার শেষেতে পুরুষার্থের বাদ হইতেছে এই জৈমিনি বলেন।

যখন কর্ত্তৃত্ব পদকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় কাজের এক বোধ হওয়ায় এক বলিলেই এক হয় না, মন সকল দিকে যাউক না কেন মুখে বলে এক, এমত পাখির বোল শিখিলেই কি আর না শিখিলেই কি সে বলিবার কথা নয়, যদি বলিবারও হয় বুঝিবার নহে, অল্প বলা যাইতেছে (সে এক কেমন যেমত দূরে কেহ হাই তুলিতেছে, কিন্তু হাইতোলা অনুভব বা দেখা হইলে হয়), এ সেইরূপ এক হইবার উপক্রম, এক হইলে নিজে না থাকায় কিছু থাকে না। সে এক বিচিত্র দশা, অল্প শব্দ স্থিরত্ব প্রযুক্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়, কর্ত্তৃত্ব পদের অনুভব হয়, যেমত কোন রোগ আরাম করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইচ্ছায় আরাম হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা অনিচ্ছার ইচ্ছা যাহা হঠাৎ হয়, এই মতলবে রমল বিদ্যা যাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক অঙ্গ, ক্ষণাৎ সঙ্কল্প রূপিণী সেই আদ্যাশক্তি বড় ঐশ্বর্য্যবতী, কেবল আত্মার ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত করিতে পারেন। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বাহ্য ও অন্তরের সকল কর্ম্ম শেষ হইলে অর্থাৎ নিজের ও ব্রহ্ম হইলে এইরূপ বিজ্ঞান হইলে যত কর্ম্ম সমস্ত আপনি চলে যায়, এই এক অনুমান জ্ঞানের বিদ্যা, যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র সমাধি বলে। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় কোশার মুখ একটু উচু করে ঠেলে ধরিলেই স্থিতি স্বরূপ সব জল পড়ে, সেইরূপ অহঙ্কার স্বরূপ ঠেলা পাইলেই জল ধানে অর্থাৎ মায়াতে পড়িয়া যাওয়াতে ফলাদি হয়। মন স্বরূপ দরজা দ্বারা কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ও অকর্ম্ম অর্থাৎ অন্য দিকে মন দেওয়া এই উভয়েরই সম্বন্ধ রাখে, ক্রিয়ার দ্বারা এই জানাই প্রয়োজনীয় হইতেছে এবং শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছে ও জৈমিনি আচার্য্যের এই মত হইতেছে। যেমত কোন দ্রব্য সংস্কারের নিমিত্ত পত্রাদি আবশ্যক সেইরূপ মন সংস্কারের নিমিত্ত ক্রিয়া করা আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান জন্য কর্ম্মই বিজ্ঞানের অঙ্গ হইতেছে, এই শ্রুতি বলিতেছেন তবে কর্ম্ম করিলেই যদি বিজ্ঞান হয়, তবে বিজ্ঞানের চিহ্নই কর্ম্ম কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনি ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় কোন চিহ্ন থাকে না সমস্তই ব্রহ্ম। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—
"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী"।
অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা ব্রহ্মস্বরূপ তাহা হইতে প্রাণ অর্থাৎ স্থির বায়ু, মন চঞ্চল

বায়ু, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, স্পর্শন ও পঞ্চের দ্রব্য অর্থাৎ আকাশ বায়ু তেজ জল মাটি, কিন্তু মন সকল ইন্দ্রিয়ের অগ্রবর্ত্তী হওয়াতে ইন্দ্রিয় সকল রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, সেই মন আত্মার সহিত মিলিত অতএব আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সকলকে ধারণ করিয়া আছেন।

ক্রিয়মান যত কর্ম্ম আছে তাহার শেষ হইলে কর্ত্তব্যের শেষ হওয়ায় মোক্ষ পুরুষার্থ কহে, যেমত অন্য ধর্মকামার্থ ইচ্ছার পুরুষার্থ বাদ হয় ইহা জৈমিনি বলেন। যেমত ধর্মাদির পুরুষার্থবাদ সেই প্রকার মোক্ষের ; ইহার শেষত্ব কি প্রকারে হইতেছে।

আচার দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। বেদ উপদেশ জন্য পুরুষের প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম আচার, পরে গৃহস্থ আশ্রম আচার, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম আচার, পরে ভিক্ষুক আশ্রম আচার এই দর্শনেতে মোক্ষই শেষ পুরুষার্থ হইল।

জনকাদির আচার যে জনক ব্রহ্মকে জানেন, তাহাদিগের ব্রহ্ম দর্শনাদি এ কিছু আচার নহে। কারণ দর্শন হইলেই দুই হইল এক হইলে দর্শন কোথায়, সেখানে কোন ভাব নাই এই শ্রুতি এবং সেখানে কোন প্রযোজক নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতমং নিত্যং নিত্যং তত্ত্বাধিকস্তৎ"। অর্থ—যে ক্রিয়ার পর অবস্থা সকল আত্মাতেই রহিয়াছি, যাহা ক্রিয়া না করিলে অনুভব হয় না, যে আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, বিশ্ব সংসারে তিনিই মহৎ তিনি সকল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, যে সূক্ষ্মেতে গেলে অনিচ্ছার ইচ্ছাতে সকল করিতে পারে, তিনি নিত্যই রহিয়াছেন, তিনি নিত্যই সকল তত্ত্বের অধিক তিনিই ব্রহ্ম।

বেদ উপদেশ দ্বারা অর্থাৎ যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদিগের উপদেশের দ্বারা পুরুষদিগের প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেছে অর্থাৎ সকল জিনিসে ব্রহ্ম দেখায় এই আচার হইতেছে, পরে গৃহস্থাশ্রম অর্থাৎ ঘরে শরীরে সর্ব্বদা স্থিতি পদে থাকা যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়, পরে অন্তরে অলৌকিক বন জঙ্গল দেখা, পরে ভিক্ষুকাশ্রম অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা মনের তৃপ্তি জন্য তাহার মহিমা দেখা, তাহার পর শেষে মোক্ষ দেখায় এই শেষ হইতেছে। এইরূপ আনুপূর্ব্বিক আচার কেন?

## তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। সমুদয় বেদেতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ক্রমের দ্বারা বিধির শ্রবণ জন্য যথাক্রমে বলিয়াছেন।

সেই বাহির ভিতর দেখা স্বরূপ যে অবিদ্যা, সে কর্ম্মের অঙ্গ হইতেছে। অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে বাহির ভিতর দেখা যায় না, এই শ্রুতি। এই কর্ম্মের ফল যাহার নাম বিদ্যা, সেই জানাই বিদ্যার কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অতিশয় ভাবের দ্বারা, কোন কিছু জানার ফল যে সে কোন উপকার্য্যেতে যায়, সে কার্য্যেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে তাহা অব্যক্ত ব্রহ্ম। প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদ:—"জাগৃৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশ্যতে তৎব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে"। অর্থ—সেই তত্ত্বাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই নাই, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এ প্রপঞ্চ হইতে হইয়াছে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় দুই বস্তু আছে. স্বপ্নে দুই বস্তু আছে, সুষুপ্তি অর্থাৎ ঘোর নিদ্রাতে এক ত আত্মাতেই থাকা, সেও দুই হইতেছে, এ সকল পঞ্চ তত্ত্বে থাকিয়া হইতেছে, তত্ত্বাতীতে প্রপঞ্চ নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম, যাহার দ্বারা এই প্রপঞ্চ প্রকাশ হইতেছে সেই নির্ম্মল ব্রহ্মকে জানিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে সেই ব্রহ্মই আমি এইরূপ জ্ঞান হইলে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে মন লীন হইলে অন্য বস্তুই থাকে না। বস্তু দ্বারা মন আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ হয় যখন কোন বস্তুই নাই তখন কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম, সমস্ত ব্রহ্ম হইলে কে কাহাকে বন্ধন করিবে।

সকল বেদেতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলের ক্রমে বিধি শ্রবণ দ্বারা যাহা মনু, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদিতে লেখা আছে ব্রহ্মচর্য্যাদি আচার ক্রমেতে ক্রিয়া করিলে আপনা আপনি হয়। বেদেতে ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আচার ক্রম আছে অর্থাৎ যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারাও জানিয়া লিখিয়াছেন।

---

## সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। সম্যক্ সেই আচারের প্রথম হইতে সেই সেই আচারের ক্রমেতে শোনা যায় অর্থাৎ শ্রুতি হইতেছে তাহার নিমিত্ত অবিরোধ হইতেছে।

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থার কর্ম্ম অর্থাৎ সেই বিদ্যার কর্ম্ম যাহা ক্রিয়া হইতেছে তাহার পশ্চাতে যখন থাকে অর্থাৎ যখন ক্রিয়া করে তখন করিতে আরম্ভ করিলেই নেশা হয় না, ক্রমশঃ করিতে করিতে নেশা হয়, যে যত করে তাহার তত নেশা হয়। যাহার যত প্রবৃত্তি তাহার তত ক্রিয়ার বৃদ্ধি ও নেশার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান হওয়াতে, আত্মজ্ঞান একেবারে হইল না; জ্ঞান একেবারে হইয়া থাকে, একেবারে না হওয়াতে আত্মজ্ঞানের অবসর হইল অর্থাৎ ক্রমশঃ আটকিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ

বৃদ্ধি হইল, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, জ্ঞান একেবারে হওয়া চাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন জ্ঞান নাই তবে অজ্ঞানেরই নাম হইতেছে ( জ্ঞানমজ্ঞানং ) এই শ্রুতি ( অজ্ঞানং জ্ঞানং ) প্রমাণ রামতাপিনী উপনিষদঃ—"চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ব্রহ্মাস্মি সমচিত্ত সদাহং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ং তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং ফলমশ্নুতে"। অর্থ—যে ব্রহ্ম দ্বারা চিত্ত অন্য দিকে যায় তাহা গিয়া তাহা দ্বারা অন্যমনস্ক হইয়া মায়াতে মুগ্ধ হইয়া ফলভোগে বদ্ধ হয়। আর যদি সেই চিত্ততেই চিত্ত থাকিল তবে চিন্মাত্রই কেবল হইলাম, এই রূপই আমার হইতেছে অতএব সেই ক্রিযার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ( কীট-ভৃঙ্গবৎ ) তদ্রূপ হইয়া যায়। সুতরাং আমি না থাকায় চিন্মাত্র স্বরূপ হইলাম। তখন সকল অমঙ্গল মায়া হইতে রহিত হইযা চিত্তে চিত্ত রাখিযা, যাহা মনেতে মন রাখার পর হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয তাহা হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়। অর্থাৎ চিত্তেই চিত্ত মিলিয়া গেল ; তখন সর্ব্বদা ঐ অবস্থায় থাকায সদাশিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হইল, চিত্তে চিত্ত থাকায় অর্থাৎ চিত্ত অন্য দিকে না যাওয়ায়। এই অবস্থাতে কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম সুতরাং সদা সমান চিত্ত থাকে কারণ নিজে সমচিত্ত স্বরূপ হওযাতে, আর চিত্ত ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম আমিও ক্রিযার পর অবস্থায় থাকিয়া আমিও সদা সমচিত্ত হইলাম। কূটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র সেই গুহাস্বরূপ তাহাতে প্রবেশ করতঃ যে সকল আশ্চর্য্য দেখে তদ্রূপ স্বভাবে কূটস্থের গুহার মধ্যে থাকিয়া সমুদায় দেখিতে পায়। সেই গুহাই আশয় হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মই সদাশয় হইতেছে, সেই ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতে তদ্রূপ হইযা যায় অথচ সব করে। তখন ভিতরে ভিতরে শ্বাস চলে ও ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি থাকে, প্রাণ ও অপান সমান রূপে অবস্থিতি করে, বায়ু নাকের মধ্যে চরণ করে, এইরূপ অবস্থাকে নিষ্কল বলে, যাহা ক্রিয়া করিতে করিতে আপনাআপনি হয, সদা চিৎস্বরূপ কূটস্থে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে থাকে ও ব্রহ্মেতে থাকায় ব্রহ্ম হইয়া যায। সব ব্রহ্ম হইলে অদ্বিতীয হইল। এই জানার নাম কৈবল্য ; সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে কৈবল্যপদ পায় অর্থাৎ কেবল কূটস্থকে সদা থাকে ও সকল সংসারের বস্তুতে থাকিয়া ও নির্ব্বন্ধ কৈবল্য পদে আরূঢ় হইয়া থাকে, ইহাকে জীবন্মুক্ত কহে। এই ফল ভোগ করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ভোগ জ্ঞান হইতেছে এ যাহার হইয়াছে সে নিজে আপনার বিচিত্র দশা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে।

সম্যক আনুপূর্ব্বিক সেই সকল আচার আরম্ভ হওয়াতে সেই সেই পরের পর আচার ক্রমশঃ হয় এই শ্রুতি। যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমান্তর আচার অধিকার না করে সে শূদ্র হয়। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হইলে বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম আপনাআপনি হইবে।

## তদ্বতো বিধানাৎ। ৬॥

সূত্রার্থ। তাহারই বিধিক্রম জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের আচারকর্ত্তার শেষ ভিক্ষুক আশ্রমেতে মোক্ষের বিধি জন্য মোক্ষই শেষ পুরুষার্থ হইল।

না জানার ন্যায়, উনি আমার এক কুটুম্ব অথচ কিরূপে এক কুটুম্ব তাহার সবিশেষ কিছু বলিতে পারে না, সেইরূপ কি ক্ষমতা থাকিলে এক ব্রহ্ম হয়, সে আত্মাশক্তির শক্তিকে না জানায় এক ব্রহ্ম যেমন মুখে বলা মাত্র, এইরূপ বিধান যদি হইল তবে কর্ম্মাদি করাও হউক না হউক করে চল, এক দিকে হেলে চলা, এক পক্ষে হইলে অন্য পক্ষ হইল না, অনিত্য হইলে অনিত্যের ন্যায় জ্ঞান হইল, সেই জ্ঞান অঙ্গ হইতে হইযাছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা কখন থাকে ও কখন থাকে না সুতরাং অনিত্য, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদাই ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে। প্রমাণ জবোলোক উপনিষদঃ—"ভ্রুবোর্ধারণা চ যা সন্ধি সা এসা দ্যৌলোকস্য পরস্যচ সন্ধি র্ভবত্যেতদ্বৈ সন্ধি সন্ধ্যা ব্রহ্মবিৎ উপশেতে"। অর্থ—ভ্রূর মধ্যে যে ধারণা যাহা নিজের ভ্রূর দিকে তাকাইলে আপনাআপনি হয়, সেই যে সন্ধি হইতেছে, সে পাতাল মর্ত্ত্য লোকের পর যে স্বর্গ লোক তাহার সন্ধি ঐ ভ্রূতে ধারণা হইলেই সেই সন্ধি হইতেছে। সেই সন্ধ্যাকে সেই ব্রহ্মকে জানেন যাঁহারা উপাসনা করেন, এই সন্ধিতে থাকিলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

এইরূপ বিধিক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আচারের ন্যায শেষে ভৈক্ষ্যাশ্রমের বিধান হইতেছে। পরে মোক্ষ অধিকার এই নিয়ম। তবে ব্রহ্মচারীর কি মোক্ষ হয না?

## নিয়মাচ্চ। ৭॥

সূত্রার্থ। ব্রহ্মচর্য আশ্রম আচারের পর গৃহস্থাশ্রম আচার তাহার পর তিন ঋণকে মোচন করিয়া মোক্ষের অধিকার নিযম জন্য হয়।

ক্রিয়া করা চাই এই যদি স্থির হইল আর কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা নেশা হয় তাহা নহে হঠাৎ আপনাআপনি ও নেশা হয় তবে ক্রিয়ার পর অবস্থার কোন নিয়ম নাই। এইরূপ জ্ঞানের ত অপুরুষার্থতা বলা যাইতে পারে। এইরূপ পুরুষার্থের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে অপুরুষার্থতাই শেষ হইল। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় পুরুষার্থ ও অপুরুষার্থ দুই নাই, কিছুই নহে সেই ব্রহ্ম। প্রমাণ জবোলোক উপনিষদঃ—"প্রাণায়ামমহুমস্থা উন্মত্তবৎ চরন্তি"। অর্থ—প্রাণায়াম করিয়া পরে ব্রহ্মেতে থাকিয়া উন্মত্তের ন্যায় চরণ করিবে, তখন কোন নিয়ম নাই, কিন্তু প্রথমে প্রাণায়াম নিয়ম মত করিবে।

যাহা মনু বলিয়াছেন ছত্রিশ বৎসর ক্রিয়া, প্রাণায়াম করিবে। আঠার বৎসর স্থির ভাবে থাকিবে, পরে বৃহদারণ্যক বনে থাকিবে নয় বৎসর। পরে অনুভব পদে থাকিবে ও মন মোক্ষেতে নিবেশ করিবে। বাদরায়ণ ও জৈমিনি এই বলেন। এই নিয়ম।

---

## অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবতদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। জৈমিনির মতে অন্য সকল শাস্ত্রেতে যে মত মোক্ষেতে শেষ জন্য পুরুষার্থবাদ আছে, সেইরূপ বাদরায়ণের মতেতে মোক্ষের জন্য অধিক উপদেশ আছে ; দর্শন জন্য।

তু শব্দে জৈমিনির মত ব্যাবৃত্তি আসিতেছে, কি প্রকারে ? অধিক উপদেশ দ্বারা, যে সংসারী তাহার অনেক উপাধি, কিন্তু পরমাত্মা উপাধি রহিত। যিনি সকল জানার অন্ত, এমত দেশ তাহার জন্য যে মত, বাদরায়ণেরও সেই মত তাহাতেই তাঁহার স্থিতি এই যখন দেখা যাইতেছে, আবার বলিতেছে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, এই বলা হইল তিনি সকল জানার অন্ত, আবার বলিতেছ তিনি সকল জানেন, হাঁ না দুই এক স্থানে কি প্রকারে সম্ভব, এ কি রূপ আচার। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় জানা না জানা দুই নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ১ মন্ত্রঃ—"য ইন্দ্র সোমপতে যোমদ শবিষ্ট চেততি"। অর্থ—যিনি ইন্দ্র ও চন্দ্রের পতি কূটস্থ ব্রহ্ম, তাহাতে থাকাই যে নেশা তাহাকেই ইষ্ট জ্ঞান করিয়া চিত্ত সদা সেই স্থানেই রাখিবে। এইরূপ রাখিতে রাখিতে তৎব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়, সেখানে গমন করিয়া স্থিতি হইবার স্থান হইতেছে।

জৈমিনির মতে মোক্ষের শেষত্ব প্রযুক্ত পুরুষার্থ হইতেছে, মোক্ষের অধিক উপদেশের দ্বারা বাদরায়ণও বলেন, কারণ সকলের শেষে মোক্ষ দেখিয়াছেন ইহাতে কোন বিরোধ নাই, কেন বিরোধ নাই ?

---

## তুল্যন্তু দর্শনাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। যেমত বাদরায়ণ দেখেন সেইরূপ জৈমিনিও দেখেন।

তু শব্দে পূর্ব্বের আচারের ( ক্রিয়ার পর অবস্থার ) জানা বুঝাইতেছে, সে কিছু ভিন্ন বিদ্যা, কোন ভিন্ন বিষয় ; সমান ব্রহ্মের সহিত তাহাতে লীন হওয়াতে হইয়াছে। যখন এক হইল তখন দেখা না দেখা দুই সমান অর্থাৎ সেই আমি আবার বেদে বলিতেছেন সূর্য্যই ব্রহ্ম ; দেখা উভয়েতেই তুল্য ক্রিয়ার পর অবস্থাও অবস্থা ও অনুভবের দেখা ও কূটস্থের দেখাও দেখা ; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখা শুনা কিছু নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ১ মন্ত্রঃ—"যেনাহং সিন্ধু অত্রীণং তমীমহে"। অর্থ—যাঁহার দ্বারা সেই ব্রহ্ম আমি

হইয়াছি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে, তখন সেই চন্দ্র স্বরূপ মন, কূটস্থ ব্রহ্মে লীন হওয়াতে আমিই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াছি।

যেমত জৈমিনি দেখিয়াছেন সেইরূপ বাদরায়ণও দেখিয়াছেন। তন্নিমিত্ত বিরোধ নহে। যদি বিদ্যাবত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই মোক্ষ; ইহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক করে সেই উপনিষদ ( ব্রহ্ম ) হইতেছেন, তাহারই অধিক বলা হয়; ইহা কি সর্ব্বত্রই হয়?

---

## ন সার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। সেই শ্রুতি সর্ব্বত্র নাই।

সকল বিদ্যার বিষয় ব্রহ্ম নহে, যেমত ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিষয় হইতেছে তাহাতেই মন লীন হয়, যখন কোন বিষয় হইল তখন তাহা কি প্রকারে ব্রহ্ম সম্ভব, বিষয় হইলেই দুই হইল, মন ও বিষয় কিন্তু ব্রহ্ম দ্বন্দ্বাতীত, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, ইহা বেদবিদেরা বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধে গমন করতঃ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেও নিশ্চয় বিষয় বিদ্যা হইতেছে সে বিষয় বিদ্যার ফল ও বিষয়ের ফল সমান হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিষয়ও নাই কোন ফলও নাই। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক অর্দ্ধ প্রপাঠকঃ—"আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্ব"। অর্থ—আত্মা নিত্য প্রযুক্ত সর্ব্বদাই আছে, তাঁহারই ইচ্ছা শক্তিতে যত ক্রিয়া যজ্ঞ হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা না হইতে যে হওয়া সে আপনাআপনি হওয়া, যাহা আত্মার দ্বারা হইয়াছে সেই আত্মাই যত যজ্ঞের পূর্ব্বে সদাই আছেন।

যাহা বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার দ্বারা করে অর্থাৎ নেশায় থাকে এই শ্রুতি, তাহা সার্ব্বত্রিকী নহে অর্থাৎ সকল সময় সকল বস্তুতে থাকায় থাকে তাহা নহে, আর সকলে সকল লোকেতেই থাকিবে তাহাও কিছু নিয়ত নহে। কি প্রকারে অসার্ব্বত্রিকী তাহা বলিতেছেন।

---

## বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। বিভাগ যে মত এক শতের হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক আবার ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় সেই নেশার বিভাগ হইতেছে, তবে দুই কি প্রকারে তুল্য হইতে পারে। যখন অন্য বস্তুতে মন যাইতে আরম্ভ হয় তখন এক কিরূপে হইতে পারে। যেমত এক বস্তুতে মন যায় এইরূপ শত বস্তুতে যাইতে পারে সুতরাং ভাগ হইল; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন ভাগ নাই তখন মন

ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। প্রমাণ সামবেদ উত্তর আর্চ্চিক অর্দ্ধ প্রপাঠক ১১ মন্ত্র :—"পরমাণন্ত-মরুতঃ"। অর্থ—এই প্রাণ বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা অবিভাগ ব্রহ্মেতে লীন করিয়া দেয় যেখানে গেলে অন্য দিকে মন যায় না সুতরাং মন পবিত্র হয়, ব্রহ্ম স্পর্শ করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সকলই ব্রহ্ম হইয়া যায়।

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ক্রিয়ার দ্বারা যাহা হয় সেই ব্রহ্ম, তাহাতে থাকায় অধিক বল হয়, তাহার বিভাগ আছে অর্থাৎ যিনি যেমত করিবেন তাহার ততক্ষণ সেই প্রকার স্থিতি হইবে। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে থাকিয়া যাহা কিছু করে, অর্থাৎ নেশায় থাকে ব্রহ্মেতে লয় হওয়ায়, তাহার অধিক যোগবল হয়। আর অল্প শ্রদ্ধাতে করিলে অল্প পরিমাণ বল ও অল্পক্ষণ নেশা থাকে। এইরূপ শত বিভাগের ন্যায় হইতেছে। এক শত টাকা ইহাদিগকে দিও, যেমত শতের এক বিভাগ হইতেছে। তেমনই গুণাধিকতার ন্যূনাধিও হইতেছে। অর্থাৎ এক শত টাকা ইহাদিগকে দেও ইহার বলাতে টাকা সকলেই পাইবে, কেহ এক টাকা, কেহ দশ টাকা কেহ পঁচিশ টাকা পাইবে। যাহার যেরূপ কর্ম্মের গুণ সে সেইরূপ পাইবে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্ম সে সেইরূপ নেশাতে থাকিবে। এরূপ কি প্রকার বিভাগ ?

---

## অধ্যয়ন মাত্র বতঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। যাহার কেবল অধ্যয়ন হইতেছে অর্থাৎ বেদ পাঠ, বিদ্যাবানের মত তাহার ভাগ দেবার যোগ্য হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থা সাধারণ জানার মত জানা নহে, সেখানে কোন বিষয় না জানার নাম জ্ঞান, কারণ সেখানে কোন নিয়ম, একের সহিত অন্য বস্তুর নিয়ম, সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, মনও ব্রহ্ম হইয়াছে, সুতরাং অন্য কিছু না থাকায় কিসের নিয়ম হইবে, কেই বা নিয়ম করে ; তখন কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক অর্দ্ধ প্রপাঠক ৫ অধ্যায় ৫ মন্ত্রঃ—"আচা সহস্রমাশতং ন্যক্তারথ হিরণ্যায় ব্রহ্ম যুজা হরয় ইন্দ্র কসিনা বহং রূসাম পিতয়ঃ"। অর্থ—এক শত বার হইতে সহস্র বার পর্য্যন্ত আচমন করিবে অর্থাৎ ক্রিয়া করিবে, পরে সোণার রথ, যাহার মধ্যে নারায়ণ কূটস্থ স্বরূপ আছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাতে যোগ হইয়া—মিলিয়া সব হরণ হইয়া যায়। কেবল কূটস্থ ব্রহ্ম স্বরূপ আমি হইয়াছি, সেই কূটস্থ স্বরূপ জ্যোতি পীতবর্ণ তাহার পর শ্যামবর্ণ তিনি ব্রহ্ম।

ক্রিয়া করিলেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে তাহা নহে। যেমত অধ্যয়ন করিলেই যে বিদ্বান্ হয় তাহা নহে। কিন্তু ক্রিয়া করাতেই ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। যেমত অধ্যয়ন করাতেই বিদ্যাবানের তুল্য বিভাগ পায়।

## নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। অধ্যয়ন মাত্র লোকের বিদ্বানের মত সমান ভাগ নহে, বিশেষ জন্য।

ক্রিয়ার পর অবস্থা না করিয়াও হয়, এইরূপ ভাল লোকেরা বলিয়া থাকেন; ইহা কিছু বিশেষ রূপ অবস্থা, যাহা না করিলে হয়। এরূপ প্রকরন না শোনার দরুণ হইতেছে; কিছু না করিয়াও ক্রিয়ার পর অবস্থার মত একটা সামর্থ্য বোধ হয়। এইরূপ যে জানে তাহাকে বিদ্বান বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিদ্বান্ অবিদ্বান্ কিছুই নাই। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক অর্দ্ধ প্রপাঠক ৫ অধ্যায় ৫ মন্ত্রঃ—"আচারাথ হিরণ্ময় হরিময়ূর সাসিৎ ত্রিষ্টা বহন্তাংধ্রু, অন্ধ সা বিবক্ষুণস্য পিত্তায়"। অর্থ—সর্ব্বদা কূটস্থে থাকা, যাহার চারি দিকে সোণারবর্ণ বেষ্টিত, হুবিস্-হু-হোম করা, ক্রিয়া করা, ময়ূ—ক্ষেপণ করা; অর্থাৎ পূরক রেচক করিয়া যে রস—ক্রিয়ার পর অবস্থা, সেই ব্রহ্ম, তাহা তিন শ্বাসে বহন করিয়া থাকে, তিনেরই যখন স্থির হয় তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, কেবল অন্ধকারবৎ বুদ্ধিতে স্থির থাকে। সদা এইরূপ থাকিতে বিশেষ রূপে ইচ্ছা থাকে ও এই রস সদা পান।

যে ক্রিয়া করে সে ক্রিয়ার পর অবস্থার সহিত তুল্য ভাগ পায় অবিশেষ হওয়াতে অর্থাৎ সাধারণ চক্ষে ইহা হওয়াতে বিশেষ বিভাগ কার্য্য হইতেছে। যদি এইরূপ বিভাগ না করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকে; এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ব্রহ্মকে জানিয়া, অন্য দিক হইতে সংযত মন হইয়া যাহা করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে, সেই সময়ে তাহার যোগ বল অধিক হয়।

---

## স্তুতয়েণু মতির্বা ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। স্তুতির নিমিত্ত বীর্য্যতর হইয়াছে, আর আমাদেরও অনুমতি আছে।

বা শব্দে অবিদুষকে বুঝাইতেছে যাহারা অবিদুষ তাহারা বশী যে ব্রহ্ম তাহারই অনুষ্ঠান করে কিন্তু সে কর্ম্ম নহে কারণ সে কর্ম্মে ফলের আশ্রয় আছে, আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ফলের আশ্রয় নাই; বিদ্যা স্তাবক অর্থাৎ ব্রহ্মের কীর্ত্তন, ইহাতে যে নিয়ম হইল অর্থাৎ নিয়ম করিয়া ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, বা কোন বিষয় নিয়ম করিয়া করিলে তাহার ফল হয় কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন নিয়ম নাই। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক অর্দ্ধ প্রপাঠক ৫ অধ্যায় ২০ মন্ত্রঃ—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্যধিমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"। অর্থ—কূটস্থ ব্রহ্ম তিনিই শ্রেষ্ঠ তিনিই এই সূর্য্যের আদি সেইখানে আমার বুদ্ধি থাকুক।

ক্রিয়ার পর অবস্থার বড় মজা এই আমাদের অনুমান; পুনরায় বলিতেছেন।

## কামচারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। এক এক মহাঋষি বলেন কি কামচার জন্ম বীর্য্যত্তর হয়, যেমত শ্রদ্ধা, যেমত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম তেমনই ২ বীর্য্যবৎ হয়।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা পরমার্থ পদ, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোকে কামনা করে, এইরূপ কামনা করা বেদে বলে ও যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ অনুভবকে দেখান, তবে ব্রাহ্মণাদি শরীরে কর্ম্মের অভাব সম্ভাবনা হইতে পারে; ব্রহ্মে মাতিয়া থাকিলে কোন কর্ম্মও নাই, কর্ম্ম ফলের ইচ্ছাও নাই। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক সপ্ত প্রপাঠক ৫ মন্ত্রঃ—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদং সমূঢ়মস্য পাংশুল"। অর্থ—এই বিষ্ণুর স্থিতি পদ বিচক্রমে, বিশেষ রূপে চক্র—চক্—তৃপ্ত হওয়া—এই স্থিতি পদের দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করুক, ত্রেধা তিন রকমের ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার স্থিতি এই আত্মার, নিদধে—নি নিয়ত, দহ—দগ্ধ করা অর্থাৎ এইরূপ স্থিতি পদে সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থে থাকিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকিয়া সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ পদ প্রাপ্ত হইয়া সমূঢ়—স সম, বহ বহন করা অর্থাৎ এইরূপ ক্রিয়া করিতে সঙ্গত হইয়া পাংশুল ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম অণু প্রকাশিত হয় ও শিব হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হওয়াতে যাহা ইচ্ছা করে তাহা হয়। তাহা হইলে বীর্য্যত্তর অনুভব করে। যেমত শ্রদ্ধা সেইরূপ জানিয়া অর্থাৎ যেমত ক্রিয়া সেইরূপ টান হওয়াতে কর্ম্ম করে ও সেই কর্ম্মের সেইরূপ বল হয়।

---

## উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। বীর্য্যতর হয় কেহ কহেন সেই কৃত কর্ম্ম উপমর্দ্দন হয়।

করা এবং যিনি করিতেছেন তাঁহাকে মনন করা অর্থাৎ ক্রিয়া করা এইরূপ প্রত্যক্ষ বোধ হয়, তবে গৃহস্থের কর্ম্মের অভাব কিসে? গৃহস্থের কর্ম্মের অভাব কিসে? গৃহস্থ কর্ম্মও করিতেছে ও ভগবান বলিয়া আন্দাজি কাহাকেও মনন করিতেছে; মনন করা এই উপমর্দ্দন, যেমত ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশা,—সেইরূপ সদা সংসারের নেশায় মত্ত থাকে। উভয়েতেই সমান নেশা, সংসারের নেশার পরিবর্ত্তন হওয়াতে অসুখ আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুখ আনন্দ। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক ৭ প্রপাঠক ৫ মন্ত্রঃ—"ত্রীণিপদা বিচক্রমমবিষ্ণুর্গোপা আদাভ্য অতোধর্ম্মাণি ধারয়ণ বিষ্ণ কর্ম্মানি পশ্যতঃ"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থার তিন পদেরই স্থিতি পরে বিশেষ রূপে তৃপ্তি, যাহারা এই স্থিতি পদে থাকে না তাহারা অধর্ম্মকে ধারণ করে আর বিষ্ণু অর্থাৎ স্থিতি তখন কর্ম্ম সকল দেখেন অর্থাৎ কর্ম্ম করেন।

একে থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্মেতে থাকিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপ কর্ম্মদ্বার। অবিদ্যকৃত কর্ম্মের উপমর্দ্দন হয়, ইহা কেহ বলেন। তাল গৃহস্থাশ্রমের কি সকল পুরুষের কর্ম্ম বিধান যাহা বলিতেছেন।

---

উর্দ্ধরেতস্মু চ শব্দেহি ।। ১৭ ।।

সূত্রার্থ। ব্রহ্মচারী তপস্বী, ভিক্ষুক আশ্রমে যে নিমিত্ত বেদে কর্ম্মের বিধি হইয়াছে, তাহারই জন্য অবিদ্যাকৃত কর্ম্মের উপমর্দ্দন শ্রদ্ধা দ্বারা বিদ্যাকৃত কর্ম্ম হইয়াছে।

আশ্রমে থাকিয়া উর্দ্ধরেতার বিদ্যা শোনা যায় উর্দ্ধরেতার চিহ্ন তাহার চক্ষু বিরূপ, সেই আশ্রয়ে থাকে, সেখানে কোন কর্ম্ম নাই, কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের বিদ্যার অধিকার নাই অর্থাৎ কিছু জানা হয় না অর্থাৎ তাহা আহত হয় ও শব্দও থাকে না। এই তিন ধর্ম্মস্কন্ধ হইতেছে—উর্দ্ধরেত, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ও কিছু জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উর্দ্ধরেতা হইবার পূর্ব্বে এই সকল শব্দের দ্বারা জানা হয়। উর্দ্ধরেতা হইলে কোন কর্ম্মের উপেক্ষা থাকে না। তবে কেবল উর্দ্ধরেতার আশ্রয়ে থাকে, অথবা পুরুষার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাহার সহায়তায় মোক্ষ ফলত্ব হয়, ইহাও সম্ভব নহে। গৃহস্থাদির ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টত্বের যে সংস্থান, অভিধ্যান দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহকারীত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন জ্ঞানই থাকে না সমস্তই ব্রহ্ম। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক ৭ প্রপাঠক ৫ মন্ত্রঃ— "তেযস্তাবৃত্তা নিপশ্য সঃ"। অর্থ—পৌরুষের তেজে সংযত হইয়া প্রকাশে আবৃত হইয়া সে আপনাআপনি দেখে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

উর্দ্ধরেত সুব্রহ্মচারী, তপস্বী, ভিক্ষাশ্রমীর যাহা কিছু শব্দে, বেদে অর্থাৎ জানিয়া যাহারা বলিয়াছেন, তাহাই বিহিত হইতেছে। তন্নিমিত্ত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিদ্যাকৃতকর্ম্মের দ্বারা অবিদ্যা কৃতকর্ম্মের উপমর্দ্দন করা আবশ্যক। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান অর্থাৎ ক্রিয়া করা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও ক্রিয়া দেওয়া। প্রথমে ক্রিয়া করা তপস্যা হইতেছে। পরে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ইহাই আচার্য্য কুলে বাস, অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকে লইয়া রাখা এই দ্বিতীয়। পরে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া থাকা এই তৃতীয়। এ সর্ব্বত্র পুণ্য লোক, ব্রহ্মতে থাকা অমৃতত্ব পদ হইতেছে।

---

## পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতিহি ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। জৈমিনি পরামর্শকে বলেন, কারণ যে জন্ত নিয়োগ না করা সেই পরামর্শকে রোধ করিয়া দেয়, করা না করা কর্ত্তার অধীন হইতেছে। এই জৈমিনি বলেন।

জৈমিনি আচার্য্য তিন ধর্ম্মস্কন্ধ এইরূপ শব্দ নির্দ্দেশ করেন, ফল সকলের আশ্রমীদের পক্ষে কেবল পরামর্শমাত্র অর্থাৎ কথার কথা এইরূপ বলিয়া মানেন কিন্তু কি প্রকারে না বলিলে বিধায়ক অর্থাৎ কে বিধান পূর্ব্বক করিবে, এই বিধয়াক শব্দের অভাব, এ কিছু বিধি নহে, কারণ বিধি কখন কল্পনা হয় না, তবে মিথ্যা বলে, বলাবলি সকল মিথ্যা, এ কেবল অপবাদ মাত্র। যেমত ব্রহ্মই মন, এইরূপ বলা মিথ্যা, যতক্ষণ সেই ব্রহ্মই মন অবধারিত না হইতেছে। অতএব কল্পনা বিধি নহে তবে গৃহস্থের প্রসিদ্ধির বিরোধও পরিহরণ হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিষেধ বিধি কিছুই নাই। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক ৭ প্রপাঠক ৫ মন্ত্রঃ—"ইন্দ্রস্য যুজ্য সখা তৎ বিষ্ণো পরমাবিদং অদা সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবিব চক্ষু রাততং"। অর্থ—ইন্দ্রিয়ানাং নয়নং প্রধানং সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নযন প্রধান, নয়নের সহিত মনের যোগ আছে। যাহা করিলে তদ্রূপ একটী দিব্য চক্ষু দেখা যায় তাহারই মধ্যে সমুদায় ত্রিভুবন, তাহারই মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, সেইখানে স্থিতি, সেই বিষ্ণু জানিও; যিনি তাহাতে সদা থাকেন তিনিই সুর ও কূটস্থকে সদা দেখেন, যাহা দিব্য চক্ষু, তিনিই ব্রহ্ম।

জৈমিনি পরামর্শ কহেন, কি প্রকার? অচোদনা চাপবদতিহি, যে প্রকার কিছু না করিয়া আপনি আপনি স্থির থাকে, কোন নিয়োগের কারণ বিনা, তাহাকেই পরামর্শ বলেন, যেমত কোন বিষয়েরই চিন্তা করেন না, অথচ স্থিরভাবে থাকে। উপরিউক্ত তিন কর্ম্মে থাকা কিছু আবশুক করে না, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই কর্ম্ম, কিছু না করাতে থাকিয়া আবার উপরিউক্ত সকল কর্ম্ম করা, এ অপবাদ মাত্র। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও তাহাতে লীন হওয়া এই দুই অমৃতত্ব পদ হইতেছে।

---

## অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। বাদরায়ণ কহেন এ অনুষ্ঠানের যোগ্য, কারণ শ্রুতি বিরোধ না হইবার জন্ত।

বাদরায়ণ আচার্য্যের মত এই যে ক্রিয়া করিবে তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা এক ভিন্ন আশ্রম, বেদে শ্রবণ করা যায় যে সেখানে কাণার মত দেখা যায় না, অর্থাৎ সকল দেখা যায় তাহা কোথায়, যেখানে সাম্যপদ এই শ্রুতি বলে, গৃহস্থের পক্ষে এ ধর্ম্মস্কন্ধ নহে, মনকে স্থির করিতে না পারিলে গার্হস্থে মন যায়, অতএব ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা উচিত। যে পর্য্যন্ত স্থির না হয় সে পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধির বিধি

হয় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই ব্রহ্মতে থাকা হইল। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক ৯ প্রপাঠক ৯ মন্ত্রঃ—"গায়ত্রং ত্রিষ্টুভং জগজ্জগৎ বিশ্বা রূপাণি সম্ভৃতাদবা ওঁকাশুংসি চক্রিরা"। অর্থ—গায়ত্রী (গায়ৎ-গানকারী ত্রৈ ত্রাণ করা অর্থাৎ যে গানকারিকে ত্রাণ করে) অর্থাৎ প্রাণায়াম পর ব্রহ্ম অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ কূটস্থ ব্রহ্ম, যিনি ক্রিয়া করেন তিনিই পান কিন্তু সর্ব্ব ঘটে অজ্ঞান জন্য গোপন আছেন ; ত্রিষ্টুভ-ত্রি, স্তুভ, উচ্চারণ করা, অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার ক্রিয়া করা, জগ বায়ু, জগৎ-সে বায়ুর প্রাণের চালন, প্রাণায়াম করা এই যে করিতে জানে, সে বিশ্ব সংসারের রূপ যাহা হইতে হইয়াছে, ওঁ কার অর্থাৎ এই শরীর তাহাকে জানে ও চক্রিরা অর্থাৎ চন্দ্র দ্বারা পোষিত হইয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক ভ্রমণ করে অর্থাৎ সদা ব্রহ্মেতে থাকে।

যজ্ঞ, দান, তপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কারণ সাম্য শ্রুতি হইতেছে অর্থাৎ করা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ও না করা দুই তুল্য এইরূপ বাদরায়ণ বলেন।

## বিধির্বাধারণবৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। বাদরায়ণ ইহাও বলেন যে যাহা বিধি হইতেছে তাহা ত্যাগ করিবার যোগ্য নহে, ইহা ধারণ করিবার মত।

ক্রিয়ার পর অবস্থা এই বিধি, বা শব্দে বিধির অভাব নিরাকরণ করিতেছে, যাহা পূর্ব্ব সূত্রের অর্থে বোধ হইতেছে। অন্যান্য দেবতার ধারণার ন্যায় কি ক্রিয়ার পর অবস্থার ধারণা? তাহা হইলে আশ্রয়ের পর ব্রহ্ম সংস্থিতত্ব হইতেছে। কিন্তু কর্ম্মীদিগের নহে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিলে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। এইরূপ সকল অনুষ্ঠানেতেই গৃহস্থদের ধর্ম্মের সাম্যতে হয় এই শ্রুতিতে শোনা যায়, অত্যন্ত রস এই অঙ্গ হইতে যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় আনন্দ হয় সেই স্বর্গ লোক এই ক্রিয়ার দ্বারা হোম করিবে, ইহা দ্বারা সাম্য পদকে পায়, এই এক অবয়বান্তর অবস্থা হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ধারণা করিতে হয় না, সেখানে আপনা আপনি ধারণা হয়। প্রমাণ সামবেদ উত্তর অর্চ্চিক ৯ পূর্ব্বার্দ্ধ ৭ মন্ত্রঃ—"স্বস্তিনঃ বৃহস্পতির্দধাতু"। অর্থ—স্বস্তি—সু শুভ, অস হওয়া, আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়, তাহা হইলে সন্তোষ হয়, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ; সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ হয়।

বাদরায়ণ বলেন যজ্ঞ দান তপ বিধির্বান হইয়া তাহার ফল ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইবে, এই কর্ত্তব্য।

স্তুতি মাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্তুতি মাত্র হইতেছে, উপাদানের জন্য যে প্রথমে থাকে সেই উৎপন্ন হয়, এরূপ যদি কেহ কহে তাহা নহে, প্রথমে না হইবার জন্য।

ক্রিয়ার পর অবস্থা সকল রসের রস, এই স্তুতি মাত্রতে কোন বিধি হইতে পারে না; গান করা যে সকল কর্ম্মাঙ্গ তাহাও স্তব করা মাত্র, এ কেবল উপাদান, যদ্যপি এইরূপ বল তাহা নহে। স্তুতি করাতে যে আনন্দ রস তাহা স্তুতি করার পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য, প্রথমে সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা, যে সকল রসের রস, তাহাত ছিল না, ক্রিয়া করিয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে এই বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে না, এরূপ কল্পনাতে দোষ দেখা যাইতেছে। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিলে এ দোষ হইতে পারে না। সে অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি তিনি পূর্ব্বেও ছিলেন এক্ষণেও আছেন ও থাকিবেন, কেবল না জানার দরুন জ্ঞান আবরণ রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানের দ্বারা সে আবরণ নষ্ট হয় তখন জগৎ ব্রহ্মময় হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অষ্টক ১ অধ্যায় ২৫ ঋচাঃ—"ইদং হনুনমেষাং সুম্নং ভিক্ষেৎ মর্ত্য আদিত্যানাং পূর্ব্বং সবিমণি অগোর্ব্বাণোহেষা পন্থা আদিত্যানাং অদর্ভধা সতি পায়বঃ সুগে বৃদ্ধতৎমুনঃ সবিতাভাগো বরুণো মিত্র অর্য্যমঃ"। অর্থ—এই হনু-গণ্ড দেশের উপরিভাগ তাহাতে থাকিয়া মৃতের ন্যায় সমাধি প্রাপ্ত হইয়া সুম্নং—যাহা মনোহর; ক্রিয়ার পর অবস্থায়, ভিক্ষেৎ—সেই পদকে মর্ত্ত্য লোকে প্রার্থনা করে। সকল আদিত্যের পূর্ব্বে সেই কূটস্থ ব্রহ্ম তাহাতে থাকিয়া, সবিমণি—অন্যমনস্কের সহিত ব্রহ্মেতে থাকিয়া, অগোর্ব্বাণো—শব্দ করিয়া ক্রিয়া করা এই রাস্তা হইতেছে; আদিত্য সকলকে এই ব্রহ্ম (অদ্) ভোজন করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ যে কারণ বারি তাহার দ্বারা সব সূর্য্য হনন হইয়া যায়, সুগে—যাহা সুন্দররূপে বুঝা যায়, বৃদ্ধ তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই কূটস্থ তাহার মধ্যে যে কৃষ্ণ, এমত যে সূর্য্য তিনি অর্য্যম অর্থাৎ পিতা সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্ম।

যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা কেবল স্তুতি মাত্র নহে, পবিত্র করে, এই প্রশংসা মাত্র তাহা নহে। কারণ উপাদানাৎ—যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই হয় অর্থাৎ বাপের মত পুত্র হয় এই যদি বল তাহা নহে; কারণ অপূর্ব্বত্বাৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম সেই উপাদানক যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম পুরুষ ব্যাপারের দ্বারা হয় পূর্ব্ব সৎভাবের অভাবে। ভাল যদি পূর্ব্বে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ছিল না তবে এই ক্ষণে কি অনুপাদনক যজ্ঞাদি হয়!

ভাব শব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ। বিধিকে ভাব শব্দ বলেন, অভাব নাই ইহার নিমিত্ত বিধি প্রথমে হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভাব সেই বিধি, সেই ভাব শব্দই বিধি, তাহারই উপাসনা করে। অগ্রে না বুঝিয়া কেবল শব্দের দ্বারা একটা কল্পনা করাতে কোন দোষ নাই। এইরূপ সকল গান ও ভাবের দ্বারা বিষয় হইতে সাবকাশ পায় ( যেমত ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিষয় হইতে সাবকাশ পায় ) তবে দুই সমান বলিতে পারা যায়, তবে স্তব ও ক্রিয়া দুই বিদ্যা অর্থাৎ দুই হইতেই বিষয় হইতে রহিত সাবকাশ পায়, তাহাতে পরিপ্লব অর্থাৎ মগ্ন হইয়া থাকে, এই উপরি উক্ত দুই অনুষ্ঠানেরই শেষ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে কারণ যখন স্তোত্রাদি পাঠ করা যায় তখনই মন বিষয় হইতে রহিত হয়। আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা বিষয় হইতে সাবকাশ ও আনন্দ থাকে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অষ্টক ২ অধ্যায় ৩১ ঋচা :—"অগ্নিরকৃথে পুরোহিত গ্রীবাণো বর্হিরদ্ধবে ঋচো যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতিদেবা ভাবো বরেণ্যং"। অর্থ—অগ্নি যে উর্দ্ধে গমন করে অর্থাৎ প্রাণ বায়ু, যাহা অকৃথে—ব'লিবার উপায় নাই ( চৈতন্য ভাগবত ) পুরোহিত—এ শরীরের তিনি হিতকারী—তাঁহারই দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই প্রাণ বায়ুকে ঘাড়ের দ্বারা ভোজন করিবে অর্থাৎ ক্রিয়া করিবে, বর্হি—ময়ুর পুচ্ছ ধারী কৃষ্ণচন্দ্র কূটস্থ ব্রহ্ম—রদ্ধ, রধ আঘাত করা অর্থাৎ সেই কূটস্থের মধ্যে ভেদ করে সমুদয় দেখা, সেই ঋচা অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহাতে থাকা, থাকিতে থাকিতে তদ্রূপ হইয়া যায়, এই প্রাণ বায়ুর ক্রিযার দ্বারা ; সেই প্রাণ বায়ু সর্ব্ব-ব্যাপক ব্রহ্ম, তিনি দেবতা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

বিধি ভাব ত হইতেছে, শব্দ ত অভাব নহে। বিধির্বিধায়ক পূর্ব্বে বলিয়াছেন যাহারা জানিয়া বেদে লিখিয়া গিয়াছেন, সেই নিয়তি অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে সেই উপাদানক যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতেছে, সেই ধর্ম্ম চিহ্ন, সে পুরুষ ব্যাপারের দ্বারা নিষ্পাদন হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করাতে হয়।

---

## পারিপ্লাবার্থাইতিচেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ। সমস্ত বেদ নানা বিধির বিধায়ক ইহার নিমিত্ত এ মিশ্রিত অর্থ হইল তাহা নহে কারণ যে কর্ম্মের যে বিধি করে সেই বিশেষ রূপে সেই কর্ম্ম কৃত হয়।

যাজ্ঞবল্কাদি শ্রুতি দ্বারা বোধ হয় যে এক স্থান আছে যেখানে সমস্ত অর্থাৎ নিজেও ব্রহ্ম পরিপ্লব হইয়া যায় এই যদি হইল, তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্মে পরিপ্লব দেখা যায় পরে তাহাতে ক্রমশঃ থাকিতে থাকিতে মিলে যায় এইরূপ বৈবস্বতাদি মনু বলেন, ক্রিয়ার পর অবস্থা একেবারে হয় এবং সর্ব্বদা এক স্থানে আছেই, আবার ক্রমশঃ দেখিয়া সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। এই বিশেষ হইল কারণ এক আছে আবার পল বা ক্ষণ কালের নিমিত্ত তাহা দেখা পরে তাহাতে মিলিয়া যায় তবে পল বা ক্ষণ সেই ব্রহ্মের বিশেষণ হইতেছে। স

যখন তিনি, বিশেষণও তিনি। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অষ্টক ৪ অধ্যায় ২৯ মন্ত্রঃ—"যমৃত্বি চো বেহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি, যো অনুচানো ব্রাহ্মণোযুক্ত আসীৎ এক এবাগ্নি বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যোবিশ্বমনুপ্রভূতঃ"। অর্থ—ঋত—গমন করা, ক্রিয়ার দ্বারা গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, কূটস্থে চিত্ত স্থির করিয়া যিনি এইরূপ কল্পনা করেন, যিনি এইরূপ ক্রিয়া করিয়া চলেন, যে একবার ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পশ্চাতে থাকে সে ব্রহ্মেতে যুক্ত হয়। এক প্রাণ বায়ুই অগ্নি সর্ব্বব্যাপক, রকম রকম শরীরে রকম রকম সমিদ্ধ ( সম ইন্ধ ) প্রকাশিত এক সূর্য্য কূটস্থ যাহার পশ্চাৎ থাকিলে ত্রিভুবন দেখা যায়।

জানা নানা রূপ তন্নিমিত্ত বেদের বিধি নানারূপ, এইরূপ হওয়াতে পরিপ্লবার্থ অর্থাৎ সকলেতেই মিশ্রিত আছে তবে একই হইতেছে। যজ্ঞাদি অর্থাৎ যজ্ঞ দান তপের ধর্ম্ম লক্ষণ কি প্রকারে অভিনিষ্পাদন হয়। তাহা নহে, বিশেষিতত্বাৎ, বেদে যে কর্ম্মের যে বিধান করে সেইরূপ বিশেষে দ্বারা সেইরূপ কর্ম্ম করা ধর্ম্ম বিশেষ রূপ দ্বারা অভিনিষ্পাদন হয়। এইরূপ বিশেষিতত্ব প্রযুক্ত পরিপ্লবার্থ নহে।

## তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ। তেমনই বিশেষ বিধান জন্য, বিশেষ ধর্ম্ম রূপ জন্য অভিনিষ্পত্তিতে এক বাক্যতা হয়, উপবন্ধ জন্য।

ক্রিয়ার পর অবস্থার উপলক্ষণ হইতেছে, যে লক্ষণ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধ হয় না, তাহারই ধারণা যেরূপ সেইরূপ, যাহারা বলিয়া থাকেন সকলেতেই ব্রহ্ম পরিপ্লব হইয়াছেন ; তাঁহাদেরও ধারণা সেইরূপ, কারণ না হওয়াতে হওয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করা, দুই সমান ধারণা ; এক না দেখা ও দেখা দুই সমান হইল, উভয়েই ব্রহ্ম হওয়াতে তখন কিছু বলিবার উপায় নাই ; কারণ উভয়েরই এক কথা ব্রহ্ম। তবে উভয়ের ফলের উপলব্ধি প্রযুক্ত উভয়েই শেষ জানা বলিতেছেন। অর্থাৎ জানিবার শেষ পদার্থ উভয়েই আছে। ক্রিয়া করিলে যে জ্ঞান তাহা নহে, ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মে যাওয়ার নাম জ্ঞান অতএব যত জানা আছে সকলের শেষ হইলে সেই বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অষ্টক ৪ অধ্যায় ২৯ মন্ত্রঃ—"একোবোষা সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বাইদং বিবভুব সর্ব্বং"। অর্থ—এক ব্রহ্ম তাহাতে বোষা—বহন করা অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্রহ্মে থাকায় সকলই তাঁহার অণুর মধ্যে এবং সকলের মধ্যে অণুপ্রবেশ করিয়া আছেন, অতএব সকলই তিনি এইরূপ এক ভাসমান হয় ; অথবা এই যাহা কিছু হইয়াছে সকলই ব্রহ্ম।

বিশেষ বিধানের দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মরূপ দ্বারা অভিনিষ্পাদন হইয়া এক বাক্যতা

পরিপ্রবার্থ নহে, কারণ উপবন্ধাৎ অর্থাৎ উত্তর কালেতে বন্ধন করে। ক্রিয়া করাতেও ভিতরে ভিতরে বন্ধন, ক্রিয়ার পর অবস্থাতেও বন্ধন ও সমাধিতেও বন্ধন অর্থাৎ পরে উত্তর কালেতে স্থিতি হয়। যজ্ঞাদি অগ্নি কার্য্য অপেক্ষা করে এই কর্ম্ম হইতেছে, অগ্নি আদির উপেক্ষা, তাহা কি প্রকারে তন্নিমিত্ত বলিতেছেন।

———

অতএব চাগ্নিং ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ। ইহার নিমিত্ত উপবন্ধ জন্য যজ্ঞাদিতে ধর্ম্ম উৎপত্তিতে অগ্নি প্রভৃতির অপেক্ষা থাকে না।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় কারণান্তরং ব্যাবৃত্তি আসিতেছে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন পুরুষার্থ নাই অতএব বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ জানার দ্বারা, কোন কিছু জানিবার জন্য ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, কাঠ আগুণের সহিত হোমাদি কর্ম্ম করা, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় কোন ফলের অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বে বলা হইল যে জানাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে, আর জ্ঞানে ফলের উৎপত্তি ন্যায় দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন জ্ঞান নাই, অজ্ঞানের নাম জ্ঞান হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অষ্টক ৪ অধ্যায় ২৯ ঋচাঃ—"জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুখদং ভূরিবারং"। অর্থ—কূটস্থ ব্রহ্ম তাহার তিন চক্র প্রথমে জ্যোতি চক্র, পরে কৃষ্ণ চক্র, পরে নক্ষত্র চক্র, এই ত্রিচক্র ইহাতে থাকিলে সুন্দররূপে ব্রহ্মে থাকা যায়, এই রথে আরোহণ করিয়া চলিলে সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকা হয়। ভূরিবারং—অনেকবার সূর্য্য পরে কোটি সূর্য্যের উদয় হয় তখন সমস্তই ব্রহ্মময়।

উপবন্ধ প্রযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়াতে নেশা হইতেছে, নাকি যজ্ঞাদির ধর্ম্মোৎপত্তি হইতেছে, ক্রিযাতে বহ্ন্যাদি উপাদানের অপেক্ষা করে না। তবে কি বিনা অগ্নি যজ্ঞাদি কর্ম্ম হয়? তাহাতে বলিতেছেন।

———

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ। যে যে কর্ম্মের যে যে অঙ্গ উপকরণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল উপকরণের অপেক্ষা সেই সেই কর্ম্মে আছে, যজ্ঞাদি শ্রুতির জন্য, যেমত অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব শোনা যায়।

ক্রিয়ার পর অবস্থার উৎপত্তিই দেখা যাইতেছে না কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থাই ব্রহ্ম, তখন ব্রহ্মের উৎপত্তি কোথায় এবং তাহার উপেক্ষা কোথায়? কিন্তু আশ্রমীদের যত রকমের বিদ্যা আছে, সকলেরই ফলের অপেক্ষা আছে। বেদে কেবল ফলের নিমিত্তই

যজ্ঞাদি করিতে বলিতেছে। অশ্বের অপেক্ষা রথের নিমিত্ত, লাঙ্গলের নিমিত্ত নহে। বিদ্যা জানার ফলের নিমিত্ত সে কিছু জ্ঞানের ফলের নিমিত্ত নহে, কিছু না জানাই জ্ঞানের ফল হইতেছে, সেই জ্ঞান ক্রিয়ার পর অবস্থা। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অধ্যায় ১১ ঋচাঃ— "বৃহৎ ইন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমং"। অর্থ—ইন্দ্র—ইন্দ্র যিনি আধিপত্য করেন অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বব্যাপি প্রযুক্ত বৃহৎ ইন্দ্র, যিনি বায়ু দ্বারা তাঁহারই ক্রিয়া করেন, তিনি ইড়া পিঙ্গলার বৃত্রকে হনন করেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মে থাকেন।

যে যে কর্ম্মের যে যে উপকরণ কথিত আছে সকলেই অপেক্ষা আছে সেই কর্ম্মের, কারণ "যজ্ঞাদেঃশ্রুতে," যজ্ঞাদি শ্রুতি হইতেছে, বেদে সেই সেই বিধান হইতেছে, অশ্বমেধে অশ্ব উপকরণ হইতেছে ( মনের রূপক অশ্ব হইতেছে ) যজ্ঞাদি শ্রুতি দেখাইতেছে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপিতু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ। যদ্যপি সকল কর্ম্মে শমদম ইত্যাদি অঙ্গ যুক্ত যজনমান হয় তথাপি সেই সেই বিধির অশ্বাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা চাই। ইহারই নিমিত্ত সকল অঙ্গেরই অপেক্ষা হইতেছে।

তু শব্দ নিরাকরণার্থকে বুঝায়; ক্রিয়ার পর অবস্থার বিধি কোথায়? বিহিত ক্রিয়া করিলে হয় তবে ক্রিয়া করাই বিধি, সে বিধি স্বতন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়া করা, ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, সে অঙ্গ হইতে হয়। সে বিদ্যা ( জানা ) অঙ্গ হইতে হয় বলিয়া তাহাই যদি বিধি হইল, তবে যে সকল জানিতে ইচ্ছা করে তাহাদের অবশ্য অনুষ্ঠান করা উচিত, সে সাধন, ভিতরের অঙ্গ অনুষ্ঠান করা উচিত অর্থাৎ ক্রিয়া, ক্রিয়া করাই ক্রিয়ার পর অবস্থার সম্বন্ধ রাখে, কূটস্থ ব্রহ্মে থাকা, এ শরীর রূপে ওঁকারে অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনিতে বিধি বলা হইয়াছে। এইরূপ অনন্ত বিধি বলা হইয়াছে। এইরূপ অনন্ত বিধি হইতে পারে কিন্তু সকল বিধি ক্রিয়ার পর অবস্থা, সেখানে কোন বিধি ও নিষেধ নাই। ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৭ ঋচাঃ—"অমৃতস্য নাভি ধ্রুবে সদসি সীদতি"। অর্থ—নাভি দৃষ্টিতে অমর পদ পাওয়া যায়, নিশ্চয় করিয়া জানিও সেই ব্রহ্মের সৎপদ, এই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যদ্যপি সকল কর্ম্মে শম দমাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে, সেইরূপ অশ্বমেধাদিতে অশ্ব যজ্ঞের অঙ্গ হইতেছে ( অর্থাৎ মন ) তাহা কর্ত্তব্য। অতএব সকলেরই অপেক্ষা হইতেছে। সর্ব্বানুষ্ঠান কি প্রকার?

## সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়েতদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ। যেমত প্রাণ যাইবার সমুদয় খাইবার জিনিস বৈদ্যরা অনুমতি করেন, লোকে দেখা যায়, তন্নিমিত্ত সেইরূপ অনুষ্ঠান লোকবৎ করা চাই।

এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বপ্রকারে জানিয়া, অনুমান মাত্র, এইরূপ হইয়া থাকে, এইরূপ প্রাণেতে যখন বিশ্বাস হইল, তখন আর আপদ কোথায়, তখন সকলের অন্ন ভক্ষণ করে, ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থা দেখে, কিন্তু তাহা শুনিলে হইবে না, ইহাতে কোন সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক, কি কারণে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার কোন সঙ্কোচ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ২১ ঋচাঃ—"জ্যোতির্বিশ্বং সদৃশে"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বিশ্ব সংসার ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

প্রাণ যাইবার সময় সব খাওয়াইবার অনুমতি করেন, অর্থাৎ মরিবার সময় যাহা ইচ্ছা হয় খাউক এইরূপ বৈদ্যরা বলেন, কি প্রকারে, লোকে তদ্দর্শনাৎ, লোকে সেই প্রকার ব্যবহার দেখায়। নিষেধ যে সকল দ্রব্য তাহা বিধি কি প্রকারে হইতেছে?

---

## অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ। বাধা না হইবার জন্য।

আহার শুদ্ধি সত্ত্ব গুণে শুদ্ধিতে হয়, অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে হয়, এইরূপ শাস্ত্রে আছে এবং শিষ্ট লোকদের এইরূপ আচার, আর কেবল শব্দের দ্বারা আচার, শাস্ত্র এক হইতেছে দুই নহে; শাস্ত্রের তাৎপর্য্য করিয়া জানা, জানাতেই জানা হয় কথাতে জানা হয় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন জানাজানি নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ২৭ মন্ত্রঃ— "তন্ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবন্ধুরে রথে যুঞ্জন্তি জাতবে ঋষীণাং সপ্তধিতিবিঃ"। অর্থ—তন্ত্র ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ইহা পৃষ্ঠ দেশে সূক্ষ্ম রূপে মেরুদণ্ডে, তিনিই এক সুষুম্নার স্বরূপ হইয়া এ শরীরে বন্ধু-স্বরূপ হইয়া থাকেন, ক্রিয়ার দ্বারা কূটস্থে থাকিয়া যোগ করা, এইরূপ করিতে রথস্বরূপ যে কূটস্থ তাহাতে উত্তম পুরুষ নারায়ণ দর্শন হয়। যাঁহা হইতে সপ্তঋষি হয়েন, যাঁহারাও কূটস্থে ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন যিনি সর্ব্বব্যাপী।

অনাপদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধি হইতেছে। আপদে মরিবার সময় কোন বিধি নাই। লোকের দেখার ন্যায় আরও প্রমাণ আছে।

## অপিচ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ। ইহার নিমিত্ত স্মৃতিও আছে।

যে বাঁচিয়া থাকিব এ ভরসা করে অর্থাৎ আয়ু বৃদ্ধি হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকিব ভরসা করে ও ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে, এ উভয়েই সাধারণত্ব আছে; এই সমুদয় জানা শব্দের দ্বারা বোধ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিষেধ ভাব নাই, কোন ভাব নাই, কেবল সাধারণ ভাব হইতেছে, এইরূপ বুদ্ধিমানেরা কল্পনা করে; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিষয়ের স্মরণ থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ২৯ ঋচাঃ—"দেবা দেবেভ্যোমধুঃ পবমানঋতঃ কবিঃ"। অর্থ—যত দেবলোক সকলেরই মধু অর্থাৎ প্রিয় বস্তু সেই কূটস্থ তাঁহাতে থাকিলে পবিত্র হয়, তিনিই ব্রহ্ম, এবং তাঁহারই নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে।

মনুতে দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে "জীবীতা ত্যয়মাপন্নোযোন্নমত্তি যত স্ততঃ। আকাশমিবপঙ্কেন ন স পাপে ন লিপ্যতে"। মরিবার সময় যাহা কিছু খায় তাহাতে পাপ হয় না, যেমত পঙ্কে আকাশ লিপ্ত হয় না তদ্রূপ বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কুকুরের মাংস চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য বলিতেছেন।

---

শব্দাশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ। এই কর্ম্ম জন্য অনাপদে অভক্ষ্য খাইবার নিষেধের উপদেশ আছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইচ্ছা রহিত হওয়া প্রয়োজন, ইহাই যদি হইল, ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না, ইহা বলিলে যে সকল বস্তুর নিষেধ তাহা বুঝায় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ধারণা উৎপন্ন হয়, এ কেবল লৌকিক প্রতিষেধ মাত্র, পূর্ব্বের সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্য দিকে মন ছিল, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহা নাই। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে বলে যে জানার নাম তাহাত ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাই, বিজ্ঞ লোকেরা ইহা বলিয়া থাকেন, স্তব করার কথা বলিয়াছেন এবং অনেক প্রকারের কর্ম্ম বলিয়াছেন, সেখানে একও নাই সুতরাং অনেকের অভাব হইতেছে, কিন্তু মুমুক্ষু যাহারা তাহারা অনুষ্ঠান করিবেন, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা এই সমাধান হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৩৪ মন্ত্রঃ—"বায়ুমারোহদ্ধর্ম্মণাঃ পবমানস্ত বিশ্ববিৎ"। অর্থ—বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিয়া মস্তকে আরোহণ করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকা এই ধর্ম্ম, এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পবিত্র হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে বিশ্ব সংসারকে জানিতে পারে।

ইচ্ছা পূর্ব্বক খাইলেই দোষ, কিন্তু আপদের সময়ে নহে। ব্রাহ্মণঃ সুরাং নপিবেদিতি। ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না যাহা কঠোপনিষদে বলিয়াছেন, আপদকালে খাইতে পারে। ভাল যদি মুমুক্ষু অর্থাৎ যে মুক্তির ইচ্ছা করে, তবে কর্ম্মাদি করা কি নিমিত্ত?

বিহিতত্বাচ্চাশ্রম কর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ। মুমুক্ষুরও আশ্রম বিহিত যে কর্ম্ম তাহা তাহাদিগের করা চাই, ছাড়া উচিত নহে।

যাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ক্রিয়া করিলে হইবে, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে নিষেধ করার আবশ্যক দেখা যায় না ও কোথাও বিধিও নাই। তন্নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাহারা মোক্ষের ইচ্ছা করেন তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম অগ্নি হোত্রাদি, কোথায় বিহিত প্রযুক্ত যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কর্ম্ম করিবেন। তবে জ্ঞানের নিমিত্ত ক্রিয়ার সাধন কর্ম্ম করিবে না এই বলা যাইতে পারে। ইহাতে এই পাওয়া গেল ক্রিয়াও করিবে ও আশ্রমের যত কার্য্য ব্রহ্মতে থাকিয়া সমুদয় করিবে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৪০ ঋচাঃ—"পবমানস্য মরুতঃ পবস্য সূর্য্যোদৃশে"। অর্থ – এই বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা পবিত্র হয় ও ক্রিয়া দ্বারা কূটস্থ সূর্য্যস্বরূপ দেখা যায় তাঁহাতে থাকিয়া সমুদয় কর্ম্ম করা উচিত।

যে যে আশ্রমে থাকে তাহার সেই কর্ম্ম করা উচিত, কারণ বিহিতত্বাৎ বিশেষ হিত জন্য। সেই সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করিবে। কর্ম্ম করিলেই ত ফলভোগ জন্য অবশ্য বন্ধন। অতএব মোক্ষাকাঙ্ক্ষিদের কর্ম্ম করা উপপন্ন হইতেছে না।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ। মুমুক্ষুর যে কৃত কর্ম্ম হইয়াছে তাহা মোক্ষের সহকারি ধর্ম্ম জন্য করিবার যোগ্য হইতেছে।

সহকারিত্ব অর্থাৎ যজ্ঞাদির দ্বারা বিদ্যার সাধনত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের ( জানার ) সাধনত্ব বিহিত ; কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণমাসির যে সকল কর্ম্ম তাহা সহকারিত্ব পক্ষে কর্ম্মভেদ হইতেছে তবে এক কর্ম্ম ও এক ব্রহ্ম হইল না, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অধ্যায় ৪ ঋচাঃ—"হবিঃ পবস্য ধারয়া"। অর্থ – ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় পবিত্র হইয়া যে ধারণা সেই হবি হইতেছে যাহা পান করিয়া যোগীরা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া তৃপ্ত হন।

মুমুক্ষুদের যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য সে মোক্ষের সহকারিত্ব প্রযুক্ত ফলে লিপ্ত না হইয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। ভাল আশ্রম বিহিত কর্ম্ম সমুদয় বন্ধন জন্য হইতেছে, তবে কেন মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বন্ধন কর্ম্মের ইচ্ছা করে ?

সর্ব্বথাপিতএবোভয় লিঙ্গাৎ ।। ৩৪ ।।

সূত্রার্থ। সেই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সকল রকমে বন্ধনের হেতু হয় আর মোক্ষেরও হেতু হয়। দুই লক্ষণ হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কোথায়, তবে ধর্ম্ম করিবার দুই চিহ্ন হইতেছে অর্থাৎ রাস্তা, স্মৃতি প্রমাণ ক্রিয়া করিয়া, শ্রুতি প্রমাণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, অর্থাৎ ভাল লোকে যাহা করে তাহার অনুগামী হওয়া উচিত, এই বেদে বলে; যে স্মৃতি প্রমাণ কর্ম্ম করিবে তাহার ফলের ইচ্ছা করিবে না, ক্রিয়া করাতে যাহাদিগের এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তবে স্মৃতি প্রমাণ কর্ম্ম করা এ এক রাস্তা হইতেছে, ইহা সাধন হইতেছে না, কারণ সে সকল কর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় লইয়া যাইবার রাস্তা, যদ্যপি সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইল তবে সেই সকল কর্ম্ম করিবার আবশ্যক কি? যজ্ঞাদির সহকারিত্ব প্রযুক্ত করা উচিত; ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে ক্রিযার পর অবস্থায় থাকিবে ও সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করিবে। সে সকল কর্ম্মেও ব্রহ্ম এই বিবেচনা করিবে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অধ্যায় ৩ ঋচাঃ—"পাবনং পরব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতি সনতি নঃ ক্রিয়া"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে পবিত্র হয়, তৎপরে ব্রহ্মে লীন হয় এ যোগীদের বীর্য্য হইতেছে। ইহাতে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা ( যাহা অনিচ্ছার ইচ্ছা ) করেন তাহা হয়, স্বপ্রকাশ স্বরূপ ক্রিয়াতে থাকিতে থাকিতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়।

যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সকল সর্ব্বপ্রকারে বন্ধন হেতু ও মোক্ষহেতু হয় কারণ উভয় লিঙ্গাৎ, এক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম বন্ধন, আর ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম নির্লিপ্ত মোক্ষ; যাহা বাজসনেয় উপনিষদে বলিয়াছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথাস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"। আপনার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে তাহাতে লিপ্ত হয় না।

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ।। ৩৫ ।।

সূত্রার্থ। আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম আছে, তাহার দ্বারা বিদ্যার অভিভব হয় না; তাহাকেই শ্রুতি দেখাইতেছে।

যাঁহারা ব্রহ্মে চরে বেড়ান তাঁহারা বলেন আত্মার নাশ নাই, এ প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, যজ্ঞাদি জানা আবশ্যক ও তাহা নিত্য কর্ম্ম, তাহাও পৃথক রূপে করিতে হইবে; ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও নিত্য কর্ম্ম সমুদায় করিবে। ইহা হইলে

নিত্য ও অনিত্যের সংযোগের বিরোধ হইল না, এই বলা হইল ; তবে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে বিরোধ হইল না। বিদুরাদি গৃহস্থও ছিলেন ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতেন, এইরূপ অবস্থায় থাকা উচিত। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অধ্যায় ৩০ ঋচাঃ—"তেন সহস্রধারেণ পাবমান্য পুণাতুমাং প্রজাপত্য পবিত্রং সতোত্মাবং হিরন্ময়ং তেন ব্রহ্ম বিদ্যা বয়ং পূতং ব্রহ্ম পুনীমহে"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনন্ত ব্রহ্মে থাকায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম হইয়া পূত হয়, আপনিও ব্রহ্ম হইয়া যায়। যিনি সকল সৃষ্টির কর্ত্তা তিনি পবিত্র, তিনি আকাশবৎ ও চারিদিকে জ্যোতি অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম।

আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ( ক্রিয়া ) বিদ্যার দ্বারা অভিভব হয় না, তাহা শ্রুতিতে দেখাইয়াছেন। "এষহ্যাত্মন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে", যে ব্রহ্মে থাকে সে আত্মাকে নাশ করিয়া পরমাত্মাতে থাকে। ভাল যেরূপ বিদ্যা দ্বারা অমৃত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আশ্রমোক্ত কর্ম্মের দ্বারাও হয় ?

অন্তরাচাপিতুতদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ। ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেও মোক্ষ হয়, দর্শন জন্য।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকলের মধ্যে থাকিয়া সকল হইতে অন্তর অর্থাৎ বিদুরাদির মত সকল হইতে পৃথক থাকা, এইরূপ বিদ্যার অধিকার কোথায় ? তৎ অর্থাৎ সে ব্রহ্মপদ দৃষ্টিতে তাহার অধিকার হয়। সেই অধিকারে এক ব্রহ্ম সর্ব্বত্র দেখাতে, অন্তরালে অর্থাৎ সর্ব্বদা শূন্যে থাকা যাঁহাদের হয়, তাঁহারা ব্রহ্মের অনধিকার হইয়াছে। যখন কোন বস্তু দেখেন তখন ব্রহ্ম মানিয়া লন ; মানিয়া লইলে অধিকার কোথায় ? সে ত বল পূর্ব্বক মানা। মানিয়া না লইয়া ব্রহ্ম বোধ হওয়া ত হইতেছে না; অন্যান্য বিষয়েরও এইরূপ বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ দর্শন স্মৃতি দ্বারা সর্ব্বদা আপনা আপনি দেখা তাহা নহে। কিন্তু এইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র দেখায় দেখিতে দেখিতে অভ্যাস হইলে সব বস্তুতে আপনা আপনি ব্রহ্ম বোধ হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অধ্যায় ৩৬ ঋচাঃ—"সহস্রধারে বিততে পবিত্র অবোচং পুনন্তি কবয়োমনীষিণঃ রুদ্রা সত্রয়ামিসি বাসু অদ্রুহঃ স শঃ স্বঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনন্ত ব্রহ্ম হওয়াতে, বিততং ( বি-তত ) বিস্তৃত হওয়ায় সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে পবিত্র হয়, অবোচং—আর্দ্র হয়, যাহার দ্বারা কবি ও মণীষী, রুদ্রের ন্যায় নয়ন হয়। মিসি—নিরাশ্রয় হয়, যাহা হইবার তাহা হউক এই ভাবিয়া সন্তোষ হয়। বাসু ( বস্-নিয়ত ) বাস করে ; সেই সন্তোষে অদ্রুহ ( অ, দ্রুহ অনিষ্টাচরণ করা ) যিনি ক্রিয়া ব্যতীত অন্য আচরণ করেন না, সঃ—তিনি, শঃ—ধর্ম্ম, স্ব—স্বয়ং আত্মাতে

থাকিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করে ও সুন্দর মনুষ্যের মত চক্ষু তাহাই পুরুষোত্তমের রূপ, ব্রহ্ম দেখে।

ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রমাদির ভিতরে সেই ব্রহ্ম দেখা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে ক্রিয়ার পর অবস্থাও ব্রহ্ম ও আত্মায় মন দিয়া থাকাও ব্রহ্ম। এইরূপ শাস্ত্রে ও স্মৃতিতে দেখা যাইতেছে।

---

## অপিস্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ। স্মৃতি ও আছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাঁহারা ব্রহ্মে লীন হয়েন ও নিরাবলম্ব পদে থাকেন, পুরাণাদিতে তাঁহাদিগকে মহাযোগী বলে। কিন্তু ক্রিয়াহীনদিগের শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেও কি প্রকারে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন থাকিতে পারে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে সেই অবস্থায় থাকা অভ্যাস হইয়া যায়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায় ২২ ঋচাঃ—"তন্নোমিত্রো বরুণোমামহন্তামদিতি সিন্ধু পৃথিবী উতন্তে"। অর্থ—আমার সেই কূটস্থ যাহার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র, এমত যে সূর্য্য তিনি ব্রহ্মস্বরূপ অমর পদ, যিনি সমুদ্রে পৃথিবীতে ও আকাশে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আছেন।

মহাভারতে শুকাভিপতনাদিতে দেখা যায়। ভাল মুমুক্ষুর আশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিবার কি প্রয়োজন ?

---

## বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যাবান্ মোক্ষের শাসনকৃত কর্ম্মবিশেষ জন্য অনুগ্রহ করে।

কেহ কেহ বলেন উপবাসাদি কর্ম্মবিশেষে অর্থাৎ উপবাসাদি কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা ঈশ্বর প্রতি ধন্না দেওয়াতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয় ; জন্মান্তরের কর্ম্মফলবিশেষ দ্বারা এই আশ্রমে থাকিয়া করাও ব্যর্থ, কারণ তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু আত্মাকে সুমুখে রাখিয়া ক্রিয়াদি করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই ধর্ম্ম, এবং ব্রহ্মকর্ম্ম হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায় ২২ ঋচাঃ—"সত্তাত্মানং বিবাসা"। অর্থ—সদা আত্মক্রিয়া করিয়া সৎ যে ব্রহ্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থা, তাহাতে বিশেষরূপে বাস করিবে।

মুমুক্ষু যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে সেখানে থাকিয়া আশ্রমোক্ত কর্ম্ম করায় বিশেষ অনুগৃহিত হয়। সেই বিশেষ অনুগ্রহের ফল কি ?

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ। মুমুক্ষুর এই আশ্রমোক্ত কৃতকর্ম্মের বিশেষ অনুগ্রহ জন্য আশ্রমোক্ত কর্ম্ম হইতে ইতর অর্থাৎ যে জ্ঞান সে লিঙ্গের জন্য শ্রেষ্ঠ হইতেছে।

তু এই শব্দে এই বুঝায় যে আশ্রমের কর্ম্ম করার অনুষ্ঠান বৈধর্ম্ম্য, আর এক ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মে থাকা যে ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যার সাধন কোথায়? কারণ ইহাও আশ্রমে থাকিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান ইইতেছে তবে ইহাও বৈধর্ম্ম্য, তাহা নহে, কারণ শ্রুতি স্মৃতি লিঙ্গ অর্থাৎ প্রমাণ হইতেছে। অনাশ্রমী যে স্থির থাকিতে পারে না তন্নিমিত্ত আশ্রমীদের বৈধর্ম্ম্য ও সাধর্ম্ম্য বিহিত হইতেছে। আবার অনাশ্রমীদেরও বিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার সাধন করা বলা হইয়াছে। আশ্রমী ও অনাশ্রমী উভয়েরই কর্ম্ম আছে। কিন্তু যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন তাহাদের কোন কর্ম্ম নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায় ২৪ ঋচাঃ—"যো দেবান বিশ্বান ইৎপরিমদেন সহগচ্ছতি"। অর্থ—যে বিশ্ব সংসারের দেবগণেরা কূটস্থ ব্রহ্মকে ধ্যান করে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সমুদয় বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিজেও ব্রহ্মে লীন হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে অনির্ব্বচনীয় মত্ততাতে থাকিয়া ব্রহ্মে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম হইযা যায়।

মুমুক্ষুর ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আপনার আশ্রমোক্ত কৃতকর্ম্মের দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহাদি অন্য বিদ্যা কিছু হয়, কারণ লিঙ্গাচ্চ, বিদ্যাজ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার আধিক্যতা হয়, এই চিহ্ন হয়। এইরূপ অন্য ঋষির বচনে দেখা যায।

---

তদ্ভূতস্যতুনাতদ্ভাবো জৈমিনেরপিনিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ। আশ্রমী মুমুক্ষুর আশ্রমধর্ম্ম থাকাতেও সে ধর্ম্মের অভাব নাই, জৈমিনি মুনির মতেও নিয়ম জন্য অতদ্ রূপের জন্য অভাব হইতেছে।

তু শব্দে এই বুঝায যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে তাহার মৃত্যু হয় না। ও তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকা এইরূপ হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের ভাব হইতেছে; আশ্রমীদের এ ভাব নহে। আশ্রম পরিত্যাগ করিলেই যে এ ভাব হয় তাহা নহে এই জৈমিনি আচার্য্যের মত, তবে বাদরায়ণ আচার্য্যের মত কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা এই যে, নিয়মে থাকিলে রূপাদি দেখা যায়, আর যখন না থাকে তখন রূপ দেখা যায় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় গেলে ফের অন্য ভাবে মন যাওয়া হইতে পারে, যেমত সন্ন্যাস ধর্ম্মান্বিত গৃহস্থাশ্রম পুনরায় হইতে পারে না, সেইরূপ বেদ শাস্ত্রের অভাবেই যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতেই যে সমুদয় তাহা নহে, বেদ শাস্ত্রাদির অভাব যাহা প্রমাণ হইতেছে অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রই সমুদয় ক্রিয়ার প্রমাণ হইতেছে,

কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন রূপের ভাব নাই তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"আপোহিষ্টা ময়োভূব স্তান উর্য্যে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে, যোবঃ শিবঃ তমোরস স্তস্য ভাজয়তে হনঃ উবতিরিব মাতরঃ তস্মারঙ্গ মামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোযন অথাচনঃ"। অর্থ—আপ, যে কারণবারি স্বরূপ ব্রহ্ম, সেই নিশ্চয় রূপে ব্রহ্ম, তাঁহাতে সর্ব্বদা থাকিবে, তিনি সর্ব্বময় আপনা আপনি দেখিবে; তিনিই জগন্ময়, তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই। তিনিই অণুস্বরূপে সকল বস্তুর মধ্যে আছেন। যত বস্তু আছে সকলেই, সকলকেই এই চক্ষে ব্রহ্ম দেখে এমত অবস্থায় শিব-স্বরূপ হয়। সেই শূন্য ব্রহ্মতে থাকায় সেই কারণবারি প্রভাবে সকল বস্তুর নাশ হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়। সেখানে থাকিলে মাতার ন্যায় পোষণ হয়, এবং সমস্তই ব্রহ্ম দেখিয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়।

মুমুক্ষু আশ্রমী সেই আশ্রমী হইয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করাতেই মুমুক্ষুত্ব হওয়াতে সে আশ্রমীর ভাব আর থাকিল না। কি প্রকারে? জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ; জৈমিনিরও মতে নিয়ম জন্য অর্থাৎ অন্য দিক হইতে মন ক্রিয়াতে আনায় আশ্রমের যে ভাব তাহা আর থাকে না; নিয়মও বলিয়াছেন, অর্থাৎ আচার্য্য যিনি কূটস্থে আছেন তিনি বলেন ক্রিয়া জন্য চারি আশ্রমই এক, কারণ এই শরীরের মোক্ষই উদ্দেশ্য হওয়াতে স্থির হইয়া থাকাই যেমত বিধি হইতেছে। মনুও বলিয়াছেন সেই ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হইতেছে। এক আশ্রম হইতেই অন্য আশ্রমে যাওয়া ও ক্রিয়া করাতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনুভব পদ প্রাপ্তি জন্য পূর্ব্ব আশ্রম ত্যাগ করিয়া উত্তর আশ্রমে সেই ভাব, ভাব তাৎপর্য্য এক হইতেছে। আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন সেই ভাব বৃদ্ধি জন্য হইতেছে। ভাল এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাওয়া এই যাহা বলা হইয়াছে নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচর্য্যানন্তর গৃহাশ্রম বিধান হইয়াছে ইহা কি প্রকার?

---

নচাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ॥ ৪১॥

সূত্রার্থ। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করাতে অধিকার আছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করার বিধি নাই। পতনের অনুমান জন্য অযোগ হয়।

যিনি ছয় চক্রে থাকেন তিনিই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার অধিকারী হইয়াছেন যিনি সদা ব্রহ্মতে থাকেন না তিনি পশুর ন্যায়, কারণ তাঁহার প্রাপ্ত ক্রিয়ার পর অবস্থার কাল হয় নাই। যে ব্রহ্মচারী স্ত্রী রাখেন তিনি গর্দ্দভ ও পশু অর্থাৎ ব্রহ্মচারী স্ত্রী সহিত গমন করাতে পশু হন। উপনয়ন ও হোমেও সেইরূপ জানিও, যেমত উপনয়ন ও হোম লৌকিকাগ্নিতে, সেইরূপ ত্রয়ো অর্থাৎ ক্রিয়া; লৌকিক কর্ম্মেও পশু কি প্রকারে বলা

যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীর দারসংগ্রহ করাতে তাঁহার ব্রহ্মের অপ্রাপ্তি যাহা বলা হইয়াছে তাহাও নহে, কারণ যে ব্রহ্মচারীর নিঃশেষ রূপে ব্রহ্মতে স্থিতি আছে, তাহার কি প্রকারে স্থিতি হইতে পারে না, সমুদয় কর্ম্ম করিতেছে ও মন ব্রহ্মতে স্থিত এই নিষ্ঠায় থাকা ধর্ম্ম হইতেছে ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় ছিন্ন মস্তক প্রায় হইয়া থাকা এই প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যোগ হইতেছে। ইহাতে থাকার নাম ব্রহ্ম, সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পাতয়ে শংযোরভি শ্রবন্তনঃ"। অর্থ—শং যে শ্বাস, তিনিই শক্তি স্বরূপা দেবী তাঁহা ব্যতীত কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, বাহিরেরও কোন কর্ম্ম কার্য করিবার ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ ভিতরেরও জানিবে, যাহা অভীষ্ট তাহাই হয়, বাহিরের ও ভিতরের কাজ কর্ম্ম সমুদয় সেই প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা পবিত্র অর্থাৎ নির্ম্মল হয়, ব্রহ্ম নির্ম্মল, নির্ম্মল ব্রহ্মতে থাকায় মঙ্গল, সেই মঙ্গল সদা থাকে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ফের আত্মায় মন রাখা অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থাশ্রম করা অধিকারিক হইয়াও মরণান্ত ব্রহ্মচারী থাকা উচিত, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করা বিধেয় নহে, কারণ পতন অনুমান জন্য, যাহা কথিত আছেন—"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেত স আত্মহা"। যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আত্মায় মন রাখেন, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা নাশ করা যে পাপ অর্থাৎ সে আত্মঘাতির প্রায়শ্চিত্ত দেখি না ; তাৎপর্য্য সদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে।

---

## উপপূর্ব্বমপিত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তং ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ। এক এক মহর্ষি লোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কর্ম্ম জন্ত রেতের সেচন গৃহস্থাশ্রম পাওয়া জন্য যে পতন উক্ত হইয়াছে সে মধু মাংস ভোজনের মত উপপাতক কহেন।

তু শব্দে প্রায়শ্চিত্তের ভাব ব্যাবৃত্তি আসিতেছে, এক জন আচার্য্যের কাছে, কেহ গুরুদারাদির দ্বারা, অন্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চ্যবন ঋষি যেমন উপপাতক নাশ করিয়াছেন, তবে প্রায়শ্চিত্তই সত্ত্ব হইতেছে। পরে প্রায়শ্চিত্ত করে যে ভাব তাহা মানা চাই, সেইভাবে থাকিলে তৃপ্তি হয়, যেমন খাইলে তৃপ্তি হয়, যেমত মদ মাংস খাইলে পুনঃ সংস্কার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে সেইরূপ বলা হইল ; এখানে মাংস বলিতে বরাহাদির মাংস হউক, পণ্ডিতের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে আছে, অতএব ব্যবহার যাহা তাহা করিবে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ব্যবহার গ্রাহ্য নহে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তিশ্চর্ষনীনাং আপোযাচামি ভেষজং"। অর্থ—ঈশান যিনি কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ, মহাদেব, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম, তিনিই সকল শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের সৃষ্টি

প্রলয়ের কর্ত্তা, যাঁহারা তাঁহাকে চিন্তা করিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহাদের সমুদয় পাপ নাশ হয়, কারণ ব্রহ্মে মন থাকিলে পাপ কিরূপে সম্ভব; আপ কারণবারি ব্রহ্ম, সেই সংসার বিষবৃক্ষের ঔষধি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যায়।

এক নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারীর মধ্যে কামস্ত রেত সেচন গৃহস্থাশ্রম গমনে পতন, পতন বলেন না। মধু মাংসাদি খাওয়া পাতক ভাব বলেন।

---

বহিস্তূভয়থাপিস্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ। ঊর্দ্ধরেত ব্রহ্মচারী ইত্যাদির কর্ম্ম জন্য রেতস্খলন করাতে, মহাপাতক ও উপপাতক যাহা হয় সে দুই রকমে বাহির করিবার যোগ্য হইতেছে, স্মৃতি এবং আচার জন্য।

তু শব্দে এই বুঝায় যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহারের অভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ব্যবহার নাই, যদি মদ মাংস খাওয়া হয় আর ব্রহ্মচারী হইয়া স্ত্রী রাখা পাপ হয়, এই উভয়ের কৃত প্রায়শ্চিত্তের, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায়, বাহিরের কার্য্য কোথায়? স্মৃতিতে আরূঢ় যে সকল লোক তাঁহাদের কর্ম্মেরই নাম আচার, ইহা শিষ্ট লোকেরা বলিয়াছেন, আর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা সে ভাল ব্যবহার, তাহা করিয়া শান্তি লাভ হয় ও অঙ্গ সমুদয় বদ্ধ হয়। স্বামীর অর্থাৎ ব্রহ্মের এইরূপ উপাসনা করে, যিনি সর্ব্বব্যাপক উভয়েই আচার যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রথম ধর্ম্ম হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন আচার নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"অপ্সুমে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজং"। অর্থ—অপ, জল (কারণ-বারি) চন্দ্র বলিয়াছেন অর্থাৎ মনে এইরূপ বলে, যে অন্তর্বিশ্ব সংসারের ঔষধি, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে থাকা হইতেছে।

ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলে কাম প্রযুক্ত রেতসেক করেন যিনি, যাহা মহাপাতক ও উপপাতক, দুই রকমেই বাহির করা হইতেছে। কারণ স্মৃতির আচারং হইতেছে, "আরূঢ়ং পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিশ্রিতং"। "উদ্বদ্ধং ক্রিমিদষ্টঞ্চ পৃষ্ঠা চান্দ্রায়ণং চরেৎ"। ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে পতিত হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রভৃতি যজমানেরই কর্ত্তব্য, ঋত্বিকের নহে, তাহার ফলের শ্রবণ জন্য, এই অত্রি ঋষি বলেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত অঙ্গ বদ্ধ করিয়া উপাসনা স্বরূপ কর্ম্ম করা এই অত্রি ঋষির মত হইতেছে। বেদের ফল এইরূপ লেখা আছে, যে স্বামীকে এইরূপ উপাসনা করিবে এবং পুরাণেরও এইরূপ মত। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ফলের ইচ্ছাও নাই, কোন ফলও নাই ; কেবল ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"অগ্নিঞ্চ বিশ্ব সম্ভূবং আপঃ প্রণিত ভেষজং"। অর্থ—প্রাণ বায়ু স্বরূপ অগ্নি ব্রহ্ম, হইতে বিশ্ব সংসার হইয়াছে এবং মঙ্গল স্বরূপ যত কর্ম্ম ও সৃষ্টি হইতেছে এবং আপ কারণ-বারি স্বরূপ ব্রহ্মতে থাকিলে সংসারের সকল বস্তুতে ব্রহ্ম বোধ হয়, মন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত দিকে না যাওয়ায়, যাহা সংসার বিষ বৃক্ষের ঔষধি হইতেছে।

ক্রিয়াবানের ক্রিয়া করা, ক্রিয়া দেওয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, এই সকল কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া যিনি করেন তাহার কর্ত্তব্য, কিন্তু ঋত্বিকের নহে অর্থাৎ কূটস্থের নহে কারণ এ সকল কর্ম্মের ফল আছে, এই শ্রুতিতে শোনা যায়, এইরূপ অত্রি ঋষি বলেন।

---

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলৌমিস্তস্মৈহি পরিক্রিয়তে ।। ৪৫ ।।

সূত্রার্থ। ঋত্বিক কর্ম্ম করিবে উড়ুলৌমি বলেন, যজমান দক্ষিণা দিয়া কিনিয়া লয়।

উড়ুলৌমি নামে আচার্য্য বলেন অর্থাৎ তাঁহার মত এই যে আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, যে অঙ্গের কর্ম্ম করাতে সিদ্ধি হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, এইরূপ ক্রিয়াবানেরা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ; ইহা করিতে করিতে কর্ম্মের শেষ হয়। এইরূপ অঙ্গ উপাসনা ঋত্বিকেরা বলেন, এ প্রকারের অবস্থাতেও বিধিরহিত বাক্য শেষ হইতেছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"বরূথং তন্মেমম জ্যোক্চ সূর্য্যং দৃশে"। অর্থ—বরূথং—( বৃ আচরণ করা ) গুপ্ত রথ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি আমার এই শরীরেই আছেন, যিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি স্বরূপ, এই চক্ষেতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রিয়াদি যে সকল কর্ম্ম বাহিরের এ সকল কর্ম্ম কূটস্থের নহে। অঋত্বিজ কর্ম্ম হইতেছে। কারণ ইহা দক্ষিণা দিলেই কেনা যায়। এইরূপ উড়ুলৌমি ঋষি বলেন।

---

সহকার্য্যন্তরবিধিঃপক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতোবিধ্যাদিবৎ ।। ৪৬ ।।

সূত্রার্থ। সহকারীর ভিন্ন বিধি হইতেছে। পাণ্ডিত্যতে বাল্য নির্দ্দেশ সহকার, আর মুনি ধর্ম্মেতে বাল্য পাণ্ডিত্য সহকার, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে মৌনামৌন নির্দ্দেশ সহকার, এই অন্তর বিধি হইতেছে। ইহার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ তৃতীয় হইতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের বিধির মত।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, এইরূপ অবস্থাকে মৌন বলে। বাল্য কালে পণ্ডিত যেমত চুপ করিয়া থাকে মৌন থাকাও সেইরূপ হইতেছে। যাঁহারা এইরূপ বিধির আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে মৌন বলা যায়। এখন তিন প্রকার বলা হইল; মৌন, বাল্য পাণ্ডিত্যের আশ্রয় ও বাল্য পাণ্ডিত্য। এ সকলের পাত্র কাহারা? উত্তর, যাঁহারা ক্রিয়া করেন, যাঁহারা উপরিলিখিত মত আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা সকল বস্তু ব্রহ্ম হওয়াতে সকল বস্তুকে নাশ করিয়া সেই ব্রহ্ম পদে থাকেন। তাঁহারা যে ভাবে থাকুন না কেন সেই ভাবেই ব্রহ্মেতে থাকেন এই বিধান হইতেছে। ইহাতে সমস্ত এক হওয়ায় কোন ভেদ নাই। কারণ ব্রহ্ম মহৎ হওয়াতে অন্যান্য বিধান অপেক্ষা প্রবল হন। কিন্তু সহকারি বিধান করিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা, তদ্রূপ পুর্ণিমার চন্দ্রে আটকিয়া থাকা ক্রিয়াতে, সেও তদ্রূপ জানিবে। তাহাতেও সকল বস্তুর নাশ হয়; যাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন অর্থাৎ কূটস্থে থাকা, এইরূপ গৃহস্থের দ্বারা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে সংসার হইতে উপসংহার হয় পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"ইদমাপ প্রবহত যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বাশেব উতানৃতং"। অর্থ—এই কারণবারি ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়া করিতে করিতে অনুভব হয়, ইহাতেই প্রকৃষ্টরূপে যখন থাকে তখন যাহা কিছু দুষ্কর্ম করিয়া থাকে তাহা নাশ হয়, এবং দ্রোহাদি জন্য যে পাপ তাহা সকল নাশ হয়। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় বাস করিলেই সত্য ব্রহ্মপদকে পায়।

শ্রুতিতেও আছে "যাংবৈকাঞ্চনযজ্ঞে ঋত্বিজমাশাসতে" ইতি অর্থাৎ কূটস্থের কিছু ইচ্ছা নাই। আশা যত, যে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করে, তাহা যজমানের; পুরোহিতের কি ফল, কেবল দক্ষিণামাত্র ফল হইতেছে; বাহিরের যজ্ঞাদি ধর্ম্মে কামনা মাত্র।

---

## কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহার ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ। সকল ধর্ম্মের আশ্রয় জন্য চারি আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের বিধি সকল আশ্রমের উপসংহার হয়।

তু শব্দে কৃৎস্ন ভাবের বিশেষণ বুঝাইতেছে অর্থাৎ সকল কর্ম্ম করিয়া যে ভাব সেই ভাব হইতেছে। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা অনেক আয়াসের পর হয়। আশ্রমের যত রকম কর্ম্ম করিতেছে সকলই যজ্ঞ; সকলই সমাধির নিমিত্ত ব্রহ্ম কর্ম্ম হইতেছে ও অন্যান্য কর্ম্ম যাহা আশ্রমান্তর হইতেছে, যেমত ইন্দ্রিয় সংযমাদি কর্ম্ম, যেমন যোনিমুদ্রা, তাহা দ্বারাও ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। এইরূপ গৃহস্থ হইয়াও সকলে ব্রহ্ম হইয়া উপসংহার হয়। ইহাতে কোন বিরোধ অর্থাৎ বাধা নাই। ব্রহ্মচারীই হউন বা বানপ্রস্থ হউন, শ্রুতি প্রমাণ কার্য্য

করাতে উপসংহার হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কার্য্য নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অষ্টক ৬ অধ্যায় ৫ ঋচাঃ—"আপোহস্মাস্বচারিষং রসেন সমগন্মহি"। অর্থ—আপ অর্থাৎ যিনি কারণবারি ব্রহ্ম, যখন তাঁহার জ্ঞান হয় তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মে গমন শীল হয় পরে সকল রসের রস তাহাতে সমান; নিজে ব্রহ্ম হওয়াতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়।

যদ্যপি অল্পে তেজ বুদ্ধি দ্বারা বৃদ্ধ প্রাজ্ঞের স্থায় জ্ঞান লাভ করে তাহা হইলে বালক হইয়াও বৃদ্ধ হইতেছে। যজ্ঞ দান তপ এ সকল ব্রহ্ম জ্ঞানের সহকারী কর্ম্ম, এ সকল ভিতরের বিধি, যেমত পাণ্ডিত্যে অর্থাৎ সমদর্শিত্বে অজ্ঞানতার নাশ সহকারী হইতেছে। আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যখন আর কথা বলিতে ইচ্ছা করে না তাহার নাম মৌনী, তাহা হইলে অজ্ঞানতার ও সমদর্শিতারও জানা নষ্ট স্বরূপ সহকারী হয়; এইরূপ সহকারের অভ্যাসে যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন ব্রাহ্মণ হয়; তখন মৌন অমৌন নষ্ট হওয়া সহকার এই অন্তরের বিধি হইতেছে। তাহা বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন—"তস্মাদ্ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যং নির্বেদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেত। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বেদ্যাথ মুনিঃ। অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বেদ্যাথ ব্রাহ্মণ ইতি পক্ষেণ তৃতীয়ং ব্রাহ্মণ ইতি"। সেইরূপ বিধ্যাদির স্থায় হইতেছে। যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমাতে স্বর্গ কামনায় যজন করিয়া, পরে ক্রিয়া করিয়া, মৌন নির্মৌনী হইয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তায় সদা থাকা এই বিধি। সমস্ত ব্রহ্ম হওয়াতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু থাকিল না স্থতরাং ইচ্ছা রহিত যাঁহার নাম বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্যতে মনঃখেদ যায় ইহারই নাম নির্ব্বেদ হইতেছে।

---

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ। গৃহী লোকের যে প্রকার মন উপদেশ হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুকেরও ব্রহ্মে মননের উপদেশ জন্য গৃহী সকল আশ্রম ধর্ম্মের উপসংহার করে।

ইতরেষাং অর্থাৎ ব্রহ্মচারী; বানপ্রস্থ আশ্রমের বৃত্তি যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা তিন ধর্ম্মস্কন্ধ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ( আত্মা, কূটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা ) সে মৌনের মত অবস্থা হইতেছে, যাহাকে সন্ন্যাস বলে এবং এ সকল তাহারই উপলক্ষণ বোধ হইতেছে। যখন উপলক্ষণ বলা হইল অর্থাৎ মৌনের স্থায় যদি সন্ন্যাস হইল তবে গৃহস্থের ও সন্ন্যাসীর ন্যায় হইতেছে অর্থাৎ গৃহস্থতে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মত সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেখা, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের শ্রৌতত্ব এইরূপই হইতেছে। অর্থাৎ মৌনের স্থায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে থাকা মৌন শব্দের অর্থ জানার অতিশয় হওয়া হইতেছে। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। তন্নিমিত্ত মৌনবিধির আশ্রয় করা আবশ্যক। এইরূপ মৌনাবস্থায় যেমত

আনন্দ, বাল শব্দের ও কামচারী কর্ম্ম, যাহা সংসারে প্রসিদ্ধ আছে তাহাতেও সেইরূপ আনন্দ। তবে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেরূপ আনন্দ সেইরূপ কর্ম্মচারীদেরও আনন্দ হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় কোন আনন্দ নাই, তাহার পরাবস্থায় আনন্দ বোধ হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"পয়স্বানগ্ন আগহি তংমা সংসৃজ বর্চসা"। অর্থ—পয় কারণবারি ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়াস্বরূপ অগ্নি হইয়াছেন, তেজ হইতে সকল তেজ ব্রহ্মস্বরূপ সৃষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ সকল সৃষ্টিতে কূটস্থ ব্রহ্মের অণুপ্রবেশ আছে।

চার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত গৃহীতেই সকল উপসংহার হইতেছে অর্থাৎ মিলিত আছে। সকলের উপসংহার কি প্রকারে হইতেছে?

---

## অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ।। ৪৯ ।।

সূত্রার্থ। বালকই বিজ্ঞান বিবেক পাণ্ডিত্যকে আবিষ্কার না করিয়া, বালকের ধর্ম্মের মত ধর্ম্মের যোগে থাকে আর বিজ্ঞান বিবেক ইত্যাদি গুণকে আবেশ করিয়া বালকও বৃদ্ধ হয়, তাহাতে বিজ্ঞান বিবেকাদি পাণ্ডিত্য বর্জ্জিত হওয়াতে বালধর্ম্মে থাকা উচিত নহে।

বাল্যকালের সমান যাহা উপরে উক্ত হইয়াছে, সেই বাল্যকালে বালকেরা স্থির থাকে না, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির থাকে। অর্থাৎ বাল্যকালে ক্রিয়ার পর অবস্থার মত অবস্থান হয় না অর্থাৎ এক বিষয়ে আটকিয়া থাকে না। আর বাল্যকালে রাগ দ্বেষাদি বশে থাকে না, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। ভাল, কামচারীরা কোথায় রাগাদি রহিত হইয়া থাকে? যাহাতে বিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, তাহা যাহা দ্বারা হয় সে উপকর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া, ক্রিয়া করিয়া সেখানে গেলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন রাগাদি নাই অর্থাৎ বালকের মত ইচ্ছা নাই। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকা এই সংসারে ফল হইতেছে। তবে ক্রিয়া করাতে ঐহিক ফল সম্ভব হইল। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার কোন ফল নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ৫ ঋচাঃ—"শশ্রুষি তদপসোদিবানক্তঞ্চ শশ্রুষিবরেণ্যং ক্রতুরহমাদেবী রবসেহুবে"। অর্থ—সেই কারণবারির অনন্তব্যাপকতা হওয়ায় দিন প্রকাশ আর থাকে না অর্থাৎ রাত্রিময় হয়, সেই রাত্রি যাহা সৃষ্টি হইবার সময়ে প্রথমে হয় (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোধ্য জায়ত ততো রাত্রি জায়ত) এমত ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই এ সংসারে সমস্ত করিতেছেন। অর্থাৎ তিনিই হোতা, তিনিই শক্তি স্বরূপা, বাহিরের ও ভিতরের শক্তি তাঁহারই; যাঁহা দ্বারা সকলে অবশ হইয়া সকল কর্ম্ম করিতেছে।

শরীরে থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন থাকা এই গৃহীর উপদেশ। সেইরূপ

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক সকলেরও ব্রহ্মে মনন উপদেশ হইতেছে; তন্নিমিত্ত গৃহী সকলের উপসংহার হইতেছে। ভাল, যাহা উপরে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যকে নির্ব্বেদ করিয়া বাল্যকালেই সকল সিদ্ধি হইলেই কি কাল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে?

---

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ। চতুরাশ্রমিক সকল কর্ম্মের ফল পারলৌকিকও হয়, আর ঐহিকও হয়, কারণ অপ্রস্তুতের প্রতিবন্ধতে তাহার ফলের দর্শন হয়।

কর্ম্মান্তর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলের হয় না। যতক্ষণ হয় না ততক্ষণ সেই অবস্থার প্রতিবন্ধ হইতেছে। তবে সেই অবস্থা ঐহিকের; এই জন্মেরই ফল, যত্তপি না করিলে তবে হইল না, যত্তপি এইরূপ প্রতিবন্ধ হইল তবে জন্মান্তরে আবার সেই বিদ্যা কি প্রকারে হইতে পারে। বামদেব যেমত গর্ভ হইতে বাহির হইয়াই বলিলেন যে আমি ব্রহ্ম; ইহাতে বোধ হয় যে জন্মান্তরের সাধনা দ্বারা সঞ্চিত জন্মান্তরের কর্ম্ম সাধনার বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপত্তি দেখিতেছি। আর যজ্ঞাদির সাধনা সকলের অনেক রূপতা এই-খানেই বা হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; যাহা অনিয়ত সাধনত্ব প্রযুক্ত মোক্ষের হইল। কারণ সর্ব্বদা কেহ ক্রিয়া করে না ও যজ্ঞও করে না; তথাপিও কর্ম্মফলের মত নিয়ত সাধন হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মফল বোধ হয় না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায় ৭ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"পরেয়ুরেণা যজ্ঞানা পথ্যা অণুব্বাঃ"। অর্থ—পরা-পূর্ণ করা অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া প্রধান হওয়া, এই সীমা; এই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া তৃপ্ত হয় ও অণুব্রহ্ম স্বরূপে গিয়া অনিত্য সংসার হইতে বাঁচিয়া যায় অর্থাৎ মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যব্রহ্ম হইয়া যায়।

বাল্যাবস্থার পর যুবা, বৃদ্ধাবস্থা, যদি বাল্যকালের গুণ ত্যাগ করিয়াও যুবারও গুণ ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থার গুণ, জ্ঞান লাভ করে, সে যেমত বালক হইয়াও বৃদ্ধ হয়, সেই-রূপ জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মার তৃপ্তি হওয়াতে জ্ঞানের দ্বারা কালকে অতিক্রম করে। অন্তরাশ্রমীক কর্ম্ম, পারলৌকিক বা ঐহিক বা উভয় লৌকিক হইতেছে?

---

এবং মুক্তি ফলানিয়মস্তদবস্থাব‍ তেস্তদবস্থাবধৃতে ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ। এইরূপ মুক্তি ফলের কর্ম্মেরও অনিয়ম হইতেছে; কারণ মুক্তি ফলের অবস্থার ধৃতি হইবার জন্ত।

যেমত বিদ্যার নানারূপ সাধনা আছে, ইহকালে ও পরকালে তাহার ফল বিশেষরূপ আছে, মুক্তির ফলের এরূপ লক্ষণ নহে। সেখানে কোন ফল নাই, সেখানে কেবল

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকা, সেই মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মরূপে এক রূপত্ব হইয়া যায়। কিন্তু তাহা স্থূল মনের দ্বারা অবধারণ হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পদ তাহা অভ্যাস করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যেমত শরীরের এক গুণ অগ্নিতে হাত দিলে হাত পোড়ে। তদ্রূপ অভ্যাস ও শরীরের এক গুণ (যাহা চরক রহস্যে বাদমার্গে লিখিত আছে) সেই অভ্যাস দ্বারা নিশ্চয় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে দেখিয়াছে সেই দেখিতেছে (যঃ পশ্যতি স পশ্যতি)। তুমি নিজে সাধন করিয়া দেখিয়া লও; না দেখিতে চাও ফেরে পড়িয়া আছ ও পড়িবে। যে পর্য্যন্ত ক্রিয়ার দ্বারা মনের নিবৃত্তি করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকা না হয় সে পর্য্যন্ত এ ক্লেশের নিবৃত্তি নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৭ অষ্টক ২ ঋচাঃ—"ভদ্রনোঽপি বাতয় মনঃ"। অর্থ—আমাদের মন সদা আত্মার ক্রিয়াতেই থাকুক।

চারি আশ্রমের কর্ম্মফল ঐহিক ও পারলৌকিক, কারণ—"অপ্রস্তুত প্রতিবন্ধ তদ্দর্শনাৎ"। যেমত প্রাতঃ ক্রিয়াতে রাত্রির পাপ নাশ হয়, সন্ধ্যার সময় ক্রিয়ার স্বরূপ সন্ধ্যা করিলে দিবার পাপ নাশ হয়, আরোগ্য কামনায় আরোগ্য হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পুত্র হয় আর মরিলে স্বর্গ লাভ হয়, অর্থাৎ না করিলে ফল লাভ হয় না। এইরূপ উক্ত প্রকারে উক্ত ফল, সমুদয় কর্ম্মের নিয়ম আছে। কিন্তু কামনা ইচ্ছা করিয়া করিলে মুক্তি হয় না। যে সকল প্রতিবন্ধ আছে তাহা হইতে মুক্ত ও প্রস্তুত হইলে মুক্ত হয়, কারণ তদবস্থাবধৃতেঃ, সেই মুক্তি ফলের অবস্থার অবধারণে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকায়, যে পর্য্যন্ত অন্য দিকে মন যাওয়া হইতে মুক্ত না হইতেছে, তাবৎ কর্ম্মফল জন্য শুভ লাভ করিবে; এইরূপ কালে মুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

---

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## প্রথম পাদ।

## শ্রবণেও সিদ্ধি।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

স্থত্রার্থ। পারলৌকিক কর্ম্মের অভ্যাস করা আবশ্যক বারম্বার উপদেশ জন্ম।

যগুপি তোমার প্রত্যয় হইল অর্থাৎ ব্রহ্মের ধ্রুবজ্ঞান হইল, তাহাতেই লয় হইল, তবে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়াই বা যায় কেন, পুনরায় আবার আবৃত্তির আবশ্যক কি প্রকারে সম্ভব? তবে ইহা কেন বলিয়াছেন শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য, শোনা চাই, সে শোনা একবার শুনিলেই যে হইবে তাহা নহে, বারম্বার শুনিতে হইবে অর্থাৎ উপদেশ লইতে হইবে। কিন্তু একবার শুনিলেই যে প্রত্যয় হইবে তাহা নহে। অতএব একবার শুনিলেই যে সিদ্ধি তাহা হইতে পারে না। একবার ক্রিয়া লইবে সকল রকমের ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ১ অধ্যায় ১ অষ্টক ১ ঋচাঃ—"অগ্নিমিঢ়ে ভুজাং জবীষ্টং শাষামিত্রং দুধবিতু যস্ত ধর্ম্মন স্বরেনি স্বপর্য্যন্তি পাতুরুধ। সাকেতুং বর্দ্ধয়ন্তি বিশ্বমাভা"। অর্থ—অগ্নি—অগ্—গমন করা, যে এই শরীরে উর্দ্ধে গমন করে অর্থাৎ শ্বাস মিঢ়ে (মিহ, সেবন করা) ক্রিয়া করা, ভুজ—ভোজন করা, অর্থাৎ শ্বাসকে ক্রিয়া করিয়া ভোজন করিয়াছেন, জবীষ্টং (জবিন্-বেগবান্) যিনি স্থিতি পদে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় শীঘ্র যান, শাবা—তালু হইতে মূর্দ্ধায় সদা থাকিয়া মিত্রং—সূর্য্যের মত জ্যোতির স্বপ্রকাশ হয়। দুধবিতু—এইরূপ করিতে করিতে অনেক দুঃখে অর্থাৎ ক্লেশে, ধবিতু—ধনুকের ন্যায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় টানা থাকে। এইরূপ যিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন, তিনি স্বরেণি অর্থাৎ এই শরীর স্বরূপ পত্নী সূর্য্যের অর্থাৎ উত্তম-পুরুষের সহিত সদা আনন্দে থাকেন এবং আপনার পর্য্যন্ত রোধকে পায় অর্থাৎ আপনা আপনি রোধকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি পদকে পায়। সাকেতু—কিত্—বাস করা, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা যেখানে আলোও নাই অন্ধকারও নাই, সেইখানে বাস করিলে বিশ্ব সংসারের প্রকাশকে বাড়ায় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে হঠাৎ সমুদয় দেখিতে পায়।

যে যে বিধি পরলোকের বিহিত হইতেছে, সে কি একবার করাতেই সাধন ফল প্রাপ্তি হয়?

পারলৌকিক কর্ম্মের আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস কর্ত্তব্য. কারণ "অসকৃৎ উপদেশাৎ" সিড়ি উঠিবার মত ; ক্রমে মোটা হইতে সূক্ষ্মে ক্রমে বিজ্ঞান জন্য আচার্য্য শাস্ত্রে ভূয়ঃ ভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা কূটস্থ ব্রহ্মে আছেন। অসকৃৎ উপদেশ দ্বারা অণুতম ব্রহ্মকে না জানিয়া ফের কেন অভ্যাস করে ?

---

## লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। মুমুক্ষু লোকের মোক্ষ ফল কর্ম্ম করাতে, একবার করার জন্য আত্মার লিঙ্গের সৎভাব দ্বারা অভ্যাস করা আবশ্যক।

ব্রহ্ম এক প্রকারের, তাহাতে থাকা অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্নিগ্ধজ্যোতি, আকাশবৎ পুরুষ, যাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই, যে আত্মার জ্ঞান হইলে অবৃত্তি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন দিকে মনের বৃত্তি যায় না অর্থাৎ মন ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে, তখন জীব নিত্যই প্রত্যক্ষ, তখন নিত্যই অপরোক্ষ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মে থাকা, এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্য নিয়ম আবৃত্তি অর্থাৎ ভালরূপে সংযমে থাকা আবশ্যক, এই সংযমই ভালরূপে থাকার চিহ্ন। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার কোন চিহ্ন নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৫ শ্লোকঃ—"গুহাযদি কবিণা বিশাং নক্ষত্র শবসাং"। অর্থ— কূটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ গুহা, যাহাতে থাকিয়া লোকে অলৌকিক নূতন নূতন কথা বলে, এবং সেই গুহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই নক্ষত্র সদা, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাসের বশ হয় অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম জ্যোতি নক্ষত্র স্বরূপ সদা দেখে ; এই চিহ্ন, তাঁহাও ব্রহ্ম স্বরূপ, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় অর্থাৎ সেই সকল রশ্মিকেও ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লয়।

মোক্ষ কামনার মোক্ষ ফল কর্ম্মকরণে একবার করাতে আত্মার যে চিহ্ন তাহার সদ্ভাবের বৃত্তি কর্ত্তব্য অর্থাৎ একবার উপদেশ দ্বারা আত্মা অন্য দিকে মন যাইতে ছাড়ে না, এমনই তাহার গুণ। সেই সকল আত্মার গুণ এই হইতেছে, ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ প্রযত্ন জ্ঞান সমস্ত।

---

## আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। ইচ্ছা প্রভৃতি লিঙ্গের দ্বারা এই আত্মাকে সকল পুরুষ বোধ করেন ও শিষ্যকে বোধ করান।

তু শব্দে এই বুঝায় যে অন্য কোন স্থান, যেখানে গিয়া মন স্থির থাকে অর্থাৎ ক্রিয়ার

পর অবস্থায় ব্রহ্মে এইরূপ থাকা আসিতেছে, তিনিই পরমাত্মা, সেই আত্মা পরমাত্মা হইয়াছেন, আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ অবস্থাতে হঠাৎ আপনা আপনি গমন করেন এবং তৎপদ গ্রহণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, ইনিই আত্মা কারণ আত্মাই পরমাত্মা হইয়াছেন যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জীবই পরমাত্মা, কারণ জীবই ক্রিয়া করিয়া পরমাত্মা হইয়াছেন তবে জীব ও পরমাত্মাতে অভেদ, অতএব উভয়ের স্থান এক। এইরূপ আত্মাদি শুনিয়া জ্ঞান, সেইরূপ আত্মা ব্রহ্ম হইয়াছেন শোনা মাত্র এবং শুনিয়া ভেদ গ্রহ বোধ হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজ বোধ স্বরূপ, নিজের বোধ না হইলে শুনিয়া বোধ হয় না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৫ ঋচাঃ—"অক্ষরং বিন্দু জ্যোতি মধ্যে হবিস্মহে। পরস্সূর্য্যোতি শা সহ পরমগুহ্য"। অর্থ—কূটস্থ অক্ষর তাহার মধ্যে নক্ষত্র স্বরূপ বিন্দু জ্যোতি, তিনি সার ব্রহ্ম, তাঁহারই সদা হবন করি অর্থাৎ সদা ক্রিয়া করি। পরে যে বৃহৎ সূর্য্য তাহার মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সকল জ্যোতির কর্ত্তা তাঁহার সহিত লীন হওয়া সে পরম গুহ্য। তিনি এই আত্মাই পরমাত্মা হন।

যাহার আত্মসংযম হয় নাই তাহার ইচ্ছাদিতে মন যায়, অর্থাৎ কূটস্থ মন ও পুরুষ, ইচ্ছা দ্বারা সমস্ত মনের সহিত অন্য দিকে যায়। সেই সমুদয় লিঙ্গ আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমুদয় জানা হয়। যাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলিয়াছেন—"নবা অবেপত্যুকামায পতিঃ প্রিয়োভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি, আত্মা বা অবেদ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। আত্মাকে দেখিলেই বিজ্ঞান দ্বারা সব দেখা যায়।

## ন প্রতি কেন হি সঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। লিঙ্গের দ্বারা সেই আত্মা বোধ হয়, যাহার জন্য পরমাত্মার বিপরীত অন্য বোধ হয় না, ইহার নিমিত্ত পরমাত্মার ভিন্ন উপাসনা বোধ করা আবশ্যক।

একের উপাসনা বলিলেই যে আত্মারই উপাসনা ইহা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। মন ব্রহ্ম উপাসনাদি বুঝায়, কেবল আত্মারই গ্রহণ হইতে পারে না, কারণ সে যে উপাসনা করিতেছে তাহার আত্মত্ব জ্ঞান নাই অর্থাৎ আত্মাই এক ব্রহ্ম ইহা সে প্রথমে জানে না তবে এক গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার পূর্ব্বে বলিয়াছে যে মনই ব্রহ্ম তন্নিমিত্ত প্রথমে অনেক দৃষ্টি হয়। যদ্যপি এরূপ হইল তবে এক নিয়ামকের অভাবে ব্রহ্মই মন হইতেছে এবং তিনিই প্রথমে দেখেন, তিনিই বুদ্ধির সান্নিধ্য প্রযুক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় মন বুদ্ধি কিছুই নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ৮ ঋচাঃ—"বৃহদ্ রথং মন বেশ হংসো অন্তরীক্ষং"। অর্থ—বৃহদ্ রথ

কূটস্থের মধ্যে যে নারায়ণ স্বরূপ বসিয়া আছেন তিনি মন স্বরূপ, তাঁহাতে মন প্রবেশ করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া যায়, হংসের দ্বারা অন্তর দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম।

আত্মা লিঙ্গের দ্বারা জানা যায় না, কারণ পরমাত্মার অবয়ব নাই। তন্নিমিত্ত পরমাত্মার সূক্ষ্ম রূপ অণুতে থাকা জ্ঞানের সাধন যাহার অভ্যাস সদা কর্ত্তব্য। ভাল যে সকল মুমুক্ষুদের আত্মাতে দৃষ্টি তাহাদের কি মোক্ষ হয় না?

---

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। মুমুক্ষু লোকদিগের ব্রহ্ম দৃষ্টি জন্য মোক্ষ বোধ হয়, উৎকর্ষণ জন্য।

মনই আদিতে, তিনিই ব্রহ্ম দৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণের কার্য্য ভালরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎকর্ষ করা উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হয়, আর নিকৃষ্ট ক্রিয়াতে নিকৃষ্ট দৃষ্টি হইয়াও উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছুই নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ১৩ অধ্যায় ৯ ঋচাঃ—"জ্যোকৃচ সূর্য্যং দৃশে"। অর্থ—কূটস্থ যাহা দেখা যায় তাহাই ব্রহ্ম।

মুমুক্ষুদের ব্রহ্ম দৃষ্টিতে মোক্ষ সাধন হয় কারণ উৎকর্ষাৎ অর্থাৎ উর্দ্ধে কর্ষণ প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠত্ব পদ পায়। কঠবল্লি উপনিষদে ব্রহ্মকেই উৎকর্ষ বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরাবুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষোপরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসাকাষ্ঠা সাপরা গতি"। অর্থ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। পুরুষ সূক্তে বলিয়াছেন—"এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চপুরুষঃ"। আদিত্যাদি কূটস্থ ব্রহ্ম মনব্রহ্ম এই অধ্যাত্ম হইতেছে, অধিদৈবত আকাশ ব্রহ্ম ইহা কি প্রকারে সম্ভব?

---

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গে উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। আদিত্য প্রভৃতি যে মত হইতেছে অঙ্গে বোধ হয় যোগ জন্য।

উর্দ্ধে গমন করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও ওঁকার ধ্বনি শোনা, এ সকল অঙ্গের দ্বারা উপপত্তি হয়। কূটস্থও অঙ্গের দ্বারা উপপত্তি হয় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা কি প্রকারে উপপত্তি হইতে পারে? ক্রিয়া করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও কূটস্থ দেখাও তদ্রূপ, এই সকল কর্ম্মপরতন্ত্র। তন্নিমিত্ত ইহা নিয়ম হইতে পারে না, কারণ সকল বিষয় হইতে সংযম হইলে, পরতন্ত্র অর্থাৎ মন অন্য দিকে কি প্রকারে যাইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিদ্যারও গতি। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য কোন দিকে মন যায় না ও অন্য কোন গতি নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ১৩ অধ্যায় ২৮ ঋচাঃ—"অগ্নির্নামো জাতবেদঃ"। অগ্নির নাম জাতবেদ, যখন ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা

গেল, সেই অগ্নি যিনি সকল বস্তুকে নাশ করিয়া একাকার ভস্ম স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন ও নিজেও অর্থাৎ সেই আত্মা স্বরূপ অগ্নিও ভস্ম হইয়া গিয়াছেন যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়।

আদিত্যাদির যে ব্রহ্মমত সে কূটস্থ অঙ্গে হইতেছে ( শরীরে ) যেমত অগ্র পত্র আমেরই গাছ তাহার পাতা, সেইরূপই সমস্ত কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্মের কিরূপে অঙ্গে উপপত্তি? এইরূপে উপপত্তি হইতেছে। যেমত ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন মন ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে এই অধ্যাত্ম। অধিদৈবত আকাশ ব্রহ্ম ( কূটস্থ )। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই দুই হইতেছে। অধ্যাত্ম চতুষ্পাদ ব্রহ্ম; বাক প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ( দূর শ্রবণ, স্থিরত্ব, সব দেখা ও শোনা ) অধিদৈবত অগ্নি জ্যোতি, বায়ু স্থির কূটস্থ দিশ ইত্যাদি চিহ্ন বলিয়াছেন। ভাল কি প্রকারে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে?

---

## আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

স্থত্রার্থ। সম্ভব দ্বারা বসিয়া যোগ সমাধিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকে দেখিবে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক ব্রহ্মে থাকা, এরূপ উপাসনাতে কেবল বসে থাকাই উপাসনা, তবে উপাসনা করা কি প্রকারে সম্ভবে? কোনরূপে মন দেওয়া এই উপাসনা, কিন্তু ইহা নহে। যেমত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা তেমত উপাসনার নাম উপাসনা নহে। নিঃশেষরূপে সংযত আত্মায় বসে থাকায় কেন না উপাসনা হইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার নামই উপাসনা হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অষ্টক ২ ঋচা :—"যত্নুর্ব্বশ্চ মামহে সহস্রদাগ্রামণির্মা ঋষন্মনু"। অর্থ—যত্নু ক্রিয়া করিতে করিতে এমত এক দেশ প্রাপ্ত হয় যেখানে দশ ইন্দ্রিয়েরই স্বপ্রকাশ হয়, তাহাতে অর্বন্—গমন করা, যে স্থানে গমন করিয়া, মামহে—আমি আর তখন থাকে না, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে আমিও ব্রহ্ম হইয়া যায়; সহস্রদাগ্র-অগ্রেতে-অনন্তব্রহ্ম, অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম অণুস্বরূপে বর্ত্তমান, ঋষন্—তখন সম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধশালি হন, মনু—মনও ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে যাহা ইচ্ছা করেন তাহা তাহার পূর্ব্বে হয়। এই অনিচ্ছার ইচ্ছা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকিলে হওয়া সম্ভব ও হইয়া থাকে।

আসন করিয়া বসিয়া লোকে যোগ সমাধি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে। অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে? আসন করিয়া বসিয়া সে কি? সম্ভবাৎ। অনাসন ব্যক্তির ব্রহ্ম দেখার উপায়ে যোগ সমাধি হয় না। অনাসীনের কি প্রকারে সম্ভব?

---

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। আসন না করিয়াও ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মকে দেখিতে পায়।

ধ্যান করা—একই রূপ প্রাণায়াম অনেকক্ষণ করা ( ১৭২৮ বার প্রাণায়াম ) ইহার দ্বারা সমান বায়ু আটকিয়া থাকায় যে স্থিতি প্রবাহ তাহা করার নাম ধ্যান, তাহা অঙ্গের যে চেষ্টার দ্বারা হয়, স্থিরভাবে চেষ্টার পরাবস্থায় হয়। সেইরূপ দৃষ্টিস্বরূপ চেষ্টা; যাহাদিগের বিষয়ে ক্ষিপ্ত চিত্ত তাহাদের দৃষ্টি বকের দৃষ্টির ন্যায়, তাকানটা ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ইচ্ছা নাই। যিনি স্থির হইলেন তিনি কি প্রকারে অস্থির হইতে পারেন? যাঁহার স্থিরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার মন সকল বস্তু হইতে স্থিরত্বকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে আপনি সংযম দ্বারা ব্রহ্মে লীন হয়, যাহার নাম নিয়ম। কিন্তু চলে যাওয়াতে ধ্যানের রূপ কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অভ্যাসের দ্বারা ধ্যানেতেও থাকে এবং আপনাপনি সকল কাজ কর্ম্ম করে, যেমত কানে তালা লেগেই আছে অথচ সকল কর্ম্ম করিতেছে কানেতে যে বায়ু আটকাইবার সেখানে আটকিয়া আছে অথচ সকল কর্ম্ম করিতেছে। আর নটের মাথায় হাড়ি, হাতে ঢোল বাজান দড়ির উপর দাঁড়াইয়া ইত্যাদির ন্যায়; সর্ব্বদা ধ্যান করা। তখন সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম দেখে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অষ্টক ২ ঋচাঃ—"সূর্য্যেন অস্য যৎমানেত দক্ষিণঃ"। অর্থ—এই শরীরে কূটস্থে থাকিতে থাকিতে যাহার দ্বারা দক্ষিণ দিকের বায়ু বোধ হয় ও স্থিরত্ব ব্রহ্ম পদকে পায়।

ধ্যানের দ্বারাই ব্রহ্ম দেখিতে পারে। সেই ধ্যানযোগ আলম্বমানের সম্ভব হয়, আসন করিয়া বসিয়া থাকিলে ব্রহ্ম দেখে না। ধ্যানেতে গেলে সমান সম্ভব হয়।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। বিনা বসে বসে করা ভাল।

ধ্যান করা—ক্রিয়া করা—আত্মার পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বে থাকা, মূলাধারাদিতে থাকা অর্থাৎ আত্মার গমনাগমন করার দ্বারা ধ্যান হয়। ধ্যান করিতে গেলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার হানি হয়। আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে অচল ব্রহ্ম পদে থাকা হয় না। অচল না হইলে কেবল চলায়মান ক্রিয়া করাতে অচল ব্রহ্মপদে থাকা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, এই এক আশঙ্কা কিন্তু ক্রিয়া করিবার সময় মন অচল হয় না বটে; ক্রিয়ার পর অবস্থায় অচল হয় ইহা প্রত্যক্ষ। প্রমাণ ঋগ্বেদ ২ অষ্টক ২ ঋচাঃ—"পাবর্গের্দেবা [illegible] নসরাত্মা অসনাম বাজং"। অর্থ—প্রাণ স্বরূপ বৈদ্যুতাগ্নি

স্বত দেবতাকে পবিত্র করেন, যে দেবতারা গগণ সদৃশ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে সমাধি হয়, জু-বেগে গমন করা আকাশ স্বরূপ ব্রহ্মে গমন করায়, নসয়ান্তা—অচল স্থিতি পদ প্রাপ্ত হয়, গো—গমন করা অর্থাৎ অচল স্থির বায়ু, এই আত্মা ব্রহ্মে লীন হওয়ায় বিষ্ণু হইয়া যান। বাজং—মুনিবিশেষ হন অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে তখন কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না।

আসন না করিয়া বসিয়া ধ্যান করিলে সাধুর চাঞ্চল্য হয়।

---

## স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। স্মৃতি শাস্ত্রে ঋষিরা স্মরণ করিয়াছেন।

শুচি দেশে বসিয়া ক্রিয়া করা, ক্রিয়া করার কথা পড়া, বা স্মরণ করা, কোমর হৃদয় ও কণ্ঠ তিন স্থান উন্নত করা এইরূপ করিলে সমান বায়ুর প্রবাহে, এ সকল করা কর্ত্তব্য, ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার মত হয়। এইরূপ কর্ম্ম বৈদিক যাঁহারা (অর্থাৎ যাঁহারা করিয়া জানিয়াছেন) তাঁহারা করিয়া স্মরণ দিগ্‌ দেশের নিয়ম বলেন। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভাবিত হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৩ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২২ ঋচাঃ—"দ্বেতে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণি ঋতুথাবিদুঃ অথৈকং চক্রংর্যদ্ গুহাতদদ্ধতয় ইদ্বিদুঃ"। অর্থ—কূটস্থে দুই চক্র আছে, তিনিই সূর্য্য স্বরূপ ব্রহ্ম, ঋতুথা, ঋ-গমন করা, নিয়মানুসারে আত্মাকে স্মরণ করিয়া গমনাগমন করা অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় তাহা জানা, তখন তাহার পর নক্ষত্রের মত এক চক্র সেই গুহা হইতে, যে গুহাতে সকল মহাজনেরা যান, তাহার পর বৃহৎ কূটস্থ, তাহার মধ্যে উত্তম পুরুষ বিরাজমান, যাঁহাকে সিদ্ধগণেরা এক দৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই ব্রহ্ম পুরুষ সকল দেবতার আরাধ্য, তাঁহাকে মরিবার সময় স্মরণ করিলেও মুক্তি হয়। তিনি অণুস্বরূপে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ইত্যাদি দ্বারা পদ্মাসন প্রভৃতি স্মরণ হয়। অনাসনে ধ্যান কি প্রকারে সম্ভব?

---

## যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। যেখানে মনের একাগ্রতা হয়, সেই বস্তুতে আপনাকে অবিশেষ হওয়া উচিত।

ক্রিয়া করিবার দিক দেশ কালের কোন নিয়ম নাই; যাহার যে দিক সুবিধা হয়

তাহার সেই দিক, যাহার যে কালে বা যখন মন সুস্থ থাকে তখনই সেই সময়ে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। একই সময়ে যে করিতে হইবে তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, বিশেষ কিছু উপলব্ধি হইতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বে দিক দেশাদির নিয়ম বলা হইয়াছে। নিয়ম করিয়া করিলে চিত্তের প্রসাদের বিশেষ হেতু প্রযুক্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু চিত্তের প্রসাদ হইবে বলিয়া নিয়ম করা ইচ্ছা হইল, তবে এটা কাম্য কর্ম্মের মধ্যে পড়িল। প্রথমে ইচ্ছার সহিত সকল কর্ম্ম হয়, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যোগারূঢ় হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৩ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২২ ঋচাঃ—"সূর্য্যায় দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায়চ"। অর্থ—কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র তাহার মধ্যে বৃহৎ কূটস্থ তাহার মধ্যে উত্তম পুরুষ ও অন্যান্য দেবতা আছেন এমত যে সূর্য্য তিনিই ব্রহ্ম, বরুণ, সেই কারণবারিস্বরূপ মধ্যে কূটস্থে তিনিও ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ংজগৎ হওয়াতে কোন কাল ও নিয়ম নাই।

ধ্যান, যেখানে মনের একাগ্রতা হয়; তখন আসন করিয়াও যাহা, অনাসনেও তাহাই, ধ্যেয় কারণ এক প্রযুক্ত, অনাসনেও সম্ভব হইতেছে। কত কাল এইরূপ ধ্যান করিবে?

## আপ্রায়ণাত্তত্রাপিহি দৃষ্টং ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। মরা পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে ধ্যান করা আবশ্যক, কারণ মরিবার সময় পর্য্যন্ত লোককে ধ্যান করিতে দেখা গিয়াছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নেশা উদয় হয়, এইরূপ ফল তাহাতে যে প্রত্যয়, তাহা মরণ পর্য্যন্ত একবার নেশা হইতেছে ও যাইতেছে; মরাতেও সেই কূটস্থ তিনিই চিৎস্বরূপ যাহা কূটস্থে আছে ( যাহা শ্রুতি বলিতেছে )। যদি সেই কূটস্থের ভাবে থাকিয়া মৃত্যু হয় তবে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা স্মরণ করিয়া স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা এই এক প্রত্যয়ের রাস্তা দেখা যাইতেছে। অপি শব্দে এই বুঝাইতেছে যে, যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা সেই ব্রহ্মের ভাবে থাকে, তাহার ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তি হয়। এইরূপ স্মৃতিতে আছে, এইরূপ প্রত্যয় উদয় হয় আবার যায়, মরণান্ত এইরূপ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে না। এইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞান হওয়া ও না হওয়া দুই সমান। কারণ ব্রহ্মের এরূপ জ্ঞানেতে সাংসারিক পুনরাবর্ত্তন একেবারে নাশ হয় না, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হয়, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু থাকে না সুতরাং সকল বিষয়ের নাশ হয়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ৪ অধ্যায় ১৬ ঋচাঃ—"অন্ধেনামিত্রাতমসা পচন্তাং সুজ্যোতি দ্বষা অত্তবত্তাং অভিস্যু পুরানিহিষঃ সবনাণাং ব্রহ্মণি মন্দন গৃণিতা

ঋষিণাং ইমামা ঘোষং নবসা সহন্তি তিরোবিশ্বাং অর্চতোজাহর্ব্বান"। অর্থ—এই শরীরে যে কূটস্থ আছেন তাহাকে যে গুরুর উপদেশ দ্বারা না দেখেন সে অন্ধ, এই শরীরে বারম্বার সে জন্মে পচে মরে। সেই যে সুন্দর জ্যোতি দর্শন করিয়াছে অর্থাৎ যে তাহাকে দেখিতে পায় না, অ—ক সুখ, অসুখ, পাপে দুঃখে বক্র অবস্থায় থাকিয়া, অভিস্থ্য—এইরূপ অবস্থার সমীপস্থ হইয়া, এই রূপ জঙ্গলের সহিত দেহে থাকায় প্রথমে আপনা আপনি হত হয়। এই রূপ ব্রহ্মে থাকিয়া মন্দ কর্ম্ম সকল ঋষিরা গ্রহণ করেন না ও ইহার কোন ঘোষণা করেন না, এ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সদা ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে সদা থাকেন।

মরণ পর্য্যন্ত লোক হইতেছে, লোকান্ত মরণ পর্য্যন্ত ধ্যান করিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবে। মরণান্ত ব্রহ্ম ধ্যানের প্রয়োজন বলিতেছি।

---

## তদধিগমেউত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। ব্রহ্ম অধিগম হইয়া থাকায় তাহার উত্তর পাপের যোগ হয় না, তাহার দ্বারা পূর্ব্বের পাপ বিনাশ হয়, তাহার ব্যপদেশ জন্য।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে থাকায় উত্তরে ত কিছু বোধ হয় না, আর পূর্ব্বের ও বিনাশ কোথায়? সে কোন স্থান থাকে? এই দুই বলিবার উপায় নাই, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোথায় থাকে তাহা বলা যায় না যেমত একটী পুষ্করের পলাশ ইহার উভয়েরই বিনাশ। সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও নাই আমার কিছু নাই অর্থাৎ বিনাশ; ইহা যদি হইল তবে সুকৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ কে করে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মের ফলাফল নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৭ ঋচাঃ—"সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ সভূমিং-সর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং ইত্যাদি মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত"। অর্থ—জীবমাত্রেতেই কূটস্থের মধ্যে সেই পুরুষ আছেন, আর জীবই শিব, শিব সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সেই পুরুষও সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তাহার অনন্ত মাথা চক্ষু পাদ তিনি এই পৃথিবীতে সর্ব্বত্র আবৃত হইয়া এই শরীরে দশ অঙ্গুলে স্থির আছেন অর্থাৎ ভ্রূ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত, তাহার মুখ হইতে ইন্দ্র চক্ষু স্বরূপ সর্ব্বঘটে বিরাজমান; আর অগ্নি অর্থাৎ চক্ষে নিজে তাকাতে তাকাতে ব্রহ্ম অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বিষয় বস্তুকে ভস্ম করেন অর্থাৎ একাকার করেন, তিনিই অগ্নি স্বরূপ প্রাণ, সেই প্রাণই বায়ু সকলের ঘটে আছেন, তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সকল ঘটে আছেন এবং তাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে নিজে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াতে কোন কর্ম্ম ও ফল নাই।

মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ধ্যান কর্ত্তব্য তাহার উত্তর অর্থাৎ পরে আর পাপ থাকে না। যে

পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, সে পর্য্যন্ত যদি ব্রহ্ম ধ্যানে বিরত থাকে অর্থাৎ অন্য দিকে মন দেয় তাহা হইলেই পাপের সম্ভব। সেই সম্ভব প্রযুক্ত মরণান্ত ধ্যান কর্ত্তব্য, কারণ মন ব্রহ্মে যাওয়ায় উত্তরে অশ্লেষ হয়। আর পূর্ব্বের পাপ ব্রহ্মে থাকায় নিশ্চয়ই যায় কারণ তদ্ব্য-পদেশাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকার দরুন পরে আর পাপ থাকে না, যেমত তুলাতে আগুন লাগিলে আর তুলা থাকে না, সেইরূপ অগ্নিব্রহ্মে থাকিলে সকল পাপ দগ্ধ হয়। তবে কি মরণের পর কেবল পুণ্য মাত্রই থাকে ?

---

### ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষপাতেতু ॥ ১৪ ॥

স্মৃত্রার্থ। ব্রহ্মের ধ্যান কর্ত্তার মরণে যেমত পাপের যোগ নাই তদ্রূপ পুণ্যেরও যোগ নাই।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ সংসারে থাকিয়াও কিছু দেখা যায় না, তবে দুই কিছু নয় হওয়াতে, ব্রহ্ম অত্যন্ত কিছু নয় হইতেছেন। এ এক উপলক্ষ অর্থাৎ যাহার অস্থি সন্ধি কিছু পাওয়া যায় না ইহার বিনাশে, তবে এই দুই কিছু ভিন্ন হইতেছে, এই নিশ্চয় শ্রুতি ; যদ্যপি এই স্থির হইল তবে এই শরীর পতন হইলেও এইরূপ সিদ্ধি হউক কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মরিলেও কিছু নাই, তবে মরিলেই মুক্ত বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন ক্রিয়া করিলে মুক্তি, আর সদ্য শরীর পতনে মুক্তি ; দুই সমান, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় আত্মা পরমাত্মাতে লীন হওয়াতে পূর্ব্বেই শরীর পতনের ন্যায় হয়। যেখানে সর্ব্বদা ব্রহ্মে থাকায় মৃত্যুকে জয় করে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৫ অধ্যায় ৮ অষ্টক ৬ ঋচাঃ—"পরমে ব্যোমন্ ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ বিষঃ স দেবাণা ভবৎ একমঙ্গং"। অর্থ—কূটস্থ মধ্যে যে পরব্যোম ব্রহ্ম তাহাতে ব্রহ্মচারী চরণ করেন, থাকিতে থাকিতে তাহাতে প্রবেশ করেন, তিনি দেবতাদের মধ্যে এক জন হন অর্থাৎ সাদৃশ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্ম ধ্যান করিয়া যে মরে তাহার পাপ পুণ্য দুই নাশ হয়, যাহা মণ্ডুকোপনিষদে বলা হইয়াছে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে দ্বৈত সংশয়। ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। ব্রহ্মধ্যায়ী ব্যক্তির মৃত্যুর পর ফের শরীর আরম্ভক কর্ম্ম থাকে কি না ? না থাকিলে তবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল নাই।

---

### অনারব্ধ কার্য্যে এবতুপূর্ব্বেতদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

স্মৃত্রার্থ। অনারব্ধ কার্য্যেতেও পুণ্য পাপ মরণ পর্য্যন্ত থাকে পরে থাকে না।

তু শব্দে আরব্ধ কার্য্যের ক্ষয় এই ব্যাবৃত্তি আসিতেছে। সুকৃত ও দুষ্কৃত এই দুই প্রারব্ধ কার্য্য, তাহারও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় যেরূপ ক্ষয়, সেইরূপ ক্ষয় আছে। এইরূপ হইলে সকলই একাকার হইল, নিয়ম ইত্যাদি কোথায় রহিল? সেই শরীরের পাতের অবধের কারণ প্রযুক্ত সেইরূপই চিরকাল থাকুক। এইরূপ বাক্যে উপরিউক্ত তিন গুণের সহিত জানা হইতেছে। এইরূপ নিগুর্ণ বিদ্যা ও আরব্ধ কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়া না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না; এইরূপ সুকৃত ও দুষ্কৃত না করিলে হয় না আর যখন নিগুর্ণ বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা উপপন্ন হয়, তখন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আপনা আপনি ছাড়িয়া যায়; এইরূপ সগুণ দৃষ্টান্তে দেখান গেল। অথবা কাম্য কর্ম্মের ক্ষয় আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থারও ক্ষয় আছে; অতএব কাম্য কর্ম্মেরও নিত্যত্বের মত ক্ষয় আছে; এইরূপ যখন সম্ভব হইল তবে জানাটা যে হেতু তাহা নহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই জানা নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং"। অর্থ—কূটস্থ স্বরূপ জ্যোতিরূপা আদ্যাশক্তি তিনি ভদ্রাং অর্থাৎ নির্ম্মল পাপ রহিত ( অন্য দিকে মন যায় না, যাহার মন অন্য দিকে না যায়, তিনিই ভদ্র অর্থাৎ সকল বিষয়ের মঙ্গল, তিনি এমত মঙ্গলময়ী শক্তি স্বরূপা ) যাঁহাতে থাকিলে ষড়ৈশ্বর্য্য হয় অর্থাৎ মূলাধারে সকল বস্তুর আদি কারণ দেখিতে পায়, তবে তাহাতে স্থিতি করিয়া অনুভব করাতে সেই ব্যাধির বিপরীত কি তাহা অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে ঔষধ স্থির করিতে পারে, ঔষধ করিতে পারিলেই রোগের নাশ, কাজেই চিত্ত স্থির হইল, স্থির হইলেই জীবের মঙ্গল, অন্যকেও উপদেশ দ্বারা সেই মঙ্গলময়ীর রাস্তা দেখায়। পরে মঙ্গলময়ী কূটস্থে থাকিয়া মঙ্গলামুখীর মঙ্গল কর্ম্মে ( পরোপকারে ) প্রবৃত্ত হইয়া নিজ মঙ্গল ও সকলের মঙ্গল করেন, অর্থাৎ যাহার অদৃষ্টে থাকে তাহারই এরূপ যোগাযোগ হয়। এইরূপ সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, তিনিই কূটস্থের মধ্যে কৃষ্ণরূপা, তাঁহাতে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে অলৌকিক শক্তি সমুদয় হয়। যেখানে কোন কিছু দেখা যায় না, এইরূপ কৃষ্ণা ভগবতী তিনি অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম।

আরব্ধ কার্য্য শরীরে হইতেছে, ব্রহ্মধ্যায়ীর ব্রহ্ম হওয়ায়, মরণের পর পাপ পুণ্য তাহাতে লিপ্ত থাকে না। ব্রহ্মে লয় হওয়াতে শরীরারম্ভক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তবে অগ্নিহোত্রাদির ফল হয় না।

---

অগ্নিহোত্রাদিতু তৎকার্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কর্ম্ম সে সকল কর্ম্ম শরীরেরই নিমিত্ত, শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে।

তু শব্দে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ক্ষয় ব্যাবৃত্তি আসিতেছে, নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা, এইরূপ যে কার্য্য তাহাই মোক্ষের কারণ, এইরূপ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছে বলিয়া, দেখিয়া করা, অতএব অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য কর্ত্তব্য, এ কেবল দেখা দেখি করা তবে এ বিষয়কর্ম্মের ন্যায় আপনাপনি বিনাশ হওয়ার মত কথা হইতেছে, একই বিষয় বাদ স্বরূপ বিশেষ রূপে নিঃশেষ রূপে যোগ করার কথা হইতেছে দেখিতেছি; যেমত কাহারও এক শাখা আছে, তাহার পুত্রাদিরাও সেই শাখা পড়ে; সেইরূপ দেখা দেখি ক্রিয়া করাতে, বিনা উপদেশে কিছু হয় না। পরম্পরায় প্রাপ্তি হইতেছে, প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"বিশ্বস্য জগতোদিশাং সম্বেশনীং সঙ্গমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনী প্রপন্নোহং শিবাং রাত্রীং ভদ্রে পাবমণীং মহীং"। অর্থ—বিশ্বসংসারে সকল দিকে অণুপ্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণি শক্তি স্বরূপা যে এই শরীর তাহাতে ৯ দরজায ৯ ইন্দ্রিয় ১০ম মন তাহাদিগকে সঙ্গমন করিয়া কূটস্থ স্বরূপে আছেন, তাঁহারই মধ্যে নবগ্রহ ও নক্ষত্র মালা স্বরূপে আছেন তাঁহাতেই সদা থাকা উচিত, তাহাতে মঙ্গল হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন থাকে, এইরূপ কল্যাণকারিণী তিনিই এই পৃথিবীতে পবিত্র করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম উপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হয়, দেখা দেখি হয় না।

অগ্নিহোত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া নিশ্চয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম; শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা পুনরায় শরীরারম্ভ হয়, যাহা মণ্ডূকোপনিষদে দেখা যাইতেছে তাহা সত্য—"মন্ত্রেষু কর্ম্মানি করয়ো যাম্য পশ্যন্নিত্যাদিনা প্রোক্তম্"। অর্থাৎ মনকে যে ত্রাণ করে তাহার দ্বারা কর্ম্ম করা এই নিত্য হইতেছে। অন্য মহর্ষি বলিতেছেন।

———

অতোন্যাপিহ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। যাহার নিমিত্ত এক এক মহর্ষির মতে নিত্য কর্ম্ম অগ্নিহোত্র কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা পাপ পুণ্যের অন্য ক্রিয়া হেতু হইতেছে।

অতঃপর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া যাহা নিত্য কর্ম্ম তাহা অন্য লোকেরও আছে। অর্থাৎ সাধুরা মনোযোগ পূর্ব্বক করেন অন্য লোকে অমনোযোগ পূর্ব্বক করেন। সাধুরা যাহা করেন তাহা ফলের অভিসন্ধানে করেন ও তাহাতে বিশেষরূপে ও নিঃশেষ রূপে যোগ করেন। এইরূপ বলা হইলে ব্রহ্মে যাইবার জন্য যে সকল শাখা আছে, তাহারই মধ্যে এক শাখা স্বরূপ প্রাণায়ামকে সুন্দর রূপে হৃদয়ে ধারণা করা সাধুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে। ইহাও ত সম্যক প্রকারে সংশ্লেষের কথা হইতেছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিনাশের নিরূপণ করা সে কিছু ভিন্ন অবস্থা হইতেছে, এইরূপ হইলে কাম্য

কর্ম্ম সমুদয় এক জাতি হইতেছে এবং কাম্য কর্ম্মের বিদ্যাতে ( অর্থাৎ জানা ) থাকায় উপকার কিছু দেখা যায় না ও বুঝাও যায় না। জৈমিনি ঋষি বলেন উভয়েতেই সমান কারণ ক্রিয়া করিলেও কিছু বুঝা যায় না, না করিলেও কিছু বুঝা যায় না। বাদরায়ণ আচার্য্যও এইরূপ বলিয়া থাকেন ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কিছু অনুষ্ঠান ও ফলের আকাঙ্ক্ষার কর্ম্ম থাকে না। সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সকল অঙ্গ কেবল কুম্ভকের দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া যে উপাসনা ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহার সহিত আছে, এইরূপ উভয় অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও না করাতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মই নাই। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"ভদ্রে পরোমণী মহে নমঃ"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় মঙ্গল মূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া এই শরীরেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় তখন আপনাকে আপনি নমস্কার করে। সেখানে অপর কোন অনুষ্ঠান নাই।

এক মহর্ষির মতে অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম হইয়াও আরও ভিন্ন ক্রিয়া আছে ( দুই কর্ত্তব্য কার্য্য ) যাহা পাপ পুণ্যের নিমিত্ত হয়। এইক্ষণে উপসংহার করিতেছি।

## যদেব বিদ্যয়েতিহি ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। যে নিমিত্ত যোগী ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া তাহাকে পায় সে বিদ্যার দ্বারা পায়।

বিদ্যা জানিয়া যদি কর্ম্ম হইতে রহিত হয়, সে জানাও জানার এক অঙ্গ হইতেছে, কারণ সেই জানা হইতেছে। এই প্রকার বলা এক বাক্যান্তর, কিন্তু কর্ম্ম করিলে জানার যোগ হয় অর্থাৎ অতিশয় রূপে যথার্থ জানিতে পারে; তবে কর্ম্ম করাতে অফলত্ব পাওয়া যাইতেছে না, বোধ স্বরূপ ফল পাইবার নিমিত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া হইতেছে। তবে এ ক্রিয়া স্বার্থপর হইতেছে। তবে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা এই ফলাধিক্য ইহার নাম ব্রহ্ম বিদ্যা সাধন; পরে সামর্থ্যাদি হয় এইরূপ কথিত আছে। সে সামর্থ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিলে হয়; কিন্তু তাহার ক্ষয় দেখা যাইতেছে। ব্রহ্ম জ্ঞানেরও ক্ষয় দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম দেবময় তাহারও ক্ষয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম তাঁহার ক্ষয় নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দেখে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"স্তে স্তোমি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহুচ প্রিয়াং"। অর্থ—সংযত চিত্তে প্রকৃষ্ট রূপে সেই কূটস্থকে স্মরণ করিলে সকল বস্তুতে সেই প্রিয় কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপিনীকে দেখে।

যোগী ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া নিশ্চয় রূপে প্রাপ্ত হয়, সে বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর

অবস্থায়, সেখানে গমন করিয়া বুদ্ধি স্থির থাকায়, উত্তর পূর্ব্বের পুণ্য পাপ নাশ ও অন্যান্যেরও সম্যক প্রকারে নাশ হয়। তবে চার বেদ বিহিত ক্রিয়া এরূপ নহে।

---

ভোগেনত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ।। ১৯ ।।

সূত্রার্থ। পুরুষ অবিদ্যার দ্বারা চতুর্ব্বেদ অনেক ক্রিয়ার দ্বারা পাপ পুণ্যকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয় না।

ভোগের দ্বারা সে ইতর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে না থাকিয়া সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মে থাকে ও আরব্ধ কার্য্যের ফল ভোগ করে, তবে ইহা ব্যতীত অন্য কিছু ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম আছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া আত্মাতে থাকা ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা সেই নিত্য ব্রহ্ম, এই শ্রুতি। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সোনবাং সোমং শান্ত্যর্থং তদ্বিজাতিনামৃষিভিঃ সোমপাশ্রিতা"। অর্থ—আমিই অনন্ত রূপে সর্ব্বব্যাপক আছি এই কেল্লার মধ্যে যাহা আত্মার ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়। মনের স্থিরত্বের এই এক নূতন রকমের অবস্থা দেখা যাইতেছে, যাহাতে মনের শান্তি লাভ হয় যখন সকলে প্রিয় যে ব্রহ্ম তাহা দেখেন। ইহা জানিয়া ঋষি, যাহারা সদা কূটস্থে থাকেন তাঁহারা এইরূপ নেশা মনের সহিত প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আশ্রিত হইয়া থাকেন।

পুরুষ অবিদ্যার দ্বারা, চাতুর্ব্বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা পুণ্যে ও পাপে ক্ষেপণ হয়, মুক্ত হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

---

প্রথমপাদে সগুণ ও নির্গুণ বিদ্যা, অনারব্ধ কার্য্যক্ষয় ও আরব্ধ কার্য্যেতে অবস্থান যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না, সেই সমুদয় ক্ষয় হইলে বিদেহ কৈবল্য হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই স্থির হইল। আর দ্বিতীয় পাদে লয় কি প্রকারে হয় তাহার বর্ণনা আছে।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## দ্বিতীয় পাদ।

### বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ। মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম অধ্যয়ন যাহা বলা হইয়াছে তাহা যথার্থ নহে। কারণ যে লোক মরে তাহার বাক্য মনে যুক্ত হয়, মন প্রাণে যুক্ত হওয়া দেখা যায়; তাহা শাস্ত্রেও বলিয়াছেন।

কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষ সংযত বাক্য মনের সহিত যখন সম্পাদন হয়, অর্থাৎ প্রাণেতে প্রাণ ও তেজেতে তেজ, সেই পর দেবতাতে থাকা, ইহাতেও মনের বৃত্তির সম্পাদন হয়। কারণ সেই উত্তম পুরুষকে দর্শন করাতে মরণের তুল্য হয়। বৃত্তির এইরূপ উপসংহার হইলে, সেই বৃত্তিরই মত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে, তবে বৃত্তি তুল্যই থাকিল ও বাক্য মনের সহিত শব্দ করে, তবে এ প্রকৃত নহে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রকৃত হইতেছে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"ঋগ্বেদেতৎ সমুৎপন্নাং বাত্তিয়তো নিদহাতি বেদয়ে ত্বং দেবী প্রপশ্যন্তি ব্রহ্মণাহব্যবাহিনী"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে তুমি হইতেছে। তোমার হওয়াতে সমস্ত নষ্ট হইল, অন্য দিকে মন, আর জানিলাম আপনি শক্তিরূপা দেবী, যিনি গায়ত্রী শক্তি, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। যাহারা ক্রিয়া করে তাহারাই তোমাকে ভালরূপে ফলের সহিত দেখিয়া তোমাতেই অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকে।

যাহা উপরে বলা হইল তাহাতে একটা আশঙ্কা হইতেছে। মরা পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মের ধ্যান বলা হইয়াছে তাহা মনেরই ধ্যান, অর্থাৎ মনের কার্য্য ধ্যান করা, যাহা মরিবার সময় উপপদ্যমান হইতে পারে না, কারণ সে সময়ে বাক্য মনে যায়, মন প্রাণে যায়, এইরূপ লোকে দেখা যায়, যাহা লোকে দেখা যায় তাহা শাস্ত্রেও বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত বাক্য মন না হয়, মন প্রাণ না হয়, প্রাণ তেজ, তেজের পর কূটস্থ দৈবত, সে পর্য্যন্ত জানা আছে অর্থাৎ জানে; পরে যখন বাক্য মনে সম্পদ্যমান হইয়া, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে পরে দেবতায় যায় তখন জানেনা অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া জানা থাকে না।

---

## অতএব চ সর্ব্বাণ্যানু ।। ২ ।।

সূত্রার্থ। যে মরে, বাক্যের মনে যুক্ত হওয়া প্রযুক্ত সব ইন্দ্রিয় মনে সংযোগ হইবার পর, সব ইন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল মনে লীন হয়, ও সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমুদয় মনের অনুবর্ত্তন হয়। যে দ্রব্য দেখা যায় তাহাতে মন যায়, শোনাও তদ্রূপ শব্দের দ্বারা যাহা শোনে তাহাতে মন যায়। সেইরূপ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন যায়, মনই এসকলের কারণ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও লয় হয়। তখন মন যে সকলের কারণ ছিল তাহার অভাব হইল তখন আত্মারও লয় হইল। কারণ আমি থাকাতে সকল আত্মাকে দেখিতাম, আমি নাই ত কোন আত্মাও নাই, ইহা হইলে সকলেরই লয় হইল। এখানে মন পরম্পরায় মনের অধিকার প্রযুক্ত যে কোন ভূত নয়, তাহাতে লয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কিছু আছে যাহা অব্যক্ত নতুবা মন কোথায় থাকে? সেই নিরালম্ব পদ, ব্রহ্মে। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—“অবিদ্যা বহু বিদ্যাবসন বর্ধদতি দুর্গানি বিশ্বা”। অর্থ—যত কিছু জানা সে না জানার মধ্যে, তখন অতি দুর্গা যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে থাকিয়া সমস্ত বিশ্ব সংসার নির্ম্মল পরব্যোম ব্রহ্মময় হয়।

যে মানুষ মরিতেছে তাহার বাক্য মনেতে যায়, আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়েশ্বর মনে বাক্য অণুস্বরূপে যায়। এবং ফের জন্মাইবার সময় সেই মনের দ্বারা হয়, অর্থাৎ মনের ইচ্ছাতেই হয়। মন কোথা যায়?

## তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ।। ৩ ।।

সূত্রার্থ। সেই বাক্য মনযুক্ত হইয়া প্রাণে যুক্ত হয়। কারণ মনের পর প্রাণ হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনের বৃত্তি প্রাণে লয় হয়, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? প্রাণের উত্তর মন, কিন্তু প্রাণের কোন বিকার নাই, বিকারে বিকারেরই লয় হওয়া উচিত; অবিকারে বিকারের লয় কি প্রকারে সম্ভব? আর আত্মার লয় হইলে সকল আত্মার লয় কি প্রকারে সম্ভব, এখানে ন্যায়ের অভাব। বেদে বলে অর্থাৎ যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা বলেন, প্রাণ তেজ; সে তেজ কি প্রকার? যিনি সকল তেজের তেজ অর্থাৎ পরব্যোম, যাহা না থাকিলে কোন তেজ আসিতে পারে না, যিনি ব্রহ্ম ও নিত্যই আছেন, তাঁহারই লয় অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিলেন তাহারই লয়; তিনি ত নিত্য

তাহার লয় কি প্রকারে সম্ভব, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা না থাকা স্বরূপ আবরণ যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিবারণ হইলে যাহা ছিলেন তাহাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"যে অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌখ্যাং কীর্ত্তয়সন্তি যে দ্বিজা তাং তারয়ন্তি দুর্গা নিনাবেব সিন্ধু দুরিতাত্যগ্নি"। অর্থ—যে ক্রিয়াবান্ যোনিমুদ্রায় কূটস্থ প্রত্যহ দর্শন করেন, তাঁহাকে সেই কূটস্থ স্বরূপ কেল্লার অধিপতি দুর্গা তাঁহাকে সংসার রূপ সমুদ্র হইতে পার করে দেন। অর্থাৎ চঞ্চল মন স্থির হইয়া যায়, ক্রিয়া স্বরূপ নৌকা দ্বারা এইরূপ করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যত পাপ সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ লোকের সাধারণ অবস্থায় ২১৬০০ বার শ্বাস যাইতেছে। ১০০ বৎসর পরমায়ু হইলে ২১৬০০ × ৩৬৫ × ১০০ = ৭,৮৮,৮৪,০০,০০০ বার শ্বাস যায়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ কমাইবে। ২১৬০০ ÷ ২৪ = ৯০০ বার ঘণ্টায় হইল। যে ১ মিনিটে এক বার প্রাণায়াম করে তাহার ঘণ্টায় ৬০ বার নিশ্বাস পড়িবে, এইরূপ ক্রমশঃ করিতে করিতে অনেক কমিয়া কেবল ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া হইবে। তখন শ্বেত জ্যোতি দেখিবে তিনিই নির্ম্মল ব্রহ্ম হইতেছেন।

মন প্রাণে যায় কারণ মনের উত্তর প্রাণ হইতেছে এইরূপ সম্পন্ন মন প্রাণ কোথায় সম্পাদন হয়।

## সোধ্যক্ষেতদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। সেই প্রাণ আপনার অধ্যক্ষ উদানেতে লয় হয় কারণ ইহা শাস্ত্রাদি দ্বারা বোধ হইতেছে।

প্রাণ অধ্যক্ষ, জীব মায়াতে আবৃত, তাহা প্রাণেতে লয় হয়। সেই অধ্যক্ষে আত্মা প্রবিলিয় হইলে তখন পঞ্চ প্রাণ সব সমান হয় অর্থাৎ অবিশেষ হইল। তবে আদি শব্দে এই বুঝাইতেছে, সকল প্রাণেরই উৎক্রমণ আছে। অপান বায়ুর উৎক্রমণ ব্যান বায়ুর সহিত না হইলে অন্ন পরিপাক হয় না, আর প্রাণাপানের উৎক্রমণ না হইলে সমান বায়ুর স্থিতি স্বরূপ আনন্দ লাভ করে না, আর উদান বায়ুর উৎক্রমণ না হইলে উদ্গারাদি হয় না। আর প্রাণের উৎক্রমণ না হইলে হাঁচি হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন এক তখন এ আবার বিশেষ রূপে প্রাণেই আছে। তবে প্রাণ তেজ হইতেছে এই শ্রুতি বলেন। তাহা কি প্রকারে সম্ভব? যে সব প্রাণ সেই তেজে লয়, তেজের ত আকার আছে, ব্রহ্মের কোন লিঙ্গ নাই, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সে তেজের কোন আকার নাই। কিন্তু সে আকার নিরাকারের পরব্যোম স্বরূপে সকল আকারের মধ্যে আছেন। তন্নিমিত্ত ব্রহ্মের কোন আবরণ নাই কারণ তিনি আবরণের মধ্যেও আছেন

অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, নিত্য। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"দুর্গাদেবী স্মরণং অহং প্রপদ্যে"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মে থাকাতে সমস্ত ব্রহ্মময় হয়।

সেই লীনসর্ব্বেন্দ্রিয়মনোলয়বান প্রাণ, আপনার অধ্যক্ষ তেজে সম্পাদন হয়। তেজ এখানে উদান হইতেছে; শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রশ্নোপনিষদে বলিয়াছেন "তেজোহবা উদান" অর্থাৎ তেজই উদান। সেই তেজই ফের ইন্দ্রিয় সকল মনে সম্পাদ্যমান হইয়া ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা করাই ফের শরীরের উপগম হয়। মরিবার সময় আদিতে সে চিন্তাদি আশ্রয় করে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই চিত্ত দ্বারা প্রাণ আইসে, সেই প্রাণ তেজে যুক্ত হইয়া আত্মার সহিত যথা সঙ্কল্পিত লোকে যায়। সে অধ্যক্ষ কি কেবল উদান হইতেছেন?

## ভূতেষুতচ্ছ্রুতে ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। ভূতও অধ্যক্ষ হইতেছে, প্রাণ তাহাতেও লয় হয়। ইহার নিমিত্ত শ্রুতি আছে।

সেই প্রাণ সম্বৃত্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায়, অতেজের তেজ ব্রহ্মে থাকিয়া এই পঞ্চভূত শরীরে আছে। বীজভূত যে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপ আছেন তাঁহাতেই বিশেষ রূপে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণ তেজ, এই শ্রুতি বড় বলিয়াছে। আবার বলিতেছে এক ব্রহ্ম তেজ স্বরূপ। সেই তেজ ভূতে কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সকল ভূত মনের ও প্রাণের সহিত ব্রহ্মে লয় হয় তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু থাকিল না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচাঃ—"অমৃতং যজ্ঞেমধিমর্ত্তেষু"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই কূটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম হয়, এই মর্ত্ত্য লোকে তিনিই মধু স্বরূপ অমৃত হইতেছেন।

প্রাণ, তেজে যাহা সম্পাদন হয়, সেই অধ্যক্ষে হয়, সেই অধ্যক্ষে হওয়ায় ভূতে হয় এইরূপ শ্রুতি আছে অর্থাৎ শোনা যায় "তদধ্যক্ষাণি ভূতানি"। যাহা প্রশ্নোপনিষদে বলিয়াছেন—"আদিত্যোহবৈ বাহ্য প্রাণ উদয়ন্তি"। আদিত্যের দ্বারা বাহ্য প্রাণ উদয় হয়। এই চক্ষের দ্বারা প্রাণ অনুগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে যে দৈবত সেই অপানে রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই কূটস্থই মূলাধারে যান, আর মধ্যে আকাশ সমান, বায়ুর্ব্যান, তেজ উদান। ভূতের মধ্যে তেজ উদান ইহা কি প্রকারে বলা হইয়াছে?

নৈকস্মিন্ দর্শয়তোহি ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। এক উদান অর্থাৎ তেজে প্রাণ যোগ হয় না, ভূতের মধ্যে তেজই লয় হয়, কারণ শ্রুতি স্মৃতি দেখাইতেছেন।

সে অন্তেজের তেজ ক্রিয়ার পর অবস্থা শরীরের ভিতরে প্রাপ্তি হয়। সে সময় জীব কোথায় থাকে? সে মন অবশ্য কোন স্থানে থাকে; শ্রুতি স্মৃতিতে বলে, তিনি পৃথিবীময় সেই ব্যোম মাত্রা এইরূপ বচনেতে আপঃ অর্থাৎ কারণবারি হইতেছে, তিনিই পুরুষ, আত্মা দ্বারা ক্রিয়া করায় তাঁহাতেই সেই ব্রহ্ম তেজের বৃত্তিতে প্রাণের লয় হয়; এইরূপ ব্রহ্মে লয় বলা হইয়াছে; এইরূপ অবস্থায় থাকাকে বিদুষ বলে, সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হওয়াতে কিছু দেখা যায় না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৮ ঋচাঃ—"স বিশ্বারি অভিচষ্টে ঘৃতাঞ্চিরা পূর্ব্বং পরঞ্চ কেতু"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকল শত্রুর নাশ হয়। সেখানে সদাই ঘৃতের মত নির্ম্মল আছে, তিনি সকল সারের সার, তিনি পূর্ব্বের কেতু স্বরূপ পরেও সেই রূপ; পূর্ব্বে আবরণ জন্য কিছু দেখা যায় না, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে নিরাবরণ জন্য এক হইয়া যাওয়ায় কিছু দেখা যায় না।

এক এই উদানে অর্থাৎ তেজে প্রাণ সম্পাদন হয় না। সকল ভূতেই তেজে অধ্যক্ষ সম্পাদন হয়। কারণ শ্রুতি স্মৃতি দেখাইতেছেন। বৃহদারণ্যকে বলিতেছেন কিসে ঊর্দ্ধ আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রাণে, প্রাণ অপানে, অপান ব্যানে, ব্যান উদানে, উদান সমানে। ভাল প্রাণের উৎক্রান্তি কি সকলের সমান কি বিভিন্ন?

সমানাচাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। সকল পণ্ডিত ও মূর্খ ইত্যাদির মরণ পর্য্যন্ত উৎক্রান্তি সমান হইতেছে, আর মোক্ষ যোগ্য লোকের অমৃতত্ব সমান হইতেছে, ধূমাদি কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত।

সমানরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় বাক্য মন শীলাদি সমস্ত এক হওয়ায় বিদুষ জনেরা ইহারই আশ্রিত হইয়া থাকিতে থাকিতে স্থিতি লাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইয়া কোথায় গমন করে? সেই অমৃতত্বের অণুপোষণ করে, সেই জানা অর্থাৎ নেশা বরাবর থাকে, সেও এক রকমের ক্লেশ জানিবা। অমৃতত্ব যদি এইরূপ হইল তবে ব্রহ্মজ্ঞ ও বিদুষ দুই সমান রূপে উপরে উঠে এইরূপ বলিয়া থাকেন। সেই তেজ যিনি সকল তেজের তেজ আপনা আপনি ক্রিয়া করিলেই হয়; ব্রহ্মই তাহার কারণ, তখন সকল আত্মার লয় উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হইয়া থাকে, সেই লয় হওয়াই ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৮ ঋচাঃ—"চক্ষু বিশ্বতসুভ্যঃ বিপস্তেম নৃচক্ষসঃ"। অর্থ—

মনুষ্যের চক্ষের মত কূটস্থ তাহাই বিশ্বময়, তাহাতে থাকিতে থাকিতে তদ্রূপ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম।

বিদ্বুষ ও অবিদ্বুষ উভয়েরই উৎক্রমণ মরণ পর্য্যন্ত সমান হয়, সেখানে মোক্ষ যোগ্য যাহারা তাহাদের অমৃতত্ব সমান হইতেছে, যাহাতে পূর্ব্বেই বাস করেন, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন। ধূমাদি ক্রমে চন্দ্র লোকে বাস করে, অগ্নিজ্যোতি ক্রমে হয়। এই-রূপ ধূমাদি ক্রমে চান্দ্রমস লোকে দৃষ্ট পুরুষ গতি, সেই ফলেতে স্বর্গাদি গতি হয়। আর যখন এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া পরম জ্যোতি রূপ সম্পাদন করিয়া আপনার রূপে অভিনিষ্পাদন হয়, সেই অজর, অভয়, অমৃত ব্রহ্ম, ইহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন। ভাল, বাস করাতে কি প্রকারে অমৃতত্ব?

## তদাপীতেঃ সংসার ব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। যখন বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতাতে যুক্ত হয়, তখন কর্ম্মযোগের লয় হওয়া প্রযুক্ত দৃষ্ট পুরুষের চন্দ্রলোক প্রভৃতিতে ভোগের শেষে ফের সংসারের ব্যপদেশ জন্য, সেই চন্দ্রলোক প্রভৃতি বাস না করিয়া, ব্রহ্মধ্যানীর অমৃতত্ব হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা আদি ভূত সূক্ষ্ম, ইহা শুনিয়া তাহারই আশ্রয়ে থাকাতে সংসার হইতে মোক্ষ। এইরূপ নেশাতে আটকিয়া থাকা, যোনি হইতেছে, যিনি ব্রহ্ম, ইহাতেই কেহ প্রপদ্যমান হন; কিন্তু এ স্থিতি কোথায় থাকে, চলায়মান সংসার ব্যপদেশ হওয়াতে, কেননা ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই সকল তেজের তেজ কে না দেখে; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায়, কোন তেজ থাকে না। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৮ ঋচাঃ—"ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম, ইনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল জ্যোতি অর্থাৎ যাহা ব্যতীত কোন জ্যোতি হইতে পারে না। আর তিনিই উত্তম, কারণ তিনিই আদ্যাশক্তি, উত্তম ব্রহ্ম হইতেছেন।

যখন বাক্য মনে সম্পাদন হয় আর মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, আর তেজ পরম দেবতাতে, তখন সকল শরীরাত্মক পরম দেবতাতে লীন ভাব প্রযুক্ত দৃষ্ট পুরুষের ধূমাদি ক্রমে চন্দ্রলোকে চন্দ্রভাবে স্থিতি হইয়া পুরুষের যেমত অদৃষ্ট ফল, স্বর্গাদি ভোগাবসানে, ফের সংসারে ব্যপদেশ প্রযুক্ত সেখানে গিয়া ব্রহ্ম ধ্যানে রত হইয়া অমৃতত্ব পান, এই অমৃত হইতেছে। এইরূপ দেবযানপথোপদেশ ছান্দোগ্যে দেখাইয়াছেন। যখন এক হইল তখন আবার চলা কি প্রকারে আইসে?

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চতথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। তাহা প্রমাণ দ্বারা এবং উপদেশের দ্বারা সূক্ষ্ম বোধ হয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জন্য।

সেই অতেজের তেজ যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হইতেছে, তাহা দেখা সেই তেজ সূক্ষ্ম স্বরূপে পরিমাণ। কিন্তু ব্রহ্মের প্রমাণ নাই। সেই ১০১ নাড়ীর উৎক্রমণেতে সূক্ষ্মের উপলব্ধি হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম শরীর হইতে স্থূল শরীর ভিন্ন নহে। সেই সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের ভিতরেই আছে। সেই স্থূল শরীরের নাশে সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যেই যায়। কারণ মন গেলেই সব গেল, এইরূপ লয় হইতে হইতে তন্ময় হয়। বাঁচিয়া থাকিয়াই তন্ময় হইলে শরীরের নাশ হইলেও নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ৮ অষ্টক ৪৮ ঋচাঃ—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপসোধ্য জায়ত ততো রাত্রি জায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণব সমুদ্রাদর্ণবা দধি সংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিসতোবসী সূর্য্যাচন্দ্র মসোধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ন্ দিবিঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বাহা"। প্রথমে ব্রহ্ম যিনি সত্য, পরে ইচ্ছা যাহা অনিচ্ছার ইচ্ছা আপনা আপনি হয় পরে ব্রহ্মময় সমুদ্রাদি সংবৎসর দিন রাত্রি সূর্য্যচন্দ্রাদি স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ, যে শক্তির বশে বিশ্ব তাহার দ্বারা সৃষ্টি করেন, সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে প্রণাম পূর্ব্বক উপলব্ধি করেন পরে কীট ভৃঙ্গবৎ তদ্রূপ হইয়া যান।

সেই শরীরাত্মক সূক্ষ্ম হইতেছে, প্রমাণতঃ তাহা উপলব্ধি হয়। উপদেশ প্রমাণে দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধি হয়। মন উর্দ্ধে যায়, তিনি সদৃশাত্মক, তাহার দিব্য রূপ। সেই সূক্ষ্ম শরীরের উপমর্দ্দন উৎক্রমণ করিযা হয়।

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। সূক্ষ্মত্ব ধর্ম্ম জন্য সেই সূক্ষ্ম শরীরের উপমর্দ্দন জন্য এই স্থূল শরীর হইতে উৎক্রান্তি হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সহিত উৎক্রান্তি হয়।

অতএব সূক্ষ্ম প্রযুক্ত স্থূল শরীরের উপমর্দ্দনের জন্য সূক্ষ্ম শরীরের উপমর্দ্দন হয় না। উর্দ্ধে বায়ু যাওয়াতে উষ্মত্ব প্রযুক্ত উপলব্ধিমান হয়। তাহার দরুন অতিরিক্ত তেজ কল্পনা হয়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে তেজ তাহার কোন তেজ নাই অথচ সকল তেজ তাঁহা হইতে হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম। প্রমাণ ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায় ৮ অষ্টক ৪৮ ঋচাঃ—"সমান হৃদয়া নরো"। অর্থ—সকলেরই শরীরে ক্রিয়ার পর অবস্থা সমান হয়, হৃদয়ে বায়ুর স্থিতি হওয়াতে, যে স্থিতি সকলেতেই আছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় নূতন করিয়া বোধ হয়।

সূক্ষ্ম শরীরের উপমর্দ্দনে উৎক্রমণ হয় না কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের সহিত ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। ইহা কি প্রকারে জানা যায়।

---

## অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্ম ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের এই উষ্মা অর্থাৎ গরমি বোধ হইবার জন্য।

যাহা কিছু দেখা যায় তাহা এই শরীরের গরমিতেই হয়। সূক্ষ্ম শরীরে গিয়া এবং শরীরেই গিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাও সত্য বলিয়া বোধ হয়, আর ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত অসত্য, তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া উপলব্ধি হয় না। বেদেও লিখিত আছে (উষ্ম এবৈষ) যাহা সংসারের আবরণ যে সকল তেজের বৃত্তি তাহার লয় হয়। কিন্তু মরণ ব্যপদেশ হইতেছে। তন্নিমিত্ত উৎক্রমণ করিবার প্রতিষেধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বলা হইল। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকিলে অমর পদ পায় তাহা হইলে সে জীবন্মুক্ত, মৃত্যু কোথায়? তাঁহার বাঁচা মরা দুই সমান সেই সর্ব্বদাই ব্রহ্ম দেখিতেছে, এবং সকলই ব্রহ্ম দেখিতেছে। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ২ মন্ত্রঃ—"চিত্তাচিত্তং হ্যেো পুরুষস্য দিবং রুবোহ কতম সদেব"। অর্থ—অচিত্তের চিত্ত স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন অন্য দিকে মন যায় না। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেই থাকে, তখন দিবি স্বরূপ পুরুষের মধ্যে থাকে অর্থাৎ তৎ-স্বরূপ হইয়া যায়, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় এইরূপ মস্তকে আরূঢ় হইয়া, কতমং (কিংতম উত্তম) বহুর মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে অর্থাৎ সকলের এক ব্রহ্ম নির্দ্ধারণার্থে প্রযত্ন পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া, তৎপদ, সেই দেবে থাকিতে থাকিতে সেই দেব হয়, যে ব্রহ্ম দেব সর্ব্বব্যাপক।

উষ্মত্ব প্রযুক্ত শরীর হয়, কিন্তু শরীরের উষ্মত্ব ব্রহ্ম জ্যোতিতে মিলিয়া যায়। ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে ত ব্রহ্মই হয়। তবে সূক্ষ্ম শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি কি প্রকারে হয়?

## প্রতিষেধাদিতি চেন্নশারীরাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। প্রতিষেধ জন্য সূক্ষ্ম শরীরকে মিলাইয়া প্রাণের উৎক্রান্তি হইয়া থাকে, যদ্যপি এরূপ কেহ বলে তাহা নহে। কারণ বাক্য মনেতে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতাতে, এইরূপে প্রাণ সকলের উৎক্রমণ করে।

উৎক্রমণ করিয়া যে পদ তাহা ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থায় থাকে না, সেই এক অবস্থা থাকিবার প্রতিষেধ হইতেছে। তখন আর জানা থাকিল না তাহা নহে। কারণ শরীর হইতে জীবাদির গমন করার প্রতিষেধ হইতে পারে না, কারণ শরীর হইতে কোন স্থানে

যায় আবার অন্তদিকে মন গেলে পুনরায় ফিরিয়া আইসে, অতএব অন্য বস্তুতে সেই ব্রহ্মেরই সমাকর্ষ থাকায় এক ব্রহ্মই হইতেছে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২২ প্রপাঠক ১০ কাণ্ড ১ অণুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ব্রহ্মদেবা অণুক্ষিয়তে ব্রহ্মদৈবজনে বিশব্রহ্মেদমন্যান নক্ষত্রং ব্রহ্মসৎক্ষত্র-মূচ্যতে"। অর্থ—যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে তখন দেবতার দেবমূর্ত্তি দেখা যায় না। যত দেবতা ও আত্মা, সমস্ত ব্রহ্মতে লয় হয়। ব্রহ্ম দ্বারাই এই শরীর ও সমস্ত হইতেছে। সেই শরীরের মধ্যে ক্ষুদ্র নক্ষত্র স্বরূপ, মহাজনদিগের নিমিত্ত সেই গুহার রাস্তা; তিনিই এই শরীরে সৎব্রহ্ম হইতেছেন।

প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষেধ প্রযুক্ত, সূক্ষ্ম শরীর হইতে উৎক্রান্তি ও লয় কিন্তু তাহা নহে। কারণ বাক্য মনে সম্পাদন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতাতে, এই প্রকারে এই শরীর হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি হয়, সূক্ষ্ম শরীর হইতে হয় না; স্পষ্ট উক্তি দেখান যাইতেছে।

---

## স্পষ্টোহ্যেকেষাম্ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। বহুধা পণ্ডিতদের স্পষ্ট বাক্য হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীর হইতে আত্মা ও প্রাণের কোথায় গমন হয়? সেই আত্মা এই শরীরের শাখা, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, যে সেই অবস্থাতে কোন স্থানে স্থির হয়, তাহা এই দেহতেই উপলব্ধ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২২ প্রপাঠক ১০ কাণ্ড ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ব্রহ্মণা ভূমিবিহিতা ব্রহ্মদ্যৌরুত্তবাধিতা"। অর্থ—ব্রহ্ম দ্বারা এই ভূমি ও আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনিই অণুস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক।

বৃহদারণ্যকে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন প্রাণের উপক্রম এই—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মপ্যেতিত্যানন্তরং" ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম পায় অর্থাৎ যখন সব ব্রহ্ম হয় তখন সকল কামনা ব্রহ্মে লীন ও অমর হয় ও ব্রহ্মসম হয়, এই শ্রুতি হইতেছে; প্রাণই ব্রহ্মতেজরূপ প্রাপ্ত হয় ইহা স্পষ্টই হইতেছে। প্রমাণান্তর বলিতেছি।

---

## স্মর্য্যতেচ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। স্মৃতিতেও আছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আর ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ ক্রিয়ার অভাব হয়। সকল ভূতে সেই আত্মা আর থাকে না কারণ তখন নিজে থাকে না, সকল ভূতে আত্মা কিরূপে দেখিবে; দেহের প্রকৃতিত্ব প্রযুক্ত যাহা অপাদান ও প্রতিষেধ হইতেছে, ক্রিয়ার পর

অবস্থায় ১৫ কলা শরীরের সেইখানেই থাকে। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি ভূতের লয় হয়। তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কিছু থাকে না। প্রমাণ অথর্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ব্রহ্মোদমূর্দ্ধং তির্য্যক চান্তরীক্ষং ব্যপোহিতং শিবোদেব কোষঃ সমুজ্জিতভৎপ্রাণো অভিরক্ষতি শিবো অন্ন অথোমনঃ"। অর্থ—ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় উর্দ্ধে আসে পাশে এবং শূন্যের ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সেই পরব্যোম শিব দেবের ধনাগার, এইরূপে এই শিবে থাকায় তিনিই প্রাণবায়ুকে ভাল রূপে রক্ষা করেন, তিনিই অন্ন ব্রহ্ম ও তিনিই মন।

সকল ভূতই আমি এইরূপ সম্যকরূপে ভূত সকলকে দেখে দেবতারাও এই মার্গে মুগ্ধ হইয়া এ পদকে পান না।

---

## তানিপরেতথাহ্যাহ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। পরব্যোমে শরীরাত্মক আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূত লয়। সেইরূপ শ্রুতি বলেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও ভূত সকল নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ পরমাত্মাতে প্রকৃষ্টরূপে লীন হয়, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রুতি আছে; পুরুষকে পাইয়া অস্তকে পায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিদ্বষ লোকের ইন্দ্রিয় সকল ভালরূপে লয় হয়। সে ত হইতে পারে না কারণ সেই ক্রিযার পর অবস্থাই এক প্রকারের বৃত্তি উপপত্তি হইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে ব্রহ্মে লয় হওয়ায় কাহার বৃত্তি হইবে তখন সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে। প্রমাণ অথর্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"পুরং যো ব্রহ্মণে বেদয়স্যা পুরুষ উচ্যতে"। অর্থ—এই পুরেতে অর্থাৎ শরীরে যে ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয় সেখানে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে পুরুষও নাই।

পরে সেই পৃথিব্যাদি শরীরাত্মক পরব্যোম পরমাত্মাতে লীন হয় এইরূপ শ্রুতিতে বলেন, এইরূপ পুরুষের ষোড়শ কলা প্রাপ্তি হয়। আপনার রূপে নিষ্পাদন হওয়াতে পরমাত্মার ভাগ বা অবিভাগ থাকে?

---

## অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। যে আপনার রূপ হইতে পরমাত্মাতে লয় হয় তাহার বিভাগ নাই, বচন জন্য।

ইন্দ্রিয়াদি ও ভূত সকল ব্রহ্মে প্রকৃষ্টরূপে লয় হয়, ব্রহ্মের অবিভাগে এক হয়, তখন নির্গুণ বিদ্যা বিশিষ্ট হয়। এইরূপ বিদ্যা জানিতে পারিলে লয়। জানা হইলেই দুই হইল; দুই হইলে লয় কি প্রকারে সম্ভব? বচন দ্বারা অর্থাৎ গুরু বাক্য বিশ্বাস করিলেই হয়। ক্রিয়ার দ্বারা সকল ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্ম দেখিয়া নামরূপ

ব্যবহিত হইলেও, বিদুষ ও অবিদুষ জনেরা তাহারই আশ্রয়ে উপক্রম করে। তবে উভয়েরই সমান গতি হইতেছে। সমান কি প্রকারে? যাহারা এক ব্রহ্ম নাড়িতে থাকে তাহাদের যে গতি, আর নামরূপের আশ্রয়ে যাহারা থাকে তাহাদেরও সেই গতি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকল ইন্দ্রিয় লয় হয়। সেইরূপ সগুণ বিদ্যাবতীরও হউক। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন নামরূপ নাই। কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"তস্যাং হিরণ্ময় কোষ স্বর্গ জ্যোতিষাবৃতঃ"। অর্থ—কূটস্থ যিনি জ্যোতিতে আবৃত তিনিই ব্রহ্ম।

বচন দ্বারা, অবিভাগ হয় অর্থাৎ এক হয়। এযোঽকলোঽমৃতো ভবতি। ইনিই নিষ্কল অমৃত হন। এ শরীর হইতে কি প্রকারে উত্থান হয়?

## তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত দ্বারো বিদ্যা সামর্থ্যাত্তচ্ছেশগত্যানুস্মৃতি যোগাচ্চহার্দানুগৃহীত শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। সকল পুরুষের মরণ সময়ে, সেই সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের হৃদযের অগ্রভাগের দীপ্তি হয়, সেই দীপ্তি হইতে প্রকাশিত দ্বারে পরমাবিদ্যার প্রভাবে আর মরে যে লোক তাহার শেষ গতির জন্য, সেই পরমাত্মার অণুস্মৃতির যোগ জন্য আর হৃদয় স্থিতি আত্মার অনুগৃহীত হইয়া শত নাড়ীর মধ্যে যে এক প্রধান নাড়ী আছে তাহারই দ্বারা গমন করিয়া লয় হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আত্মা তাহার আয়তন হৃদয় হইতেছে। তাহার অগ্রে জ্বলন হয় তাহাতে প্রকাশ হয়, সকল দ্বারে যাহার তাহার এই প্রকাশিত দ্বার হইতেছে। সকল জন্তুর চক্ষুরাদি স্থান সকল উৎক্রমণ করে, এইরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যায় এই এক নিয়ম হইতেছে। এইরূপে ক্রিয়া করিতে উর্দ্ধে বায়ু গমন করে এইরূপ সগুণ বিদ্যা হইতে উৎক্রমণ করে। সেখানে না দিবা না রাত্রি এইরূপ ভাবে লয় হয়, সেই এক অবস্থা, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাও থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"তস্মিন হিরণ্ময়ে কোষেত্র্যে বেব্র প্রতিষ্ঠিতে"। অর্থ—সেই হিরণ্ময় কোষে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার স্থান হৃদয়। মরণের সময়ে সেই হৃদয়ের অগ্রভাগের জ্বলন দ্বারা দীপ্তি হয়, সেই তেজ মাত্রা হৃদয় হইতে চক্ষুর ওষ্ঠ মূর্দ্ধা ইত্যাদি দ্বারা উৎক্রমণ হয়। সেই হৃদয় প্রকাশিত দ্বারে জানার জোরে পরমাবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে সামর্থ্য তাহার প্রভাবে অনুস্মৃতি যোগের দ্বারা শেষে ব্রহ্মে গতি হয়। সেই ম্রিয়মান ব্যক্তির কৈবল্য প্রাপ্তি হয়, পরম ব্যোমরূপ পরমাত্মভাব প্রাপ্তি হয়। পরে স্মৃতি যোগের দ্বারা পরমাত্মা শিব যিনি

হৃদয়ে আছেন তাঁহাকে দেখেন। তাঁহার অর্থাৎ হৃদয়স্থ পরমাত্মার অনুগ্রহে ১০১ নাড়ী যাহা হৃদয়ে আছে তাহার এক ঊর্দ্ধ নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধ পথে উৎক্রমণ করে। এইরূপ প্রশ্নোপনিষদেও প্রমাণ আছে। সেই উদান বায়ুর নাড়ী দ্বারা পুণ্যবান্ পুণ্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যায় আর পাপী মনুষ্যলোকে যায়। এ সকল নাড়ী কোথা হইতে নিক্রমণ হয়?

---

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। যে মরে তাহার হৃদয় অগ্রের আলোকে করিয়া ঊর্দ্ধ নাড়ীকে প্রকাশ করে; সেই রশ্মি দ্বারা আত্মা নিক্রমণ করে।

ক্রিয়া করিতে করিতে রশ্মির উর্দ্ধে উৎক্রমণ হয়। এইরূপ রশ্মিতে রাত দিন থাকে। ইহাও এক প্রকার লয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন রশ্মি নাই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"তস্মিন্ যৎ মক্রমাত্মন্বত তৈব্রহ্ম বিদোবিদ"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মাতেই থাকা যেখানে কোন রশ্মি নাই সেই ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্ম বলেন।

গন্তা অন্ধকার পথে যায় না প্রকাশিত পথে যায়। ম্রিয়মানের হৃদয়াগ্র প্রকাশের দ্বারা উর্দ্ধনাড়ীর প্রকাশ হয়, তাহার রশ্মির অনুসারী হইয়া আত্মা নিক্রমণ হয়। পূর্ব্বে প্রশ্নের এই উত্তর।

---

নিশিনেতিচেন্ন সম্বংধস্যযাবদ্দেহ ভাবিত্বাদর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। সকল লোক কি রাত্রিতে মরে না, যে ব্যক্তি দিনে মরে তাহার আর লোকের অপেক্ষা নাই। যদ্যপি এরূপ কেহ বলে তাহা নহে। কারণ দিনে সূর্য্য কিরণে পুরুষে সম্বন্ধ থাকে। বাহ্যিক আলো হৃদয়ের প্রকাশ হয় না এই কথা শ্রুতি বলেন।

যাহারা রাত দিন সেই নির্ম্মল রশ্মিতে থাকেন, সেই লয়ে, সেই ব্রহ্ম, যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ সেই রশ্মির ভাব থাকে, সূর্য্যাদিরও দর্শন হয় সেই রশ্মির স্পর্শ উপলব্ধ হওয়া উচিত ও চন্দ্রাদির দর্শনেও তদ্রূপ, এইরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু যখন সেই প্রকাশ না থাকে তখন অমৃত উৎপন্ন হয় না, যাহা উত্তরায়ণে হয়, দক্ষিণায়ণে হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ কিছুই নাই সমস্তই এক ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"অসেত্রব্বিদং গচ্ছন্ত তামে ব্রহ্মেণ বর্চশং"। অর্থ—সেই অসৎ ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয় সেইখানে গেলে, তাহাই ব্রহ্মে থাকা হইতেছে।

সকলেইত রাত্রিতে মরে আর যে দিনে মরে তাহারও আলোক অপেক্ষা করে না। কিন্তু তাহা নহে কারণ বাহ্য সূর্য্যের প্রকাশে বাহ্য দেহ প্রকাশ হয়। তদ্দ্বারা অন্তর হৃদয়

প্রকাশ অভাব হইতেছে। হৃদয় প্রকাশের দ্বারা সব উৎক্রমণ করে। শ্রুতিতেও এইরূপ দেখাইয়াছেন। কূটস্থে সেই ঊর্দ্ধ নাড়ীর প্রকাশে সকল নাড়ীর প্রকাশ হইতেছে।

---

অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। হৃদয়াগ্রের জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত দ্বারেতে সকলের দিন রাত্রিতে উৎক্রান্তিও দক্ষিণায়ণে হয় না।

অতএব সেই স্বপ্রকাশ নিয়ত হওয়া উচিত, তন্নিমিত্ত দক্ষিণায়ণেও যে জানে তাহার জানায় ফল প্রাপ্ত হয়, সেইখানেও সেই কাল অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ওঁকার ধ্বনি শোনে ও অমৃত পান করিয়া নেশা হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। আবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্মরণ হয় অর্থাৎ সকল সময়ে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"সপ্ত ঋষিনভ্যাবর্ত্তে তামে ব্রহ্মেণ বর্চশং"। অর্থ—সপ্ত ঋষি যে পথে গিয়াছেন অর্থাৎ ক্রিয়া, তাহাতেই থাকাতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশ হয়।

হৃদয়াগ্র প্রকাশ দ্বারা সকলেরই দিন রাত উৎক্রমণ প্রযুক্ত দক্ষিণায়ণেও সকলের উৎক্রমণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। আত্মার অনুবৃত্তি সে সময়ে হয় না, দক্ষিণ হইতে উত্তরায়ণে নিক্রমণ হয়। কারণ সে সময়ে কিছু বিশেষ আছে।

---

যোগিনঃ প্রতিচস্মর্য্যতে স্মার্তেচৈতে ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যাযোগী ও কর্ম্মযোগীতে বেদার্থের স্মরণ ঋষিরা করেন ও করান উভয়েতেই স্মৃতির বচন আছে।

যাঁহারা স্মরণের দ্বারা ব্রহ্মে যোগ করেন, সকল সময়েতেই ব্রহ্মেতে নিয়োগ করেন। এই স্মরণ যোগ বিশিষ্ট হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদেরা বলিয়া থাকেন এইরূপ আদ্বিতে হওয়া উচিত। এই প্রত্যস্মরণ হইতেছে। এইরূপ করিতে করিতে পরে ব্রহ্মে লয় হয় এবং সকলেতেই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে লয় হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ব্রহ্মে ভ্যোবর্ত্তে গচ্ছন্তু তামে ব্রহ্মেণ বর্চশং"। অর্থ—ব্রহ্মে সর্ব্বদা থাকা, এইরূপ করিতে ব্রহ্মের প্রকাশ হইলেই তাহাতে লয় হয় অর্থাৎ মন তাহাতে লীন হয়।

বিদ্যাযোগীরা আর কর্ম্মযোগীরা বেদার্থের স্মৃতি করেন, অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল যাহা গীতাতে আছে, অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান স্মরণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্তঃ।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## তৃতীয় পাদ।

---

বিদুষদিগের গতি নিরূপণ হইতেছে।

অর্চিরাদিনাতৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ। সেই পুরুষ এই দেবযান পন্থাকে পাইয়া অগ্নি লোককে পায়।

সকলে ব্রহ্ম দেখিয়া অর্চ্চনাদি মার্গের দ্বারা কোথায় যায়? বিদ্বৎ জনেরা সেই মার্গে যান, তাঁহারা বলেন এই মার্গে গেলে মুক্ত হয়। কিন্তু সেই রাস্তা সদা থাকে না। বায়ু দ্বারা অন্ত কিছু শুনিলে সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা যায়। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা যায় না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"ব্রাহ্মণাং অভ্যাবর্ত্তে গচ্ছন্তু তামে ব্রহ্মেণ বর্চশং"। অর্থ—ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিয়া যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহারই রাস্তায় অধিক দিন থাকায় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ স্বরূপ হয়।

জ্ঞানযোগীরা কোন শ্রুতি স্মরণ করেন? অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুক্ল ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহা বলিয়াছেন—অর্চ্চিরাদি দেবযান পিতৃযান দুই পথকে স্মরণ করেন, অগ্নির্জ্যোতি অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজের অগ্নি এই ক্রিয়াদি করিয়া জানিয়া (আগুন বিদ্যুৎ সূর্য্য চন্দ্র কূটস্থ ব্রহ্ম) এই পঞ্চ অগ্নি ব্রহ্মবিদেরা জানিয়া দেহত্যাগ করেন, ইহা ভিতরের পঞ্চ তপ হইতেছে। যে এইরূপ তপস্যা করে অর্থাৎ যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক মাস, এক বৎসর কূটস্থে থাকিয়া দেখে পরে চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আপনারই রূপ পুরুষের মত মানুষ দেখে ব্রহ্মে যান, এই দেবযান গতি হইতেছে। প্রশ্নোপনিষদে বলিয়াছেন উত্তরায়ণে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মে থাকিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আত্মাতে থাকায় কূটস্থে যান, এই প্রাণের আয়তন হইতেছে, এই অমৃত অভয়পদ, ইহার পরায়ণ হইলে আর জন্ম হয় না। মণ্ডূকোপনিষদে বলিয়াছেন শুদ্ধ অন্ন খাইয়া তপস্যা করিয়া কূটস্থে গিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যান যেখানে অমৃত পুরুষ অব্যয় আত্মা হইতেছে। আর ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন কর্ম্মযোগীদের পিতৃযান পন্থা, ইষ্টা পূর্ত্তির উপাসনা করে, তাহারা প্রথমে ধোঁয়া পরে রাত্রি দেখে, ছয় মাস দক্ষিণে গিয়া পিতৃলোকে যায়, পরে আকাশে, তৎপরে চন্দ্রে, সেখানে গিয়া অন্ন ভক্ষণ করে, যাহা দেবতারা খান। সেই আকাশ হইতে বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, বর্ষণ, পরে অন্ন জন্মায়।

সেই অন্ন হইতে রেত পরে ফের জন্ম হয়, এই পিতৃযান হইতেছে। ইহা যদি হইল, তবে ইন্দ্রাদি লোকে যাওয়ার বিরুদ্ধ হইল ?

## বায়ুমব্দাদবিশেষ বিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। সম্বৎসর পর্য্যন্ত আদিত্যকে পায় বলা হইয়াছে। সেই সম্বত পাওয়ার পর মূর্ত্তি পাইয়া চন্দ্র ইত্যাদি লোককে পাইয়া বায়ুকে পায়। এই অবিশেষ হইতেছে। আর কোন শ্রুতির বচনের দ্বারা বিশেষও হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেবলোকের সম্বৎসরের মত আয়ু পাইলেও তাহার শেষ কোথায়, সেই বায়ু আইসে ও সেই রাস্তায় যায় পরে তাহার মুক্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্মে সন্নিবেশ, তাহার উৎপত্তি হয় না, সে নিয়ম করিয়া করিলেই হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"প্রজাপতি স্বষ্টো মণির্দিষতো মেধরাং অকঃ"। অর্থ—যে সমুদয়ের প্রকৃষ্টরূপে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের পতি ব্রহ্ম; যিনি কূটস্থের মধ্যে মণির মত নক্ষত্র দেখা যায়, তিনিই এই পৃথিবীর অর্থাৎ শরীরের কর্ত্তা হইতেছেন। তিনিই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।

এক বৎসরের পর চন্দ্রলোকে যায়, পরে অগ্নিলোকে পরে বায়ু, সেইরূপ দেবযানে ও সকল লোকে গিয়া ব্রহ্মলোকে যায়, সেই বায়ুই দুই যানে যায়।

---

## তড়িতোধি বরুণ সংবন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যুতের অধিযোগ বরুণ হইতেছে। সম্বন্ধ হওযাতে তড়িত শব্দ দ্বারা বরুণ দেবতা বোধ হয়।

বিদ্যুৎ লোকের পর বরুণ লোক, বরুণের বিদ্যুল্লতা সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজাপতি লোক সেই বরুণে থাকা বুদ্ধি অর্থাৎ কূটস্থে থাকা; পরে যাহা কিছু আইসে তাহাতে মন রাখা ও তাহাতে সন্নিবেশ হওয়া, ক্রিয়া করাতে তড়িতের সম্বন্ধ আছে। এইরূপ মার্গে স্থিত হইয়াও সে মার্গে ও ক্রিয়া করার ভোগ অর্থাৎ স্থিতি জানিয়া এক প্রভুতে নিয়ত মার্গে থাকে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ৩ অনুবাক ৮ মন্ত্রঃ—"পুণ্ডরীক নবদ্বারং ত্রিভিগুণোভবাবৃতং তস্মিন্ যৎযক্ষ মাত্মন্বৎ তদ্বৈব্রহ্ম বিদোবিদুঃ"। অর্থ—পুণ্ডরীক কূটস্থ, যিনি এই শরীরে আছেন, যে শরীরে নয় দ্বার, সেই কূটস্থ স্বরূপ তেজ অপ অন্ন ব্রহ্ম লক্ষণ যুক্ত যে শিব তিনি সত্ত্বরজস্তমো গুণে আবৃত হইয়া আছেন। রজ গুণে থাকায় যক্ষ রূপ, কেবল আপনার ধন বৃদ্ধি হইতে

তাহার ইচ্ছা খরচ পত্র এক পয়সা নাই। যিনি সর্ব্বদা তাঁহাতেই অর্থাৎ আত্মাতে থাকেন, সেই আত্মাই ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্ম বলেন।

চন্দ্রলোকে বিদ্যুতের সঙ্গত হয় না। কিন্তু বরুণের অধিপতি বিদ্যুৎ। তন্নিমিত্ত বিদ্যুতের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে, তেজ হইতেই জল হয়। সূক্ষ্ম শরীরের কিরূপে উৎক্রমণ হয়, ইহার ত কোন ক্রিয়া নাই?

—— ——

## আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ। ৪।

সূত্রার্থ। জ্ঞানযোগী ও ক্রিয়াযোগীরা আতিবাহিক হয়েন, ইহার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, কারণ তাঁহাদিগের অতিবাহিক লিঙ্গ লয়।

অতিশয় চলে যায় বলিয়া অতিবাহিক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা অনেকক্ষণ থাকে, সেখানে দেবতাদের অর্চ্চনা কোথায়? কারণ দেবতাদের চিহ্ন আছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন চিহ্ন নাই তন্নিমিত্ত অর্চ্চনা কি প্রকারে হইবে? সেই পুরুষই মনুষ্যাকার বিবেচনা করিলেই চিহ্ন হইল, তিনিই ইনি, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি ইনি নাই, কেবল এক ব্রহ্ম মাত্র। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ৩ অনুবাক ৮ মন্ত্রঃ— "উর্দ্ধোবিন্দুরুদচরৎ ব্রহ্মণঃ ককুদাদধিঃ ততস্থ বজ্ঞিযে বসে তত্বো হোতাজায়ত"। অর্থ— উর্দ্ধে ভ্রূমধ্য স্থলে বিন্দুতে ধ্যান করিলে, (গুরু বাক্যের দ্বারা জানিয়া) মাথায় পেছন দিকে ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়। সেই ধ্বনিরূপ ব্রহ্ম। ক ব্রহ্ম ধ্বনিরূপ ওঁকার শব্দ যাহা সুষুম্না হইতে হইতেছে, উহাতে বুদ্ধি স্থির করিয়া থাকা, এইরূপ ক্রিযা করাতে তত্ত্ব সকল বশে হয় আর তত্ত্বে থাকায় হোতা যে ঈশ কর্ত্তা আত্মা সর্ব্বব্যাপক হয়, তখন সব ব্রহ্মই ব্রহ্ম।

জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী এই শরীর হইতে রশ্মি পথের দ্বারা উৎক্রমণ করে, প্রথত ক্রমে যে ভাব এই লোক হইতে অতিক্রমণ করিয়া বহন করে, সেই অতিবাহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম দেহস্থ, তাৎকালিক শরীর অতিবাহিক হইতেছে, তাহার দ্বারা চরণ করে, এই আতিবাহিক প্রেত পুরুষ তাহার ৪ চিহ্ন। সে আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূতো নিরাশ্রয় হইতেছে। এই বাহিক শরীর কি প্রকারে সিদ্ধি হয়?

—— ——

## উভয় ব্যামোহাত্তৎ সিদ্ধেঃ। ৫।

সূত্রার্থ। যে শরীরের ত্যাগ, আর যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, এই উভয়ের ক্রিয়ার অভাব দ্বারা কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্ত আতিবাহিক শরীর উৎপন্ন হয়, কারণ তাহাতে ক্রিয়া ফলের সিদ্ধি হয়।

তৃণের উপর পিণ্ড দান করা—স্বানের নিমিত্ত নহে, আপনিই চৈতন্ত মোহিত হইয়া করে। তন্নিমিত্ত সে কুশাতে চেতনা সিদ্ধি হয় না, নেতার শেষ দেখা যায় না। কূটস্থের মধ্যে যে অন্ন ব্রহ্ম আছেন, বরুণ অর্থাৎ জল রূপে, তাহাও কুশোর মত ভাব হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ভাব নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১০ কাণ্ড ২২ প্রপাঠক ৩ অনুবাক ১১ মন্ত্রঃ—"তস্যোদনস্য বৃহস্পতিঃ শিবো ব্রহ্ম মুখং"। অর্থ—সেই ক্রিয়ার স্বরূপ ব্রহ্ম তিনিই পুরুষোত্তম। তিনিই পুরুষোত্তম যিনি বিশ্বেশ্বর, পরব্যোম প্রযুক্ত শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, তাহাতেই অন্ন ব্রহ্ম স্বরূপ আহুতি দিবে অর্থাৎ ক্রিয়া করিবে।

হীয়মান শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর এই উভয়ের বিশেষ রূপ মুগ্ধ ভাব হইতে অপর শরীরে লোকের যাওয়া অসম্ভব। চেতনের উৎক্রান্তিতে হীয়মান শরীর অক্রিয় হয়, না কি সেই শরীরের দ্বারা লোকান্তর যাওয়া হয়। স্থূল শরীরত ব্যামোহিত হয়। তখন সূক্ষ্ম শরীর সচেতন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত ক্রিয়াবৎ বায়ু ভাব সূক্ষ্ম মহাভূত ব্যামোহিত রূপে লোকান্তর যায়। এক্ষণে এই আশঙ্কা যে ব্যামোহিত হইয়া অতিবাহিক শরীর কিরূপে গ্রহণ করেন, জেঁাকের মত একটি কাটি ছাড়িয়া আর একটী ধরে। অতিবাহিক হইয়া কি প্রকারে যায়?

---

## বৈদ্যুতেনৈব তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্যুতের ন্যায় অতিবাহিক শরীর দ্বারা শীঘ্র লোকান্তর গমন করে; অতিবাহিক শরীর দ্বারা তাহার গতি শোনা যায়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা বিদ্যুতের দ্বারা হয়, কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, তাহা কি প্রকারে হইবে? নির্গুণ বিদ্যা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও এই স্থানেই জানেন। কিন্তু বিদ্যুৎ যাহা করিতেছে সেও ত ব্রহ্ম, তন্নিমিত্ত সেও ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৩ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৩ মন্ত্রঃ—"প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে। যো ভূতো সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে। বিদ্যুতে বর্ষতে ঔষধি যৎপ্রাণ ঋতাবাগতে অভিক্রন্দব্যোষধে প্রাণো মৃত্যু প্রাণং দেবাউপাসতে প্রাণোহি সত্যবাদিন মুত্তম লোক আদধৎ। প্রাণো বিরাট, প্রাণো দেষ্ট্রী, প্রাণং সর্ব্ব উপাসতে প্রাণোহ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা প্রাণমাহ প্রজাপতিং প্রাণাপানৌ ব্রীহি যাবানস্থান প্রাণ উচ্যতে, যাবৎ প্রাণ আহিতা অপানো ব্রীহিরুচ্যতে, অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা যদাত্বং প্রাণ জিন্বস্থথ সজায়তে পুনঃ প্রাণ মাহ মাতরীশ্বানাং বাতোহ প্রাণ উচ্যতে। প্রাণোহ ভূতং ভব্যঞ্চ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। প্রাণ মাসৎ পর্য্যাবৃত্তো নমদন্তো ভবিষ্যসি। অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণবধ্নামিত্বাময়ী"। অর্থ—এই প্রাণ বায়ু

হৃদয়ে আছেন তাঁহাকে তাঁহারাই দ্বারা ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার। যাহার বশে সমুদায় অর্থাৎ প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না। প্রাণের ইচ্ছা হইলে তাহা করে, সেই প্রাণের ইচ্ছার বশে সকল বস্তু ও কর্ম্ম হয়, বাহিরে ও ভিতরে সেইরূপ জানিও। যেমত প্রাণের দ্বারা ইচ্ছা হইলে একটী দোয়াত আনিয়া আপনার নিকট রাখিলে এবং লিখিতে ইচ্ছা হইলে সেই প্রাণের দ্বারা লিখিলে সেই প্রাণই কর্ত্তা এবং প্রাণই রহিয়াছে বলিয়া আভ্যন্তরিক অনুভব পদ সকল বোধ হয়। অতএব প্রাণ যিনি সর্ব্বের সর্ব্বা কর্ত্তা তাহার সেবা করা আবশুক অর্থাৎ ক্রিয়া করা আবশুক, এবং যত কিছু হইয়াছে সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ। এই প্রাণেশ্বরকে সেবা করার নিমিত্ত প্রাণ ব্যতীত আর কি আছে। সেই প্রাণের বৃদ্ধির নাম প্রাণায়াম, অতএব সকল বুদ্ধিমানের এক কথা, ক্রিয়া করা, যাহার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য হয়। তন্নিমিত্ত ক্রিয়া স্বরূপ সন্ধ্যা প্রত্যহ করা উচিত। আর প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং এই শরীর তাহার আধার। যদি নিয়মিত রূপে থাকিলে ও ক্রিয়া করিলে এই শরীর ভাল থাকে তবে সকলেরই গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্রিয়া করা উচিত; যাহা মহা মহা অমোঘ ঔষধি। ক্রিয়া করিবা ক্রিয়ার পর অবস্থা এই এক কথা লিখিলেইত সব হইল; এ কেবল বলা মাত্র, সেই এক হইবার নিমিত্ত সকল শাস্ত্র এবং সকলের প্রথমেই প্রাণায়াম। যত রূপ অর্চ্চনা আছে সকলেরই এক রস যাহার কোন রস নাই, ইহা সকল ক্রিয়াবানেরাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব করেন, যাহার পরে আনন্দ স্বরূপ বোধ হয়। কিন্তু সেখানে কিছুই নাই, তিনিই অসৎ আর সমস্ত তাঁহা হইতে হইয়াছে। তাহারই অণুপ্রবেশ দ্বারা তিনিই তন্নিমিত্ত সৎ। সেই সৎপ্রাণ বিশিষ্ট জীব, যিনি অণুস্বরূপ, যে অণু ব্রহ্মের লক্ষ গুণ অণু; কেবল বাহিরেই দেখুন তাহাতেও ত একাগ্রচিত্তে দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ দেখিতে পান। রজ ও তম গুণে অভিভূত হইয়া অলৌকিক চমৎকার রসের কিছুই অনুভব করিতে পারে না। বিনা অনুভবে ভিতরের ( যাহা ক্রিয়া বিনা হয় না ) ঔষধি দেওয়া কেবল অন্ধকারে ঢেলা ফেলার মত চেষ্টা। কিন্তু যে চেষ্টায় সকল প্রকারের রোগ ( বাহ্যাভ্যন্তরিক ) আরাম হয় এমত যে ওঁকারের ক্রিয়া তাহা সেই প্রাণের কর্ত্তব্য ( অর্থাৎ মনের দ্বারা মনকে আহ্বান করা ) যাহা না জানিলে হঠাৎ কিরূপে ভূত ভবিষ্যৎ রোগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। কিন্তু সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে হঠাৎ সেইটি অনুভব হয়। পরে ঔষধি প্রয়োগ করিলে ভাল হইতে পারে। সেই প্রাণ বায়ুরই বিকারে পীড়া ও মৃত্যু হয়, অতএব স্থিরা হৃদ্যা আহারাদি করিবে। সেই অসৎ যিনি সকল প্রাণের প্রাণ, যাঁহার দ্যুতি নাই আবার কূটস্থের শক্তি দ্বারা ক্ষণিক প্রকাশ হয়, যিনিই তেজ অপ অন্ন স্বরূপা গায়ত্রী যাহার প্রকাশে ভিতরে ও বাহিরে সকল প্রকাশ হইতেছে, ভিতরের প্রকাশ না হইলে উপযুক্ত ঔষধি কি প্রকারে

হইতে পারে, তবে দশটা করিতে করিতে একটা তুকা লাগিয়া গেল। বায়ু দ্বারা বর্ষণ ও ঝিল্লিরব, যাহার দ্বারা বাহিরের ও ভিতরের ঔষধাদির অনুভব পন্ন হয়। ঔষধি রোগকে নাশ করে, বিষস্য বিষমৌষধং, বাহিরে ও ভিতরে রোগের বিপরীত যাহা সেই ঔষধি। সকল দ্রব্যের গুণ অন্তর্লক্ষ্য না হইলে জানা যায় না অতএব "অন্তমুখঃ পশ্যতি অন্তরাত্মা" অন্তর মুখ ক্রিয়া না করিলে হয় না অতএব ক্রিয়া করা উচিত। সেই প্রাণই ঋত অর্থাৎ সত্য, প্রাণ ক্রিয়া ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা কারণ সত্যাতে না থাকিলেই সকল মিথ্যা এইরূপ ঋষিরা বলেন। আর যত কথা সকলই প্রাণ, তাহারই মধ্যে হিত ও মিত বাক্য গ্রাহ্য। অতএব আত্মক্রিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের মত তাহা কর্ত্তব্য। তাহা করিয়া ঈশ্বরে মন রাখিয়া ঔষধি দেওয়া উচিত। ঈশ্বরকে মনে করা তাহাও প্রাণেরই কর্ম্ম। প্রাণেরই মৃত্যু, তাহা যাহাতে না হয় তন্নিমিত্ত ক্রিয়াবানেরা অর্থাৎ দেবতারা সেই প্রাণেরই উপাসনা করেন, যে সত্যবাদী, যাহা ক্রিয়ার দ্বারা সত্ত্বগুণে থাকায় হয়, সে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সকলে তাহাকে ভাল লোক বলে। এই প্রাণের রোধে বিরাট মূর্ত্তি দেখায়, আর দেখিবার কর্ত্তা সেই প্রাণ, প্রাণকেই সকলে উপাসনা করিতেছেন, কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক, কেহ অমনোযোগ পূর্ব্বক, এই প্রাণের দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায় ও প্রাণের ইচ্ছা হয়। প্রাণাপান আর যত নাড়ী সমস্ত প্রাণ ; প্রাণাপানের মধ্যে পুরুষ, সেই প্রাণই আসিতেছেন ও যাইতেছেন, সেই প্রাণেরই নাম মাতরীশ্বা। এই প্রাণ বায়ু দ্বারা সমস্ত হইয়াছে ও হইবে। প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি মন বলে অতিবাহিক শরীর লোকান্তরে যায়, ইহা শ্রুতিতে আছে। অতিবাহিক শরীর কি সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায়? কি কার্য্য আছে?

## কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। অতিবাহিক শরীর হইতে যে আত্মা প্রয়াণ করেন তাহারই সামিল কর্ম্মের দ্বারা ৪ ভূত যাহা উৎপন্ন হয় তাহারই কার্য্য হইতেছে ; সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় প্রসিদ্ধ নহে, কারণ এই শরীর হইতে আত্মা লোকান্তর গমন করে ; ইহার নিমিত্ত এই শরীরের গতি ক্রিয়া হইতেছে বোধ হয় ; এই কথা বাদরি ঋষি বলেন।

অর্চিরাদিতে যে যাওয়া ব্রহ্মই তাহার কার্য্য ইহা বাদরি আচার্য্যের মত হইতেছে। যখন ব্রহ্ম জ্ঞান হইল তখন কোন কার্য্যই থাকিল না, অর্চিরাদি গমনের উৎপত্তি সম্ভব উপপত্তি এ কেবল অনুমানের তর্ক হইতেছে।

অতিবাহিক শরীরের কার্য্য আছে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের নাই। অর্থাৎ অতিবাহিক

শরীরের দ্বারা লোকান্তর যায়। যাওয়াই গতি ক্রিয়া হইয়াছে। এইরূপ বাদরি মহর্ষি বলেন। কি কারণে অতিবাহিকের গতি হয়?

---

## বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। গতি ধর্ম্মের দ্বারা ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আতিবাহিকের বিশেষ হইতেছে।

ব্রহ্মলোক অনিত্য আর তর্ক শ্রুতিতে বলে অমূলক আর কার্য্য করাতে ব্রহ্ম শব্দ উপপন্ন হয় না। ব্রহ্ম এই সকল হইতে কিছু বিশেষ হইতেছে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৩ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"অমাঘৃতং কৃণুতে কেবলমাচার্য্যোভূত্বাবরুণঃ যদষদৈচ্ছৎ প্রজাপত্যৌ তৎব্রহ্মচারী প্রযচ্ছৎ তস্মান্ মিত্রো অধাত্মনঃ"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা সকল তত্ত্বের তত্ত্ব নির্ম্মল ঘৃত স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা কেবল কুম্ভকে হয়, আচার্য্য কূটস্থ হইতেছেন; তাহার মধ্যে যে ব্রহ্ম অন্নস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সকল সৃষ্টি; সেইখানেই ব্রহ্মচারী যান, সেই সূর্য্যের ভিতরে আত্মা ব্রহ্ম।

সূক্ষ্ম শরীর হইতে আতিবাহিক কিছু বিশেষ হইতেছে, আত্মজ ভূতের দ্বারা কর্ম্ম সকল আত্মাতে লীন হইয়া গর্ভতে যায়। সেই বীজের ধর্ম্মের দ্বারা আত্মার সহিত দেহান্তরে যায। সে কি আতিবাহিক শরীরের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে যায়?

---

## সামিপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। প্রজাপতি লোকে যে যায় সেই সামিপ্য লোকের ধর্ম্মের দ্বারা ব্যপদেশ হয়।

তু শব্দে সেইখানে ব্রহ্ম শব্দ, সামিপ্য প্রযুক্ত, অনুপপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তখন নিজেও ব্রহ্ম, সব ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম শব্দ কোথায়? প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৩ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৫ মন্ত্রঃ—"আচার্য্যো ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী প্রজাপতি, প্রজাপতির্বিরাজতি, বিরাড় ইন্দ্র ভবৎ বসি, ব্রহ্মচর্য্যেন তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিবক্ষতি, আচার্য্যেন ব্রহ্মচর্য্যেন ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে, ব্রহ্মসর্য্যেন কন্যাযুবানং বিন্দতে পতিং"। অর্থ—কূটস্থই ব্রহ্মচারী এবং কূটস্থ হইতে জন্ম তন্নিমিত্ত তাহার নাম প্রজাপতি। সেই প্রজাপতি যখন গর্ভের ভিতরে যান তখন অণু হইতে বিরাট (বৃহন্ মূর্ত্তি) ধারণ করেন, যিনি চক্ষু স্বরূপ ইন্দ্র, যে জ্ঞান-চক্ষুতে সকলে বশ হয়। সেই কূটস্থে থাকিতে থাকিতে সকলে রাজা হন এবং প্রজাস্বরূপ সকল ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া রাজত্ব করেন এইরূপে বলা যায়। সেই কূটস্থের দ্বারা ইচ্ছা হয়, কন্যা পরে হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি শরীর তিনি আপনার পুরুষোত্তমকে দেখেন যিনি ব্রহ্ম।

প্রজাপতিলোক পর্য্যন্ত অতিবাহিক শরীর যায়। পরে ব্রহ্মেতে লয় হওয়ায় আর থাকে না অর্থাৎ তাহার কার্য্য গমন করা তাহা আর থাকে না। ভাল যদি অতিবাহিক শরীরের গমন করাই গেল, তবে কি প্রকার নিগু'ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মলোকে আইসে ?

### কার্য্যত্যয়ে তদধ্যক্ষেণসহাতঃপরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। কার্য্য যাহা সূক্ষ্ম শরীরের অব্যক্তাখ্য, প্রধানাখ্য, প্রজাপতিলোক পর্য্যন্ত গমনের পর নাশ হওয়াতে নিগু'ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল চিৎসংপ্রসাদ ক্ষেত্র আত্মা সদাশিব অধ্যক্ষে মিলিয়া পরব্যোমে লয় হইযা যায়, কারণ এ কথা বলা হইয়াছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা ব্রহ্মলোক তাহার নাশে, সেই ব্রহ্মলোক বুদ্ধিতে লক্ষ্য থাকায় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থার সহায়তে পরমেষ্ঠি পরব্রহ্ম হয়। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে ? ক্রিয়ার পর অবস্থায় আবৃত্তি নাই, কারণ ব্রহ্ম নিত্য। ইহাত বিশ্বাস হয় না, সে ব্রহ্ম একবার নিত্য আবার অনিত্য হইতেছে না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা সদাই নিত্য সে অবস্থার টান সদাই থাকে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৪ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৮ মন্ত্রঃ—"তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্মচান্তর্মহৎপর্ণবেত আসং জজ্ঞান্তে বরাং ব্রহ্ম জ্যৈষ্ঠ বরোহভবৎ"। অর্থ—কূটস্থ চৈতন্যে থাকায় ব্রহ্মস্বরূপ, তখন সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক করার অন্ত হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় যোগ্য হয় অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ কূটস্থ ব্রহ্ম হইতেছেন; সেই থাকিবার স্থান তিনিই পিতা, তাঁহা হইতে জন্ম হয়, সেই কূটস্থ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের আদি সেই আদি ব্রহ্মে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম হইয়া যায় অর্থাৎ ক্রিযার পর অবস্থা।

সদাশিব লোকে পরমাত্মাতে যায় ও আপনার রূপে অভিনিষ্পাদন হয়। প্রমাণ কি ?

### স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। স্মৃতিও আছে।

ব্রহ্মে থাকায় ব্রহ্ম হয় এই শ্রুতি। তাহাতেও ত ব্রহ্মলোক আছে, এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় কোন লোক নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৩ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৮ মন্ত্রঃ—"যোবৈতান বিগ্বাৎ প্রত্যক্ষং সবাঅগ্য মহৎবদেৎ"। অর্থ—যে ব্রহ্মকে জানে সে আবার বলে তিনি মহৎ।

স্মৃতিতে আছে, যে সমস্ত ব্রহ্ম হওয়াতে পরমপদ পায়।

## পরংজৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। জৈমিনি ঋষি গায়ত্রীর স্থান পরমব্যোমকেই পরমপদ বলেন, মুখ্য ধর্ম্ম হইবার জন্য।

ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যত্ব হইতেছে পরম ব্রহ্ম জন্য। কারণ ক্রিয়া করিয়া সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দেখা মুখ্য হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে থাকা গৌণ, তখন সকল গুণ গুণেতে থাকে অর্থাৎ গুণাকর ব্রহ্মে থাকে, এই অর্চ্চন অর্থাৎ ক্রিয়া করার গম্য স্থান। জৈমিনি আচার্য্য বলেন তিনিই পরম ব্রহ্ম। কিন্তু এইরূপ অবস্থা না হইলে মুখ্য ব্রহ্মের ত্যাগ করিবে না অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা না থাকে তখন সকলকে ব্রহ্ম দেখিবে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছু দেখাদেখি নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১২ কাণ্ড ৪ অধ্যায় ৪ মন্ত্রঃ—"তস্ত্রে জ্যেষ্ঠা উপসত"। অর্থ—তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় আদি ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মের স্থান গায়ত্রী আর পরব্যোম বাদরি মুনির মত। অর্থাৎ কূটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা কূটস্থের মধ্যে ব্রহ্ম সেই জ্যোতিরূপের মধ্যে আপনার রূপকে কূটস্থ ব্রহ্ম করিয়া লয়েন, তিনি আত্মা অমৃত অভয় ব্রহ্ম; আর গায়ত্রীই ব্রহ্ম তাহারই আশ্রয় পরমব্যোম, এইরূপ ছান্দোগ্যে বলেন। গায়ত্রীই ব্রহ্ম মুখ্য, তাহার আশ্রয় উপচার হইতেছে।

## দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। শ্রুতিতেও আছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে উর্দ্ধে স্থিতি সেই অমৃত ব্রহ্ম। এইরূপ অমৃতত্ব পাইয়া এব হইলে মুখ্যার্থের আর উপপত্তি হয় না, তখন স্বভাবে থাকিয়া আপনার শরীরে থাকে, এ স্পষ্টই কার্য্য অর্থাৎ সেই ব্রহ্মে গিয়া আটকিয়া থাকা, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১২ কাণ্ড ৪ অধ্যায় ৪ মন্ত্রঃ—"আবিরাত্মণং কৃণুতে যদা স্থা জিঘাংসতি অথোহব্রহ্মেভ্যো বসায়াঞ্চায় কৃণুতে মনমনসৌ সংকল্পয়তি তদ্দেবাং অ গচ্ছতি। তথোহব্রহ্মাণো বসামুপ প্রয়ন্তি যাচিতুং। স্বধাকারেণ পিতৃভ্যো যজ্ঞে দেবতাভ্যঃ দানেন রাজন্যো বসায়া মাতুর্হেডং ন গচ্ছতি বশামাতা রাজন্যস্য তথা সম্ভূত অগ্রশং তস্যাহুর্ণ পরণং। যদ্ব্রহ্মভ্যঃ প্রদীয়তে"। অর্থ—আবির-গমন করা, আত্মায় থাকি গমন করে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অন্যত্র স্থিতির নাশ করে এইরূপ মনে মন রাখিয়া যে থাকে সে পরব্যোম ব্রহ্মের দ্বারা গমন করিতে পারে। এই

রূপ ব্রহ্মেতে থাকিয়া যাহার চিত্ত হয়, সে ক্রিয়া করিয়া মাতৃ গর্ভে যায় না কেবল ব্রহ্মেতে লীন থাকে, তাহাকেই রাজা বলে এইরূপ রাজা হইয়া সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ দেখে।

ইহা শ্রুতিতে দেখাইতেছে। উর্দ্ধাত্মা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা অমৃতত্ব, সেই অমৃতাশ্রয় পরম ব্যোম শিবজ্যোতিই ( কূটস্থ ) অমৃত হইতেছে। এইরূপ বাদরির মত এক হইয়াও জৈমিনির মত বিশেষ হইতেছে।

---

## ন চ কার্য্যেপ্রতিপত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। বাদরি ঋষি যে আতিবাহিক শরীর বলিয়াছেন, সেই শরীরে গতির বিশেষ রূপে যে সন্ধি জ্ঞান হইতেছে তাহার অভিসন্ধি যায় নাই।

যদ্যপি বল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সকল কার্য্যে ব্রহ্ম, তাহা হইলে নামরূপনির্ব্বাহক যাহা এই শরীরে হইতেছে, যাহার মধ্যে জীবের অণু ব্রহ্ম স্বরূপ আছেন, তিনি নহেন, কারণ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ শরীর ও জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় হয়; এইরূপ যদি হয় তাহা হইলে যত জীবের যে উপাসনা করে সকলেই আপন আপন যাহা করিতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেক উপাসনাতে ( অর্চ্চনাতে ) সেই ব্রহ্মই গম্য স্থান হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কিছু করা নাই নিজে না থাকায় তখন সমস্তই ব্রহ্মময়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ কাণ্ড ৬ অধ্যায় ২ মন্ত্রঃ—"নন্বেতদিতঃ পুরাব্রহ্মদেবা অমি বিদুঃ"। অর্থ—এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই ব্রহ্ম, ইহাকেই দেবতারা অমর পদ কহেন।

বাদরির মতে এই বলা হইয়াছে, আতিবাহিক শরীরে গতি উপলব্ধি বিশেষ প্রযুক্ত সামিপ্যের প্রতিপত্তি অভিসন্ধান করে। উভয় মতের অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে।

---

## অপ্রতীকাবলম্বনান্নয়তীতিবাদরায়ণঃ উভয়থাহ দোষাত্তৎ ক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। প্রজাপতি লোক পর্য্যন্ত অতিবাহিক শরীর আত্মাকে লইয়া যায়, তাহার উপর যায় না, কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের সমানরূপ জন্য অন্য রূপের অবলম্বন হয়, ইহা বাদরায়ণ বলেন। আর ক্রতু নামে ঋষিও এই কথা বলেন, দুই প্রকারেই অদোষ হইতেছে।

বিপরীত রকমের অবলম্বনে হয় না আর সোজা রকমের অবলম্বনে বিপরীত রকমের ব্যতিরিক্ত হইল; যে পুরুষ আছেন তিনি মনুষ্য নহেন, বাদরায়ণ আচার্য্যের এই মত। তাঁহাতে থাকায় অন্যায় ও বিরোধ হইতেছে, কারণ তুমিই যদি সেই পুরুষ হইলে তবে থাকা না থাকার অসম্ভব হইতেছে। উভয়েই দোষ, ইহার হেতু কি? ইহা করাতে সেই ব্রহ্মের সঙ্কল্প নাই, তবে যে লোকে করে সে ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত, এই হেতু হইতেছে। চ শব্দে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বুঝাইতেছে; বিপরীত উপাসনাতে ফলের অভাব দেখা যাইতেছে।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এই কল্পনা ও ফল হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ফলও নাই কোন কল্পনাও নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ কাণ্ড ৬ অধ্যায় ২ মন্ত্রঃ—"উদিত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং"। অর্থ—পূর্ব্বদিকে—সম্মুখে যে কূটস্থ দেখা যায়, তাহা বেদের প্রমাণ ক্রিয়া করিলে হয়। জাত—উৎপন্ন ; জাতবেদঃ—অগ্নির নাম, অর্থাৎ যে শ্বাস প্রশ্বাস থাকাতে জঠরাগ্নি হয়, ঘৃত দিয়া সেই অগ্নির হোম করা অর্থাৎ ক্রিয়া, ক্রিয়াবানেরা তাহাকেই বহন করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে কেতুর স্বরূপ পরমব্যোম শিব, চক্রের মত যাঁহার রূপ, তাহারই মধ্যে বিশ্ব সংসার এবং তাহার মধ্যে বৃহৎ কূটস্থ সূর্য্যরূপ দেখা যায়।

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রায়ন্ত্যক্তভি স্বরায় বিশ্বচক্ষসে। অদৃশ্রন্ত কেতবো পরিশ্ময়োজনাং অনুভ্রজন্তে অগ্নয়োযথা"।

অপত্য তাহার অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে নবকিশোর রূপ পুরুষ আছেন, নক্ষত্র স্বরূপ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সকল দেখা যায়, স্বর অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা বিশ্ব সংসার দেখিতে পায়। অদৃশ তিনিই শিব, সেই কেতু শিবলিঙ্গ স্বরূপ যাহা অতি নির্ম্মল, সকল লোকের মধ্যে আছেন, অগ্নির ন্যায় সকলকে অণুস্বরূপে নাশ করেন।

"তরণি বিশ্ব দর্শথো জ্যোতিষ্কৃদশি সূর্য্য বিশ্বমাভা শিরোচন। প্রত্যঙ্গ দেবানাবিশ প্রত্যঙ্গ দেষি মানুষি প্রত্যং বিশ্বং সদৃশে"।

কূটস্থ স্বরূপ নৌকাতে থাকিয়া বিশ্ব সংসার দেখা যায়। সেই সূর্য্য জ্যোতির আভা অতি রমনীয়, [illegible]ই সেই অণুস্বরূপ হইতেছে।

"যেনাপাবক চক্ষুমাভুরণ্যন্তং জনাং অণুত্বং বরুণ পশুসি। বিত্যামেষি রজস্পৃথ্বহর্সিমানো অপ্তুভিঃ। পশ্যঞ্জমানি সূর্য্য সপ্তত্বাহরিতো রথেবহন্তি দেবোস্যূর্য্যা শোচিষ্কেশং বিচক্ষণং"।

অর্থ—কূটস্থের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বরুণকে দেখিয়া, এই বিদ্যাকে পাইয়া আপ্তরা হর্ষিত হন। কূটস্থ ব্রহ্ম পুরুষ সপ্তনাড়ীর পীতবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া আছেন, তাঁহার কেশের শিখা কালবর্ণ, সেই কালোর মধ্যে গেলেই জগৎ আলো হয়।

"অযুক্ত সপ্ত স্বন্ধ্যুবসবোরথস্তনহ্যভাভির্যাতি সযুক্তিভি রোহিতো দেব মারুহৎ তপসা তপস্বি। সযোনিমৈতি সউজায়ন্তেপুনঃ। সদেবানামধিপতির্বভূবঃ"। অর্থ—যে কূটস্থে যুক্ত নয়, যাহা দেবতাদের অর্থাৎ ক্রিয়াবান্‌দের রথ তাহাতে যাঁহারা থাকেন তাঁহাতেই আরূঢ় হইয়া থাকেন যিনি না থাকেন তাঁহার পুনর্জন্ম হয়। আর যিনি থাকেন তিনি দেবতাদের অধিপতি হন।

"যে বিশ্বতন্ত্রেষা নিরূত বিশ্বতোমুখো যো বিশ্বতস্ত নিরুত বিশ্বত প্রকাথঃ। সংবাহুভ্যাং ভবন্তি সংপতত্রৈ দ্যাবা পৃথিবী জনয়ন্দেব একঃ"। অর্থ—যে কূটস্থের নিরোধের কোন বস্তু

নাই, যাহার মুখ বিশ্বসংসারে আর যাহার নিরোধ বিশ্বসংসার হইতেছে। যে তপস্যা করে তাহার শক্তির স্বরূপ দুই বাহু হয় এবং সমস্ত ব্রহ্ম হওয়াতে ত্রিভুবন এক হয়।

"একপা দ্বিপদোভূয়ো বিচক্রমে, দ্বিপা ত্রিপদেমভ্যেতি, পশ্চাৎ দ্বিপাদ ষটপদোভূয়োচক্রমেত একপদস্তম্বন সমাসতে"। অর্থ—ব্রহ্ম গায়ত্রী অর্থাৎ কূটস্থ এই দুই পাদ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন পাদ আর পশ্চাতের ভিতরে যাওয়া ও আইসা এই পদে পুনরায় আবার ব্রহ্ম একপাদ, এই ষট পাদ, এক এইরূপে হয়।

"অভদ্রোজাস্ত স্থিরতোষদাস্বা ষেরূপে ক্রণুতে রোচমানঃ। কেতুমানুগ্নন্ সহমানো রজাংসি"। অর্থ—যখন স্থিরত্বরূপে থাকাতে রুচি হয় তখন ব্রহ্মে থাকায় রজ গুণের সমতা হয়। "বিশ্বা আদিত্যো প্রভসা বিভাসি রন্নহা অসি সূর্য্য বভাদিত্য মহানসি মহানস্তে মহতো মহিমা ত্বং আদিত্য মহান অসি বোচসে দিবি বোচসে অন্তরীক্ষে পতঙ্গ পৃথিব্যাং বোচসেঃ। বোচসে অপ্‌সোন্ত উহা সমুদ্র্যা কচ্যা ব্যাপিথ দেবো দেবাসি মহিষ স্বর্জিৎ"। অর্থ– সেই কূটস্থের প্রভাতে সমস্ত, তিনি মহৎ মহিমা বিশিষ্ট স্বর্গাদি সকলে অণুপ্রবেশ করিয়া আছেন। "অর্ব্বাং পুরস্তাৎ প্রযতোবাধ্ব আসুবিপশ্চিৎ পতয়ন পতঙ্গং বিষ্ণু বিচিত্ত শরসাধিতিষ্ঠন প্রকেতুনা সহতে বিশ্বমেজৎ"। অর্থ—তিনিই সমস্ত। "চিত্র চিকিত্বান্ মহিষ সুপর্ণা আরোচয়ন্রোদসি অন্তরীক্ষং। অহোরাত্রে পরি সূর্য্যবসানে প্রাম্য বিশ্বাতিরতোবীর্য্যানি"। অর্থ—কূটস্থই সব হইতেছেন। "তিগ্মো বিভ্রাজন্তম্বন শিশানোরজ মাসঃ। প্রবতোররাণি। জ্যোতিষ্মান্ পক্ষি মহিষো বয়োধা বিশ্বাঅস্তাৎ প্রদিশ কল্পমানঃ চিত্রং দেবানা কেতুরণিকঃ জ্যোতিষ্মান্ প্রদিশ সূর্য্য উদ্যন করোতি অতিদুর্গৈঃ স্তমোসি বিশ্বাতারি দুরিতানি শুক্র"। অর্থ—কূটস্থই সব হইতেছেন। "চিত্রং দেবানামুদকানিকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে মাপ্রাত্যাবা পৃথিবীং অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্ত স্থুষশ্চ"। অর্থ—কূটস্থই সব হইতেছেন। "উচ্চাপতন্তং মরুণং সুপর্ণং মধ্যে দিবস্তরণীং ভ্রাজমানং পশ্যন্তো সবিতারং যমাস্য রজশ্রং জ্যোতি যদ্বিন্দাত্রিং। দিবস্পৃষ্ঠে ধারমাণ সুবর্ণমাদিত্যা পুত্রং নাথ কাম উপযামি ভিত্তং"। কূটস্থই সব। "সমসূর্য্য প্রতিদীর্ঘমায়ুমাবিষ্টা সুমতৌ তেবাং"। অর্থ—যে কূটস্থে থাকে তাহার দীর্ঘ আয়ু হয়। "সহস্রাহ্ন্যং বিয়তাধস্য পক্ষৌ হরের্হং শস্যপততঃ স্বর্গং। সদেবান্ সর্পান্নুরস্য পত্যত্য সংপশ্যন্নতি ভুবনানি বিশ্বা"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ত্রিভুবন দেখিতে পায়।

প্রজাপতিলোক পর্য্যন্ত অতিবাহিক শরীর, আত্মাকে লইয়া যায়, পরে বিদ্যুষ লোকদের ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা উর্দ্ধে যায়। সেই আত্মার চিৎসম্প্রসাদ শীঘ্র হয়। প্রকৃতি রূপে গমন না করিবা অন্ত অবলম্বন অর্থাৎ প্রকৃতির অধ্যক্ষে যায় এইরূপ বাদরায়ণ ঋষি বলেন। ক্রতু নামে ঋষিও এইরূপ বলেন যে উভয়ে দোষ নাই। যিনি অধ্যক্ষ তিনিই বিষ্ণু

এইরূপে উভয়ে দোষাভাব হইতেছে, অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মা। অতএব উভয়েতেই দোষের অভাব হইতেছে। আর কেহ বলেন।

---

## বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। ক্রতু ঋষি দুই প্রকারেই অদোষ জন্য আরও কিছু দেখাইতেছেন তাহা পর পাদে বলিব।

যত নাম আছে তাহার উপাসনাতে ফল আছে। ফলটা কি? ব্রহ্মলোক। এই ফলের কল্পনা, এই কল্পনার ভাব মাত্র। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কল্পনা নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৩ কাণ্ড ৬ অধ্যায় ২ মন্ত্রঃ—"দিব্যচক্ষু পরিবিশ্বং বভুব"। অর্থ—সেই দিব্যচক্ষু কূটস্থ, তিনিই বিশ্ব সংসার।

ক্রতু নামে ঋষি উভয় দোষের অভাবের বিষয়ে কিছু বিশেষ দেখাইতেছেন। সেই বিশেষ উত্তর পাদে বলিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## চতুর্থ পাদ।

---

### সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ। ইহা সম্প্রসাদরূপ ছাড়িয়া ব্রহ্ম লোকে গতি করে, কারণ স্ব শব্দের নিমিত্ত আপনার রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন জ্যোতি নাই, আত্মারই ক্রিয়ার দ্বারা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, আপনার রূপে কি প্রকারে নিষ্পাদন হয়। স্ব শব্দে কের আর কি বিশেষ হইতেছে? পূর্ব্ব উত্তরে স্বরূপ হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের আর উত্তর পূর্ব্ব কোথায়? প্রমাণ অথর্ববেদ ১৫ কাণ্ড ৩০ প্রপাঠক ১ অনুবাক:—"স প্রজাপতি সুবর্ণমাত্মন পশ্যৎ তৎপ্রজানয়ৎ তদেকং ভবৎ তল্ললাং অভবৎ, তন্মহদ্ অভবৎ জ্যেষ্ঠং ব্রহ্মাতপ সত্যং ঈশানো মহাদেব নীল মৎস্যেদেব অভবৎ ব্রহ্মবাদিনে বদন্তি"। অর্থ—যত কিছু হইয়াছে তাহার পতি কূটস্থ স্বরূপ দেখে, সেই প্রজা জন্মান, দুই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা স্থিরে মিলিয়া এক হয় ও মহৎ শ্রেষ্ঠ হয় এইরূপ ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

ক্রতু কি বিশেষ দেখাইতেছেন? সম্প্রসাদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এ শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ সম্পাদন হইয়া আবির্ভাব হয়। ক্ষেত্রজ্ঞরূপের চিৎসম্প্রসাদ রূপের ত্যাগের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হয়। কারণ আপনারই রূপ ব্রহ্ম, আপনিই তদ্রূপ হইয়া যায়। যে আপনি চিৎসম্প্রসাদ উপাধি আশ্রয় করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন তিনিই হয়েন; ক্রতু এই বিশেষ দেখাইলেন। আপনার রূপে নিষ্পাদন হয় সে কি মরে পরলোকে যায়?

---

### মুক্তপ্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ। প্রতিজ্ঞার জন্য মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে যায়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বলা হইল, সে সকল সম্বন্ধ হইতে বিশেষ রূপে নির্মুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আত্মার জানা কি প্রকারে হইতে পারে? পরমজ্যোতিরূপ কি প্রকার সম্পাদন হইতে পারে? যদ্যপি জ্যোতিরূপ সম্পাদন হয়, তবে আত্মরূপে কি প্রকারে আবির্ভাব হইবে? জ্যোতিরূপই দেখুক; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার নিজে না থাকায় কোন রূপই নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৫ কাণ্ড ৩০ প্রপাঠক ২ অধ্যায় ১ মন্ত্রে বর্ণন

আছে—৭ প্রাণ—উর্দ্ধ-অগ্নি, প্রৌঢ়-আদিত্য, ভূয়ো-চন্দ্র, বিভু-পবমাণ, যোনি-আপ, প্রিয়-পশুসব, অপরিমিত-প্রজা। ৭ অপান—পূর্ণিমা, অষ্টকা, সামা, শ্রদ্ধা, দীক্ষা, যজ্ঞ, দক্ষিণা। ৭ ব্যান—ভূমে, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ, নক্ষত্র, ঋতুসব, আর্তবা, সম্বৎসর শিবো। ইহাদের স্থান—ডান কানে-অগ্নি; দক্ষিণে-অক্ষ; বামে-চন্দ্র; বামকানে-বিভু; অহো-যোনি; রাত্রে-প্রিয়, নাসিকা-অপরিমিত। অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ দেখিয়া তাহার মধ্যে চন্দ্রের প্রকাশ হয়, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, সেই প্রিয়, যাহা সর্ব্বত্র জন্য অপরিমিত। অপান বায়ুতে গেলে পূর্ণচন্দ্র দেখে, পরে ৬ চক্র দেখিয়া স্থির থাকে, তখন ক্রিয়া করিতে শ্রদ্ধা হয়। সেই দীক্ষা ও যজ্ঞ ও তৎপরে ওঁকার ক্রিয়া। আর ব্যান বায়ুতে ভূমি দর্শন, পেটের আকাশ, পরাকাশ; নক্ষত্র, সব ঋতু ও ধনুকের মত আকার এইরূপ সংবৎসরের সব দেখে।

আপনার রূপে অভিনিষ্পন্ন সম্প্রসাদ জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা মুক্ত হয়েন, প্রতিজ্ঞান প্রযুক্ত, সম্যক প্রকারে চলার হেতুবদ্ধ হওয়াতে, আত্মাকে জানেন, আমিই সব ভূতে, আমিই উত্তম পুরুষ; এই উত্তম পুরুষ পরমাত্মা পরমব্যোম শিব, সেইখানেই সম্প্রসাদ প্রতিজ্ঞান প্রযুক্ত; অর্থাৎ যাহা ছিলাম তাহা হইলাম। সেই উত্তম পুরুষ কে?

## আত্মাপ্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ। সেই আত্মা উত্তম পুরুষ হইতেছেন; প্রকরণ দ্বারা বোধ হয়।

জ্যোতি শব্দ দ্বারা আত্মাই বুঝাইতেছে; প্রকরণ জন্য, যেমত আত্মার ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাকে সম্পত্তি বলা হইয়াছে, সেই সুষুপ্তি অবস্থা, কিন্তু সেখানে কোন জ্যোতি নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৬ কাণ্ড ৩১ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৪ মন্ত্রঃ—"প্রাণ আয়ুর্ন্নিবেশয়ামি"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই প্রাণই প্রবেশ করিয়া আয়ু হয়। আমি তাহাতেই থাকি অর্থাৎ ব্রহ্ম।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার সম্প্রসাদ, সেই আত্মারই উত্তম পুরুষ। ত্রিপাদের পর পরমাত্মা অর্থাৎ কূটস্থ।

---

## অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। পরম পুরুষ যে তৃতীয় পাদ, আর গায়ত্রী যে চতুর্থ পাদ, কখন বিভাগ থাকে না, ইহা যোগিরা দেখিয়াছেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনার রূপে আপনি থাকিয়া সব বিভাগ দ্বারা সেই তুমি,

ইহার জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব? অবিভাগ দ্বারা ব্রহ্ম সম্পাদন হয় ইহা বলা হইয়াছে। আপনার ভাবে আপনি, সে কিছু বিশেষ হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক ব্রহ্ম, সেখানে কোন ভাগাভাগ নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৭ কাণ্ড ৩২ প্রপাঠক ১ অনুবাক ২৫ মন্ত্রঃ—"ত্বং তবেদ বিষ্ণোবহুধাবীর্য্যাদি পরমে ব্যোমন। রুচিরসি। স্বধায়া যাধেহি পরমে ব্যোমন"। অর্থ—সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাই বিষ্ণু অর্থাৎ স্থিতি; তাহাতে অনেক প্রকারের বীর্য্য আছে, সেই পরমব্যোম ব্রহ্মে রুচি অর্থাৎ তাহা ভিন্ন অন্য সকলে অরুচি। সেই পরমব্যোম ব্রহ্মে বুদ্ধি সর্ব্বদা থাকা উচিৎ।

কূটস্থই চতুর্থপাদ আর পুরুষ তিন পাদ; তাহার মধ্যে চতুর্থ পাদ নিরুপাধি, সেই উত্তম পুরুষ শিব পরমাত্মা গায়ত্রীর মধ্যে আছেন, সেই আত্মারই প্রকরণে দেখা যায়। আমি বলাতে কি স্বীয় রূপ স্বরূপ হইতেছে?

## ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। জৈমিনি বলেন ব্রাহ্ম রূপ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা অভিনিষ্পন্ন হয়, উপন্যাস প্রভৃতি দ্বারা বোধ হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য দিকে মন না যাওয়ায়, আপনি ব্রহ্ম রূপে মিলিয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, এক ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি নিষ্পাদন হয়, এই জৈমিনি আচার্য্যের মত। ক্রিয়া করিয়া যে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, সে আত্মারই ঐশ্বর্য্যাদি হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ঐশ্বর্য্য নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৮ কাণ্ড ৩০ প্রপাঠক ২ অনুবাক ২ মন্ত্রঃ—"আয়ুর্বিশ্বায়ুপবিতাতুত্বা পাতু প্রপথো পুরস্তাৎ। যত্রাসতো সুকৃতো যত্রতইয়ু স্তত্রত্বাদেবাসবিতা দধাতু। ইমৌ জুঞ্জমিতে বহ্নি অস্নুনীতায় বোঢ়বে তাভ্যাং যমস্য সাদনং সমিতিশ্চবে গচ্ছতাৎ"। অর্থ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই আয়ু, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি অসৎ সুন্দর রূপে ক্রিয়া করিলে হয়; কূটস্থে থাকিতে থাকিতে সেই অবস্থা হয়। এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ হয় ও তদ্ ব্রহ্ম সম হয়।

আপনারই রূপে অভিনিষ্পাদন হয়, তবে আপনার রূপ ব্রহ্মের রূপে অভিনিষ্পাদন হয়, ব্রহ্মের এই ব্রহ্মের রূপের আদেশ হইতেছে। আমি কে? আমিই পরমব্যোম পরমাত্মা, যাহা সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা হইয়াছি। অর্থাৎ চক্ষুই পুরুষ হইয়া দাঁড়াইল, তিনিই ঘ্রাণ লয়েন, কথা কহেন, শোনেন, মনই দৈবচক্ষু; এই দৈবচক্ষু দ্বারা যাহা ইচ্ছা করে দেখিতে পায়। সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক, তাঁহাকেই দেবতারা অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা উপাসনা করেন। এই এক উপন্যাস প্রজাপতি বলিয়াছেন। ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক, তিনিই আদি রূপ;

মণ্ডুকোপনিষদে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপে ব্যপদেশ হইতেছেন। এইরূপ কর্ত্তৃরূপের দ্বারা শিবের উপন্যাস হইতেছে। ঐক্যের নিমিত্ত অন্ত ঋষিই বলিয়াছেন।

## চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ। চিৎ সামান্ত থাকাতেও চিৎ মাত্র রূপ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তৎধর্ম্ম জন্ম, এই কথা ঔডুলোমি ঋষি বলেন।

কূটস্থ ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মার রূপ মাত্র, তাহাই সকলে এই নিষ্পাদন হয়, যদি এই মত হইল, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ তদাত্মকত্ব প্রযুক্ত চৈতন্য আত্মক হইয়া আত্মা বস্তুত সত্যসংকল্পত্বাদিউপাধিধর্ম্মত্ব আসিতেছে; এই ঔডুলোমি আচার্য্যের মত। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন উপাধি নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৮ কাণ্ড ৩৪ প্রপাঠক ৪ অনুবাক ৪ মন্ত্র:—"চন্দ্রমা অপ্‌সন্তবা স্থপর্ণো ধাবতে দিবি নবো হিরণ্য নেমগ্ন পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য বোদসি"। অর্থ—কূটস্থ চন্দ্রস্বরূপ তাহার মধ্যে যে কারণবারি বায়ুর ধারণ করাতে আকাশবৎ পরব্যোম দেখেন, যাহার চারিদিকে নূতন সোণার মত দেখা যায় সেই পদ দেখে তাহাতে বিদ্যুৎ আছে। সেই ব্রহ্মই আমার বিত্ত অর্থাৎ ধন, সে ধনের কোন উপাধি নাই।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিতি সত্য, চিন্মাত্ররূপ, নিরুপাধি, আপনার রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। কারণ আত্মক্রিয়ার দ্বারা, সেই চিন্মাত্র আত্মা, আত্মা যাহার সদসদাত্মক তাহার উপাধি চিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সম্প্রসাদ হইতেছে। এই ঔডুলোমি ঋষি বলেন। আর কৈবল্যো-পনিষদে বলিয়াছেন "চিন্মাত্রোঽহং সদাশিব"। সদাশিব যিনি গলাতে আছেন, তিনি ত্রিনেত্র চিতি স্বরূপ কূটস্থ, তিনিই ব্রহ্ম। ঐক্যের নিমিত্ত আরো মহর্ষি বলিতেছেন।

---

## এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ। এইরূপে জৈমিনি আর ঔডুলোমির মত হইতে উপন্যাস জন্য অবিরোধ হইতেছে, পূর্ব্বভাব জন্ম, ইহা বাদরায়ণ বলেন।

এইরূপ পরমার্থিক চৈতন্ত রূপের দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্বরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত উপন্যাসের মত বোধ হয় এবং সমস্তই ব্রহ্মরূপ দেখেন; এইরূপ ভাবেও কোন বিরোধ দেখিতেছি না, এই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত সিদ্ধান্ত; ব্রহ্মে কোন বিশেষ দেখিতেছি না, সে বিশেষ প্রকৃতির হইতেছে এই শ্রুতি। উপাধি বিশেষে ব্যবস্থা এইরূপ নহে, যোগ সম্বন্ধের অতিরিক্ত সাধন হইতেছে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন সাধন

নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"সহস্রবাহু পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং"। অর্থ—সেই ব্রহ্ম পুরুষের অনন্ত বাহু, চক্ষুও তদ্রূপ, সেই এই শরীরে ভিতরে ভিতরে আবৃত থাকিয়া, ভ্রূ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলিতে অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি পরিমাণে আছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম।

জৈমিনি ও উডুলোমির চিন্মাত্র উপন্যাস হইতেছে। বাদরায়ণ বলেন উভয় মতেই অবিরোধ হইতেছে, পূর্ব্ব ভাব প্রযুক্ত অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিলে পরেও সম্প্রসাদ হইল, সেই পূর্ব্ব ভাব পাইয়া উভয়েরই শেষ এক ব্রহ্ম হইতেছে। পূর্ব্ব ভাব কি প্রকারে হয়?

---

## সংকল্পাদেবতচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ। শরীর হইতে উৎক্রমণ সময়ে মনের দ্বারা যাহাতে সংকল্প করে তাহাকেই সে পায়।

পিত্রাদি সংকল্প মাত্র, কারণ সেই পিতাই তুমি। তবে তুমি ও পিতা দুই সমান, তিনি আদি তুমি পরে, ইহাতে যে আদি সেই পর, তন্নিমিত্ত তিনি অনন্ত ও নিত্য। অন্য নিমিত্তান্তর কোথায়? তবে যে সংকল্প মাত্রই পিতা, ইহার আর সন্দেহ নাই। তবে সকলেই এক ভাই, অর্থাৎ এক প্রাণ ব্রহ্ম সকলে আছেন ও সং করিতেছেন ও করিবেন এইরূপ সমভাবে সকলে আছেন। এইরূপ লোকের সমুৎথান অর্থাৎ যদৃচ্ছা শক্তি এই বেদে বলে অর্থাৎ ব্রহ্মের অনিচ্ছার ইচ্ছা। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ অধ্যায় ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"ত্রিভিঃ পদ্‌ভির্দ্যামারোহৎ পাদস্যেহা ভবৎ পুনঃ। তথাব্যক্রামদ্‌ বিষ সনানসনে অণু। তাবন্তো অস্য মহিমান স্ততো জ্যায়াশ্চ পুরুষঃ। পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পুরুষ এবেদং সর্ব্ব যৎভূত' যচ্চভব্যং উতামৃতত্ব সেশ্বনো যদন্তেনা ভবৎ সহ"। অর্থ—এই শরীরের মধ্যে যে পুরুষ আছেন, ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ দুই পা, তাহারই ক্রিয়া দ্বারা নাভিদেশ হইতে সুষুম্না এক পা হইয়াছে, সেই স্থিরত্বের পা, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম অণু স্বরূপ হইতেছেন, তাহা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি মহৎ এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপক হইয়া তাহার মহিমা প্রকাশ হয। এইরূপ বিশ্বনাথ পুরুষ, এই পাদ বিশ্ব সংসারে ভূতে আছে। ইহা তাঁহার বিভূতি, তন্নিমিত্ত তাঁহার এক নাম, ভূতি। এই তিন পাদ এক হইয়া অমৃতপদ পরব্যোম স্বরূপ হয়। এইরূপ পুরুষকে যে জানে সে সর্ব্বজ্ঞ হইল। অতএব যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে সেই সকলের সহিত তিনি আছেন। তিনিই অমৃত ব্রহ্ম, যদৃচ্ছাতে ইচ্ছা রূপ সংকল্পে সমস্ত ব্রহ্মময় হইতেছে।

এই শরীর হইতে উৎক্রান্তিকালে মনের দ্বারা যাহা সংকল্প করে তাহাই হয়। এইরূপ

ক্রিয়াবান উৎক্রমণ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে (কূটস্থকে) সংকল্প করিয়া উৎক্রমণ করেন। সংকল্প দ্বারাই পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রমাণ ছান্দোগ্যে শোনা যায়। সংকল্প দ্বারাই পিতৃলোকে সম্যক প্রকারে প্রথমে উঠে যায়। অতএব অন্তকালে যে যে কামনা হয় অর্থাৎ যে কার্য্য ইচ্ছা করে তাহা এই সংকল্প দ্বারা সম্যক প্রকারে উত্তিষ্ঠ হয়। তবে যে পূর্ব্বভাব সেই কি অধিপতি?

---

অতএব চানন্যাধিপতি ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ। বিদ্বানেরা উৎক্রমণে শ্রেষ্ঠকে সংকল্প করেন। তাহা হইতে অন্য কেহ অধিপতি নাই।

অতএব সত্য সঙ্কল্প প্রযুক্ত অন্য দেবতাও অধিপতি হইতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মের অন্য অধিপতি নাই। সঙ্কল্প অতিরিক্ত সাধন সকলের সগুণ বিদ্যাবিদ্ যোগী সকলের সাধনত্ব এই শ্রুতি বলিয়াছেন; মন রহিত অতিরিক্ত সাধন সকলে সত্ব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় এরূপ শ্রুতিতে নাই।

বিদ্যাবান্ অর্থাৎ ক্রিয়াবান উৎক্রান্ত হইয়া সঙ্কল্প করে, তন্নিমিত্ত অন্য অধিপতি রহিত হয়। তখন সকলেরই অধিপতি হয়, তিনিই পরমাত্মা শিব, যাহা শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে বলিয়াছেন তিনি সকল পতির পতি, সকল পরমের পরম, তিনিই ভুবনেশ শ্রেষ্ঠ, তাহার পতি লোকের মধ্যে কেহ নাই। তিনিই কর্ত্তা, অথচ তাঁহার কোন চিহ্ন নাই।

---

অভাবং বাদরিরাহহ্যেবং ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ। কোন ঋষি বলেন, যে অভাব থাকে সে অভাব এইরূপ হইতেছে।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেখানে মন যায়, তখন মনও ব্রহ্ম হইয়া যায়; তখন থাকিলেও যাইবে, তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম, মন অতিরিক্ত হইতেছে। ব্রহ্মে মন গেলেই শরীর গেল, শরীর গেলেই ইন্দ্রিয় সকল ব্রহ্মে গেল, তখন সকল বিষয়ের অভাব হইল, সেই অভাবনীয়ই ব্রহ্ম হইয়াছেন এই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত। কারণ শ্রুতিতেও এইরূপ বলিয়াছেন তিনিই এই সংসারের সকল হইতেছেন অর্থাৎ সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"যৎ পুরুষং যদ্দধুকতিধা কল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কিং বাহু কিং ঊরু পাদা উচ্যতে। ব্রাহ্মণো অস্য মুখং আসীৎ বাহু রাজন্যো অভবৎ মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ। চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃসূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত। নাভ্যাং আসিদ্ অন্তরীক্ষং শির্ষ্ণো দ্যৌ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমি দিশঃ শ্রোত্রান্ তথালোকান অকল্পয়ন। বিরাড় অগ্রে সমভবৎ বিরাজো

অধিপুরুষ। সত্ত্বাতো অত্য ঋচ্যত পশ্চাৎ তুমি অথোপুরঃ”। অর্থ—কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষ তিনি কত প্রকার কল্পনা করিলেন, যাহা অনিচ্ছার ইচ্ছা; সেই পুরুষের মুখ বাহু উরু পা কি বলা যাইতে পারে। ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম যাহা কূটস্থের মধ্যে হইতেছে, তিনিই মুখ স্বরূপ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ম জানেন যিনি তিনি ব্রাহ্মণ, সেই কূটস্থের শক্তিরূপ বাহু অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা প্রজা স্বরূপ সকল ইন্দ্রিয়কে তিনি বশে রাখেন, তাঁহারই আপন ক্রিয়া দ্বারা যখন অত্যন্ত নেশা হয়। আর সেই পুরুষের ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম যাহাতে, বৈশ্য কর্ম্মকারী আমি, এই জ্ঞানে স্বভাবতঃ হয় যাহার, তাহার নাম বৈশ্য, তাহারা মধ্যে অর্থাৎ মর্ত্ত্য লোকে থাকেন। আর যাহাদের পায়ের দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ নীচ দৃষ্টি তাহারা শূদ্র। মনের দ্বারা চক্ষুতে একাগ্র দৃষ্টি গুরু দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র দৃষ্টি হয়, আর চক্ষু দ্বারা সূর্য্য দৃষ্টি হয়, যাহা গুরুবাক্যগম্য। মুখ হইতে রস স্বরূপ ইন্দ্র, এবং নাসিকা দ্বারা ক্রিয়া করায় অগ্নি যাহাতে হোম করায় সব পচন হয় এবং কূটস্থের দ্বারা প্রাণ হয়, সেই পরব্যোম হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে প্রাণ, সেই প্রাণই সব হইতেছেন। নাভিতে অর্থাৎ সমান বায়ুতে মন স্থির হওয়াতে, সেই আকাশ স্বরূপ স্থিরত্ব বায়ুর গতি অন্তরীক্ষে কাল স্বরূপ হইয়া আছেন। শিন্ন আকাশ নাভিতেই সমানরূপে আছেন। নীচ প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ মৈথুনে এই শরীরের মাংস চক্ষু শ্রোত্র, এই পুরুষ হইতে লোকের সৃষ্টি হইয়াছে। সমান বায়ু যাহা নাভিতে আছে তাহাতে থাকিলে, বিরাটপুরুষ সমানরূপে থাকেন। সেই পুরুষ হইতে মাংস নির্ম্মিত ঘর হইয়াছে, যে ঘরে ও বাহিরে ব্রহ্ম সমানরূপ হইতেছেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নিমিত্ত আপনার রূপে অভিনিস্পাদন হয় সেই সম্যক প্রকারে প্রসাদ হইতেছে। সেই ইহার ভাব, পরস্পর এক হইয়া যাওয়া এই ভাব, সেখানে উপাধি ও নিরুপাধি রহিত, তন্নিমিত্ত তাঁহার কোন চিহ্ন নাই, তিনি পরমাত্মা, আত্মা তাঁহার লিঙ্গ, যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞের অভাবে অর্থাৎ আপনি ব্রহ্মে লয় হওয়ায়, পূর্ব্বের ভাব ব্রহ্ম হওয়ায় নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ একই রূপ হয়, সেই স্বরূপ হইতেছে। সেখানে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ নাই এইরূপ বাদরি ঋষি বলেন।

---

## ভাবং জৈমিনিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ। উক্ত প্রকারের দ্বারা যে ক্ষেত্রজ্ঞের অভাব বলিয়াছেন, সেই অভাব বস্তুভূত হইতেছে, বিকল্প কথন জন্ত, জৈমিনি ঋষি ইহা বলেন।

জৈমিনি আচার্য্যের মত এই যে, মনের মত শরীরের ইন্দ্রিয়ের ভাব বলা হইলে তাহাই মানিয়া লয়, সে একপ্রকার কিরূপে হইবে? মনন করাতে বিকল্প হইল অর্থাৎ দুই হইল, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় মননও নাই, দুইও নাই, তখন এক ব্রহ্ম। প্রমাণ

অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তো অস্যাসি দায্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরৎ দিবিঃ তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষং ভাতমগ্রসঃ"। অর্থ—সেই পুরুষের যজ্ঞ নির্ম্মল, বসন্ত ঋতু ক্রিয়া করিবার শ্রেষ্ঠ, গ্রীষ্ম ও শরৎ সেই ব্রহ্ম পুরুষের হইতেছে। তাহারই ক্রিয়া করিতে করিতে বৃষ্টিও হয়।

এই প্রকার উক্তরূপের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের অভাব, যাহা কোন বস্তুভূত হইতেছেন, পরমব্যোম স্বরূপ, জৈমিনি বলেন। তিনি অবস্তুভূত বলেন না। এক হইলে কোন বস্তু হইল যাহা সৎ ও অসৎ নহে, যাহা শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে বলিয়াছেন—"যদাতমস্তন্নদিবান-রাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবল"। ক্রিয়াবানেরা এমত এক স্থান পাইয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে অন্ধকার নাই, অন্ধকারও দেখা যায়, দিন নাই কারণ কিছু দেখা যায় না, রাত্রি নহে, কারণ আবরণ রহিত, সৎ অসৎ নাই কারণ ভাল মন্দ রহিত, কেবল শিব স্বরূপ মঙ্গলময়। তন্নিমিত্ত ভাবরূপই অভাব, নাকি অবস্তুভূত অভাব? এক ভাবে অভাব কি প্রকারে হইতে পারে?

## দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোতঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ। বাদরায়ণ ঋষি বলেন, দ্বাদশাহের মত অর্থাৎ যেমত ১২ দিন যে দিন বলেন তাহার সহিত ও ছাড়িয়া দুই হইতে পারে।

বাদরায়ণ আচার্য্যের এই মত, যে কোন চিহ্ন যখন আছে অর্থাৎ ব্রহ্মও এক প্রকার কিছু হইবে, অবস্তুর বস্তু; তাহা হইলে, বস্তু হইলেই চিহ্ন হইতেছে, এবং বাহিরের বস্তু হইলেও তাহার চিহ্ন আছে। দুই যদি চিহ্ন বিশিষ্ট হইল তবে উভয় বিধিতেই ব্রহ্মের এইরূপ ভাব হইতেছে। মরে গেলে ১২ দিনের সূত্র মরার লেগে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি না থাকিলেও যাহা ব্রহ্মে তাহাই সর্ব্বত্র এইরূপ সূত্র থাকায় উভয়েই ব্রহ্ম বোধ হয় এইরূপ ভাব হইতেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে শরীরের অভাবে সুষুপ্তির ন্যায় বিষয়ের উপলব্ধ হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন উপলব্ধি হয় না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা বষশ্চ যে তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কেচোভ্য জাদত। গাব্যোহযজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজাবযঃ। তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচ সামানি যজ্ঞিরে"। অর্থ—যখন প্রাণবায়ু অপানবায়ু পর্য্যন্ত যায় তখন পৃথিবীর যত দেবতা আকাশ মূর্ত্তির স্বরূপ দেখা যায়। যাঁহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারা দেখিতে পান, ও অষ্ট বসুকে দেখেন, অগ্নি যাহার রূপ ঘোড়ার মত তাহাও দেখা যায়। যে কেহ দ্বারা এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রিয়া করিলেই এইরূপ সকল দেখা যায়। অতএব ক্রিয়া করিলেই সকল বস্তুতে সমানরূপে অণু স্বরূপে ব্রহ্ম দেখেন।

বক্ষ্যমান প্রকারের দ্বারা দুই প্রকারেই বলা হইতে পারে, যেমত বার দিন, বার দিন বলিলেই আজ হইতে বার বুঝায় ও আজ ছাড়া বার দিনও বুঝায়।

তন্বভবেসন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ। শরীরের অভাবে সন্ধির মত একের দুই দিকেই যুক্ত হয়।

শরীরের অভাবে সন্ধির যেমত উপলব্ধি ( অশৌচাদি ) মাত্র পিত্রাদির ইচ্ছা নিমিত্ত হয়, এই প্রকার মোক্ষেরও উপপত্তি হয়। মোক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি ব্রহ্মে লয় হয়। কামনা করিলে হয় না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মা যজু তস্মাদজায়তঃ। তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত সংভৃতং পৃষদাজ্য পশুন স্তান চক্রে বায়ব্যারণ্যা গ্রাম্যাশ্চয়ে। সপ্তস্যাসন পরিধযশ্‌ সপ্ত সমিধ কৃতাহ দেবা যৎ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন পুরুষ পশুং"। অর্থ—যোনিমুদ্রা করিলে কূটস্থের মধ্যে ছন্দ সমুদয় দেখা যায়, তাহাও ব্রহ্ম, অতএব ক্রিয়া করাই যজ্ঞ। কর্ম্ম করাতে তাহার ফলভোগ জন্য সকলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠ লোক পশু এই বায়ুর চক্রে থাকিয়া গ্রামে ও বনে থাকে, সেই বায়ুর সাত চক্র, এই সাত সমিধ হইতেছে। এইরূপ পুরুষ পশুর স্বরূপ হইয়া আবদ্ধ হয়।

এই শরীরের অভাবে সন্ধি উপপন্ন হয়, পরে উভয়ে মিলিয়া এক হয়, যেমন জাগ্রত ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থান স্বপ্ন ; জাগিয়া থাকা, ক্রিযাতে দেখা ও ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা, সেইরূপ স্বপ্নের মত ভাব ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় হয়। এইরূপ ভাব অভাব উভয় বিধি একেরই উপপদ্যমান হয়।

---

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ। যেমত জাগ্রতে আত্মা ভাব হয়।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক প্রকার এক হইয়া যায় ও তিন প্রকার হয়, তাহার পরাবস্থায় অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, সত্ত্ব রজ তমতে আবৃত হন এইরূপ মোক্ষ হইলেও অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে তাহার পর আবার ত্রিগুণাত্মক হয় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তমতে আবৃত হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় সদা থাকিলে সকলেতেই ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"মূর্দ্ধো দেবস্য বৃহতো অংশেবং সপ্ত সপ্ততি। রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদপি"। অর্থ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় মাথায় সেই বৃহৎ মহৎ ব্রহ্মের স্থিতি, তাহারই অংশে সপ্ত নাড়ি, আর কূটস্থ রাজা তাহার মধ্যে ব্রহ্ম পুরুষ হইতেছেন।

জাগরিতে যেরূপ আত্মা হয়, তাব্য সেই রূপ নির্ব্বাণে ক্ষেত্রজ্ঞের সম্প্রসাদ ভাব হয়, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থার যেমত আত্মা মন আটকিয়া থাকে, সেইরূপ তাব্য ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় নির্ব্বাণ পদ পাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার সম্প্রসাদ হয়। ভাব আর কিছুই নহে, পরমব্যোমই, যাহা অবস্তর বস্ত পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞের উপাধির অভাব প্রযুক্ত অভাব হইতেছে।

---

## প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ। যেমত অগ্নি প্রদীপ হইয়া ফের নির্ব্বাণ পাইয়া বায়ুতে মিলিয়া যায় সেইরূপ সম্প্রসাদ নির্ব্বাণকে পাইয়া আপনার রূপ পরমাত্মা প্রকৃতিতে মিলিয়া যায়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা শরীরান্তর স্বীকার করিলে শরীরান্তর প্রযুক্ত শরীরান্তরে আবেশ, যেমত এক প্রদীপে আবেশ করিয়া সহস্র প্রদীপ হয় এও কি সেই প্রকার? বেদে এইরূপ বলে, সে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হয়, সে মুক্ত হইয়া এক শরীরে থেকে, অনেক শরীরে ব্যাপ্তি উপপন্ন হয় না। কাহার দ্বারা চলায়মান হয়, ইহাত হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বব্যাপককে কে চলায়মান করিবে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় চলায়মান হয় না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৬ মন্ত্রঃ—"শান্তণি পুররূপাণি"। অর্থ—যাহাদিগের ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তিপদ লাভ হইয়াছে তাহারা এই শরীরেই ব্রহ্মানন্দ রূপে সদা থাকে।

ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ আত্মার আপনার রূপ ব্রহ্ম ভাব রূপে অভিনিষ্পন্ন হওয়ার নাম নির্ব্বাণ, সে ভাবেরও অভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। যেমত প্রদীপের নির্ব্বাণে হীন ভাব রূপ থাকে, সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেন আমিও ছিলাম না এইরূপ পরে বোধ হয়, প্রদীপের ন্যায় আবেশ হইতেছে। যেরূপ প্রদীপের অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আপনার প্রকৃতি বায়ুতে প্রবেশ করে সেইরূপ আত্মা সম্প্রসাদকে পাইয়া, ব্রহ্ম নির্ব্বাণকে পাইয়া স্বরূপ পরমাত্মার প্রকৃতিতে আবেশ করে। যাহা কৈবল্যোপনিষদে দেখাইয়াছেন—"এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ং। সমস্ত সাক্ষীন্ সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপং"। ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরমাত্মার রূপ হইতেছে। কি প্রকারে এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সংসার হইতে নিবৃত্তি পাইতে পারে।

---

## স্বাপ[illegible]রন্যতরাপেক্ষমাবিষকৃতমহি ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ। যে নিমিত্ত সংপ্রসাদের আপন রূপের দ্বারা অভিনিষ্পত্তিতে আপনার

উপাদানেতে প্রদীপের মত মিলে যায়, যাহা বলায় সে আপনার প্রকৃতিতে লয়, আর সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে এককে চায়।

সুষুপ্তির অবস্থায় অন্য কিছুর অপেক্ষা হইতেছে, সেই ব্রহ্ম এইরূপ যখন তখন প্রতিষেধ কোথায়? কারণ সুষুপ্তিতে যে মুক্তি হইলে শরীরও ইন্দ্রিয়াদির কর্তৃত্ব পাওয়া যাইতেছে, কারণ শরীরও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যোগীরা সেই অবস্থায় থাকিয়া, জগৎ ব্যাপারের কর্তৃত্ব সেই ব্রহ্মের হইতেছে, অর্থাৎ নিজে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া সকল বস্তুকে ব্রহ্ম দেখেন। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ১ অনুবাক ১৭ মন্ত্রঃ—"আত্মানং পরিদদেৎ স্বাহা"। অর্থ—আত্মার ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সদা এক হইয়া থাকে।

আপনার রূপে সম্প্রসাদ অভিনিষ্পন্ন হইয়া, উপাদান প্রদীপের ন্যায় আবেশ প্রাপ্ত হইয়া, অন্য অবস্তর বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হয়। কি প্রকারে অন্যতর ব্রহ্ম ভাব হয়?

---

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ। আপনার প্রকৃতির লয়ে জগতের ক্রিয়া ছাড়িয়া পরমাত্মরূপ হইতে তাহা নিষ্পন্ন হয়, তুরীয়া প্রকরণ জন্য, অসন্নিধান জন্য।

যোগীদিগের ভৌতিক বস্তুতে মন দেওয়ার নাম জগদ্ব্যাপার, তাহার বর্জ্জন কি প্রকারে হইতে পারে, সকল ভূতে ব্রহ্ম দেখা, ইহা হইলে যোগীরা মহাভূতাদির সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মে থাকায় যখন সকল সৃষ্টিই ব্রহ্ম, তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে আর মহাভূতাদির সৃষ্টির কোন আবশ্যক থাকে না। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ৮ অনুবাক ২৭ মন্ত্র—"প্রাণেনাগ্নি সংসৃজন্তি বাত প্রাণেন সংহিত"। অর্থ—প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারা সম্যক প্রকারে অগ্নি সৃজন হয়, সেই কূটস্থের তেজ, তাহা হইতে বায়ু, সেই প্রাণের সহিত সম্যক প্রকারে হিত অর্থাৎ যাহাতে ভাল হয় তাহা করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়।

ব্রহ্মেতে লয় হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় ও পরমাত্মা রূপে থাকে। প্রকৃষ্ট রূপে ক্রিয়া করিয়া তুরীয় অবস্থায় থাকাতে হয়। সে কি পরমাত্মার রূপে লয় হইলে হয় বা তাঁহার নিকট থাকাতে হয়? এক ভাব সম্পন্নতে হয়।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডোক্তেক্তে ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ। প্রত্যক্ষ উপদেশ জন্য অসৎ নহে, কারণ মুক্ত পুরুষ সমাধিস্থ হইয়া দীপ

শিখার ন্যায় আত্মতত্ত্বের দ্বারা পরমাত্মা ব্রহ্মশিবকে দেখেন, তখন সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহা অধিকারী মণ্ডলস্থ লোকের কথা হইতেছে।

প্রত্যক্ষ উপদেশ প্রযুক্ত আপনার রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ যোগীদের জগৎ ব্যাপার এই শরীরেতেই হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে কারণ কূটস্থ ব্রহ্ম উপাধি রহিত আবার সূর্য্য মণ্ডলের মত বিভাগ কিরূপে হইতে পারে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থও দেখা যায় না, আপনিও ব্রহ্ম হওয়াতে কেবল ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ৪ অনুবাক ২১ মন্ত্রঃ—"প্রাণেন বিশ্বতোমুখং"। অর্থ—প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারা যিনি সকল প্রাণের প্রাণ ব্রহ্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি, তাহাই বিশ্বব্যাপক, তাহা হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় হয়।

পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপদেশ করাতে প্রত্যক্ষ হয়, সন্নিহিত ও অসন্নিহিত নহে। আত্মক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় দেখে শিবকে দেখে, সব পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেই বিশ্বব্যাপক শিবের জন্ম নাই তিনি নিত্য বিশুদ্ধতত্ত্ব হইতেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ উপদেশের দ্বারা প্রাপ্ত হন। যদ্যপি বল নিকটে না থাকাতে হয়, তাহাও নহে কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যোগযুক্ত সমাধিতে শিব প্রাপ্তি হয়। তখন অধিকারী জনেরা সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়। অধিকারী মণ্ডলস্থ কি প্রকার হইতেছে?

## বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ। যে যোগী আত্মতত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দেখে তাহার আবৃত্তি জ্ঞান হয় তাহাকেই স্থিতি কহে।

বিকারাবর্ত্ত্য হইয়াও পরমেশ্বর নিত্য, কিন্তু কেবল বিকার মাত্র নহে অর্থাৎ কূটস্থ, ষড়াম্নাতে ক্রিয়া করিলে যাহাতে স্থিতি হয়, সেই তাঁহার মহিমা অর্থাৎ তৃতীয় পাদ তাহাই লাভ হয়, আর কিছুই নহে কেবল ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ৮ অনুবাক ২১ মন্ত্রঃ—"সূর্য্যং দেবা অজন অয়ন"। অর্থ—কূটস্থের মধ্যে যে উত্তম পুরুষদেব, তিনি অজ, তাঁহার জন্ম নাই তাঁহাতে থাকিলেই ব্রহ্মে থাকা হইল।

পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রিয়া অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অজ দেবকে দেখিয়া, তাহাতেই যোগ সমাধিতে প্রকৃষ্টরূপে নিজে বোধ হওয়াতে, এই শরীরের ন্যায় এক পুরুষকে যে দেখে, সেই মুক্ত্যাধিকারী হয় তাহার প্রমাণ?

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা দেখা যায় উক্ত প্রকারে।

এইরূপ বিকারের মধ্যে ব্রহ্মরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি দেখায়; কূটস্থ দর্শনাদি শ্রুতি, তাহা ও কোন বিষয়ের স্মৃতি সেখানে নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাই এইরূপে মুক্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর জগতের কর্ত্তা বলা হইয়াছে, অথচ ব্রহ্ম সমান রূপে সর্ব্বব্যাপক এইরূপ যোগীরা বলেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক ব্রহ্ম। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড ৩৫ প্রপাঠক ৮ অনুবাক ৪৩ মন্ত্রঃ—"যত্র ব্রহ্মবিদোযান্তি দীক্ষায়া তপসা সহ, অগ্নিমতত্র নয়ত্বাগ্নি মেধা দধাতুমে"। অর্থ—দীক্ষা অর্থাৎ যোনিমুদ্রার সহিত ক্রিয়া লইয়া ব্রহ্মবিদেরা সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যান, যে অগ্নি সেই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম তেজ, সেই আমার বুদ্ধি ধারণা করুক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম।

যে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যুক্ত থাকিবে সে চক্ষেতে পুরুষকে দেখিবে। আর মিথ্যা জ্ঞান রাগ দ্বেষ মোহের নাশে মোক্ষ হয়। আমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ অনুমানে ক্ষুধাদি সমস্ত থাকে।

---

ভোগমাত্র সাম্যং লিঙ্গার্চ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ। প্রত্যক্ষ এই, যে যুক্ত পুরুষকে বৃত্তি বোধ হওয়ায় প্রত্যক্ষ দেখেন আর জ্ঞানে থাকা রাগ, দ্বেষ, মোহের নাশ লিঙ্গের দ্বারা বোধ করেন; কি ইহার মুক্তি হইবে। আস্ত লিঙ্গের দ্বারা ভোগ মাত্র হইতেছে। স্বাদের নিমিত্ত নহে।

ব্রহ্ম অনাদি, এই সিদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বরেরই ভোগ মাত্র, যোগীদিগের সমান সেই চিহ্ন জগৎ ব্যাপারের অভাব হওয়াতে অতিশয় অন্তরত্ব ঐশ্বর্য্যের আবৃত্তি যদি বলা যায়; তাহা নহে কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাওয়ায় আবৃত্তি নাই। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২০ কাণ্ড ৭ প্রপাঠক ৪৭ মন্ত্রঃ—"উদিত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশায় সূর্য্যং"। অর্থ—ক্রিয়ার দ্বারা কূটস্থ জানিয়া সকল দেবতার দর্শন হয় ও বিশ্বসংসার দেখে।

মুখে খাওয়া কেবল ভোগ মাত্র, কিন্তু ভোজন ফল দেহ পুষ্টি নিমিত্ত খাওয়া নহে এই-রূপ আপনার রূপে থাকায় পুনরাবৃত্তি হয় না।

---

অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ। এই সম্প্রসাদ আপনার রূপের দ্বারা অভিনিস্পন্ন হয়, ইহার আবৃত্তি হয় না, উপনিষদে লেখা আছে।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না এইরূপ শাস্ত্রে লেখা আছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইলে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম দেখে। প্রমাণ অথর্ব্ববেদ ২০ কাণ্ড ৭ প্রপাঠক ৪৭ মন্ত্রঃ—"সূর্য্যায় বিশ্বচক্ষসে"। অর্থ—কূটস্থতে বিশ্ব-সংসার দেখে এবং যাহা দেখে সবই ব্রহ্ম দেখে সুতরাং এক হইয়া যায়। এক হইলেই ব্রহ্মলোকে থাকে। ব্রহ্ম অজ, সুতরাং তাহার আর পুনরাবৃত্তি নাই। অর্থাৎ আর বদ্ধ হয় না, মোক্ষ হয়।

যিনি আপনার রূপ ব্রহ্মে মিলিলেন তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ ব্রহ্ম অমর ও অভয়পদ, সুতরাং তাহাতে মিলিলে পুনরাবৃত্তি কি প্রকারে হইবে।

---

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

---

বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণ।

---

## যোগিরাজ শ্যামাচরণ গ্রন্থাবলী—

১ম খণ্ড—গীতা
- পাতঞ্জল যোগসূত্র
- লিঙ্গ পুরাণ
- বেদান্ত দর্শন ১ম অধ্যায়

২য় খণ্ড—চণ্ডী
- গৌতম সূত্র
- তন্ত্রসার
- যন্ত্রসার
- বেদান্ত দর্শন ২য় অধ্যায়

৩য় খণ্ড—সাংখ্য দর্শন
- জপ্‌জি
- পাণিনীয় শিক্ষা
- বেদান্ত দর্শন ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় সমাপ্ত

৪র্থ খণ্ড—কবীর
- অবধূত গীতা
- গুরু গীতা
- ওঁকার গীতা
- অবিনাশী কবীর গীতা
- চরক

৫ম খণ্ড—মনুসংহিতা
- অষ্টাবক্র সংহিতা
- মীমাংসার্থ সংগ্রহ
- তেজবিন্দু উপনিষদ
- ধ্যানবিন্দু উপনিষদ
- অমৃতবিন্দু উপনিষদ
- নিরালম্বোপনিষদ
- তৈত্তিরীয় উপনিষদ
- বৈশেষিক দর্শন
- পত্রাবলীতে ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান

অন্যান্য বই—

১। পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী।
( বাংলা ২৬ টাকা, হিন্দী ও ইংরাজী )
সঙ্কলন—তৎপৌত্র শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী
গ্রন্থন—শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

২। প্রাণময়ং জগৎ—চার টাকা
—শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ
—শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলি-৬

৩। নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

৪। দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

৫। গ্লোব লাইব্রেরী
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

৬। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

৭। বিশ্বাস বুক ষ্টল
৪৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

৮। সর্বোদয় বুকষ্টল
হাওড়া রেল ষ্টেশন।

৯। শ্রীশ্যামাচরণ প্রকাশনী
৬৫/৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

১০। শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট,
২৪বি, স্যার গুরুদাস রোড, কলি-৫৪

ও অন্যান্য বইয়ের দোকান।